বিশ্বখ্যাত আফ্রিকান ঔপন্যাসিক

উইলবার স্মিথ

ক্রাই উলফ্

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

'যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকার বুকে দারুণ রোমাঞ্চপূর্ণ এক মহাকাব্য যেনো....
অসাধারণ একটি কাহিনীর জন্ম দিলেন স্মিথ।'

উচ্ছল তরুণ জেক বারটন পেশায় এঞ্জিনিয়ার, যুদ্ধ শেষে কাজের আশায় ঘুরে ফিরছে তাঞ্জানিয়ায়। নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দা চলছে পৃথিবী জুড়ে। অপরদিকে অভিজাত ইংরেজি, মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্-এর রয়েছে তড়িৎ দান মেরে টাকা কামানোর স্পৃহা। বন্ধুত্ব হ'লো দু'জনের। ১৯৩৫ সালের শীত তখন। ইতালির একনায়ক মুসোলিনি, অসহায় ইথিওপিয়ার অধিবাসীদের দেশ-ছাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এগিয়ে চলেছে তার বর্বর সেনাবাহিনী। এমন সময়, ইথিওপিয় গোত্রের এক সর্দারের সঙ্গে ব্যবসায় নামলো গ্যারেথ এবং জেক। ওদের কাজ– সমুদ্র এবং মরু পাড়ি দিয়ে যুদ্ধরত অসহায় আদিবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে চারটি আর্মারড কার। একই সঙ্গে, সুন্দরী তরুণী মার্কিন সাংবাদিক ভিকি কেমবারওয়েল যাবে তাদের অভিযানে। উদ্দেশ্য ভয়াবহ নৃশংস এই অন্যায় যুদ্ধের কথা বিশ্ববাসীকে জানানো।

শুরু হ'লো দুই বন্ধুর অ্যাডভেঞ্চার। শেষ পর্যন্ত কী ইথিওপিয়ায় পৌঁছুতে পারলো তারা? কে পেলো ভিকি'র ভালোবাসা?

টান টান উত্তেজনার ক্রাই উলফ্ ... একই সঙ্গে মানবতার জয়গান এবং প্রেমের কাহিনী।

ISBN 984 70117 0005 7
9 847011 700057

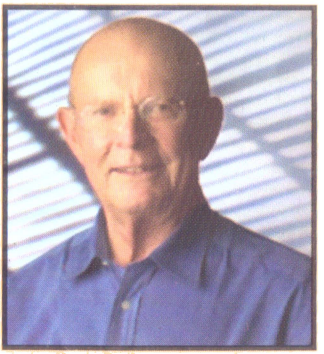

আফ্রিকান লেখক উইলবার স্মিথের জন্ম ১৯৩৩ সালে, তৎকালীন উত্তর রোডেশিয়া, বর্তমান জাম্বিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকায়। জীবনের প্রায় সবটুকু সময়ই কাটিয়েছেন আফ্রিকার মাটিতে, এই মহাদেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত গভীর। শিক্ষাজীবন কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাইকেল হাউস এবং রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ে। দারুণ ঘটনাবহুল, রোমাঞ্চকর জীবনে ১৯৬৪ সাল থেকে পেশাদার লেখক হিসেবে লিখে চলেছেন। প্রথম বই, 'হোয়েন দ্য লায়ন ফিডস্' বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ পর্যন্ত ৩২টি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, যার প্রত্যেকটি বেস্টসেলার। তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠে আফ্রিকার চিরন্তন সৌন্দর্য্য, তার বন্যতা-হিংস্রতা, রাজনীতি, নিষ্ঠুরতা, হানাহানি, প্রেম, রোমাঞ্চ। সাফারির মনোজ্ঞ বর্ণনা, আফ্রিকান বন্যপ্রাণী এবং প্রকৃতি বিষয়ক অগাধ জ্ঞান তার লেখার সম্পদ। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী অভিযানে বেরিয়ে পড়েন স্মিথ, লেখার রসদ খুঁজে ফেরেন। মানবতার জয়গান তাঁর লেখার আরো একটি বড় দিক।

উইলবার স্মিথ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে, টেবল্ মাউন্টেন-এ বসবাস করেন। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের জন্যে নিরলস লিখে চলেছেন তিনি। ২০০৭ সালের আগষ্টে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'দ্য কোয়েস্ট'। ২০০৯ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে নতুন রোমাঞ্চ 'অ্যাসেগাই'।

ক্রাই উলফ্

ক্রাই উলফ্

মূল উইলবার স্মিথ

অনুবাদ মখদুম আহমেদ

রোদেলা

ক্রাই উলফ্

মূল : উইলবার স্মিথ

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

অনুবাদ স্বত্ব : প্রকাশক

তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০১০
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৮

রোদেলা ০৬

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের অবলম্বনে গোলাম মর্তুজা

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৪০.০০ টাকা মাত্র

CRY WOLF by Wilbur Smith. Translated by Makhdum Ahmed.
First Published Ekushe Boimela 2008
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail rodela.prokashani@gmail.com

Price Tk. 340.00 only US $ 15.00
ISBN 984 70117 0005 7 Code 06

উৎসর্গ

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত, অকালপ্রয়াত বন্ধু
ডাঃ মোস্তফা মিশুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

মৃত্যু, গর্বিত হয়ো না তুমি, যদিও তোমার ক্ষমতা প্রচন্ড
এবং তুমি পরাক্রমশালী;
মাত্র একটা ছোট্ট ঘুম ভেঙে চিরকালের জন্যে জেগে
উঠবো আমরা,
আর হার হবে তোমার;
মৃত্যু, তোমার মরণ আসন্ন।

উইলবার স্মিথের জন্যে প্রশংসা–

'উইলবার-ই সেরা।'
–সানডে টাইমস্

'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার লেখক।'
–ডেইলি এক্সপ্রেস

'উইলবার স্মিথের অপর নাম রোমাঞ্চ, আর এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই।'
–ওয়াশিংটন পোস্ট

'গতিময়, অসাধারণ কাহিনী।'
–সানডে টেলিগ্রাফ

'যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকার বুকে দারুণ রোমাঞ্চপূর্ণ এক মহাকাব্য যেনো... অসাধারণ একটি কাহিনীর জন্ম দিলেন স্মিথ।'
–ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড

'তীব্র রোমাঞ্চ, কঠোর বাস্তবতা, ইতিহাস আর প্রেম মিলেমিশে জন্ম দিয়েছে একটি অনন্যসাধারণ কাহিনীর... ক্রাই উলফ্ আমাদের জীবনের রহস্য আর সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়।'
–লাইব্রেরি জার্নাল

'অত্যন্ত শক্তিশালী একটি কাহিনী, বুকে কষ্ট জাগায়, কিন্তু পড়ে যেতে বাধ্য আপনি, কর্কশ কিন্তু তীব্র আবেগী... একটি এপিক উপন্যাস।'
–শী

উইলবার স্মিথের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

রিভার গড (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
দ্য সেভেন্থ স্ক্রোল (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
ওয়ার লক (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
দ্য আই অব দ্য টাইগার (প্রকাশিতব্য)
ক্রাই উলফ্ (রোদেলা থেকে প্রকাশিত
ওয়াইল্ড জাসটিস্
দ্য এলিফ্যান্ট সঙ

মখদুম আহমেদ অনুবাদিত প্রকাশিত বই

রিভার গড (উইলবার স্মিথ)
ক্যাট অ্যান্ড মাউস (জেমস প্যাটারসন)
নট এ পেনি মোর, নট এ পেনি লেস (জেফরী আর্চার)

অচিরেই আসছে–

ট্রেজার (মূলঃ ক্লাইভ কাসলার)
মখদুম আহমেদের অনুবাদে একুশে বইমেলা ২০০৮-এ।

জেক বারটনের কাছে মেশিন মাত্রেই স্ত্রীলিঙ্গ। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, ওগুলো সত্যিই কৌতুকপ্রিয়, ছলনাময়ী এবং কেউ কেউ নষ্টা। কাজেই, বিশাল সবুজ আম গাছতলে সাড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা বাহনগুলো দেখা মাত্র জেক বুঝলো, ওগুলো অঘটন-ঘটনপটিয়সী লৌহমানবী।

তাঞ্জানিয়া সরকার শুধু এই গাড়িগুলোই নয়, বাড়তি অথবা বাতিল আরো অনেক জিনিস নিলামে বিক্রি করতে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের স্তূপ থেকে দূরে রাখা হয়েছে গাড়ি পাঁচটা। মে মাস এবং সময়টা দুই বর্ষা মরশুমের মধ্যবর্তী শীতল ঋতু হলেও, সকালের মেঘহীন আকাশের নিচে জ্বলন্ত তন্দুর হয়ে আছে দার-এস-সালাম। আমগাছ তলার ছায়ায় পৌঁছে স্বস্তিবোধ করলো জেক, দাঁড়ালো লৌহমানবীদের গা ঘেঁষে, খুঁতখুঁতে এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিতে জরিপ শুরু করলো।

পাঁচিল ঘেরা বড় উঠানটার চারদিকে একবার চোখ বুলালো ও দেখলো সে শুধু একাই গাড়িগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। বহুবর্ণ সম্ভাব্য ক্রেতারা ভিড় করেছে ভাঙা কোদাল, শাবল, খালি ড্রাম, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির সামনে, আর্মারড কারগুলোর দিকে কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। ওগুলোর দিকে আবার ফিরলো ও, জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো আমগাছের নিচু একটা ডালে।

ভালো জাতের জিনিস, তবে কঠিন ধকল গেছে ওগুলোর ওপর দিয়ে। শক্ত ঝকঝকে রেখা আর কিনারাগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, রঙ চটে যাওয়ায় মরচে ধরেছে গায়ে, ওপরের অংশ কাক আর বাদুড়ের বিষ্ঠা দিয়ে লেপা। ক্যানভ্যাস ব্যাগটা একপাশে সরিয়ে রাখলো জেক, ভেতরে টুলস্ রয়েছে। গাড়িগুলোর ঠিকানা কুলজী সম্পর্কে জানা আছে ওর। কারিগরি নৈপুণ্যের ভারি চমৎকার পাঁচটি নমুনা, তাঞ্জানিয়া উপকূলে প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হচ্ছে। ষাট-সত্তর বছর আগে শ্রেইনার বানিয়েছিল ওগুলো, উঁচু গম্বুজে ম্যাক্সিন মেশিনগান বসানোর জন্যে রয়েছে খোলা জায়গা, এই মুহূর্তে শূন্য একটা অক্ষিকোটরের মতো হাঁ করা। এঞ্জিন হাউজিংয়ের ওপর প্ল্যাটফর্মটা চৌকোভাবে ঢালু, অত্যন্ত ভারি আমার প্লেট, রিবেটগুলোর সারি নিখুঁতভাবে সাজানো, ছুটে আসা শত্রুর বুলেট থেকে রেডিয়েটরকে রক্ষার জন্যে ইস্পাতের শাটার আছে, প্রয়োজনে বন্ধ করা যায়। ধাতব হুইলে নিরেট রাবারের টায়ার লাগানো, কাঠোমোটাকে উঁচু করে রেখেছে। জেকের ভাবতেও খারাপ লাগলো সম্ভবত ওর হাত দিয়েই বডির ভেতর থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসবে এঞ্জিনগুলো। দু'একটা বডি-ও বোধহয় বাতিল করতে হবে, রঙের পোঁচ দিয়ে আর যাই হোক বুলেটের ফুটো বন্ধ করা যায় না। আর্মারড

কারগুলোর ওপর দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধের ধকল গেছে, আরবণের ভেতর মরচে ধরা লোহা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তাই সন্দেহ। অবশ্য মাঝখানে এক সময় এঞ্জিন বদলে নতুন ৬½ লিটার বেন্টলি লাগানো হয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেগুলোরই বা কি অবস্থা। নতুন এঞ্জিন লাগানোর পর তাঞ্জানিয়া সরকার একটানা কয়েক যুগ সীমান্ত এলাকায় প্রহরার কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলো, ড্রাইভাররা বেশিরভাগ সময় দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গরুচোরদের ধাওয়া করে ফিরেছে। ফলশ্রুতিতে, আজ, এই ১৯৩৫ সালের আগুনে মে' মাসে সরকারের বাতিল মালের বিক্রয় আঙ্গিনায় জড়ো করা হয়েছে গাড়িগুলো। তবু জেকের মনে ক্ষীণ আশা, যতোই কিনা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে আসুক, বেন্টলি এঞ্জিন একেবারে বাতিল হওয়ার জিনিস না। অপারেশন শুরুর মুহূর্তে সার্জেন যেমন আস্তিন গুটায়, জেক তেমনি গুটালো, নড়ে উঠলো ঠোঁট জোড়া, 'তৈরি হও, সুন্দরীরা; তোমাদের নাড়ী-নক্ষত্র যাচাই করা হবে।'

জেক বারটন প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা, গায়ে অতিরিক্ত চর্বি না থাকলেও হাড়গুলো চওড়া এবং পেশিবহুল শরীর, আর্মারড্ কারের বডির ভেতর ঢোকার পর নড়াচড়ার জায়গা খুব কমই অবশিষ্ট থাকলো। কিন্তু কাজের ভেতর মন ঢেলে দেয়ায় কোথায় কি কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে খেয়ালই থাকলো না ওর। গোল করা জোড়া ঠোঁট থেকে বিরতিহীন শিস দিয়ে বেরিয়ে আসছে 'টাইগার র‍্যাগ' সুর, ভেতরের আবছা অন্ধকারে কুঁচকে আছে চোখের চারপাশ।

দ্রুত কাজ করছে জেক। প্রথমে কন্ট্রোলের থ্রটল আর ইগনিশন সেটিং চেক করলো। দেখে নিলো পিছনের বসানো ফুয়েল ট্যাংক থেকে লাইনগুলো কোন পথ ধ'রে এসেছে। ড্রাইভারের সিটের তলায় কক্ রয়েছে দেখে সন্তুষ্টির আভা ফুটলো মুখে। পাঁচিল বেয়ে ওঠার ভঙ্গিতে টারিট থেকে বেরিয়ে এলো ও, লাফ দিয়ে বাহনের উঁচু পাশটায় নামলো, চুল থেকে গড়িয়ে গায়ে নেমে আসা ঘামের ধারা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মোছার জন্যে থামলো মুহূর্তের জন্যে, তারপর সামনে এগিয়ে খুলে ফেললো আর্মারড্ এঞ্জিন-কাভার।

এঞ্জিনে চোখ পড়তেই খুশিতে নেচে উঠলো মন। বেন্টলির গায়ে ধুলো আর তেল মাখামাখি হয়ে আছে, কিন্তু মরচের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কাঠামোর কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই, প্রতিটি পার্টসের আকৃতি অবিকৃত। হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে এঞ্জিনের গায়ে হাত বুলালো জেক, যেনো আদর করছে। এঞ্জিন সাম্প থেকে ডিপস্টিক বের করে এক ফোঁটা তেল নিলো দু'আগুলের মাঝখানে। করকরে ভাব অনুভব করে গম্ভীর হ'লো চেহারা, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো কাঠি। টেনে প্লাগ খুললো ও, অলসভঙ্গিতে ঘুরঘুর করতে দেখে এক আফ্রিকানকে কাছে ডেকে এক শিলিংয়ের বিনিময়ে ক্র্যাংকটা ঘোরাতে বললো, হাতের তালু ঠেকিয়ে কমপ্রেশন পরীক্ষা করলো।

দ্রুত হাঁটাচলা করছে জেক, কখনো পিছু হটছে, কখনো সামনে বাড়ছে, দূর থেকে দেখে মনে হ'তে পারে নৃত্যচর্চা মশগুল। এক এক করে পাঁচটা আর্মারড্ কার পরীক্ষা

করলো ও, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশই চেক করতে বাকি রাখলো না। কাজ শেষ করে বুঝলো, তিনটে অবশ্যই চালানো যাবে, সম্ভবত চারটে।

বাকি একটার কোনো আশা নেই। ওটার এঞ্জিন ব্লকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, জেকের মনে হ'লো পিঠে সওয়ারী নিয়ে একটা ঘোড়া অনায়াসে গ'লে যেতে পারবে। আর পিস্টনগুলো নিজেদের খোপে এমন নিরেটভাবে আটকে গেছে, দু'জন মিলে ক্র্যাংক হাতল ঘুরিয়েও সেগুলোকে নড়ানো গেলো না।

দুটো গাড়ির গোটা কারবুরেটর-ই নেই, তবে চেষ্টা করলে হয়তো বাতিল লোহা-লক্কড়ের গাদা থেকে একটা অন্তত জোগাড় করা যেতে পারে। অর্থাৎ কারবুরেটর পাওয়া গেলে মোট চারটে সচল গাড়ি ভাগ্যে জুটবে। বেশি আশা না করে, অল্পই ধরা উচিত। এই দার-এস-সালামে আরো একটি কারবুরেটর জোগাড় করার আশা বৃথা।

অন্তত তিনটি গাড়ি চলবে, এ ব্যাপারে জেক নিঃসন্দেহ। প্রতিটি যদি একশ' দশ পাউন্ডে বিক্রি করা যায়, সব মিলিয়ে হাতে আসবে তিনশো ত্রিশ পাউন্ড। কেনা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বাদ দেয়া যাক একশো' পাউন্ড, তার মানে লাভ থাকবে নীট দু শো ত্রিশ পাউন্ড। অর্থাৎ নিলামের সময় প্রতিটির জন্যে বিশ পাউন্ডের বেশি ডাক দেয়া যাবে না। আফ্রিকান ছোকরাকে প্রতিশ্রুত শিলিং ছুঁড়ে দিয়ে আপন মনে হাসতে লাগলো জেক। অভাবের সময়ে দু শো ত্রিশ পাউন্ড কম নয়।

ট্রাউজার থেকে পকেট-ঘড়িটা বের করে চোখ বুলালো জেক। নিলাম শুরু হ'তে এখনো দু'ঘণ্টা দেরি আছে। বেন্টলিগুলোর ওপর কাজ শুরু করার জন্যে অস্থির হয়ে আছ ও। লাভটা বড় কথা নয়, এঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে ওর, তাছাড়া সময়টাও সুন্দর কাটতো। দেখে শুনে মনে হ'লো মাঝখানে দাঁড়ানো গাড়িটার ওপর হাত দিলে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যাবে। মাডগার্ডের আর্মারড্ উইং-এ ক্যানভাস ব্যাগটা রেখে একটা $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি স্প্যানার বেছে নিলো। পরমুহূর্তে কাজের ভেতর বুঁদ হয়ে গেলো ও।

আধ ঘণ্টা পর এঞ্জিনের ভেতর থেকে মাথা বের করলো জেক, ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে গাড়ির সামনে ছুটে এলো।

ফুলে উঠলো ডান হাতের পেশি, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। প্রথমবারের চেষ্টায় ভারি এঞ্জিন যান্ত্রিক শব্দছন্দ তুললো, কিন্তু পরমুহূর্তে থেমে গেলো, স্টার্ট নিলো না। মিনিটখানেক পর হাতল খুলে নিলো জেক, ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তেল আর কালির দাগ অবশ্য আগেই ভৌতিক করে তুলেছে চেহারাটা। 'দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি রগচটা,' ফিসফিস করে বললো ও। 'কিন্তু ডার্লিং, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।'

আবার ওর কাঁধ আর মাথা এঞ্জিন কাউলিংয়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো, ভেতর থেকে শক্ত ধাতুর সাথে স্প্যানারের ঠোকাঠুকি আর শিসের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। দশ মিনিট পর আবার ক্র্যাঙ্ক হাতল ঘোরালো ও। সাথে সাথে গর্জে উঠলো এঞ্জিন, ব্যাক ফায়ারের আওয়াজ হ'লো কামান দাগার মতো, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল–ওটা উল্টো করা মুঠোর ভেতর ধরা থাকলে বুড়ো আঙুলটা ছিঁড়ে নিয়ে যেতো।

'ওরেব্বাপ! কী দেমাগ!' হতভম্ব জেক টারিটে উঠে কন্ট্রোলের দিকে ঝুঁকলো, রিসেট করলো ইগনিশন।

পরের বার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে সচল হ'লো এঞ্জিন, নিস্তেজ হ'তে শুরু করে আবার সতেজ হলো, তারপর নিয়মিত শব্দছন্দ বজায় রাখলো। আড়ষ্ট সাসপেনশনের ওপর কাঠামোটা মৃদু কাঁপছে, তবে জ্যান্ত থাকলো এঞ্জিন।

পিছিয়ে এলো জেক, দরদর করে ঘামছে, চেহারায় লালটে একটা আভা, তবে আনন্দে চকচক করছে চোখ জোড়া।

'কী সুন্দর! সত্যি, তুমি অনেক সুন্দর।'

'ব্রাভো!' পিছন থেকে ব'লে উঠলো একটা দরাজ কণ্ঠস্বর। প্রায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরালো জেক। ভুলেই গিয়েছিলো দুনিয়ায় সে-ই একমাত্র প্রাণী নয়। অপ্রতিভ বোধ করলো ও, যেনো একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন শারীরিক একটা বৈশিষ্ট্য আড়াল থেকে দেখে ফেলেছে কেউ। লোকটার দিকে কটমট করে তাকালো ও, পোজ দেয়ার মার্জিত ভঙ্গিতে আমগাছের গায়ে হেলাল দিয়ে রয়েছে।

'দারুণ দেখালে, বন্ধু।' ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ জেকের ঘাড়ের পিছনের চুলগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প'রে আছে মাখন রঙা দামী ট্রপিক্যাল লিনেন-এর স্যুট, পায়ে সাদা আর খয়েরী জুতো। সাদা স্ট্র হ্যাটের চওড়া কার্ণিশ ছায়া ফেলেছে মুখে। তবে চেহারায় লেপ্টে থাকা হাসিখুশি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসুচক ভাব জেকের চোখ এড়ালো না। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন বলা চলে, যদিও সহজ-সরল হাবভাবের মধ্য থেকে সকৌতুক শয়তানীর একটা ভঙ্গি উঁকি-ঝুঁকি মারছে ব'লে সন্দেহ হ'লো জেকের। চেহারায় অভিজাত একটা ভাবও আছে, তবে তার কতোটুকু বানোয়াট বা অর্জিত আর কতোটুকু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, বলা কঠিন। তবে সন্দেহ নেই সুন্দরীদের আবেগ উথলে ওঠার একটা কারণ সৃষ্টি করবে এই মুখ, তাতে গতি সঞ্চার করবে দরাজ কণ্ঠস্বর। সরকারি কর্মকর্তা? উহু, সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলো জেক। কেমন যেনো সন্দেও হ'তে লাগলো ওর। হাবে-ভাবে, এমনকি পড়নের টাইয়ের কোনাকুনি নকশাও জানান দিচ্ছে এই লোক অভিজাত ইংরেজ।

'ওটাকে জ্যান্ত করতে মোটেই বেশি সময় নাও নি তুমি।' গাছে হেলান দিয়েই থাকলো, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বদলে গেলো। জোড়া পা নিচের দিকে ক্রস চিহ্নের আকৃতি পেলো, একটা হাত কোট-পকেটের ভেতর। আবার হাসলো সে, এবার তার হাসিতে ব্যঙ্গ আর চ্যালেঞ্জ পরিষ্কার দেখতে পেলো জেক। লোকটাকে চিনতে ভুল করছে ও। না, সাধারণ কোনো লোক নয়। ভালো মানুষতো নয়ই। ওই চোখ জোড়া একজন সর্বস্বহরণকারী লুটেরার, ব্যঙ্গাত্মক এবং নেকড়েসুলভ, ছায়ার ভেতর ছুরির ধারালো ফলার মতো বিপজ্জনক।

'বাকিগুলোও যে সহজে মেরামতযোগ্য তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই,' অনুসন্ধানী সুর, স্রেফ মন্তব্য নয়।

'ভুল করছো, বন্ধু।' সব হারানোর একটা আশংকা রীতিমতো ব্যথা হয়ে জাগলো জেকের বুকে। চেহারা-সুরৎ দেখে মনে হয় না সৌখিন ইংরেজ পাঁচটা আর্মারড্ কার

কিনতে চাইবে, আবার বলাও যায় না–হাজার হোক বেনিয়ার জাত। সাবধানের মার নেই, গাড়িগুলোর অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাইয়ে দিলে মন্দ হয় না। 'শুধু এই একটাই কোনো রকমে চলবে, এটারও নাড়িভূঁড়ি ছিঁড়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শব্দ শুনে বুঝছো না, উন্মাদ কাঠমিস্ত্রি যেনো যেখানে-সেখানে পেরেক ঠুকছে।' কাউলিংয়ের ভেতর হাত গলিয়ে ম্যাগনিটো অফ করলো ও।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো। গলার স্বরে কিছুটা তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে আবার বললো জেক, 'বাতিল লোহা!' সামনের চাকার কাছে মাটিতে থুথু ফেললো ও, কিন্তু চাকায় নয়। চেষ্টা করেও অতোটা নির্দয় হ'তে পারলো না ও। তারপর যন্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরলো, এক কাঁধে ব্যাগ অপর কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রওনা হ'লো গেট অভিমুখে, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকালো না।

'তুমি তাহলে নিলামে অংশগ্রহণ করছো না, ওল্ড চ্যাপ?' আগন্তুক গাছতলা ছেড়ে জেকের সাথে হাঁটতে শুরু করলো।

'আরে না!' গলার সুরে বিপুল হতাশা ফোটাতে চেষ্টা করলো জেক। 'তুমি?'

'ধ্যেৎ, ভাঙাচোরা পাঁচটা আর্মারড্ কার নিয়ে আমি কী করবো!' নিঃশব্দে হাসলো লোকটা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে জেকের দিকে তাকালো। 'ইয়াংকি, তাই না? আমি বলবো, টেক্সান?'

দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও দাঁড়ালো না জেক। উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো ও, 'কেনো মনে হলো?'

'এঞ্জিনিয়ার?'

'এই আর কি।'

'চলো কিছু পান করা যাক?' ভুরু নাচিয়ে প্রস্তাব করলো লোকটা, 'জেকের মনে হ'লো ঘুষ দিতে চাইছে।

'কতো খরচ করতে চাও হিসাব করে টাকাটাই বরং দাও' বললো ও। 'আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।'

সৌখিন আগন্তুক আবার হেসে উঠলো, বন্ধুত্বসূচক সকৌতুক শব্দ ঝংকার। 'তাহলে শুভেচ্ছা জানাই, ওল্ড চ্যাপ,' বললো সে, তাকে পিছনে ফেলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো জেক তাপদগ্ধ দার-এস-সালামের খোলা রাস্তায়, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে হাঁটতে লাগলো হন হন করে। দৃঢ় পদক্ষেপ, কাঁধ জোড়ার আড়ষ্ট ভাব পরিষ্কার জানিয়ে দিলো এখানেই বিদায়পর্ব চূড়ান্ত, পিছু নিয়ে কোনো ফায়দা হবে না।

প্রথম বাঁকেই ক্ষুদে একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে গেলো জেক, সরকারি গুদামের উঠান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, লুকিয়ে থাকার জন্যে পছন্দ হ'লো ওর। বরফ আর বিয়ার নিয়ে বসলো সে, চিন্তায় প'ড়ে গেছে। ব্যাটা ইংরেজ ওকে ভারি অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি দান করেছে, গাড়িগুলো সম্পর্কে তার আগ্রহ স্রেফ নির্মল কৌতূহল

ব'লে মনে হয়নি। নিলামে যদি জাত বেনিয়া কেউ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ওকে হয়তো প্রতিটি গাড়ির জন্যে বিশ পাউন্ডের বেশি প্রস্তাব দিতে হ'তে পারে। জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে ছাগ চর্মের তৈরি মানিব্যাগটা বের করলো জেক, ওর সমস্ত জাগতিক সম্পদের এটাই বর্তমানে একমাত্র ভাণ্ডার। কোলের ওপর সব টাকা বের করে গুণলো ও।

পাঁচশো সতেরো পাউন্ড, তিনশো সাতাশ মার্কিন ডলার, চারশো নব্বই পূর্ব আফ্রিকান শিলিঙ– সব মিলিয়ে অংকটা এতো বড় নয় যে রানী এলিজাবেথের সৌখিন ধান্দাবাজ প্রজার সাথে টক্কর দেয়া যায়। বিয়ার শেষ করলো জেক, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো, শক্ত করলো চোয়াল, আরেকবার চোখ বুলালো পকেট-ঘড়ির ওপর। বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট।

দীর্ঘদেহী জেক বারটনকে ভিজে বেড়ালের মতো গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে সামান্য হতাশ হ'লো মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্, কিন্তু মোটেও বিস্মিত হ'লো না। পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন একটা টি-পার্টিতে শুধু বয়োবৃদ্ধরা রয়েছে, কাঁটাচামচ চুরি করার জন্যে চুপিসারে ঢুকে পড়েছে একজন লোক–জেকের হাঁটা আর হাবভাব দেখে এরকম একটা দৃশ্যের কথা মনে প'ড়ে গেলো তার।

আমগাছ তলায় উল্টো করা একটা ড্রামের ওপর ব'সে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, ড্রামের ওপর একটা রুমাল বিছিয়ে নিয়েছে দামী স্যুটে যাতে কোনো ময়লা না লাগে। স্ট্র হ্যাটটা তার হাতে রয়েছে, মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। চুলের এই রঙ সহজে চোখে প'ড়ে না, সোনালি লালচে, কোমল জ্বলজ্বলে একটা ভাব নিয়ে শোভা পাচ্ছে মাথায়। গোঁফ জোড়াও একই রঙের চওড়া এবং খাটো করে ছাঁটা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, ম্লান নীল রঙের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে জেকের দিকে। উঠান পেরিয়ে জোড়া আমগাছের দিকে এগোচ্ছে জেক, ক্রেতারা সবাই ভিড় করেছে সেখানে। সরাসরি না তাকিয়েও টের পেয়ে গেছে ও, কেউ একজন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ওকে। কে হ'তে পারে লোকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। পরিবর্তনটুকু সূক্ষ্ম হলেও, গ্যারেথ সোয়েলসের দৃষ্টি এড়ালো না। শক্ত হয়ে উঠলো জেকের কাঁধের পেশি, দৃঢ় হ'লো হাঁটার ভঙ্গি, উঁচু করা মাথা আর ফুলে থাকা বুক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চোখ ফিরিয়ে নিলো গ্যারেথ সোয়েলস্, পকেট থেকে এনভেলাপ বের করে নিজের আর্থিক সঙ্গতির হিসাব পাবার চেষ্টা করলো।

তার আর্থিক অবস্থা জেকের চেয়ে কোনো অংশে সুবিধের নয়, গত আঠেরো মাস ভাগ্য তাকে কোনো রকম সহায়তা করেনি। মুকদেন-এ, চাইনিজ নেতার উদ্দেশ্যে তার কার্গোর চালানটা লিয়াও নদীতে জাপানী গানবোটের হাতে ধরা পড়েছে। আর অল্প কয়েক ঘণ্টা পেলেই ওটা ডেলিভারে করে রওনা হয়ে যেতো সে; কিন্তু বিধি বাম–দশ বছরের মূলধন এক নিমিষেই শেষ। তবে হাল ছেড়ে দেয় নি সে, আবার প্রথম থেকে শুরু করার জন্যে যথেষ্ট খাটাখাটনি করছে। ব্যবসায়িক বুদ্ধি, কূটকৌশল, মোক্ষম

জায়গায় উপঢৌকন বিতরণ ইত্যাদির সাহায্যে অস্ত্রের আরেকটা চালান ডেলিভারি দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে গ্যারেথ। অস্ত্রগুলো এই মুহূর্তে দার-এস-সালাম বন্দরের চার নম্বর ওয়্যার হাউসে রয়েছে, তার বের করে নিয়ে আসার অপেক্ষায়। ক্রেতাও ঠিক করা আছে, বারো দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিতে আসবে সে। চালানটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা চেহারা পেতে পারে যদি অস্ত্রের সাথে আর্মারড্ কারগুলোও থাকে।

আর্মারড্ কার? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে যে কোনো দাম হাঁকতে পারে সে। একমাত্র পাইলট সহ এয়ারক্রাফট পেলে এরচেয়ে বেশি খুশি হবে তার ক্রেতা।

আজ সকালে প্রথম যখন ওগুলো দেখলো গ্যারেথ, সাথে সাথে কেনার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিল। অত্যন্ত পুরনো, অবহেলার সাথে রাখা হয়েছে, চেহারাই ব'লে দেয় মেরামতের যোগ্য নয়। ফিরে যাচ্ছিলো সে, হঠাৎ দেখতে পেলো একটা আর্মারড্ কারের তলায় পেশিবহুল একজোড়া পা। তারপর তার কানে ঢুকলো, গাড়ির তলা থেকে শিসের আওয়াজ আসছে।

এখন সে জানে অন্তত একটা গাড়ি মেরামত করে চালানো যাবে। কিভাবে কী করতে হবে সব ঠিক করে ফেলছে সে। কয়েক গ্যালন রঙ দরকার হবে। প্রতিটি আর্মাড কারের মাউন্টিংয়ে একটা করে ভির্কাস মেশিনগান থাকবে। দেখে কী মনে হবে? মনে হবে সদ্য তৈরি ঝকঝকে পাঁচটা আর্মারড কার কারখানা থেকে এইমাত্র বের করা হয়েছে। ক্রেতাকে কিভাবে মোহিত করবে গ্যারেথ সোয়েলস্ ? কেনো, তার প্রসিদ্ধ বিক্রয় কৌশল রয়েছে না ! একটা, মাত্র একটা আর্মারড কার স্টার্ট দেবে সে, এলোপাথাড়ি পাঁচশো গুলি ছুঁরে মেশিনগানের কেরামতি প্রদর্শন করবে–ব্যস, গ'লে ছাতু হয়ে যাবে রাস্টাফারিয়ান গোত্রের রাজপুত্তুর, উল্লাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সবগুলো আর্মারড কার আর মেশিনগানের দাম চুকিয়ে দেবে।

তার রঙিন স্বপ্নে কালি ছিটাচ্ছে শুধু একজন। ইয়াংকি ব্যাটাই তার উদ্বেগের কারণ। হয়তো ভয় পাবার কিছু নেই, দু'দশ শিলিং বেশি দর হাঁকলেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, পাল্লা দিতে না পেরে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে লোকটা। না, আসলেও ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। হাবভাব, চেহারা-সুরৎ দেখে তো মনে হ'লো কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছে, ঝুঁকি নেওয়া বা বাজে খরজ করার পয়সা পকেটে নেই। দেখা যাক।

কোটের আস্তিনে আঙুলের টোকা দিলো গ্যারেথ, হয়তো ধুলোর খানিকটা ভাব জমেছিলো ওখানে। সোনালি লালচে মাথায় পানামা-টা তুললো, সতর্কতার সাথে অ্যাডজাস্ট করলো চওড়া কার্ণিশ, ছাই পরীক্ষা করার জন্যে লম্বা সরু চুরুটটা নামালো ঠোঁট থেকে, তারপর ড্রাম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে, ধীর-শান্ত পায়ে এগুলো ভিড় লক্ষ্য করে। নিলামদার একজন শিখ বামন, কালো স্যুট পরা, লম্বা দাড়ি বাঁক নিয়ে গলায় মাফলারের মতো জড়িয়ে আছে, মাথায় মস্ত একটা সাদা পাগড়ি।

সবচেয়ে কাছের আর্মারড কারের টারিটে উঠে পড়েছে সে, দাঁড়ে বসা কালো কাকের মতো লাগছে তাকে। তার কণ্ঠস্বর সকরুণ বিলাপের মতো, শোকাকুল। প্রস্তাব

পাবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে সে। উপস্থিত লোকজন ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে শাণিত দৃষ্টি।

'আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ, কেউ একজন দশ পাউন্ড ব'লে চিৎকার করে উঠে আমার কানে মধুবর্ষণ করুন! আমি কি "দশ পাউন্ড" শুনলাম?'

মাথা একদিকে কাত করে ভালো করে শোনার ভঙ্গি করলো সে, গাছের ডালে বাতাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। কেউ নড়লো না, কেউ মুখ খুললো না।

'পাঁচ পাউন্ড, প্লিজ ? বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সুচতুর কোনে ব্যবসায়ী আছেন কি যিনি এই চমৎকার বাহনগুলোর প্রতিটির জন্যে পাঁচ পাউন্ড দিতে চান ? ওগুলো আর্মারড কার, মহোদয়গন! নামটাই যে শুধু গাল ভরা তাই নয়, কাজেও এক একটা অক্লান্ত ঘোড়া! যেমন তেজি তেমন সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি তার গুণ! ঠিক আছে, ভাইসব, দুই পাউন্ড দশ পেন্স–আসুন, জমজমাট দর হাঁকাহাঁকির প্রতিযোগিতা পঞ্চাশ শিলিং দিয়েই শুরু করি আমরা।' চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে ভিড়ের উপর চোখ বুলালো বামন শিখ, কেউ নড়ছে না দেখে কোঁচকানো ভুরু থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কল্পিত ঘাম মুছল সে। 'প্রস্তাব, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে একটা প্রস্তাব দিন, প্লিজ!' চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

'এক পাউন্ড!' ভিড় থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। শিখ নিলামদার এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো, তারপর ধীর নাটকীয় মন্থরতার সাথে মাথা তুলে জেকের দিকে তাকালো সে। ভিড়ের মধ্যে টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে আছে জেকের মাথা।

'এক পাউন্ড?' খসখসে কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করে বললো শিখ নিলামদার। 'এতো সুন্দর, এমন তেজি আর্মারড কারের জন্যে মাত্র এক পাউন্ড,' কথা শেষ না করে দুঃখ এবং হতাশার সাথে ঘন ঘন মাথা নাড়ালো সে। তারপর অকস্মাৎ তার আচারণ বদলে গেলো, চোখের পলকে ব্যবসায়ীসুলভ চটপটে ভাব ফুটলো চেহারায়। 'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে প্রতিটি এক পাউন্ড। আমি কি দুই পাউন্ড শুনলাম? এক পাউন্ডের ওপর কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন না ?' হাতে ধরা হাতুড়িটা শূন্যে তুললো সে। 'প্রথমবার বলছি, এক পাউন্ড। দ্বিতীয়বার বলছি...।'

সামনে বাড়ালো গ্যারেথ সোয়েলস্, জাদুমন্ত্রের মতো ফাঁক হয়ে গেলো ভিড়টা, লোকজন দু'পাশে সরে গেলো সসম্মানে।

'দুই পাউন্ড,' মৃদুকণ্ঠে বললো সে, নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেলো কথাটা। দীর্ঘদেহী জেকের আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, লালচে আভা ফুটলো নগ্ন ঘাড়ে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকালো সে, ইতিমধ্যে ভিড়ের কিনারায় পৌঁছে গেছে ইংরেজ যুবক।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হ'লো গ্যারেথের চেহারা, জেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে অভিজাত ভঙ্গিতে সে তার পানামা হ্যাটের কার্ণিশ দু'আঙুলে আলগোছে একবার স্পর্শ করলো। শিখ নিলামদারের পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি সাথে সাথে টের পেয়ে গেছে ওদের

দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে উঠলো তার হাসি।

'আমি শুনলাম দুই পাউন্ড...।' নিরীহ ভঙ্গিতে শুরু করলো সে।

'পাঁচ,' ধমকের সুরে বললো জেক।

'দশ,' বিড়বিড় করে উঠলো গ্যারেথ, জেক অনুভব করলো ক্রোধের অদম্য একটা ঢেউ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুভূতিটার সাথে পরিচয় আছে, চেষ্টা করলো দমন করতে, কিন্তু কোনো লাভ হ'লো না। উপস্থিত লোকজন লম্বা লোকটার দিকেই তাকিয়ে আছে, সবাই উত্তেজিত। উপভোগ্য নিলাম দেখার লোভেই ভিড় জমিয়েছে তারা।

'পনেরো,' বললো জেক, পরমুহূর্তে প্রতিটি মাথা ঘুরে গেলো ইংরেজ লোকটার দিকে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে জেকের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। 'বিশ?'

'বিশ এবং আরো পাঁচ।' জেকের চোখে পলক পড়লো না।

'ত্রিশ?'

'আরো পাঁচ।'

'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে পঁয়ত্রিশ পাউন্ড...' নিলামদারের গলা কেঁপে গেলো।

'চল্লিশ।' বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই রাগ দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেক, কিন্তু মনে মনে জানে বেনিয়া লোকটাকে গাড়িগুলো কোনোভাবেই নিতে দেবে না ও। শেষ পর্যন্ত যদি কিনতে না-ই পারে, ওগুলো পুড়িয়ে দেবে সে।

খুঁতখুঁতে চোখে গ্যারেথের দিকে তাকালো নিলামদার। 'চল্লিশ, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো সে, উত্তরে মৃদু হাসির সাথে হাতের চুরুটটা শুধু দোলালো গ্যারেথ। মনে মনে বিস্ময়ের সীমা নেই, তার হিসাব অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আগেই আর্থিক সঙ্গতির সীমা পেরিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে হিসাবে ভুল হয়েছে তার।

জেক মনে মনে নিজের সাথে কথা বলছে–ওগুলো আমার, মানিব্যাগ খালি করে হলেও কিনবো আমি।

'চল্লিশ।' গ্যারেথ সোয়েলসের হাসিতে আড়ষ্ট ভাব, সে-ও এবার তার নিজের আর্থিক সঙ্গতির কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে। নিলামে জিতলে সাথে সাথে নগদ টাকা অথবা স্থানীয় অনুমোদিত ব্যাংকের চেক জমা দিতে হবে। নগদ টাকা যেখানে যা পাওয়ার ছিলো অনেক আগেই সব চেঁছে তুলে এনেছে সে। আর স্থানীয় কোনো ব্যাংকের ম্যানেজার যদি গ্যারেথ সোয়েলসের চেক পেয়ে টাকা দেয় তাহলে তার চাকরি থাকবে না।

'পঁয়তাল্লিশ।' জেকেল কণ্ঠস্বর কঠিন, আপসহীন। যদিও তিরস্কার করছে নিজেকে, লাভের মধ্যে ইংরেজ ব্যাটাকে এক হাত দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা-ও শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না।

'পঞ্চাশ...' গ্যারেথ সোয়েলস্ শেষ করতে পারলো না।

তার আগেই জেক বললো, 'পঞ্চান্ন।'

'ষাট?'

'পঁয়ষট্টি,' দম না নিয়ে বললো জেক। ক্ষীণ আশা রয়েছে, এই দামে কিনে লাভে বিক্রি করার।

গ্যারেথ বললো, 'সত্তর।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলো জেক। এর চেয়ে বেশি দাম পড়লে নির্ঘাৎ লোকসান দিতে হবে ওকে।

'আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নিলামদার, 'সত্তর পাউন্ড' হাঁ করে জেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

'পঁচাত্তর।'

মনে মনে হিসাব রাখছে জেক, দুশো শিলিং করে লোকসান হবে। এবং এটাই গ্যারেথ সোয়েলসের শেষ সীমা। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, বুঝতে পেরেছে গাড়িগুলো তার কপালে এভাবে জুটবে না। তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড-ই তার পকেটের সম্বল, জবাই করে ফেললেও তার বেশি বের করতে পারবে না। অবশ্য আরো হাজারটা উপায় আছে, তার যেকোনো একটার সাহায্যে গাড়িগুলোর মালিক হ'তে পারবে সে! হ'তে পারবে, এবং হবেও। প্রিন্স লিজ মিখায়েল হারারিকে পটিয়ে বেশি দাম আদায় করতে হবে, এই যা।

'পঁচাত্তর,' বললো জেক, ভিড়ের ভেতর থেকে চাপা গুঞ্জন উঠলো, প্রতিটা মাথা ঘুরে গেলো গ্যারেথ সোয়েলসের দিকে।

'সম্মানিত মহাশয়,' নিলামদার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি আশি বলেছেন, স্যার?' পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে সে।

সগর্বে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মাথা নাড়লো গ্যারেথ সোয়েলস্, গভীর মনোযোগের সাথে সে তার চুরুটের ছাই পরীক্ষা করছে। তারপর মুখ তুললো সে, ঠোঁটে একটুকরো কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বললো, 'না, ভুলে যান, আমি কিছুই বলি নি।' জেকের দিকে তাকালো সে। 'ওগুলো তোমাকে আনন্দ দান করুক, এই কামনা করি।' ভিড় ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে, গেটের দিকে হাঁটা ধরলো। এখুনি কোনো প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই, ইয়াংকি যুবক ভালো একটা প্রস্তাবও প্রত্যাখান করে বসতে পারে। এই লোক রাগের মাথায় হাত চালাতে কার্পণ্য করার মানুষ নয়।

বহু কাল আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছেছে মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্, যুদ্ধ করে শুধু বোকারা, জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে যুদ্ধের উপকরণ যোগান দেয়—লাভের বিনিময়ে, অবশ্যই।

ঠিক তিন দিন পর আবার ইংরেজ লোকটার সাথে দেখা হ'লো জেকের। ইতিমধ্যে সে তার পাঁচটা লৌহমানবীকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে এনেছে ছোট্ট ঝর্ণার কিনারায় নিজের সদ্য তৈরি ক্যাম্পে। জায়গাটা শহরের বাইরে, পাহাড়ের

কাছাকাছি, চারপাশে আফ্রিকান মেহগনি গাছের ছড়াছড়ি, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা শিস দেয় পাখিরা।

মেহগনি ডালে কপিকল ঝুলিয়ে এঞ্জিনগুলো বের করে নিয়েছে জেক, পেট্রল ল্যাম্পের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছে ওগুলো ওপর। পুরো একটা দিন কেটেছে বাতিলযোগ্য পার্টস সনাক্ত করতে। পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকানে গিয়ে তালিকা মিলিয়ে খুঁজতে হয়েছে সেগুলো। দিনে আঠারো ঘণ্টা খেটেছে ও, দিনের বেলা ওর সাথে তাল মিলিয়ে পাখিরা শিস দেয়ায় পরিশ্রমটুকু গায়ে লাগে নি। তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে ঘর্মাক্ত কলেবর জেক বারটন তিনটে বেন্টলি এঞ্জিন চালু করতে পারলো। খুঁটির ওপর তৈরি বাঁশের নিচু মাচায় এঞ্জিনগুলোকে একেবারে নতুন ব'লে মনে না হলেও, ঝকঝক করছে। সন্দেহ নেই মেকানিকের হাতের ছোঁয়ায় জাদু আছে।

সেদিনই বিকেলে, চারদিক যখন নির্মম রোদে পুড়ছে, জেকের ক্যাম্পে হাজির হ'লো গ্যারেথ সোয়েলস্। রিক্সায় চেপে এলো সে, সেটা টেনে নিয়ে এলো অর্ধনগ্ন ঘর্মাক্ত একজন কালো আফ্রিকান। গদি লাগানো সিটের ওপর বিশ্রামরত চিতার মতো লাগলো তাকে, পরে আছে দুধ-সাদা লিনেনের স্যুট, ভাঁজগুলো তীক্ষ্ণ। একটা এঞ্জিন চালু করে আওয়াজে কোনো ত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করছিল জেক, কোমর পর্যন্ত উদোম, গ্রিজ লেগে কালো হয়ে আছে হাত দুটো, বুক আর পিঠে ঘাম চকচক করছে, যেনো তেল মেখেছে সারা গায়ে।

'এমনটি দাঁড়িয়ো না, বন্ধু,' মৃদুকণ্ঠে বললো জেক। 'সোজা হেঁটে চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

নিঃশব্দে হাসলো গ্যারেথ, যেনো পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রসিকতা গায়ে মাখছে না। সিটের এক পাশ থেকে সিলভারের একটা বালতি উঁচু করে জেককে দেখালো সে, গায়ে শিশিরের মতো পানি জ'মে আছে, ভেতরে টুকরো বরফ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ করছে। বালতির কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে এক ডজন বিয়ারের বোতল।

'যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রস্তাব, ওল্ড চ্যাপ,' বললো গ্যারেথ, 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার।' তৃষ্ণার্ত জেকের গলার ভেতরটা হঠাৎ করে এমন শুকিয়ে গেলো যে, এক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারলো না ও।

'শর্তহীন উপহার–ঘুষ বা টোপ নয়?' এই প্রচণ্ড গরমের ভেতরও কাজের মধ্যে এমনই মগ্ন হয়ে ছিলো জেক যে যতোটুকু প্রয়োজন তার সিকিভাগ তরলপদার্থও গলাধঃকরণ করে নি, যা-ও বা করেছে তার মধ্যে এ-ধরনের ম্লান সোনালি, বুদবুদ ওঠা, বরফ মেশানো কিছু ছিলো না। বিয়ারের বোতলগুলো দেখে শুধু যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা হ'লো তাই নয়, ওগুলো পাবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় কেমন যেনো ঝাপসা হয়ে গেলো চোখের দৃষ্টি।

রিক্সা থেকে নামলো গ্যারেথ, বগলের তলায় বালতি নিয়ে এগিয়ে এলো। 'গ্যারেথ,' বললো সে। 'মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্।' খালি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো জেকের দিকে।

'জেক বারটন।' তাই তো বলি! ভাবলো জেক। হাতটা ধরলো ও, তবে চোখ এখনো আটকে আছে বালতির ওপর।

বিশ মিনিট পর। ঝর্ণার পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে জেকের, বগলের তলায় সাবান ঘষছে, বিয়ারের বোতল নাগালের মধ্যে।

'বিপদটা দেখা দেয়, কারণ পরস্পরকে আমরা চিনতে ভুল করেছিলাম,' ব্যাখ্যা করলো গ্যারেথ, বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার ঢাললো গলায়। তাঁবুর বাইরে, শেড ফ্ল্যাপের নিচে ছায়ায় ফেলা জেকের একমাত্র ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ারটায় প্রায় শুয়ে আছে সে। 'স্বীকার করছি, কোথায় পা ফেলছি দেখি নি।'

'লাথিটা প্রায় নিজের বুকেই খেয়েছো,' একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো জেক, তবে গলায় ঝাঁঝ নেই, ঠাণ্ডা বিয়ার মেজাজের ওপর ওষুধের কাজ করছে।

'তোমার যে কেমন লেগেছিল বুঝতে পারি,' বললো গ্যারেথ। 'কিন্তু ভেবে দেখো, বলেছিলে নিলামে তুমি থাকবে না। যদি সত্যি কথা বলতে, আমরা হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারতাম।'

সাবানের ফেনা ঢাকা হাত বাড়িয়ে বিয়ারের একটা বোতল তুলে নিলো জেক। ঢক ঢক করে দু'ঢোক গিললো। একজোড়া ঢেকুর তুললো। তারপর একটা ঢেঁকুর ত্যাগ করলো।

'ব্লেস ইউ! যখনই বুঝতে পারলাম তুমি সিরিয়াসলি ডাক দিচ্ছো, পিছিয়ে গেলাম আমি। জানতাম, দু'জনের জন্যে লাভজনক একটা সমঝোতায় পরে আমরা ঠিকই আসতে পারবো। আর দেখো, বান্দা হাজির, তোমার সাথে ব'সে বিয়ার খাচ্ছি, একটা চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চলছে।'

'কথা বলছো একা তুমি, আমি শুধু শুনছি,' বললো জেক।

'ঠিক তাই।' চুরুট কেস বের করলো গ্যারেথ, সাবধানে বেছে নিলো একটা, সামনের দিকে ঝুঁকে কায়দা করে গুঁজে দিলো জেকের দুই ঠোঁটের মাঝখানে। বুটের সোলে ঘষা দিয়ে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালালো, জোড়া করপুটের ভেতর নিয়ে জেকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো আগুনটা। 'আমার ধারণা তোমার সন্ধানে ভালো একজন ক্রেতা আছে, নয়?' ভুরু জোড়া একবার নাচালো সে।

'এখনো আমি শুনছি,' আয়েশ করে চুরুটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো জেক।

'তুমি নিশ্চয়ই গাড়িগুলোর একটা দাম ঠিক করেছো। তারচেয়েও বেশি দাম দিতে আমি ইতস্তত করবো না।'

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে এই প্রথমবার স্থিরদৃষ্টিতে গ্যারেথকে খুঁটিয়ে দেখলো জেক। 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, আমার নির্ধারিত দামে, গাড়ি পাঁচটা কিনতে চাও তুমি?'

'চাই,' বললো গ্যারেথ।

'যদি বলি শুধুমাত্র তিনটে চালানো যাবে, বাকি দুটোর কোনো আশা নেই?'

'তাতেও আমার প্রস্তাব বদলাবে না।'

হাত বাড়িয়ে বিয়ারের বোতলটা তুলে নিলো জেক, কয়েক ঢোকে নিঃশেষ করে ফেললো। আরেকটা বোতল খুললো গ্যারেথ, ধরিয়ে দিলো জেকের হাতে।

প্রস্তাবটা নিয়ে দ্রুত চিন্তা করলো জেক। তাঞ্জানিয়ার মাঝারি গোছের একটা সুগার কোম্পানির সাথে কথা হয়েছে ওর, ওদেরকে নির্ধারিত একশো দশ পাউন্ডে গ্যাসোলিন চালিত সুগারকেইন ক্র্যাশার সরবরাহ করবে ও। তিনটে গাড়ি থেকে সব মিলিয়ে তিন শো ত্রিশ পাউন্ড আসার কথা। কিন্তু ইংরেজ লোকটা কিনতে চাইছে পাঁচটাই, ওর চাওয়া দামে। 'বুঝতেই পারছো, ওগুলোর পিছনে সময় নষ্ট করেছি আমি।' দাম হাঁকার আগে গ্যারেথকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে চাইছে।

'জানি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।'

'প্রতিটি একশো পঞ্চাশ পাউন্ড, সব মিলিয়ে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড হ'লো।'

'এঞ্জিনগুলো তুমি আবার জোড়া লাগিয়ে জাহাজে তোলায় উপযোগী করে দেবে।'

'অবশ্যই।'

'রাজি,' বললো গ্যারেথ, দু'জনেই পরস্পরকে স্মিতহাস্য উপহার দিলো। 'বেচাবিক্রির একটা চুক্তিপত্র এখুনি আমি তৈরি করে ফেলতে চাই।' একটা চেক বই বের করলো গ্যারেথ। 'আমি আবার বাকিতে কাজ করতে পছন্দ করি না। তোমার পাওনা পুরো টাকার চেক এখুনি লিখে দিচ্ছি।'

'টাকার কি?' জেকের মৃদুহাস্য ম্লান হ'তে শুরু করলো।

'চেক। যে সে ব্যাংক নয়, লন্ডনের কাউটস্-এ অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমার, পিকাডেলি স্কয়্যারে...।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কাউটস্ ব্যাংকে সত্যিই একটা অ্যাকাউন্ট আছে বটে গ্যারেথ সোয়েলসের। তবে অ্যাকাউন্টটার সর্বশেষ হিসাবে জানা যায়, আঠেরো পাউন্ড সতেরো এবং ছয় পেন্স ও.ডি. নিয়েছে গ্যারেথ, এবং বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও টাকাটা শোধ দিতে গড়িমসি করছে সে। মাত্র ক'দিন আগেও লাল কালিতে লেখা ম্যানেজারের একটা রিমাইন্ডার পেয়েছে সে।

'নগদ টাকা নিজের সাথে রাখা নিরাপদ নয়, বিশেষ করে বিদেশ বিভূঁইয়ে,' বললো গ্যারেথ, চেক বইটা খুলে লেখার জন্যে তৈরি হ'লো সে। চেকটা লন্ডনে পৌঁছুতে অন্তত হপ্তাখানেক লাগবে–এবং টাকার আকৃতি নিয়ে কখনোই ওটা ফিরে আসবে না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার আগেই পালিয়ে মাদ্রিদে চলে যাবে গ্যারেথ, শুনেছে ওখানে নাকি ধনকুবেরদের বোকা বানিয়ে সহজেই দু'পয়সা কামানো যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও নাকি ভালো। হাতে কিছু পুঁজি থাকলে সিঁড়ি বেয়ে আবার তর তর করে উঠে যাব সে।

'চেক ভালো জিনিস, তোমার সাথে আমি একমত। কিন্তু মুশকিল হ'লো আমার ঠিক সয় না, অ্যালার্জি আছে।' চুরুটটা নামিয়ে হাতে নিলো জেক। 'নগদ আর চেক দুটোই যদি তোমার কাছে সমান হয়, আমি বরং সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড নগদই নেবো।'

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজালো গ্যারেথ। উঁহু, ব্যাপারটা এতো সহজে সারা যাচ্ছে না। 'দেখো দিকি, কি বিপদে না পড়া গেলো–চেক ক্লিয়ার হয়ে আসতে খানিকটা সময় তো লাগবেই।'

'কোনো তাড়া নেই,' নিঃশব্দে হেসে তাকে আশ্বস্ত করলো জেক। 'কাল দুপুরের মধ্যে যেকোনো সময় টাকাটা পেলেই চলবে আমার। আমার প্রথম ক্রেতাকে ওই সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দেয়ার কথা হয়ে আছে। সময় মতো তুমি যদি টাকা নিয়ে পৌঁছুতে পারো, গাড়িগুলো তোমার হয়ে যাবে।' নিচু ঝর্ণা থেকে উঠে এলো ও, ওর আফ্রিকান ভৃত্য হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিলো।

'আজ তোমার ডিনার প্ল্যানটা কী রকম?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'আবু'র ইচ্ছে আজ আমাকে হরিণের মাংস রেঁধে খাওয়াবে।' আফ্রিকান কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলো জেক।

'তারচেয়ে রয়াল-এ তুমি আমার অতিথি হও না কেনো?'

'যার বিয়ার খেতে পারি, তার ডিনার খেতে আপত্তি করবো কেনো?' সহাস্যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো জেক।

রয়াল হোটেলের ছাদ বেশ উঁচুতে, জানালাগুলোতে পোকামাকড় ঠেকানোর জন্যে জালি দেয়া পর্দা। ডাইনিং রুমটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, তবে মেজবান গ্যারেথের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করলো জেক। ওকে আলিঙ্গন করলো সে, সবিনয় ভদ্রতার সাথে পথ দেখিয়ে এক কোণে একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো, সারাক্ষণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা, একের পর এক দামী খাবারের অর্ডার দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ওয়েটারদের। তার হাসি সংক্রামক, এক সময় জেকও আক্রান্ত হয়ে পড়লো। আলাপ শুরু হ'তে না হ'তে দু'জনেই ওরা আবিষ্কার করলো তাদের কাজ-কর্ম এবং ভ্রমণের ইতিহাসও প্রায় একই। ভেনিজুয়েলার মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্যারেথ যখন সম্মুখসমরে লড়ছে, জেক তখন একই দেশে রেলরোড তৈরির কাজে নিয়োজিত। চীনে, ব্লাক লাইন কোস্টারে চিফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বে ছিলো জেক, ঠিক একই সময়ে ইয়েলো রিভার-এ চাইনিজ কম্যুনিস্টদের সাথে ব্যবসা করছিলো গ্যারেথ।

একই সময়ে ফ্রান্সেও ছিলো দু'জন। ছয়ঘণ্টার মধ্যেই, অ্যামিয়েনস্-এর সেই ভয়াল দিনে, যখন জার্মান বাহিনীর মেশিনগানের বিরুদ্ধে বীরত্বের জন্যে মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছিলো গ্যারেথ সোয়েলস; সেই সময় মাত্র চার মাইল পিছনে রয়াল ট্যাংক বহরের সার্জেন্ট ড্রাইভারের ভূমিকায় ছিলো জেক।

দু'জনের বয়সও কাছাকাছি, ত্রিশের কোঠায়, অথচ এই স্বল্প সময়েই বহু স্থান ঘুরে অভিজ্ঞতার ঝুলি দারুণ সমৃদ্ধ করে ফেলেছে।

পরস্পরকে কিঞ্চিৎ চিনতে পারার পর, একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো। ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু'জনের মধ্যকার অমিল সম্পর্কে

সহনশীল একটা মনোভাব তৈরি হ'লো ওদের মধ্যে। জেক গ্যারেথকে জাত বেনিয়াদের একজন বা গ্যারেথ জেককে ইয়াংকি ব'লে ভাবছে না–কিন্তু তার মানে অবশ্য এই নয় যে, জেক গ্যারেথের কাছ থেকে কোনো চেক গ্রহণ করতে যাচ্ছে বা গ্যারেথ গাড়ি পাঁচটা হাত করার প্ল্যান ত্যাগ করেছে। অবশেষে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিঃশেষে খালি করে হাতঘড়ি দেখলো গ্যারেথ।

বললো, 'আরে, মাত্র ন'টা বাজে। রাত সবে শুরু হলো, তাই না? কোথায় যাবো আমরা, কী করবো?'

জেক পরামর্শ দেয়, 'শুনেছি মাদাম সিসিলি'র ওখানে আজই নাকি দুটো মেয়ে এসেছে, ভারি সুন্দরী।'

প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিলো গ্যারেথ সোয়েলস্। 'পরে দেখা যাবে–ডিনারের পরপরই ঠিক ভাল্লাগবে না। কয়েক হাত তাস খেললে কেমন হয়? দার-এস-সালাম ক্লাবে মার্জিত ভদ্রলোকেরা খেলেন।'

'কিন্তু যাবো কীভাবে। আমরা তো মেম্বার নই।'

'কিন্তু আমি লন্ডন ক্লাবের মেম্বার, অর্থাৎ আমরা দু' জনেই মেম্বার, কী বলো ওল্ড বয়?' ভুরু নাচিয়ে একগাল হাসলো গ্যারেথ।

দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে খেলতে বসেছে ওরা। সময়টা উপভোগ করছে জেক। সুন্দর, মার্জিত পরিবেশ; উপস্থিত সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি। জানালা দরজায় ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে ঝুলছে হান্টিং ট্রফি এবং গাঢ় রঙের তৈলচিত্র। তিনটে বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে আইভরি বলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কালো টাই আর কালো ট্রাউজার পরা ধনীর দুলালরা খেলছে ওদিকে, সবাই যে-যার সান্ধ্যকালীন জ্যাকেট খুলে রেখেছে।

কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলা হচ্ছে তিনটে টেবিলে, ফিসফিসে আওয়াজ ভেসে আসছে ডাক পাল্টা-ডাকের, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকই শ্বেতাঙ্গ, সবার পড়নে দামী স্যুট।

টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত আসা-যাওয়া করছে ওয়েটাররা, পড়নে আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় ফেজ টুপি, হাতের ট্রেতে পানীয় ভর্তি গ্লাস– ঠিক যেনো কোনো প্রাচীন ধর্মাবলম্বী গোত্রের লোক।

পোকার খেলা চলছে মাত্র একটা টেবিলে। টেবিলটা বার্মা টিকের তৈরি, পিতলের ছাইদানি কাঠের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানো, মদের গ্লাস ও আইভরি চিপস্ রাখার জন্যে অগভীর গর্ত করা রয়েছে টেবিলের ওপর, তা-ও চকচকে পিতল দিয়ে মোড়া। টেবিলে পাঁচজন ব'সে আছে, তাদের মধ্যে একা শুধু জেকের পড়নে আনুষ্ঠানিক সান্ধ্যকালীন পোশাক নেই। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পোকার খেলায় এতোটাই কাঁচা যে, জেকের লোভ হ'তে লাগলো–ওদেরকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে হোটেল কামরার আলমারিতে তুলে রাখে। টাকার অভাব হলেই আলমারি খুলে খেলতে বসাবে।

একজন ব্রিটিশ, প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্য, আফ্রিকায় এসেছেন শিকার করতে। গভীর জঙ্গল থেকে সদ্য ফিরেছেন তিনি, ওখানে বন্য পশুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আফ্রিকান এক শিকারী হেভি ক্যালিবার রাইফেল হাতে সারাক্ষণ তাঁর কনুইয়ের পাশে উপস্থিত ছিলো, এবং তার উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি বুনো মোষ, সিংহ ও গণ্ডার নিধন করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলো জেক–ডান চোখের নিচে অতি সংবেদনশীল একটা শিরা রয়েছে, হাতে ভালো কার্ড উঠলেই তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে সেটা। এতে যদি প্রমাণও হয় যে, লোকটা নার্ভাস প্রকৃতির, বলতেই হবে তার প্রকৃতির সাথে ভাগ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ভদ্রলোক প্রায় প্রতি দানেই ভালো কার্ড পাচ্ছেন, ফলে জেক আর তিনিই শুধু জিতছেন।

দ্বিতীয়জন জেকের সময়বয়সী, কফি বাগানের মালিক। হাতের কার্ড খারাপ হলে বা হেরে গেলে সাপের মতো হিসহিস করে ওঠে।

জেকের ডান দিকে বসেছেন বয়স্ক একজন আমলা, তাঁর মস্ত টাকের মাঝখানে কলংকের মতো কাঁচাপাকা অল্প ক'গাছি চুল। ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় হু হু করে হারছেন, কিন্তু জেতার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিলেই নেয়ে উঠছেন ঘেমে।

সতর্কতার সাথে ঘণ্টাখানেক খেলার পর একশো পাউন্ডের মতো জিতলো জেক, গ্যারেথের ঔদার্য ভক্ষণ করা উপাদেয় ডিনার যেখানে হজম হচ্ছে সেখানে উষ্ণ এবং তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। এই মুহূর্ত ওর জীবনে অশান্তি এবং অস্বস্তির একমাত্র, কারণ যেটা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে দায়ী গ্যারেথ সোয়েলস্, ওর নতুন বন্ধু এবং স্পনসর।

সহজ ভঙ্গিতে, পেশি ঢিল করে দিয়ে ব'সে আছে গ্যারেথ। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে মোটেও কার্পণ্য করছে না সে। আমেরিকান শিকারী জিতছেন, কাজেই তাঁকে বাহবা দিচ্ছে। কফি প্লান্টের মালিক আর বয়স্ক আমলা হারছে, ওদেরকে আন্তরিক সহানুভূতির সাথে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সৎ পরামর্শ দিতেও ইতস্তত করছে না–যেহেতু হেরেছেন, কাজেই টাকা তুলতে হলে বেশি করে বাজি ধরতে হবে। সে নিজে খুব বেশি হারে নি বা জেতে নি, প্রায় সমান সমান অবস্থায় রয়েছে অথচ তার তাস বাঁটার মনোমুগ্ধকর ধরন অভিজ্ঞ জেকের চোখে সাংঘাতিক সন্দেহজনক ব'লে মনে হ'তে লাগলো। লম্বা দশ আঙুলের ভেতর নিয়ে কার্ডগুলো এতো দ্রুত শাফল করতে পারে যে, দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি কার্ড অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখলো জেক, চুপিসারে, প্রতিবার যখনই কার্ড বিলি করার দায়িত্ব পেলো মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্। একজন ডিলার যতো কুশলীই হোক, তার হাতের ছোঁয়ায় যতোই জাদু থাকুক, পছন্দ মতো নির্দিষ্ট কোনো কার্ড অন্যান্য কার্ডের ভেতর সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয়, যদি না সে শাফল করার সময় ওগুলো নিজের দিকে সিধে করে রাখে। জেক দেখলো, শাফল করার সময় কার্ডের দিকে তাকাচ্ছেই না গ্যারেথ। প্রতিপক্ষদের মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শান্ত দৃষ্টি, হালকা সুরে কথা ব'লে চলেছে। জেকের পেশি একটু একটু করে শিথিল হ'তে শুরু করলো।

কফি প্লান্টের মালিক কার্ড বাঁটলো। চারটে একরঙা কার্ড পেয়ে দানটা জিতলো জেক। আইভরি চিপস নিজের দিকে টেনে গর্তের ভেতর জমা করলো ও।

সেদিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো গ্যারেথ। 'এসো নতুন একটা প্যাকেট খোলা যাক,' বললো সে, হাসলো, আঙুল বাঁকা করে কাছে ডাকলো একজন ওয়েটারকে। 'দেখা যাক, তোমার জেতার ভাগ্যটাকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কিনা।'

নতুন প্যাকেটের সীল পরীক্ষা করার জন্যে সবাইকে দেখালো গ্যারেথ, তারপর প্যাকেট খুলে কার্ডগুলো মেললো, বের করে নিলো জোকার দুটো। তাসের পিছনে বাইসাইকেলের চাকার ছবি ছাপা হয়েছে। শাফল করতে শুরু করলো সে, একই সাথে শুরু হ'লো একজন বিশপের অশ্লীল গল্প–চ্যারিং ক্রস স্টেশনে ভুল করে মহিলাদের রেস্টরুমে ঢুকে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর সেখানে কী ঘটেছিল। কৌতুকটা বর্ণনা করতে এক কি দেড় মিনিট সময় নিলো সে, সাথে সাথে পুরুষালি হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই, এই সুযোগে কার্ড বিলি করতে শুরু করলো গ্যারেথ–যথেষ্ট দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হ'লো কার্ডগুলো, একটার ওপর নিখুঁতভাবে আরেকটা। একা শুধু জেকই লক্ষ্য করলো, রেস্টরুমে মহিলাদের নির্লজ্জ আচরণে বিশপ যখন আতংকিত এবং দিশেহারা, কার্ডগুলো দু'ভাগে ভাগ করে দু'হাতে নিয়ে শাফল করছে গ্যারেথ, শার্টের আস্তিন আগেই খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছে সে–কার্ডগুলো বাঁকা হয়ে একটার ওপর আরেকটা আগের মুহূর্তে ওপর দিকে মুখ তুলছে, চকিতে সেগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো গ্যারেথ।

ব্যারন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন, হাসতে হাসতেই নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলালেন। দম নিয়ে আবার হাসতে শুরু করবেন, মাঝপথে বিষম খেলেন তিনি। তাঁর ডান চোখের নিচে ঘন ঘন লাফাতে শুরু করলো বেয়াড়া শিরাটা, ওটা যেনো তাঁর নাকটাকে আদর করছে। টেবিলের ওদিক থেকে জোরালো হিসহিস শব্দ ভেসে এলো, হাতে ধরা কার্ডগুলো তাড়াতাড়ি এক করে টেবিলে নামিয়ে রাখলো কফি প্লান্টের শিল্পপতি, তারপর দু'হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। জেকের ডান দিকে আমলা ভদ্রলোকের চেহারা হাতির হলুদ দাঁতের মতো চকচক করছে, মাথার চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের একাধিক ধারা, বিস্ফারিত চোখে হাতে ধরা কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

নিজের কার্ড তুললো জেক, তিনটে কুইন পেয়েছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার নিজের গল্প বলা শুরু করলো ও।

'আমি একবার পুরোনো মোটর ভেসেল হারভেস্ট মেইড-এর এঞ্জিনরুমে ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলেছিল কাউলুন-এ। আমাদের ক্যাপটেন একদিন এক সৌখিন শ্বেতাঙ্গকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজে, ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে দু'চার দান তাস খেলবেন আমাদের সাথে। খেলা শুরু হলো, প্রথম থেকেই লাফিয়ে বাড়তে লাগলো বাজির অংক। মাঝরাতের দিকে সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক ভয়ংকর একটা দান বাঁটলেন।'

জেকের গল্প কেউ শুনছে ব'লে মনে হ'লো না, প্রত্যেকে যে যার নিজের কার্ড নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। শুরু করলো জেক

'স্কিপার পেলেন চারটে রাজা। আমি পেলাম চারটে গোলাম। আর জাহাজের ডাক্তার পেলো চারটে দশ।' আবার গল্পের মাঝপথে থামলো জেক, হাতের রানী তিনটে নতুন করে সাজালো। এই সময় আমলা ভদ্রলোকের অনুরোধে সাড়া দিয়ে গ্যারেথ তাঁকে আরো দুটো কার্ড সরবরাহ করলো।

'সৌখিন ভদ্রলোক নিজেও ড্র থেকে একটা কার্ড নিলেন, আর তারপরই খেলাটা বিদ্যুৎ গতি লাভ করলো। যার যা আছে সব বের করে বাজির অংক বাড়াতে লাগলাম সবাই। ধন্যবাদ, বন্ধু, আমিও দুটো কার্ড নেবো।'

জেকের দিকে দুটো কার্ড ছুঁড়ে দিলো গ্যারেথ, সেগুলো তোলার আগে নিজের হাত থেকে কার্ড ফেলে দিলো জেক। 'যা বলছিলাম, সবার হাতে ভালো তাস থাকায় উন্মাদের মতো সর্বস্ব বাজি ধরছিলাম আমরা। একা শুধু আমার পকেট থেকেই এক হাজার ডলার বেরিয়ে গেছে...।'

নতুন কার্ড তুলে কোনোরকমে হাসি চাপলো জেক। ওর হাতে এখন চার চারটে সুন্দরী নারী। 'নগদ টাকা শেষ, সবার পকেট খালি, এখন উপায়? লিখিত বন্ড দিতে শুরু করলাম আমরা। ডাক্তার আর আমি আমাদের আগামী কয়েক মাসের বেতনের টাকা বাজি ধরলাম। খেলা চলছে, কেউ হার মানতে রাজি নয়, সবার ধারণা তার কার্ডই সবার চেয়ে ভালো, সে-ই জিতবে।'

ব্যারনকে একটা কার্ড দিলো গ্যারেথ, নিজেও একটা নিলো। এতোক্ষণে ওরা গল্পটা শুনছে, জেকের ঠোঁট আর নিজেদের কার্ড, দুটোর মাঝখানে ছুটোছুটি করছে ওদের দৃষ্টি।

'যাই হোক, এক সময় কার্ড শো করার অবস্থা হলো। আমাদের সামনে সিলিং ছোঁয়া নগদ টাকা। সৌখিন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ দেখিয়ে কুপোকাৎ করলেন আমাদের। পরিষ্কার মনে আছে আমার–তিন থেকে আট পর্যন্ত ছ'টা চিড়িতন। আঘাতটা সামলে উঠতে আমার আর স্কিপারের সময় লাগে বারো ঘণ্টা, এবং তারপরই আমরা হিসাব করে বের করলাম কোনো রকম কারচুপি না করে বাঁটা হলে এ-ধরনের তাস পড়ার সম্ভাবনা ছয় কোটি বারের মধ্যে একবার। ব্যাপারটা সৌখিন শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে যায়, কাজেই তাঁকে আমরা খুঁজতে বেরুলাম।'

থামলো জেক, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে যে যার কার্ডের দিকে, তবে খাড়া কান জেকের দিকে তাক করা।

'ভদ্রলোককে আমরা পেনিনসূলা হোটেলে পেলাম, আমাদের কষ্টার্জিত টাকা মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে দু'হাতে ওড়াচ্ছিলেন। ওই সময় আমরা নোঙর তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমাদের বয়লার ঠাণ্ডা ছিলো। ভদ্রলোককে ধ'রে এনে বসানো হ'লো ঠিক বয়লারের ওপর, তারপর আগুনদেয়া হ'লো নিচে। তাঁকে অবশ্য বেঁধে নিতে হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরই নিতম্বের ভেতর তাঁর ট্রাউজার আর খুলির ভেতর

তাঁর শয়তানী বুদ্ধি আগুনের আঁচ পেতে শুরু করলো। ট্রাউজার পোড়ার গন্ধের সাথে মাংস পোড়ার গন্ধ পেতে শুরু করলাম আমরা...।'

'মাই গড,' ব্যারন আঁতকে উঠলেন। 'কি ভয়ংকর!'

'হ্যাঁ,' বিশেষ করে গন্ধটা,' তাঁর সাথে একমত হ'লো জেক। 'আমরা অবশ্য নাকে রুমাল দিয়ে নিয়েছিলাম, তা না হলে কার বাপের সাধ্যি এঞ্জিনরুমে থাকতে পারে।'

টেবিল ঘিরে বিস্ফোরণোন্মুখ নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সবাই সচেতন, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বুঝলো গুরুতর একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ লোক জানে না অভিযোগটা কী বা কার বিরুদ্ধে উত্থাপিত। রক্ষাকবচের মতো যে-যার কার্ড আঁকড়ে ধ'রে আছে সবাই, চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। টেবিলের পরিবেশ এতোটাই উত্তেজনাকর হয়ে উঠলো যে, তা গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়তে দেরি হ'লো না, আশপাশের টেবিলের লোকজন নিজেদের খেলা ছেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকলো ওদের পাঁচজনের দিকে।

'আমার ধারণা,' দৃঢ়, মার্জিত কণ্ঠে বললো গ্যারেথ সোয়েলস্, কামরায় উপস্থিত প্রত্যেকে শুনতে পেলো তার কথা, 'মিঃ জেক বারটন বলতে চাইছেন কেউ একজন খেলায় চুরি করছে।'

মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়লেও কেউ বোধহয় এতোটা চমকে উঠতো না। দার-এর-সালাম ক্লাবে চুরির অভিযোগ। চিন্তাও করা যায় না। অভিজাত পরিবেশে মার্জিত ভদ্রলোকেরা সুরুচির অনুশীলন করেন এখানে, তাঁদের মাঝখানে চোর থাকে কীভাবে। খুনের অভিযোগ মেনে নেয়া যায়, যৌন-অপরাধের অভিযোগও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু চুরির অভিযোগ, হায় ঈশ্বর!

'আমিও মিঃ জেক বারটনের সাথে একমত হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, হ্যাঁ,' গ্যারেথের ঠাণ্ডা নীল চোখ বিস্ময়ে হতভম্ব প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের ওপর স্থির হলো, 'চুরি সত্যি হচ্ছে বটে।' শিকারী ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকলো সে। 'এখন দেখার বিষয়, আপনি, স্যার, যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে, আমাদের টাকা যা আপনি অন্যায়ভাবে জিতেছেন, দয়া করে প্রত্যেককে ফেরত দেবেন কিনা।' শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর চড়লো, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মতো লাগলো শুনতে।

আমেরিকান ভদ্রলোক তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, যেনো জন্ম থেকেই হাবা এবং বোবা তিনি, গ্যারেথের কোনো কথাই তাঁর বোধগম্য হয় নি। তারপর, ধীরে ধীরে, তাঁর চেহারা রঙ পেতে শুরু করলো। প্রথমে বেগুনি, তারপর লালচে, সবশেষে টকটকে রক্তবর্ণ ধারণ করলো তাঁর অবয়ব। 'স্যার! আপনার এতো স্পর্ধা। গুড গড, স্যার!' সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছেন, ঠকঠক করে কাঁপছেন, গলার ভেতর শব্দ আটকে যাচ্ছে।

'উনি পালানোর মতলবে আছেন।' চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিলো গ্যারেথ। 'ধরো, ধরো!' দু'হাতে ধ'রে টেবিলটা উল্টে দিলো সে, যেনো প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের পালানোর পথ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। টেবিলটা সশব্দে কাত হ'লো

মেঝেতে, ওটার নিচে চাপা পড়লো শিল্পপতি এবং আমলা ভদ্রলোক–চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আইভরি চিপস আর তাস। এখন আর কারো জানার উপায় নেই গ্যারেথ সোয়েলস্ নিজে বেঁটে কী তাস নিয়েছিল। উঠে দাঁড়াবার সংগ্রামে ব্যস্ত ধরাশায়ী খেলোয়াড়দের দিকে ঝুঁকে মার্কিন শিকারীর বাম কানের নিচে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো সে। 'চিটিং, অ্যাঁ? চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন, আজ আপনার রক্ষা নেই!'

শিকারী ভদ্রলোক আহত বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, তিনিও মুঠো পাকিয়ে ঘুসি ছুঁড়লেন গ্যারেথকে লক্ষ্য করে। গ্যারেথ তো সহজেই একদিকে কাত হয়ে সেটা এড়ালো, কিন্তু বেচারা ক্লাব সেক্রেটারি এড়াতে পারলো না–হৈচৈ শুনে এইমাত্র দু'জনের মাঝখানে ছুটে এসেছে সে। সরাসরি নাকের ওপর খেলো বেচারা।

সংক্রামক মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়লো মারামারি। ক্লাব সেক্রেটারিকে সাহায্য করার জন্যে আর সব টেবিল থেকে লোকজন ছুটে এলো। হঠাৎ সৃষ্ট ভিড়ের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে গ্যারেথের শার্ট খামচে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলো জেক। 'উনি নন–তুমি!' ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললো ও। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শোরগোলের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেলো।

কামরায় চল্লিশজন সদস্য উপস্থিত রয়েছে। মাত্র একজনের পড়নে আনুষ্ঠানিক পোশাক নেই–জ্যাকেট পরে রয়েছে জেক। কাউকে কিছু ব'লে দিতে হ'লো না, এক পাল শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো খরগোসের ওপর।

'পিঠ বাঁচাও, ওল্ড বয়।' পরম বন্ধুর মতো জেককে সাবধান করে দিলো গ্যারেথ, জেকের লম্বা করা হাত তার কোটের কিনারা প্রায় ধ'রে ফেলেছে।

ঝট্ করে ঘুরলো জেক, রক্ত-মাংসের সচল একটা পাঁচিলের সাথে সংঘর্ষ ঘটলো। সদস্যরা রাগে উন্মাদ, তারস্বরে চিৎকার করছে। গ্যারেথের উদ্দেশ্যে শক্ত করা জেকের মুঠো প্রথম সারির দু'জন সদেস্যর ওপর বর্ষিত হলো, প্রথমজন ঘুসি খেলো চোয়ালে, দ্বিতীয়জন নাকের ওপর। তারা প'ড়ে গেলো বটে, কিন্তু বাকিরা হুংকার ছেড়ে আরো দ্রুতগতিতে ছুটে এলো ওর দিকে।

'চালিয়ে যাও!' বিপুল উৎসাহে আহ্বান জানালো গ্যারেথ। 'যে থামতে বলবে তার কপালে জুতোর বাড়ি!' অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে এখন সশস্ত্র, তার হাতে একটা বিলিয়ার্ড কিউ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কালো সান্ধ্যপোশাকের তলায় আক্ষরিক অর্থেই চাপা প'ড়ে গেছে জেক। ওর পিঠে সওয়ার হয়েছে তিনজন, দু'জন ঝুলে আছে উরু আঁকড়ে ধরে, দু'জন দুই বগলের নিচে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

'আমি নই।' মিছেই চিৎকার করছে জেক। 'ভুল করছেন–আমি নই, ও!' গ্যারেথের দিকে হাত তোলার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু হাত দুটোর কোনোটাই মুক্ত করা গেলো না।

'ঠিক বলেছো, বৎস!' সায় দেয়ার সুরে বললো গ্যারেথ। 'নোংরা চোর কুত্তা।' আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে বিলিয়ার্ড কিউটা ব্যবহার করছে সে। উল্টো করে ধরেছে সেটা, মোটা প্রান্তটা সজোরে ঠুকে অব্যর্থভাবে একের পর এক খুলি ফাটিয়ে চলেছে জেকের

পিঠে সওয়ার সুবেশী ভদ্রলোকদের। এক এক করে জেকের পিঠ থেকে খসে পড়তে লাগলো তারা। আবার একবার গ্যারেথের মুখোমুখি হ'লো জেক।

'শোনো,' গর্জে উঠলো জেক। ধয়ী কয়েকজন লোক ওর পা জড়িয়ে ধরেছে, তা সত্ত্বেও গ্যারেথের দিকে এগোবার চেষ্টা করলো ও।

'আমিও তো তাই বলছি, শোনো!' মাথা একদিকে কাত করে শোনার ভঙ্গি করলো গ্যারেথ, দু'জনেই হঠাৎ উপলব্ধি করলো পুলিশের হইসেল বাজছে। জোড়া দরজার সামনে ইউনিফর্মও দেখতে পেলো গ্যারেথ। 'এটা সত্যিকার বিপদ, একশো ভাগ খাঁটি। সুবোধ বালকের মতো পিছু নাও।' সুকৌশল অসি চালানোর ভঙ্গিতে বিলিয়ার্ড কিউটা বার কয়েক ব্যবহার করে পাশের জানালার সমস্ত কাচ ভেঙে ফেললো সে, তারপর ধীর শান্ত ভঙ্গিতে বাইরের অন্ধকার বাগানে নেমে পড়লো।

দ্রুতপায়ে ফুটপাত ধ'রে হাঁটছে জেক। মেইন রোড ধ'রে ঝর্ণার কিনারায় নিজের ক্যাম্পে ফিরছে ও। পিছনের অন্ধকারে শোরগোল আর হুইসেলের আওয়াজ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। ওর রাগও প'ড়ে গেছে। প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের রক্তবর্ণ চেহারা আর বিস্ফারিত চোখ দুটো কল্পনা করে আপনমনে হাসলো কিছুক্ষণ। একটু পরই সন্দেহ হ'লো ওর, পিছু নিয়েছে কেউ। টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে একটা রিক্সা আসছে, রিক্সাওয়ালার খালি পা থপ থপ আওয়াজ তুলছে কংক্রিটের রাস্তায়। পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারলো জেক, কার পাল্লায় পড়েছে সে।

'সন্দেহ হচ্ছিলো, তোমাকে বুঝি হারিয়েই ফেললাম,' হালকা সুরে বললো গ্যারেথ, হাস্যরসে ভরপুর তার সুদর্শন চেহারা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা চুরুটের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, আয়েশী ভঙ্গিতে রিক্সার গদিতে হেলান দিয়ে রয়েছে সে। 'তোমার কেটে পড়ার ভঙ্গিটা দারুন মুগ্ধ করেছে আমাকে, মাইরি বলছি। প্রজননের কাল এলে মদ্দা কুকুর, কামার্ত কুকুরীকে যে গতিতে ধাওয়া করতো, ঠিক যেনো সেই গতিতে ছুটতে দেখলাম তোমাকে। সত্যি, তোমার আরেকটা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলো।'

কথা না ব'লে নিজের পথে হাঁটতে থাকলো জেক।

'এ-ও কি সম্ভব যে তুমি শুয়ে পড়ার কথা ভাবছো?' গ্যারেথের রিক্সা জেকের পাশেই থাকছে। 'রাত তো এখনো শিশু হে, তাছাড়া কে বলতে পারে মজার মজার আরো কতো কি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই না?' ভুরুর কৌতুককর নাচ কল্পনায় দেখা গেলো।

হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করলো জেক, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে হাঁটছে।

'মাদাম সিসিলির ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

জেক নিরুত্তর।

'আমি তো ভেবে পাই না, বয়স থাকতে কেনো মানুষ মৌজ-ফুর্তি করবে না–বিশেষ করে পরের খরচায়।'

'গাড়িগুলো তোমার খুব দরকার, না?'

'ব্যথা পেলাম,' ঘোষণা করলো গ্যারেথ। 'আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাবের সাথে কোনো জাগতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে?'

'কে পয়সা দিচ্ছে?' বললো জেক।

'তুমি আমার অতিথি হে।'

'ঠিক আছে– তোমার পানীয় পান করেছি, খাবারও খেয়েছি; এটা আর বাকি থাকবে কেনো।'

দু'জন হাস্যমুখর আরোহীকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে চললো রিক্সাওয়ালা, জেকের দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা চুরুট ঠেসে দিলো গ্যারেথ। জবাব দিলো না।

'নিজের পাতে ঝোল তো ভালোই ঢেলেছিলে,' জিজ্ঞেস করলো জেক, 'কিন্তু কী ঝোল?' ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে ও। 'চারটে টেক্কা? নাকি স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ?'

'আমার চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা হ'তে দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত, স্যার। প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাবো।'

ঝাঁকি খেতে খেতে আরো খানিক সামনে এগুলো রিক্সা, এরপর গ্যারেথের প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভাঙলো। 'সৌখিন শ্বেতাঙ্গের পাছাটা সত্যি তোমরা পোড়াও নি, তাই না?'

'না,' স্বীকার করলো জেক। 'তবে এই উপাদানটুকু থাকায় গল্পটা দারুণ উতরে গেছে।'

মাদাম সিসিলির গেটে পৌঁছুলো ওরা, গেটের ভেতর অন্ধকার বাগান, বাগানের শেষ মাথায় কাঠের একটা দরজার পাশে অল্প শক্তির একটা বালব জ্বলছে। বাগান পেরিয়ে এলো ওরা। নক করলো দরজায়।

'নাহ্, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, আরো দেরি করে অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাই না, বললো গ্যারেথ, তার কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো জেক। 'তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সত্যি, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম।'

'আসল কথা, সময়টা আমরা উপভোগ করেছি।'

'না, মানে, ভাবছি, তোমার কাছে আমার সৎ থাকতে হবে।'

'এভাবে বেমক্কা ধাক্কা দিয়ো না তো, আছাড় খেয়ে মারা গেলে চিরকালের জন্যে হারাবে আমাকে। তারচেয়ে যেমন আছো তেমনি থাকো, শুধু খেয়াল রেখো ভুল করেও আমার লেজে পা দিয়ে ফেলো না।' দু'জনেই ওরা নিঃশব্দে হাসতে লাগলো, জেকের কাঁধে হালকা ঘুসি মারলো গ্যারেথ।

বললো, 'আগের কথাই ঠিক থাকলো, কেমন? সব খরচা আমার।'

মাদাম সিসিলি এতো বেশি লম্বা আর রোগা যে কোমর, পেট, নিতম্ব বা বুক ব'লে কিছু আছে কিনা সন্দেহ হ'তে লাগলো। এমন একটা ড্রেস পরে আছে যেটা হাড্ডিসার

দেহকাঠামো ঢাকার চেয়ে বেশিরভাগ উন্মুক্ত করে রেখেছে, তবে পায়ের পিছনে তিন ফুট মেঝে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয় নি। গলার পিছনে ঘাড়ের ওপর মস্ত একটা খোঁপা, নিঃসন্দেহে পরচুলার অবদান। গ্যারেথের সাথে জেককে দেখে মহিলা বিশেষ খুশি হয়েছে ব'লে মনে হ'লো না, তবে ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু হাসলো সে। সোফায় বসতে বললো। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কার্পেটের ওপর, জেকের পায়ের কাছে বসলো গ্যারেথ।

'মেজর সোয়েলস্, আপনার দর্শন লাভ করা একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এতো দিন কোথায় ছিলেন? ভাবছিলাম শহর ছেড়ে আবার কোথাও চলে গেলেন কিনা।'

'আরে না। আপনার ব্যক্তিগত লাউঞ্জে বোসে কিছু সময়ের জন্যে আলাপ করে নিতে চাই আমরা দু' জন। তারপর না হয় মেয়েগুলোকে দেখে নেয়া যাবে।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে প্রাইভেট লাউঞ্জে নিয়ে এলো মাদাম সিসিলি। গ্যারেথ তাকে এক রকম ঠেলেই বের করে দিলো প্রাইভেট লাউঞ্জ থেকে, তার পিঠের ওপর বন্ধ করে দিলো দরজা।

ধপাস করে একটা সোফায় ব'সে হেলান দিলো সে, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে সদ্য ধরানো লম্বা চুরুট, এক হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস। 'এল ডুসে এবারে কাজে নামতে যাচ্ছে। জানি না, এ থেকে কী আশা করে সে। ধারণার অতীত দুর্গম মরু আর পর্বত এলাকা ওটা। যা-ই হোক– মুসোলিনির চাই সেটা। সম্ভবত নেপোলিয়নের মতোই সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্নে বিভোর সে।'

'এতো কিছু তুমি জানো কীভাবে?' হাতে গ্লাস থাকলেও শ্যাম্পেন খেতে ভালো লাগছে না জেকের।

'ওটাই আমার কাজ, ওল্ড চ্যাপ। লড়াই শুরু হবার আগেই গন্ধ পাই আমি। শীঘ্রই ঘটেবে এমন কিছু। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অন্তরালে পুরোপুরি সামরিক প্রস্তুতি চলছে এল ডুসে-তে। অন্যান্য বড়ো শক্তি– যেমন ফ্রান্স, তোমার দেশ আর আমার ব্রিটেন– সায় জানিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, লোক দেখানো প্রতিবাদ করবে তারা সবাই– কিন্তু ওই জাত শয়তানটা ইথিওপিয়া হাতিয়ে নেবার সময় কেউ কিচ্ছুটি কোরবে না। সম্রাটদের সম্রাট, হাইলে সেলাসি এটা জানেন; জানেন তার প্রতিটি প্রিন্স, রাস, গোত্র সর্দার এবং সাধারণ জনতা। সবাই চেষ্টা কোরছে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার। আর সেখানেই এসে পড়ে আমার ব্যবসা।'

'তোমার থেকেই কেনো অস্ত্র কিনতে হবে তাদের? তাও আবার তোমার হাঁকানো দামেই? সরাসরি অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের থেকেই তো পেতে পারে ওরা।'

'আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, ওল্ড চ্যাপ। সমগ্র ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে লীগ অব নেশনস্। কোনো রকম যুদ্ধাস্ত্র প্রবেশ নিষিদ্ধ সেখানে। কাজটা করা হয়েছে উত্তেজনা নিরসনের অভিপ্রায়ে, কিন্তু এতে করে একেবারেই একপেশে হ'তে যাচ্ছে খেলাটা। মুসোলিনিকে কোনো ধরনের অস্ত্র কিনতে হচ্ছে না; তার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র, এয়ারক্রাফট, আর্মার– সবকিছু ইতিমধ্যেই ইরিত্রিয়ায় পৌঁছে গেছে। কেবল শুরু হবার অপেক্ষা– ওদিকে আদিবাসী ইথিওপিয়দের হাতে কেবল পুরোনো রাইফেল আর প্রাচীন তরবারি। শ্যাম্পেন খাচ্ছ তো?'

'দাঁড়াও; এরচেয়ে বরঞ্চ টুস্কার-এর একটা বোতল নিয়ে আসি।' ব'লে, দরোজার উদ্দেশ্যে এগোলো জেক।

দুঃখের সাথে মাথা নাড়লো গ্যারেথ। 'তুমি এখনো বাচ্চাই রয়ে গেলে হে! টুস্কার– ছো!'

বিয়ার নয়, মূলত গ্যারেথের কাছ থেকে দূরে সরে এসে একটু চিন্তাভাবনা করে দেখতে চাইছে জেক্। জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা কক্ষের কাউন্টারে হেলান দিয়ে গ্যারেথ সোয়েলসের বলা কথাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছে সে। যা শুনলো, তা কতোটুকু সত্যি, কতোটুকু কল্পনা; এতে তার লাভ-ই বা কী–এ সমস্ত ভেবে আকুল হ'লো জেক।

শেষমেষ যখন এই ব্যবসায় নিজেকে না জড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, নিজের আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লো জেক। সুগার মিল কোম্পানির কাছে বেঁচে দেবে ও আর্মারড কারগুলো। নিয়তিরই পরিহাস, এ সময় ওর কানে এলো কিছু টুকরো টুকরো কথা।

ওর পাশেই কেরানি গোছের পোশাক পরিহিত দুইজন আলাপ করছে, দুইজনের বাহুপাশেই দুই লাস্যময়ী রমনী; অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আদর করতে করতে কথা বলছে তারা।

'জানো না কী, অ্যাংলো সুগার কোম্পানি তো লাটে উঠেছে?' একজন বলছিলো অপর জনকে।

'তাই নাকি! অবিশ্বাস্য! ব্যাপার!'

'সত্যি। শুনলাম, অর্ধেক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়ে গেছে ওটা।'

'গুড গড! এই নিয়ে এই মাসে তিনটি বড়ো বড়ো কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেলো।'

'সময়টা আসলে কঠিন। কত শতো লোক যে না খেয়ে মরবে এই বাজারে।'

নীরবে সায় দেয় জেক। কাউন্টারে একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়ে নিজের বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে মাদাম সিসিলি'র ব্যক্তিগত লাউঞ্জের দিকে ফিরে চললো।

সত্যিই, কঠিন সময় যাচ্ছে। এই নিয়ে ক' মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো খারাপ সময়ের মুখোমুখি হ'লো জেক।

যে ফ্রেইটারে করে চিফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে দার-এস-সালাম এসেছিলো ও, সেই কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় শেরিফ আটক করেছেন জাহাজটা। মালিকপক্ষ পালিয়ে লন্ডন চ'লে গেছে।

ছয়মাসের বেতন বকেয়া অবস্থায় কাঁধে একমাত্র সম্বল ব্যাগটা ফেলে গ্যাঙ্কপ্ল্যাঙ্ক ধ'রে হেঁটে ফিরেছে জেক। অল্প কিছু টাকা ছিলো ওর কাছে।

মাত্রই সুগার কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে আসতে চাইছিলো, আবার মন্দা সময়ের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ওটাকেও। এখন পাঁচটি আর্মারড কারের মালিক জেক বারটনের একমাত্র ক্রেতা গ্যারেথ।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গাঢ় অন্ধকারে বন্দরে ভেড়ানো জাহাজগুলোর আলোর দিকে তাকিয়ে ছিলো গ্যারেথ সোয়েলস্, জেক প্রবেশ করতেই ওর দিকে ফিরে চাইলো।

'আমরা যখন পরস্পরের প্রতি এমন ভীতিকরভাবে সৎ, তোমাকে লাভের পরিমাণ জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। ইথিওপিয়রা আমাদেরকে একেকটা গাড়ির জন্যে হাজার পাউন্ড দেবে। অবশ্য ওগুলোর পিছনে আরো কিছু খরচ আছে আমাদের। রঙ লাগাতে হবে, টারিটে থাকবে একটা করে মেশিনগান।'

'এখনো আমি শুনছি,' সোফায় হেলান দিলো জেক।

'ক্রেতা আমি ঠিক করছি, ভিকার্স মেশিনগান আমি যোগান দিচ্ছি, যেগুলো ছাড়া গাড়িগুলোর কোনো মূল্যই নেই। তোমার রয়েছে গাড়িগুলো এবং ওগুলোকে চালানোর জন্যে কারিগরি দক্ষতা।'

গ্যারেথ সোয়েলসের মধ্যে আরেকজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে জেক। অলস ভঙ্গি, সকৌতুক হাসি, বোকা বোকা ভাব তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। তার ভাষা এখন কাটা কাটা, শব্দগুলো নির্বাচিত, ম্লান নীল চোখে দস্যুসুলভ আলো ঝিক ঝিক করে উঠছে। আবার মুখ খুললো সে, 'এর আগে কখনো কারো সাথে পার্টনারশিপে ব্যবসা করি নি আমি। সব সময় জানতাম, আমি একাই ভালো করবো। তবে এক্ষেত্রে তোমার ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না। কেনো যেনো মনে হচ্ছে আরো অনেক গভীরে তোমার সাথে আমার মধুর এবং সুস্থ কিছু মিল আছে। সত্যি আছে কিনা জানার একটা কৌতূহল। জীবনে এই হয়তো প্রথম এবং শেষবার। তুমি কী বলো?

'গ্যারেথ সোয়েলস্, মনে রেখো, বেঈমানী করলে আমি তোমাকে আগুনে পেড়াবো।'

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উল্লাসে হেসে উঠলো গ্যারেথ। 'তুমি যে তা পারো আমি বিশ্বাস করি, জেক।' সোফা থেকে নেমে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলো সে। 'সমান সমান পার্টনার। তুমি গাড়ি দিচ্ছো, আমি দিচ্ছি মেশিনগান–লভ্যাংশ ভাগ হবে আধাআধি, কি?" উত্তরে তার হাতটা ধ'রে ঝাঁকালো জেক।

'ঠিক, আছে,' বললো ও।

'আজকের মতো যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে,' বললো গ্যারেথ। 'এসো, এবারে মেয়েদের ওপর চোখ বুলানো যাক।'

বডিতে এঞ্জিন আর রঙ লাগানোর কাজে যথেষ্ট খাটাখাটনি আছে, জেক নিজের ধারণা প্রকাশ করলো, সমান অংশীদার হিসেবে কাজটায় নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করবে গ্যারেথ।

গ্যারেথের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, তাড়াতাড়ি একটা চুরুট ধরালো সে। 'শোন, ওল্ড চ্যাপ। সমান অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা টেনে খুব বেশি লম্বা করো না। গায়ে গতরে খাটা আমার পোষাবে না, তাছাড়া এ-ধরনের পরিশ্রম আমার সম্মানের জন্যে হানিকর।'

'তাহলে আমাকে লোকজন ভাড়া করতে হবে।'

'গায়ে তেল-কালি মেখে সং সেজে থাকো সেটা আমারও পছন্দ নয়। যাকে খুশি যতো খুশি লোক জোগাড় করো।' উদার ভঙ্গিতে চরুটটা নাড়লো সে। 'আমাকে বন্দরে একবার যেতে হচ্ছে, ডকের কিছু অফিসারের মুখ চুম্বন করে আসি, অদূর ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আজ সন্ধ্যায় ব্রিটিশ দূতাবাসে ডিনারেও উপস্থিত থাকতে হবে। ভেবো না নিজের কাজে যাচ্ছি। ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে খাতির হয়ে গেলে দু'জনের স্বার্থেই কাজে লাগবে।'

রিক্সার চেপে, পাশে বিয়ারের ভর্তি সিলভারের বালতি সহ, পরদিন সকালে মেহগনি গাছের নিচে জেকের ক্যাম্পে হাজির হ'লো গ্যারেথ, দেখলো ছয়জন লোক নিয়ে গাড়ি রঙ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে জেক। রঙটা জেক বেছে নিয়েছে গ্রে, কয়েকটা গাড়িতে প্রথম পোচ লাগানো হয়েছে মাত্র। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য, বিধ্বস্ত এবং পরিত্যক্ত আর্মারড্ কারগুলো অজেয় ওঅর মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে, আনকোরা নতুন এবং বিপজ্জনক।

'মাইরি বলছি,' উৎফুল্ল হয়ে উঠলো গ্যারেথ, 'ইথিওপিয়ানরা পাগল হয়ে যাবে।' গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে এলো সে। 'মাত্র তিনটে রঙ করা হয়েছে। এ-দুটো বাদ পড়লো কেনো?'

'তোমাকে আগেই বলেছি। শুধু তিনটে চালানো যাবে।'

'শোনো, ওল্ড চ্যাপ। স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইতস্তত করো না তো। সব ক'টার রঙ চড়াও–কীভাবে গছাতে হয় সে আমি দেখবো। আমরা কোনো গ্যারান্টি দিয়ে মাল সাপ্লাই দিচ্ছি না। কি, ঠিক আছে?'

'না, নেই...,' শুরু করলো জেক, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো গ্যারেথ।

'ভয় পাচ্ছো পরে ওরা আমাদের ধরবে, কি?' উজ্জ্বল হাসির সাথে একটা চোখ টিপলো গ্যারেথ। 'অভিযোগ যখন উঠবে, ততোদিনে আমরা অন্য কোথাও সরে গেছি–ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখেই।'

প্রস্তাবটা যে জেকের নীতিবোধ, বিবেক ইত্যাদির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে সেটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো গ্যারেথের। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো, জেকের কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ।

আধঘণ্টা পরও দেখা গেলো ওদের তর্ক থামে নি।

'এ স্রেফ আমার দ্বারা সম্ভব নয়,' চেঁচিয়ে উঠলো জেক, বাতিল বাহনগুলোর একটা ডাকায় লাথি মারলো ও। 'এভাবে মানুষকে ঠকাবার কথা তুমি ভাবতে পারো কীভাবে। অচল জিনিস সচল ব'লে চালিয়ে দেয়া...।'

দ্রুত শেখার ব্যাপারে গ্যারেথের জুড়ি নেই, জেকের মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার চমৎকার একটা কৌশল বেছে নিলো সে। বুঝতে পারছে, এভাবে চলতে থাকলে দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি বেঁধে যাবে। হঠাৎ করে কৌশলটা কাজে লাগালো সে। 'শোনো, ওল্ড চ্যাপ,' নরম সুরে বললো, 'নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করার কোনো মানে হয় না....।'

'আমি চেঁচাচ্ছি না!' গর্জে উঠলো জেক।

'না, অবশ্যই না,' প্রায় আদর করার সুরে জেককে শান্ত করার চেষ্টা করলো গ্যারেথ। 'তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি। তুমি ঠিক কথাই বলছো। তোমার মতো আমিও কাউকে ঠকাতে চাই না।'

সামান্যই শান্ত হ'লো জেক, প্রতিবাদে ফেটে পড়ার জন্যে আবার মুখ খুললো, কিন্তু ঠোঁট গ'লে শব্দ বেরুবার আগে মুখের ফাঁকটার ভেতর লম্বা কালো একটা চুরুট ভরে দিলো গ্যারেথ। 'এসো, এবার ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাই আমরা, কেমন? প্রথমে আমাকে বলো, কেনো চলবে না, বা কী করলে ওগুলোকে সচল করা যায়।'

পনেরো মিনিট পর। তাঁবুর বাইরে সান-ফ্ল্যাপের ছায়ায় ব'সে বরফ দেয়া টুস্কার বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ওরা, গ্যারেথের নিপুণ দক্ষতার মধুর বন্ধুত্বসূচক পরিবেশ ফিরে এসেছে আবার।

'একটা স্মিথ-বেন্টলি কারবুরেটর,' চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করলো গ্যারেথ।

'সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করে দেখেছি আমি, কোথাও নেই। লোকাল এজেন্ট নাইরোবি আর কেপটাউনেও খোঁজ নিয়ে দেখেছে। এক হ'তে পারে, অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আনানো–তাও যদি পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকান থেকে কোনো সাপ্লাইয়ার জোগাড় করতে পারে। এতো পুরনো জিনিস কে রাখতে গেছে।'

'উহুঁ, ইংল্যান্ড থেকে আনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। শোনো, ওল্ড বয়। কী করতে হবে, আমি জানি। কাজটা করার জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বড় ঝুঁকি নিতে হবে, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু আমাদের যৌথ ব্যবসার স্বার্থে কাজটা আমি করবো।'

তাঞ্জানিয়ায় ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোকের এক মেয়ে আছে, বাবার বিশাল সয়-সম্পত্তি এবং সম্মানজনক খেতাব থাকা সত্ত্বেও বত্রিশ বছর পেরিয়ে যেতে চললো, অথচ আজও তার বিয়ের ফুল ফোটে নি।

আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে এক পলকে কারণটা উপলব্ধি করতে পারলো গ্যারেথ সোয়েলস্। প্রথম যে বিশেষণটা তার মনে পড়লো সেটা হ'লো 'ঘোড়ামুখী', কিন্তু না, ঠিক মিললো না ব'লে মনে হ'লো গ্যারেথের। 'উটমুখী'–হ্যাঁ, উটমুখী বললে চেহারার কাছাকাছি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। দেহ-মন অবশ্য করা একটা উট, ভাবলো সে। চামড়া মোড়া নরম সিটে কাত হয়ে ব'সে মেয়েটা তার দিকে প্রেম-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, জবাবে দু'খান বিস্তৃত হাসি হাসছে গ্যারেথ, ফলে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসায় না তাকানোর অজুহাত তৈরি করতে হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে সারাক্ষণ হাসতে থাকায় এরই মধ্যে মুখ ব্যথা করছে তার, তাছাড়া চোখ বুজে কতোক্ষণ একজন মানুষ গাড়ি চালাতে পারে? রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'মেয়ে হিসেবে তোমার কোনো তুলনা হয় না। বেড়ানোর জন্যে তোমার বাবার এতো শখের গাড়িটা আমার হাতে তুলে দিয়েছো, কী ব'লে যে ধন্যবাদ দেবো।'

রোমান্স বা রোমাঞ্চ যাই হোক, তার প্রতিক্রিয়া, এ রকম আগে কখনো হ'তে দেখে নি গ্যারেথ। মেয়েটা কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগলো, হলুদ কোদালগুলো বের করে, যেনো কেউ তাকে অবিরাম কাতুকুতু দিচ্ছে।

'তুমি জানো, তোমার বাবাকে আমি হিংসা করি? কোথাও যদি পাই, এ-ধরনের পুরনো একটা গাড়ি অবশ্যই আমি কিনবো, দেশে ফিরে।' মেইন রোড ছেড়ে ধুলো ঢাকা পথ ধরলো গ্যারেথ, পামগাছের মাঝখান দিয়ে সাগরের কিনারা ঘেঁষে বহুদূর চলে গেছে। বাঁক নেয়ার সময় একজন পুলিশ এমব্যাসীর লাম্বার প্লেট চিনতে পারলো, ঝট করে সিধে হয়ে স্যালুট করলো সে। মার্জিত ভঙ্গিতে আলগোছে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো গ্যারেথ, একটা ঢোক গিলে লক্ষ্য করলো, দূতাবাসে গাড়িতে ওঠার পর থেকে মুহূর্তর জন্যেও তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি চিরকুমারী মেয়েটা।

'সামনে চমৎকার একটা স্পট আছে–নির্জন। কিছুক্ষণের জন্যে ওখানে আমরা থামতে পারি।'

এতো জোরে ঘাড় ঝাঁকালো মেয়েটা, গ্যারেথের সন্দেহ হ'লো ওটা না মাথাসহ ছিঁড়ে পড়ে। কোনো কথাই বলছে না ওর সঙ্গিনী, সম্ভবত বিপুল উল্লাস আর অবিশ্বাস নিজের ওপর আস্থাহীন কর তুলেছে তাকে, ভয় পাচ্ছে কথা বলতে চেষ্টা করলে চিঁচিঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরুবে না। সেজন্যে গ্যারেথ অবশ্য কৃতজ্ঞ, এবং তার কৃতজ্ঞতা মিটিমিটি হাসি হয়ে ফুটে বেরুলো। সাড়া পাচ্ছে মনে করে বেগুনি হয়ে গেলো সঙ্গিনীর চেহারা, ঠোঁটের ফাঁকে আবার বেরিয়ে পড়লো হলুদ কোদালগুলো।

ওর চোখ দুটো সুন্দর, নিজেকে সান্ত্বনা এবং অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো গ্যারেথ–অবশ্য তোমার যদি উটের চোখ পছন্দ হয়। একজোড়া বিষণ্ন সাগর, বড় বড় পাতা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো গ্যারেথ, শুধু চোখ দুটোর দিকে তাকাবে সে, এড়িয়ে যাবে দাঁতগুলোকে। আকস্মিক উদ্বেগের একটা আঁচ অনুভব করলো সে। নাজুক, সংকটময় মুহূর্তে মেয়েটা কামড়ায় না তো? ওই ধারালো কোদাল গুরুতর জখম করতে পারে। মুহূর্তের জন্যে পরিকল্পনাটা বাতিল করে দেয়ার কথা ভাবলো সে। তারপর কল্পনার সাহায্যে নিজেকে দেখালো থরে থরে সাজানো রয়েছে ইথিওপিয়ান ডলার, সাথে সাথে সাহস ফিরে পেলো সে।

ব্রেক করলো গ্যারেথ, বাঁকটা কোথায় খুঁজলো। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা, পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো।

অবশেষে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে থামলো বেন্টলি। চারপাশে উঁচু ঝোপ, মাথার ওপর পাম গাছের ডাল, খুব কাছে থেকে সাগরের ভোঁতা গর্জন ভেসে আসছে, আশপাশে লোকবসতি বা লোকজনের আনাগোনা নেই।

'দেখো কাণ্ড, সত্যি পৌঁছে গেছি আমরা, কি?' সঙ্গিনীর দিকে ফিরলো গ্যারেথ, মুখ চোখ বোঁজা হাসি। 'ঘাড়টা যদি একটু বাঁকাও, বোধহয় সাগরও দেখতে পাবে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে সাগরের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে সে, অ্যামব্যাসাডরের মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। গ্যারেথের সর্বশেষ সচেতন চিন্তা ছিলো, অবশ্যই তাকে দাঁতের কামড় এড়াতে হবে।

নতুন রঙ করা ঝকঝকে বিশাল বেন্টলি যতক্ষণ না ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো জেক, ওটাকে ঢেউয়ের ওপর লাইফবোটের মতো দুলতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। মাথা নিচু করে বনেটের কাছে চলে এলো, এঞ্জিন কাউলিং খোলার সময় শব্দ হলেও গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ফোঁস-ফাঁস আর নাকিসুরে ফোঁপানির আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো সব। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, দুর্ঘটনাবশত উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভেতরে একবার চোখ পড়লো, সাথে সাথে আতংকে কুঁকড়ে গেলো ও, দৃশ্যটা জীবনে কখনো ভুলবে না–মেয়েটার সরু সাদা পা, লম্বা আর হাড্ডিসার, গাঁটগুলো উটের পায়ের মতো শক্ত আর বেঢপ, ক্যাবের সিলিংয়ে অবিরত লাথি মারছে। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে একটা ঢোক গিললো ও। এই প্রথম দুঃখ হ'লো গ্যারেথের জন্যে।

কাজটা দ্রুত শেষ করলো জেক, কারবুরেটর হাতে চলে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গাড়ির ভেতর ধস্তাধস্তির আওয়াজ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। আর্মারড্ কারগুলো রঙ করার কাজে গ্যারেথ ওকে সাহায্য করে নি ব'লে রাগ হয়েছিল জেকের, হঠাৎ করে সেই রাগটা পানি হয়ে গেলো। এই মুহূর্তে গ্যারেথ সোয়েলস্ যে গাধার খাটনি খাটছে, তার তুলনায় গাড়ির পেছনে যেকোনো অমানুষিক পরিশ্রম তাৎপর্য্যহীন ব'লে মনে হবে।

গোটা কারবুরেটর অ্যাসেম্বলি ক্যানভাস ব্যাগে ভরে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করলো জেক। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেলো বেন্টলি, তীক্ষ্ণ একটা শেষ চিৎকারের পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ঝোপের আড়ালে পৌঁছে সিধে হ'লো জেক। পার্টনারকে সাদা সাদা নগ্ন হাত-পা আর গোলাপি ফ্রেঞ্চ অন্তর্বাসের জটলার মধ্যে রেখে পালিয়ে এলো ও।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, এই শরীরে হেঁটে বাড়ি ফিরতে জান বেরিয়ে গেছে আমার। সেই সাথে মহিলাকে বিশ্বাস করাতে হয়েছে, গাড়ির ভেতর ঘটনাটা বাগদানের কোনো অংশ ছিলো না।'

'অকুতোভয় বীরত্ব দেখানোর জন্যে অবশ্যই তোমাকে পদক দেয়া হবে,' প্রতিশ্রুতি দিলো জেক, আর্মারড্ কারের হাউজিং থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এলো ও। 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে আদর্শের ধ্বজাধারী মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্ একাই দুর্গম দুর্গের দিকে ধাবিত হন, শত্রুহননে চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বধ করেন...।'

'প্রচণ্ড কৌতুককর,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো গ্যারেথ। 'কিন্তু মনে রেখো, লোকজনকে না ঠকানোর ব্যাপারে তোমার যেমন একটা সুখ্যাতি আছে, তেমনি আমারও একটা সুনাম আছে। এই ঘটনা যদি ফাঁস হয়ে যায়, নির্দিষ্ট একটা মহলে আমার মাথা কাটা যাবে। কথা দিতে হবে, ওল্ড চ্যাপ। স্পিকটি নট, কি?'

'কথা দিলাম,' আন্তরিকতার সাথে বললো জেক ক্রাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাবার জন্যে ঝুঁকলো। প্রথমবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর নিঃশব্দে হাসলো জেক। 'শুনতে পাচ্ছো, গ্যারেথ? এঞ্জিনের এই মিষ্টি গান তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

নরকতুল্য দৃশ্যটার কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ার ভঙ্গি করলো গ্যারেথ, হেসে উঠলো জেক।

'চার চারটি লৌহমানবী। জীবনের কাছ থেকে আর কী আশা করো তুমি?'

'পাঁচটা,' সাথে সাথে বললো গ্যারেথ, ভুরু কুঁচকে তাকালো জেক। 'পাঁচ নম্বরটা আমার নামে বিক্রি হবে,' মিনতির সুরে আবার বললো সে। 'তোমার সুখ্যাতি রক্ষার জন্যে আমার নিজের প্যাডে লিখবো, ওটা আমি বিক্রি করেছি, কি?'

কথা না বললেও জেকের গম্ভীর চেহারা জবাবের জন্যে যথেষ্ট। 'না?' দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। 'এই আমি ব'লে রাখলাম, তোমার মান্ধাতা আমলের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দু'জনকেই প্রতিমুহূর্তে বিপদে ফেলবে।

'আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি।'

'স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ।' ঘন ঘন মাথা নাড়লো গ্যারেথ। 'একটা কথা বোধহয় ঠিক, অচল মাল দিলে ইথিওপিয়ানরা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওরা আবার তলোয়ার ব্যবহার করে, আর ওটা দিয়ে ওরা শুধু মাথাই কাটে না–অন্তত তাই শুনেছি। থাক, পাঁচ নম্বরটা গছাবার দরকার নেই।'

মে মাসের বাইশ তারিখে '*ডানোত্তার ক্যাসেল*' নোঙর ফেললো দার-এস-সালাম বন্দরে, সাথে সাথে এক ঝাঁক বার্জ আর লাইটার জেঁকে ধরলো জাহাজটাকে। সাউথাম্পটন থেকে রওনা হয়ে কেপ টাউন, ডারবান ঘুরে দার-এস-সালাম এসেছে ইউনিয়ন ক্যাসেল লাইনের এই ফ্ল্যাগশিপ, জিবুতি পর্যন্ত যাবে।

প্রথমশ্রেণীর দুটো স্যুইট আর পাঁচটা ডাবল কেবিন প্রিন্স লিজ মিখায়েল ওয়াসান সাগুদ-এর দখলে রয়েছে, কয়েকজন সঙ্গী-সহকারীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ সফর শেষ করে ফিরছে সে। প্রিন্স লিজ মিখায়েল ইথিওপিয়ার রাজপরিবারের একজন, সেই রাজা সলোমন আর রানী সেবা'র সময়কাল পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষদের কথা শোনা যায়। সম্রাটের একান্ত কাছের লোকদের মধ্যে তিনি একজন; এবং বাপের সূত্রে ইথিওপিয়ার উত্তর প্রদেশের পাহাড় এবং মরু অধ্যুষিত বিশাল এক এলাকার প্রশাসক, আকৃতিতে যা স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের সমান। ফ্যাসিবাদী ইতালির একনায়কের আক্রমণের হুমকির মুখে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্যে পশ্চিমা দুনিয়ায়, গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কাছে ধরণা দিতে গিয়েছিলো প্রিন্স, জেনেভায় লীগ অব নেশনসেও তদবির চালিয়েছেন; দীর্ঘ তিন মাসের সফর আংশিক সফল হওয়ায় দেশে ফেরার পথে দার-এস-সালামে যাত্রা বিরতি। জেটি থেকে একটা

হুড খোলা কারে চড়লো প্রিন্স, অপরটায় উঠলো তার সঙ্গী-সাথীরা। ওগুলো কে পাঠিয়েছে এই মুহূর্তে ঠিক জানা নেই প্রিন্সের, ড্রাইভারদের কাছ থেকে শুধু জানা গেলো ডকে অপেক্ষা করছেন স্যার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

স্যার অর্থাৎ মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্ তার নবীন বন্ধু জেক বারটনকে নিয়ে চার নম্বর ওয়্যারহাউসে অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারদের আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে।

'মনে আছে তো, ওল্ড চ্যাপ? কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি, কি?' বিশাল ওয়্যারহাউসের ভেতর আলো খুব কম, আগ্রহ এবং উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছে ওরা। 'মারমুখো গাম্ভীর্য থাকবে তোমার চেহারায়। জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে দেখানোর দায়িত্ব তুমি নিতে চাইছো, বেশ নাও, কিন্তু দেখো, আবার ডুবিয়ো না।'

ম্লান নীল ট্রপিক্যাল স্যুট পরেছে গ্যারেথ, বোতামের গর্তে ঝুলছে তাজা একটা গোলাপ। তার টাইটা আড়াআড়িভাবে ডোরা কাটা। লালচে সোনালি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আজ সকালে সুন্দর করে গোঁফও ছেঁটেছে সে। বন্ধু জেকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো, সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো ঠোঁটে। জেকের পায়ের জুতোটা পুরনো হলেও, সদ্য পালিশ করা, নতুনের মতোই ঝকঝক করছে। ঝাঁকড়া চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। যদিও নিজের গরজেই হাত আর নখের ভেতর থেকে গ্রিজের সব দাগ পরিষ্কার করে ফেলেছে জেক।

'ওরা সম্ভবত ইংরেজি জানে না,' বললো গ্যারেথ। 'প্রয়োজনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হ'তে পারে। রাগ করো না, এখনো সময় আছে–তুমি রাজি হলে পাঁচ নম্বরটা ওদেরকে অনায়াসে গছানো যায়।' জেকের চেহারা দেখে একটা হাত তুললে। 'থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক।' কান খাড়া করলো সে, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। 'ওই বোধহয় আসছে ওরা। সব মনে আছে তো, কি?'

ওয়্যারহাউসের সামনে প্রখর রোদের মধ্যে থামলো গাড়ি দুটো, কিচিরমিচির করতে করতে নামলো আরোহীরা। সাদা ঢোলা আলখাল্লা পরে আছে চারজন, অনেকটা প্রাচীন রোমানদের পরিধেয় টোগা-র মতো দেখতে, কাঁধের ওপর থেকে ভাঁজ হয়ে নেমে এসে পা ঢেকেছে। আলখাল্লার নিচে গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার আর খোলা স্যান্ডল। সবাই তারা বয়স্ক লোক, মুখে বলিরেখা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙলো না, সবাই সসম্ভ্রমে ঘিরে দাঁড়ালো পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি গাঢ় রঙের স্যুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে। তাদেরকে নিয়ে ওয়্যারহাউসের আবছা অন্ধকারে প্রবেশ করলো যুবক। নিয়ে যাচ্ছে গ্যারেথ সোয়েলসের কাছে।

লম্বায় প্রিন্স লিজ মিখায়েল ছ'ফুটের বেশি হবে, কাঁধদুটোয় পণ্ডিতসুলভ ঝুঁকে থাকা ভাব। গাঢ় মধু রঙের চামড়া, চকচকে চোখা নাক আর চিন্তামগ্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতা সত্ত্বেও তার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে একজন দক্ষ অসিযোদ্ধার সৌষ্ঠব আর মাধুর্য ফুটে বেরুলো, হাসতে শুরু করায় গাঢ় চামড়ার মাঝখানে ঝিক্ করে উঠলো সাদা দাঁত।

'খোদার কসম,' বললো লিজ মিখায়েল, তার ইংরেজি উচ্চারণ ভঙ্গি হুবহু গ্যারেথের সাথে মিলে যায়,গলার আওয়াজটাও একই রকম দরাজ, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? উলঙ্গ সোয়েলস্ না?'

গ্যারেথের অভিজাত গম্ভীর চেহারা থেকে মার্জিত ভাবভঙ্গি মোমের মতো গ'লে পড়তে শুরু করলো। তোতলাচ্ছে সে, যদিও শুধু ঠোঁটই নড়ছে, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না, সেই সাথে মনে পড়ে গেছে শেষবার বিশ বছর আগে শোনা নিজের ডাকনাম। পাথুরে চ্যাপেলে খালি কামরায় দিগম্বর দাঁড়িয়ে থাকার কথা মনে পড়ে গেলো। গত বিশ বছরে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে নি সে ওই ডাকনাম আবার তাকে শুনতে হবে। শব্দটা প্রচণ্ড ঘুসির মতো আঘাত করেছিল তাকে, এতোদিন পর আবার সেই একই ঘুসি খেলো সে।

প্রিন্স লিজ মিখায়েল উল্লাসে হেসে উঠলো, হাত তুলে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো নেকটাইয়ের নট। এই প্রথম লক্ষ্য করলো জেক, গ্যারেথের গলাতেও হুবহু ওই জিনিস শোভা পাচ্ছে।

'ইটন, ১৯১৫ ওয়েইনফ্লিটস। হাউজের ক্যাপটেন ছিলাম আমি। ক্লাসে সিগারেট খাওয়ার অপরাধে সাজা দিয়েছিলাম তোমাকে, মনে নেই?'

'মাই গড.' হাঁপিয়ে উঠলো গ্যারেথ। 'চকলেট মিখায়েল। মাই গড! আমি ভাষা হারিয়ে ফেলছি।'

'তাহলে সাংকেতিক ভাষায় চেষ্টা করে দেখো,' ফিসফিস করলো জেক।

'শাট আপ, ড্যাম ইউ,' হিসহিস করে উঠলো গ্যারেথ, তারপর অনেক কষ্টে চেহারায় ফুটিয়ে তুললো তার স্বভাবজাত ভুবন ভোলানো হাসি, প্রায় অন্ধকার ওয়্যার হাউসে যেনো নতুন সূর্য উঠলো। 'ইওর এক্সেলেন্সি–চকলেট–মাই ডিয়ার ফেলো। ছুটলো সে, হাতটা সামনে বাড়ানো। 'কী পরম আনন্দ, কী অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য।'

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে করমর্দন করলো ওরা, দুই পুরনো বন্ধুর পুনর্মিলনের দৃশ্য চাক্ষুষ করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপদেষ্টাদের ভাবগম্ভীর কালো চেহারাগুলো অকস্মাৎ ফুটিফাটা হয়ে উঠলো।

'এসো, আমার পার্টনার, টেক্সান মিঃ জেক বারটনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ জেক একজন এঞ্জিনিয়ার এবং ফাইন্যানসার–জেক, ইনি হিজ এক্সেলেন্সি লিজ মিখায়েল ওয়াসান সাগুদ, শোয়া-র ডেপুটি গভর্ণর, এবং আমার প্রাচীন ইয়ার-বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।'

প্রিন্সের হাত সরু, ঠাণ্ডা ও শক্ত। গ্যারেথের দিকে ফেরার আগে তার দৃষ্টি এক পলকে জেকের অন্তরের অন্দরমহল পর্যন্ত যেনো দেখে নিলো। 'কবে যেনো তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়?' জিজ্ঞেস করলো সে। '১৯১৫ সালের গ্রীষ্মে? সেবারও একটা চাকরানীর ওপর চড়াও হয়েছিলে, এটুকু বেশ মনে করতে পারি....।'

'গুড লর্ড, নো।' গ্যারেথ আতংকিত। 'চাকরানীর ওপর ওই একবারই, হোস্টেল রুমে। তুমি আসলে হাউজ মাস্টারের মেয়ের কথা বলছো....।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, ঠিক। হোস্টেলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাওয়াতেই তো নামটা দেয়া হল তোমাকে... ছেলেরা বোধহয় তোমার কাপড়চোপড় সব সরিয়ে

রেখেছিল, তাই না? ঘণ্টা কয়েক উলঙ্গ থাকতে হয়েছিল তোমাকে। তুমি চলে আসার পরও অনেক দিন তোমার ছেলেরা তোমার কথা ভোলে নি। শুনেছিলাম সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলে, সেখান থেকেও নাকি তোমাকে...।'

হঠাৎ ঝুঁকে প্রিন্স লিজ মিখায়েলের গালে চুমো খেলো গ্যারেথ, কারো মুখ বন্ধ করার জন্য এরচেয়ে ভালো অস্ত্র আর হ'তে পারে না। 'তুমি আমার পরাণের দোস্ত...।'

প্রিন্স লিজ জানতে চাইলো, 'তারপর থেকে কী করছো তুমি, ওল্ড চ্যাপ?'

গ্যারেথের জন্যে প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। উদার ভঙ্গিতে হাতের চুরুটটা নাড়লো সে। 'এটা-সেটা, বোঝোই তো। একটা না একটা। ব্যবসা আর কি। আমদানি-রফতানি, বেচা-বিক্রি।'

'সেই সূত্রেই আমরা আবার মিলিত হলাম, তাই না?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো প্রিন্স।

'ঠিক তাই,' ব'লে প্রিন্সের একটা হাত ধরলো গ্যারেথ। 'এখন যখন জানি কে আমার ক্রেতা, উন্নতমানের জিনিস সাপ্লাই দিতে পারছি ব'লে আনন্দের পরিমাণ বেড়ে গেলো আমার।'

ওয়্যারহাউসের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বাক্সগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

'চোদ্দটা ভিকার্স মেশিনগান, বেশিরভাগ সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আনা হয়েছে–বলতে পারো ব্যারেল থেকে এখনো কোনো গুলি বেরোয় নি।'

বাক্সগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে ওরা থামলো সর্বশেষ বাক্সটার কাছে, ওটা খুলে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান, তেপায়ার ওপর ফিট করে রাখা হয়েছে।

প্রিন্সের সঙ্গী পাঁচজন ইথিওপিয়ানই অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধা, মেশিনগানের দিকে সবাই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

'দেখতেই পাচ্ছো, সবগুলো ফার্স্টক্লাস জিনিস।' জেকের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে একটা চোখ টিপলো গ্যারেথ। 'একশো চুয়াল্লিশটা লী-এনফিল্ড রাইফেল–এখনো গ্রিজ লেগে রয়েছে–,' প্রদর্শনের জন্যে মাত্র ছ'টা রইফেল পরিষ্কার করা হয়েছে।

ওদের কাছে সাতরাজার গুপ্তধনে ঠাসা গুহা হয়ে উঠলো চার নম্বর ওয়্যারহাউস। বয়স্ক যোদ্ধারা ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা ভুলে পচা আবর্জনালোভী কাকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো অস্ত্রগুলোর ওপর, তেলমাখা ঠাণ্ডা ইস্পাতগুলোকে ব্যগ্রতার সাথে হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে শুরু করলো, ভিজিয়ে দিলো চুমোয় চুমোয়, অ্যামহারিক ভাষায় কিচিরমিচির করছে। তাদের একজন মেশিনগানের পিছনে দাঁড়ালো, পড়নের আলখাল্লা হাঁটুর ওপর তোলা, হঠাৎ ঝুঁকে তেপায়ার ওপর ঘোরাতে শুরু করলো মেশিনগানটা, মুখ দিয়ে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ছাড়লো, অবিরাম হাসছে।

এমনকি প্রিন্স লিজ মিখায়েলও ইটোনিয়ান ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে সঙ্গীদের সাথে ভিড়ে গেলো, সত্তর বছরের এক যোদ্ধাকে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে লী-এনফিল্ড তুলে গুলিবর্ষণ করার কৃত্রিম মহড়া দিতে শুরু করলো–কাল্পনিক শত্রুদের পাইকারী হাতে নিধন করছে। ঠিক সময়মতো নাক গলালো গ্যারেথ।

'বলছিলাম কি, চকলেট, ওল্ড চ্যাপ–তোমার জন্যে এগুলোই আমার সব উপহার নয়। আসল জিনিস সবশেষে দেখাবো ব'লে রেখে দিয়েছি।' আলখাল্লা পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত উপদেষ্টাদের এক জায়গায় জড়ো করতে তাকে সাহায্য করলো জেক, তারপর পথ দেখিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বের করে এনে সবাইকে তুললো খোলা গাড়ি দুটোয়।

মোটর শোভাযাত্রা শহর ছেড়ে মেহগনি বনে ঢুকলো, প্রথম গাড়িতে গ্যারেথ, জেক ও প্রিন্স রয়েছে। জেকের ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় চাঁদোয়া আর রঙিন ছাতা টাঙানো হয়েছে, নিচে কাপড় ঢাকা দুটো টেবিল, টেবিলে সিটি হোটেলের প্রায় সব উপাদেয় খাবারই পরিবেশনের অপেক্ষায়। আরো আছে রুপালি বালতি ভরা বিয়ার ও শ্যাম্পেন। পরিবেশন শুরু করার অপেক্ষায় মাথায় ফেজ টুপি আর সাদা আচকান পরা ওয়েটাররা অদূরে দণ্ডায়মান।

খরচের প্রশ্ন তুলে এই আয়োজনে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল জেক, কিন্তু গ্যারেথ তার প্রতিবাদে কান দেয় নি। তার যুক্তি ছিলো, 'বলতে পারো এক ধরনের জুয়া খেলছি। একটা টুস্কারের বোতল হাতে তুলে দাও– কেল্লা ফতে। ভুলে যেয়ো না কয়েকশো গুণ দাম চাইবো গাড়িগুলোর, মাতাল ছাড়া ওই দামে কে ওগুলো কিনতে চাইবে? তাছাড়া, ওরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে ব'লে ওদের সাথে আমরা তো আর বর্বরদের মতো আচরণ করতে পারি না! সব কাজের একটা স্টাইল আছে। স্টাইল অ্যান্ড টাইমিং–জীবন তো এই দুটোর নির্যাস বৈ কিছু নয়, কি?'

অনুমতির ধার না ধেরে প্রিন্স আর তার সঙ্গীরা বালতি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো শ্যাম্পেনের বোতলগুলো। হাতে গ্লাস নিয়ে ছুটে এলো ওয়েটাররা, কিন্তু বৃথাই, সরাসরি বোতল থেকে খেতেই পছন্দ করলো তারা। বিশেষ করে প্রিন্সকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে চলেছে গ্যারেথ।

আধ ঘণ্টা পর আস্ত রোস্ট করা একটা বাচ্চা ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অতিথিরা। ভূড়িভোজনের সাথে এখনো মদ্যপান চলছে সমানে। জেক বা গ্যারেথ, দু'জনের কেউই খুব বেশি পান করে নি, তবু পরস্পরকে প্রায়ই সতর্ক করে দিচ্ছে ওরা, 'অ্যাই, মাত্রা ছাড়িয়ো না।'

হাতের বোতল মুখের কাছে তুলে গ্যারেথ চেঁচিয়ে বললো, 'সম্রাটদের সম্রাট হাইলে সেলাসির উদ্দেশ্যে!'

জেকের কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করলো গ্যারেথ, 'শালাকে আরো খাওয়াতে হবে, দেখছো না নিজের সমস্যার কথা এখনো ভোলে নি।' সিধে হয়ে প্রিন্সের হাতে আরেকটা বোতল ধরিয়ে দিলো সে, নিজের হাতের গ্লাস উঁচু করে প্রিন্স এবারে ঘোষণা করলো, 'হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টি, জর্জ পঞ্চম, ইংল্যান্ডের রাজা এবং ভারতবর্ষের সম্রাটের উদ্দেশ্যে।'

এরপর জেকের উদ্দেশ্যে, 'যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে।'

প্রতিটি ঘোষণার সাথে এক দফা করে পানীয় পান করলো অতিথিরা।

'তাঞ্জানিয়ায় ব্রিটিশ কলোনির গর্ভনরের উদ্দেশ্যে!'

'এবং তার মেয়ের উদ্দেশ্যে!' বিড়বিড় করে যোগ করে জেক।

এই কথায় আরো এক দফা পানাহার চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যারেথ আর জেক বুঝলো, নিজেদের চোলাই করা মদ, তেজ পান করে করে অভ্যস্ত ইথিওপিয়ানদের সাথে আর যাই হোক, সমান তালে মদ্যপান সম্ভব নয়।

'কেমন বোধ করছো?' উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে শুধালো গ্যারেথ।

'দারুণ,' দাঁত বের করে হেসে উত্তর দেয় জেক।

'খোদার কসম, এরা ফূর্তি করতে জানে বটে!'

'উৎসাহ দিয়ে যাও, উলঙ্গ সোয়েলস। তুমি পেয়ে গেছো ব্যাটাদের।'

'শোনো, ওল্ড চ্যাপ,' গম্ভীর সুরে বললো গ্যারেথ, 'ওই নামটা উচ্চারণ না করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করবো। ডিসটেস্টফুল, কি?' জেকের কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারলো, কিন্তু লাগলো না–টলছে সে। জেকের নিষেধ সত্ত্বেও যথেষ্ট গিলেছে।

'অনেক হয়েছে, গ্যারেথ, এবার ইতি করো।'

প্রিন্সের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। 'চকলেট, ওল্ড স্পোর্ট–এবার চলো, শেষ চমকটা দেয়া যাক তোমাকে।' তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিলো সে, কব্জি ধ'রে টেনে নিয়ে চললো। 'এসো সবাই। এদিকে, ভায়েরা।'

বিশেষ করে যাদের পাকা দাড়ি তারাই পান-ভোজনের রমরমা আসর ছেড়ে নড়তে চাইলো না, দলটাকে খেদিয়ে মেঠো পথে নামিয়ে আনতে জেকের সাহায্য লাগলো গ্যারেথের। তাকে হেই, হো ইত্যাদি ডাক ছাড়তে শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হ'লো জেকের। অবশেষে একশো গজের মতো এগিয়ে ঝোপের পাঁচিল ভেদ করলো ওরা, সামনে বেশ বড়সড় একটা খোলা মাঠ।

লৌহমানবীদের দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেলো দলটা। নতুন ধূসর রঙ রোদ লেগে ঝলমল করছে, পোর্ট থেকে বেরিয়ে আছে ভয়াল-দর্শন ভিকার্স মেশিনগান, বুদ্ধি করে চারটে আর্মারড্ কারের মাথায় একটা করে ইথিওপিয়ান পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে গ্যারেথ।

ওদেরকে দেখে মনে হ'লো কেউ জেগে নেই, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। এগিয়ে গিয়ে ছাতার নিচে ফেলা চেয়ারগুলোয় বসলো সবাই, কারো চোখে পলক নেই। স্কুল মাস্টারের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ, যদিও এখনো সে একটু একটু টলছে।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে পাচ্ছি, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোও এতো উন্নতমানের আর্মারড্ ভেহিকেল ব্যবহারের সুযোগ সুযোগ পায় নি–,' প্রিন্স লিজ মিখায়েল তার বক্তব্য অনুবাদ করতে শুরু করলো, এই ফাঁকে জেকের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলো সে, বললো, 'স্টার্ট দাও, ওল্ড বয়।'

প্রথম এঞ্জিন গর্জে উঠতেই বয়োবৃদ্ধ উপদেষ্টারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, তুমুল করতালিতে ফেটে পড়লো সবাই। তারপর তারা পালা করে পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

'একেকটা পনেরোশো পাউন্ড স্টার্লিং,' জেকের কানে ফিসফিস করে বললো গ্যারেথ, ক্রেতাদের উৎসাহের মাত্রা লক্ষ্য করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সে, জেকের সাথে পরামর্শ না করেই। 'নেবে, ওরা নেবে।'

প্রিন্স লিজ মিখায়েলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডিনার খেতে এসেছে ওরা *ডানোত্তার ক্যাসেলে*। একই স্যুট দ্বিতীয়বার পরে প্রিন্সের সামনে হাজির হওয়া ঠিক হবে না, তাতে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এই যুক্তিতে তাড়াহুড়ো করে জেককে আরো একটা ডিনার জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছে গ্যারেথ। জেকের মন খুঁতখুঁত করছে, ভালো ফিট করে নি গায়ে।

ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাসলো গ্যারেথ। 'জানো, তোমাকে একজন ডিউকের মতো লাগছে দেখতে? এতো দিনে তোমার মধ্যে একটা স্টাইল দেখতে পাচ্ছি আমি। স্টাইল, ওল্ড চ্যাপ, সব সময় মনে রাখবে। স্টাইল! দেখে যদি মনে হয় তুমি লোকটা গরিব, লোকজন তোমার সাথে নোংরা আচরণ করবে।'

প্রিন্স লিজ মিখায়েল সাদা আলখাল্লা পরেছে; তাতে সোনালি, বেগুনিও কালো এমব্রয়ডারির কাজ করা, গলার কাছে গাঢ় লাল রঙের একটা পদ্মরাগমণি ঝুলছে। আলখাল্লার ভেতর পরেছে আঁট-সাঁট ভেলভেট পা'জামা, পায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনার তার জড়ানো স্যান্ডেল। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তার নিজস্ব স্যুইটে। প্রচুর সময় নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পালা চুকলো। মস্ত একটা ঢেকুর তুলে গ্যারেথের দিকে ফিরলো সে।

'এবার, মাই ডিয়ার সোয়েলস্,' বললো প্রিন্স, ভব্যতার খাতিরেই গ্যারেথের কষ্টার্জিত ডাকনামটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেনি সে। 'মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রের দাম কয়েক মাস আগেই ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু চিঠিপত্রে কখনোই তুমি আর্মারড্ কারগুলোর কথা উল্লেখ করো নি। ওগুলোর দাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারো?'

'ইওর এক্সেলেন্সি, তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে ন্যায্য একটা দাম আমি ভেবে রেখেছিলাম,' প্রিন্সের একটা হাভানা চুরুটে কষে দম দিলো গ্যারেথ। 'কিন্তু ক্রেতা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় কেনা দামে ওগুলো বিক্রি করতে হবে আমাকে।' ঘন ঘন মাথা নাড়লো সে। 'না, অসম্ভব! বন্ধুর কাছ থেকে আমি কোনো লাভ করতে পারবো না।' জেকের দিকে তাকালো সে। 'ওকে আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে ম্যানেজ করবো। তা নিয়ে চিন্তা করো না।'

খুশি হয়ে হাসলো প্রিন্স।

তাকে খুশি হ'তে দেখে দাম আরো বাড়িয়ে দিলো গ্যারেথ। 'প্রতিটি দুই হাজার পাউন্ড,' দ্রুত বললো সে, শব্দগুলো জড়িয়ে গিয়ে অর্থটা যাতে একটু দেরিতে বোধগম্য হয়। তারপরও হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো জেক।

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স। 'আচ্ছা,' বললো সে। 'দামটা সম্ভবত ন্যায্যমূল্যের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি চাইছো।'

গ্যারেথের চেহারায় ব্যথা ও বিস্ময় ফুটে উঠলো। 'ইওর এক্সেলেন্সি...।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো প্রিন্স। 'গত ছয়মাস ধ'রে বিভিন্ন ধরনের সামরিক ইকুইপমেন্ট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্লিজ, সোয়েলস্, প্রতিবাদ করে আমাদের দু'জনকেই অপমান করো না।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো, গিটারের তারের মতো উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললো প্রিন্স। 'যেগুলো দেখে এসেছি তার দাম দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তবু আমি ওগুলো কিনতে পারি না। বিশ্বের তাবৎ বৃহৎ শক্তি গোত্রগুলোর জন্যে অস্ত্র কেনা নিষিদ্ধ করেছেন। মুশকিল হলো, ওরা বেচতে রাজি কিন্তু জায়গামতো ডেলিভারি দিতে রাজি নয়।' তার চোখে বিষণ্ন ভাব। 'আপনারা জানেন, অস্ত্রগুলো যেখানে আমার দরকার সেখানে কোনো সাগর নেই। সমস্ত মালামাল ফ্রেঞ্চ এলাকা নয়তো ব্রিটিশ সোমালিয়া হ'য়ে আসতে হ'বে– না হয় ইতালি অধ্যুষিত ইরিত্রিয়া হ'য়ে। ইতালি হানাদার; আর ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চরা তো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েই রেখেছে।' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হৃদের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিলো সে।

'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কেবল পুরোনো তলোয়ার হাতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ফ্যাসিবাদী বর্বরের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওরা আমাদের।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্যারেথের পানে চাইলো প্রিন্স, মুখাবয়ব পাল্টে গেছে।

'মেজর সোয়েলস্, তুমি আমাকে ভাঙাচোরা, বাতিল কিছু অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিচ্ছো, দাম চাইছো প্রকৃত মূল্যের পাঁচগুণ। এই মুহূর্তে আমি ভারি অসহায় বোধ করছি। মরিয়া না হয়ে আমার কোনো উপায় নেই। তোমার প্রস্তাব এবং মূল্য আমাকে মেনে নিতে হবে।'

সামান্য স্বস্তি ফিরে পেয়ে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ।

'হ্যাঁ, ব্রিটিশ স্টার্লিংয়েই পেমেন্ট করা হবে তোমাকে–তোমার এই শর্তটাও আমি মেনে নিচ্ছি।'

এতোক্ষণে হাসলো গ্যারেথ। 'মাই ডিয়ার ফেলো–,' শুরু করলো সে, কিন্তু আবারও হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো প্রিন্স।

'তোমার অনেক শর্ত, কিন্তু আমার মাত্র একটা,' বললো লিজ মিখায়েল। 'এটার ওপরই নির্ভর করছে অস্ত্রগুলো আমি কিনবো কিনা। ওগুলো ইথিওপিয়ায়, আমার এলাকায়, পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাদের। আমার কাছে বা আমার নির্বাচিত এজেন্টের কাছে অস্ত্রগুলো ডেলিভারি দেয়ার পর পেমেন্ট পাবে তোমরা।'

'গুড গড, ম্যান!' ফেটে পড়লো গ্যারেথ। 'কী বলছো তুমি নিজেও জানো না! কয়েকশো মাইল দুর্গম এলাকা, চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে, তার ভেতর দিয়ে আমরা ওগুলো স্মাগল করে নিয়ে যাবো? এমন আস্ত উন্মাদ তো দেখি নি।'

'উন্মাদ, মেজর সোয়েলস্? ভেবে দেখো। ওগুলো এখানে ডেলিভারি নিলেই লোকে বরং আমাকে উন্মাদ বলবে, তাই না? আরো ভাবো। দার-এস-সালামে ওগুলো না আমার কোনো কাজে আসবে, না তোমার। দুনিয়ায় এমন কোনো বোকা নেই যে ওগুলো কিনতে চাইবে তোমার কাছ থেকে। শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে ওগুলো আমি নিয়ে যেতে পারবো না, কারণ বৃহৎ শক্তির গুপ্তচররা আমার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে। জিবুতিতে নামার সাথে সাথে সার্চ করা হবে আমাকে। অপরদিকে, এখানে পড়ে থাকলে ওগুলোর কোনো মূল্যই নেই।' থেমে গ্যারেথের দিকে, তারপর জেকের দিকে তাকালো সে।

চোয়ালে আঙুল বুলিয়ে জেক বললো, 'আপনার যুক্তি বুঝতে পারছি, মিঃ মিখায়েল।'

'আপনি বুদ্ধিমান, মিঃ বারটন,' বললো প্রিন্স, আবার সে গ্যারেথের দিকে তাকালো। 'ইথিওপিয়ায় পৌঁছে দাও, একেকটার জন্যে পনেরো হাজার পাউন্ড পাবে তুমি। এখানে ফেলে রাখো, মরচে ধ'রে নষ্ট হবে। কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার। কী বলো? হয় পৌঁছে দাও ইথিওপিয়ায়– নয়তো বাতিল এই ব্যবসা।'

'লোকটাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!' উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে গ্যারেথ, 'কল্পনাও করি নি পুরনো ইটোনিয়ান একজন বন্ধু এভাবে আমার সাথে বেঈমানি করবে! এ তো স্রেফ চুক্তিভঙ্গ!'

মাদাম সিসিলি'র ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে হেলান দিয়ে ব'সে ছিলো জেক। ডিনার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে, ওর পায়ের কাছে ব'সে আছে স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী। পুরুষ্ট উরুজোড়া উন্মুক্ত তার, অন্তর্বাসের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। সমস্ত মনোযোগ একীভূত করে তার একটা বিশালাকার স্তন হাতের তালুতে নিয়ে ওজন করে দেখছিলো জেক। কোলে মাথা রেখে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ছিলো রূপসী।

'ড্যাম ইট, জেক, আমার কথা শোনো!'

'শুনছি তো।' জেক বলে।

'ব্যাটা আমাকে অপমান করলো।' বলে, পোশাকের চেইন খুলতে থাকা রুপসীর দেহে তাকিয়ে থেকে সব ভুলে গেলো গ্যারেথ।

'খোদা, দারুণ জিনিস দেখছি!' বস্ত্রহরণ পর্ব আমোদের সাথে উপভোগ করছে ওরা দু' জন।

'আরে ভাই, তোমার জিনিস নিয়েই থাকো না, কেনো আবার আমারটার দিকে নজর দাও।' বিড়বিড় করে অভিযোগের সুরে বললো জেক।

'ঠিক।' বলে, কাউচের অপর ধারে ধৈর্য্য ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার উদ্দেশ্যে ফিরলো গ্যারেথ। চকচকে কালো চুলগুলো স্তূপ হয়ে জ'মে আছে মাথার উপর, ফ্যাকাসে সাদা চামড়া, বড়ো বড়ো চকলেট-রঙা চোখ; টকটকে লাল লিপস্টিক ঠোঁটে। গ্যারেথের কাঁধে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে লাস্যময়ী।

'তুমি নিশ্চিত– এদের কেউ ইংরেজি জানে না?' সাদা হাতের আলিঙ্গনে ডুবে যাবার আগে গ্যারেথ জানতে চায়।

'ওরা দু' জনেই পর্তুগীজ,' আশ্বস্ত করে ব'লে জেক। 'তবুও, পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

'ঠিক আছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে গ্যারেথ বললো। 'দেখো মেয়েরা, একটা কথা বাপু আগে ভাগে শুনে নাও, তোমাদেরকে এক পাই-পয়সাও দিচ্ছি না। এ হ'লো নিঃশর্ত ভালোবাসা। কি?'

এই কথাতেও মেয়েদুটোর ভাব পাল্টায় না। আগের মতোই গাঢ় আলিঙ্গনে ভরিয়ে তুলতে থাকে তারা গ্যারেথ আর জেককে।

'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।' গ্যারেথ বলে। 'এখন কথা বলা যায়।'

'এই সময়ে?'

'আগামীকাল সকাল পর্যন্ত কেবল সময় আছে, কী করবো ভেবে-চিন্তে বের করার জন্যে।'

অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বললো জেক, ঠিকমতো শুনতে পেলো না গ্যারেথ।

'আগে অ্যাকশন, তারপর ডিসিশন!'

'ঠিক হ্যায়!' দুই বন্ধুতে মিলে এবারে মগ্ন হ'য়ে পড়ে দুই সঙ্গিনীর বাহুডোরে।

ত্রিশ মিনিট পর। অবিন্যস্ত পোশাকে মাদাম সিসিলি'র সরবারহ করা ইথিওপিয়ার একটা লার্জ স্কেল ম্যাপের উপর ঝুঁকে ব'সে আছে জেক এবং গ্যারেথ।

'হাজার মাইল লম্বা অরক্ষিত কোস্ট লাইন,' ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলিয়ে উপকূল রেখা চিহ্নিত করলো গ্যারেথ। এরপর মূল ভূখণ্ডের দিকে আঙুল চালালো। 'সেই সীমান্ত পর্যন্ত কেবল ধূ ধূ মরু এলাকা। এমন নয় যে, খুব কারো চোখে পড়বো আমরা। ওদিকে লোক বসতি নেহাতই কম।'

'টাকা উপার্জনের জন্যে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ উপায়।'

'আমরা তবে যাচ্ছি না?' চোখ তুলে তাকায় গ্যারেথ।

'তুমি জানো, যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, জানি আমরা যাচ্ছি। পনেরো হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং সেই কথাই বলে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, জিজ্ঞেস করলো, 'কীভাবে যাওয়া হবে ঠিক করেছো ? ইচ্ছে করলে আমার পরামর্শ নিতে পারো তোমরা। উপকূল, আর উপকূল থেকে ভেতর দিকের সবগুলো পথ সম্পর্কে জানি আমি।' একজন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করতে টেবিলের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিয়ে গেলো।

'আমরা দার-এস-সালামে একটা জাহাজ ভাড়া করবো ব'লে ভেবেছি,' বললো জেক। 'জাহাজ আমাদেরকে,' ম্যাপের গায়ে এক জায়গায় আঙুল রাখলো ও, 'এখানে

কোথাও নামিয়ে দেবে। আর্মারড্ কারে বাক্সগুলো ভরা হবে, ট্যাংকে থাকবে যথেষ্ট গ্যাসোলিন, সরাসরি ইংল্যান্ডের দিকে যাবো আমরা, সামনে কোথাও আপনাদের লোকদের সাথে মিলিত হবো–জায়গাটা আগেই ঠিক করা থাকবে।'

'গুড,' বললো প্রিন্স। 'বেসিক আইডিয়াটা ঠিক আছে। কিন্তু ব্রিটিশ এলাকা এড়িয়ে যেতে হবে আমাকে। তাদের ভূখণ্ড থেকে পূর্বে ক্রীতদাস নিয়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে। লোহিত সাগরে পৌঁছে কোথায় নোঙর ফেলবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সোমালি প্রজাতন্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলে সব দিক থেকে ভালো, ওদের উপকূলে কড়া পাহারা আছে। ফ্রেঞ্চ জিবুতির কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলতে হবে।'

অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হলো। জেক এবং গ্যারেথ দু'জনেই উপলব্ধি করলো, বাধাগুলোকে হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা, প্রিন্সের পরামর্শ খুব কাজে এলো ওদের।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে জাহাজ ভেড়ানোর জন্যে একটা জায়গা বাছলো প্রিন্স। 'ওদিকের উপকূলে নোঙর ফেলতে হলে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই, ঢেউগুলো একেকটা বিশ ফুট উঁচু, পানির নিচে পাথুরে স্তরগুলোরও অনুকূল নয়।' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো সে। 'এখানে, জিবুতি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, প্রাচীন একা হারবার আছে, নাম মন্ডি। না, চার্টে মার্ক করা নেই। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছিলো। জাঞ্জিবার আর মোজাম্বিক দ্বীপের মতো মন্ডিও এককালে ক্রীতদাস ব্যবসার একটা কেন্দ্র ছিলো।'

'হারবারটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না?'

'না। কারণ বিশুদ্ধ পানির অভাব। যদিও গভীর একটা ওয়াটার-চ্যানেল আছে, তীরে পৌঁছুনোর পথটাও বেশ নিরাপদ–পানির নিচে পাথর কম। তবে জাহাজ থেকে কার্গোগুলো নামাবার জন্যে ক্রেন ইত্যাদির সাহায্য পাবেন না।'

একটা নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছে গ্যারেথ, জেক ঝুঁকে আছে ম্যাপের ওপর। 'পুলিশ পেট্রল এদিকটায় কী রকম?' জিজ্ঞেস করলো ও।

কাঁধ ঝাঁকালো প্রিন্স। 'জিবুতি সরকার উট ব্যবহার করে, মাঝে মধ্যে উপকূল এলাকায় দেখা যায় ওগুলোকে। দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে খুবই কম।'

'এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমার না খুব ভালো লাগে,' গ্যারেথের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরলো।

'তীরে নামলাম, তারপর?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

ম্যাপে চোখ রাখলো প্রিন্স। 'আপনারা তারপর সাবেক ইতালিয়ান ইরিত্রিয়া সীমান্ত ধ'রে এগোবেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এক সময় জলাভূমি দেখতে পাবেন, যেখানে অ্যাওয়াস নদী মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। ওখান থেকে সরাসরি পশ্চিম দিকে মুখ করে এগোবেন, পেরিয়ে আসবেন সোমালি সীমান্ত, সেই সাথে ঢুকে পড়বেন ইথিওপিয়ার ডানাকিল প্রদেশে। আমার লোকেরা আপনাদের সথে দেখা করবে এখানে–,' বয়স্ক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরে কিছু প্রশ্ন করলো সে। উচ্চস্বরে আলোচনা চললো বেশ কিছুক্ষণ অ্যামহারিক ভাষায়। তারপর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে আবার জেকের দিকে ফিরলো সে।

'আমরা একমত হয়েছি, সাক্ষাতটা হবে ওয়েলস অব চান্ডিতে–এখানে।' ম্যাপটা আবার সে দেখালো ওদের। 'দেখতেই পাচ্ছেন, জায়গাটা ইথিওপিয়ার বেশ খানিকটা ভেতরে। আমার গোত্রের জন্যে এই ডেলিভারি পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কারগুলো সারডি গিরিপথ আর ডেসি গামী পথটার প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে।' উপদেষ্টাদের একজন প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তার সাথে কিছুক্ষণ কথা ব'লে আবার ওদের দিকে ফিরলো লিজ মিখায়েল। 'আমার উপদেষ্টা জানালেন, মন্ডি থেকে ওয়েলস অব চান্ডি পর্যন্ত আপনাদের যাত্রা মরুর ওপর দিয়ে হবে, ওখানে কোনো পথচিহ্ন নেই। কোথাও কোথাও গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। এলাকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে এমন একজন গাইড পেলে সুবিধে হবে আপনাদের...।'

'খুব ভালো হয়,' বললো জেক। 'তেমন কেউ আছে?'

'চুক্তিভঙ্গ করলেও, লোক তুমি খারাপ নও,' বিড়বিড় করে উঠলো গ্যারেথ।

'যাকে আপনাদের সাথে পাঠাবো ব'লে ভাবছি সে আমার আত্মীয়–ভাইপো। তিন বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছে, ভালো ইংরেজি জানে। আপনাদের পথটাও চেনে সে, ওদিকে অনেকবার সিংহ শিকার করতে গেছে।' একজন উপদেষ্টাকে অ্যামহারিক ভাষায় কিছু বললো সে, উপদেষ্টা কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। 'আমার ভাইপো আসছে। ওর নাম গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম।'

গ্রেগোরিয়াসের বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, যদিও এরই মধ্যে সে তার চাচার মতোই লম্বা হয়ে উঠেছে, চেহারায় আদিবাসী যোদ্ধার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আচরণে অত্যন্ত মার্জিত। পরেও আছে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক, চোখ দুটো মায়া ভরা, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জ্বলজ্বল করছে। নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বললো চাচা-ভাতিজা, তারপর ভাতিজা ওদের দিকে ফিরলো।

'আমাকে কী করতে হবে চাচার কাছ থেকে শুনলাম,' তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং আগ্রহে ভরপুর। 'সাহায্য করতে পারবো জেনে সম্মানিত বোধ করছি, স্যার।'

'তুমি গাড়ি চালাতে পারো?' প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চায় জেক। হেসে মাথা নাড়ায় গ্রেগোরিয়াস।

'আদ্দিস আবাবায় আমার নিজের একটা স্পোর্টস কার আছে।'

হাসি ফিরিয়ে দিলো জেক। 'দ্যাটস গ্রেট। তবে আর্মারড্ কার চালানো একটু কঠিন।'

'গ্রেগোরিয়াস ওর ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করবে,' বললো প্রিন্স। 'মনে আছে তো, জাহাজ রওনা হবে দুপুরে।' চাচার উদ্দেশ্যে বাউ করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম।

'উপকারের বিনিময়ে উপকার, এটাই দুনিয়ার নীতি,' বললো প্রিন্স গম্ভীর দৃষ্টিতে গ্যারেথের দিকে তাকালো সে। 'এইমাত্র তোমার একটা উপকার করেছি আমি সোয়েলস্। বিনিময়ে আমার একটা পাওনা হয়েছে।'

দর কষাকষিতে প্রিন্সের সথে হেরে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে গ্যারেথের, তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলো সে, 'দেখো চকলেট, ওল্ড চ্যাপ....।'

কিন্তু প্রিন্স নিজের কথা ব'লে চললো, যেনো কেউ তাকে বাধা দেয় নি, 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আমার গোত্রের জন্যে যেসব অস্ত্র দরকার তার মধ্যে বিশ্ব বিবেকও একটা।'

'কিন্তু সমস্যার আকৃতি-প্রকৃতি ক্ষুদ্র হলে বিশ্ববিবেক কান্নাকাটি করে না,' মন্তব্য করলো জেক। 'আবার কান্নাকাটি করলেও তাতে সাধারণত কোনো কাজ হয় না।'

'না, তা হয় না, জানি,' একমত হ'লো প্রিন্স। 'তাই ব'লে আমরা তো আর চুপচাপ ব'সে থাকতে পারি না। আমাদের উপর অন্যায় আক্রমণ এবং অবিচারের কথা দুনিয়াকে আমরা জানাতে চাই। আশা করি, তাতে খানিকটা হলেও চাপ সৃষ্টি হবে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার উপর। আর চাপ সৃষ্টি করতে হ'লে লোকজনের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের উপর অত্যাচারের কথা।'

'খাঁটি কথা।' গ্যারেথ মেনে নিলো।

'সে কথা ভেবেই আমেরিকার সেই নামকরা সাংবাদিককে সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। তিনি যে পত্রিকায় কাজ করেন, সারা দুনিয়ায় তার অজস্র পাঠক আছে। তিনি নিজে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর একজন শুভানুধ্যায়ী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি আমার বন্ধুও বটে।' বিরতি দিলেন প্রিন্স। 'কিন্তু তার সুনাম ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ায় পৌঁছে গেছে। ইতালিয়রা বুঝে গেছে, সত্য প্রকাশ করা হলে তারা বিপদে প'ড়ে যাবে। কাজেই এটা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা। ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ এবং ইতালিয় ভূ-খন্ড তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

'জানি কী চাইছো,' তাকে বাধা দিয়ে বললো গ্যারেথ। 'কিন্তু না, সম্ভব নয়। এমনিতেই হাজারটা বিপদ মাথায় করে যেতে হবে, তার ওপর সারা দুনিয়ার সংবাদ-মাধ্যমকে সাথে করে নিয়ে...।'

'সে কী গাড়ি চালাতে পারে, আর্মারড্ কার?' জিজ্ঞেস করলো জেক। 'শেষ গাড়িটার জন্যে একজন ড্রাইভার লাগবে আমাদের।'

'যতোদূর চিনি এই সাংবাদিক ব্যাটাদের, হুইস্কির বোতল ছাড়া কিছু বোঝে না এরা।' গ্যারেথের স্বরে রাগ।

'গাড়ি চালাতে জানলে বাড়তি একজন ড্রাইবার ভাড়া করার হাত থেকে বেঁচে যাবো আমরা,' জেক বলে।

'তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক,' বললো প্রিন্স, তার ইঙ্গিতে একজন উপদেষ্টা কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

আলোচনার বিরতিতে সুযোগটা নিলো গ্যারেথ, প্রিন্সের কনুই খামচে ধ'রে দল থেকে সরিয়ে আনলো একপাশে। 'অতিরিক্ত যে খরচ হবে তার একটা হিসাব করেছি আমি–জাহাজ ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি খাতে। পুঁজির ওপর অপ্রত্যাশিত চাপ পড়ছে কিনা, তাই ভাবছিলাম তোমাকে বিশ্বস্ততা প্রমাণের সুযোগ দেয়ার জন্যে অল্প কিছু টাকা অগ্রিম চাইবো কিনা....।'

'মেজর সোয়েলস্, আমার ভাইপোকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে তা আমি এরই মধ্যে প্রমাণ করেছি।'

'সেটা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়...,' তর্কটাকে টেনে লম্বা করতে যাচ্ছিলো গ্যারেথ, কিন্তু কেবিনের দরজা খুলে যাওয়ায় বাধা পেলো সে, দেখলো সাংবাদিক ভেতরে ঢুকছে। টান টান হ'লো গ্যারেথ, টাইয়ের নটটা স্পর্শ করলো। ভোরের প্রথম সূর্যের মতো ঝলমলে হাসি ফুটলো তার মুখে।

চার্ট টেবিয়ের পাশে একটা চেয়ারে নেতিয়ে ছিলো জেক, চুরুট ধরাবার জন্যে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেছে, কিন্তু ধরানো আর হ'লো না। জ্বলন্ত কাঠির কথা ভুলে আগন্তুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো ও।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' বললো প্রিন্স। 'মিস ভিক্টোরিয়া কেমবারওয়েলের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। ভিকি কেমবারওয়েল, আমেরিকান প্রেসের স্বনামখ্যাত একজন সদস্যা, এবং আমাদের গোত্রের একজন সদয় বন্ধু।'

ভিকি কেমবারওয়েলের বয়স এখনো ত্রিশ পেরোয় নি। আশ্চর্য আকর্ষণীয় তার চেহারা, এই পেশায় ঠিক যেনো মানায় না। অবশ্য অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে সে, অল্প বয়স আর নারীসুলভ সৌন্দর্য তার বেছে নেয়া পেশায় কোনো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না, কাজেই এ-দুটোই সে গোপন করার চেষ্টা করে, যদিও সাফল্যের পরিমাণ সামান্যই।

পুরুষদের মতো শার্ট পরে আছে সে, হালকা খাকী সামরিক রঙ, এখানে সেখানে অনেক পকেট। দু'দিকে দুটো বোতামা লাগানো বুক পকেট, সুগঠিত স্তনের উঁচু রেখা গোপন করা যায় নি তাতে। পড়নের স্কার্টেও অনেক পকেট, সেটাও একই রঙের, সরু কোমর জড়িয়ে আছে চওড়া চামড়ার বেল্ট। পায়ে হালকা বুট। চুলগুলো টেনে তোলা হয়েছে মাথার ওপর দিকে, ফলে লম্বা ঘাড় নগ্ন হয়ে পড়েছে। রেশমি কোমল চুল, হালকা সোনালি, পাকা গমের মতো গায়ের রঙের সাথে সুন্দর মানিয়ে গেছে।

ধাক্কাটা প্রথম সামলে উঠলো গ্যারেথ। 'মিস কেমবারওয়েল, অফকোর্স! তোমার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি। *অবজারভারে* কিছুদিন নিয়মিত কলাম লিখতে তুমি।' তার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালো ভিকি কেমবারওয়েল, ভুবনভোলানো সোয়েলস্ হাসি মেয়েটার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। তার চোখ, গ্যারেথ লক্ষ্য করলো, ম্লান সবুজ–বড়বড় চোখে সিরিয়াস দৃষ্টি, সরাসরি তাকানোর প্রবণতা।

দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা আঙুলের ডগা পুড়িয়ে দিলো, ব্যথায় উফ্ করে উঠলো জেক। ভিকি কেমবারওয়েল দ্রুত ফিরলো ওর দিকে।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেক। 'আমি কোনো মেয়ে আশা করি নি।'

'মেয়েদের তুমি পছন্দ করো না?' শুকনো পাতার সাথে পাতার ঘষা লাগলে যে খসখসে শব্দ হয়, গলার আওয়াজ অনেকটা সেরকম, জেকের গা শিরশির করে উঠলো।

'না, তা নয়; আমার অনেক প্রিয় মানুষই নারী।'

জেক লক্ষ্য করলো, মেয়েটা বেশ লম্বা, প্রায় ওর কাঁধ পর্যন্ত। দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে অ্যাথলেটিক ভাবটুকু ভালো লাগলো ওর। চিবুক উঁচু হয়ে আছে, মুখ আর

চোয়ালের রেখাগুলোয় আলাদা ধরনের সৌষ্ঠ্যব দৃষ্টি কাড়ে, ঠিক ধারালো নয়–স্পষ্ট। 'সত্যি কথা বললে কেউ যদি কিছু মনে না করে, তোমাকে অপছন্দ করবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে।'

এই প্রথম হাসলো মেয়েটা। স্বতঃস্ফুর্ত, উষ্ণ হাসি। জেক দেখতে পেলো, ভিকি কেমবারওয়েলের সামনের সারি একটা দাঁত অসমান, লাইন থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। হতভম্ব হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ছিলো ও, হঠাৎ খেয়াল হ'তে একটু অপ্রতিভ হলো, দৃষ্টি রাখলো সবুজ চোখে।

'তুমি গাড়ি চালাতে জানো?' সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করলো ও।

'জানি,' আবার শব্দ করে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। 'সেই সাথে আমি ঘোড়া আর সাইকেলও চড়তে পারি, স্কি করতে পারি, প্লেন চালাতে জানি, স্কুকার আর ব্রিজ খেলতে জানি, গান গাই, নাচি, পিয়ানো বাজাই।'

'চলবে,' তার সাথে জেক যোগ দিলো হাসিতে। 'তাতেই আমার চলবে।'

প্রিন্সের দিকে ফিরলো ভিকি। 'ব্যাপারটা কী বলো তো, মিখায়েল?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমাদের পরিকল্পনার সাথে এই দুই ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক?'

ডা*নোত্তার ক্যাসেল* তার নোঙর তুললো। আপার ডেকে দীর্ঘদেহী প্রিন্স দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাশে সাদা আলখাল্লা পরা উপদেষ্টারা। জাহাজের গতি বাড়তে শুরু করলো, একটা হাত তুলে বিদায় জানালো লিজ মিখায়েল।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেলো জাহাজটা। নীরবে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা চারজন।

জেক প্রথমে কথা ব'লে উঠলো। 'মিস কেমবারওয়েলের জন্যে একটা ঠাঁই খুঁজে বের করতে হবে।' চিন্তাটা জাগতেই, ওরা দু'জনেই, জেক ও গ্যারেথ, একযোগে হাত বাড়ালো ভিকি কেমবারওয়েলের ব্যাগ আর টাইপ-রাইটার কেসের দিকে।

'টস করি এসো,' প্রস্তাব দিলো গ্যারেথ, ভোজবাজির মতো তার হাতে একটা পূর্ব আফ্রিকার শিলিং বেরিয়ে এলো।

'টেইলস,' বললো জেক।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তালি মারার ভঙ্গিতে দুই তালুর মাঝখানে সশব্দে গ্রহণ করলো সেটা গ্যারেথ, হাত খুললো। 'রাফ লাক, ওল্ড চ্যাপ,' সহানুভূতি জানালো গ্যারেথ, পকেটে চালান করে দিলো শিলিংটা। 'মিস ভিকি কেমবারওয়েলের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ওর একটা জুৎসই ব্যবস্থা করে জাহাজের খোঁজে বেরুবো। ইতিমধ্যে তুমি আবার মন খারাপ করে ব'সে থেকো না, বরং গাড়িগুলো আরেকবার চেক করে নাও।' কথা বলার ফাঁকে হাতছানি দিয়ে একটা রিক্সা ডাকলো সে। 'মনে রেখো, জেক, শক্ত রাস্তায় চালিয়ে ওগুলোকে বন্দরে আনা এক কথা, আর দুশো মাইল মরু পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা।' ভিকি কেমবারওয়েলের হাত ধ'রে মার্জিত ভঙ্গিতে বাউ

করলো সে, তাকে রিক্সায় উঠতে সাহায্য করলো। 'ড্রাইভার, অ্যাডভান্স!' বিজয়ীর হাসি হেসে জেকের উদ্দেশে হাত নাড়লো।

'মনে হচ্ছে আমরা একা হয়ে গেলাম, স্যার,' গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম বললো।

'হুম!' এখনো জেক দ্রুত অপসৃয়মান রিক্সার দিকে তাকিয়ে আছে।

'যাই, আমাকেও একটা ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে....।'

'আমার সাথে চলো, গ্রেগোরিয়াস। এই ক'টা দিন তাঁবুতে থাকতে পারবে।' হঠাৎ হাসলো জেক, 'যদি বলি তোমার বদলে তাঁবুতে মিস কেমবারওয়েলকে পেলে খুশি হতাম, আশা করি দুঃখ পাবে না?'

হেসে ফেললো ছেলেটা। 'আপনার মনের কথা বুঝতে পারি....কিন্তু ভিকি সম্ভবত নাক ডাকে, স্যার?'

'যে মেয়ে দেখতে অতো সুন্দর সে নাক ডাকতে পারে না,' জ্ঞান দানের সুরে বললো জেক। 'আরেকটা কথা, আমাকে তুমি স্যার স্যার করবে না, নার্ভাস বোধ করি। আমার নাম জেক।' গ্রেগোরিয়াসের একটা ব্যাগ তুলে নিলো ও। 'চলো হাঁটি।' ধুলোময় রাস্তা ধ'রে হেঁটে চললো ওরা দু'জন।

মেহগনি বনে ঢোকার মুখে জেক জিজ্ঞেস করলো, 'বলছিলে তোমার একটা মরগান গাড়ি আছে?'

'আছে, জেক।'

'জানো, কী ওটাকে চালায়?'

'ইন্টারন্যাল কমবাসশন এঞ্জিন।'

গ্রেগোরিয়াসের পিঠ চাপড় দিলো জেক। 'এইমাত্র তোমাকে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হলো–আস্তিন গুটাও।'

নিজের ফাঁদে মেয়েদের ধরার জন্যে মেজর গ্যারেথ সোয়েলসের রয়েছে নিজস্ব একটা কৌশল, যা গত বিশ বছরে একবারও পরিবর্তন বা সংশোধন করবার কারণ দেখে নি সে। মেয়ে মাত্রই অভিজাত পুরুষের সঙ্গলোভী, তারা শক্তের ভক্ত, বাস্তবতা এবং দারিদ্র্য তাদের দু'চোখের বিষ, মিষ্টি কথা আর বড়লোকি চালচলন দিয়ে তাদেরকে সহজেই কাবু করা যায়। গদি মোড়া রিক্সায় উঠে আর দেরি করলো না গ্যারেথ, সে তার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সবটুকু হাসি আর মার্জিত আচরণের মায়াজাল বিস্তার করার কাজে নেমে পড়লো।

কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কণ্ঠকাকীর্ণ সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক বৃত্তে যে মেয়ে ত্রিশ বছরে পা দেয়ার আগেই নাম কিনেছে, লক্ষণ দেখে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারা তার জন্যে কঠিন কিছু নয়, এবং এমনও নয় যে, দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। পরিচয় হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্যারেথ সোয়েলস্ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা পেয়ে গেছে ভিকি কেমবারওয়েল। পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা, মার্জিত হাস্যরস,

দরাজ কণ্ঠস্বর, উদার ভাবভঙ্গি, আভিজাত্যের গর্ব, চোখে ইস্পাতের মতো চকমকে দৃষ্টি–এ-সব বহু পুরুষের মধ্যেই দেখেছে সে। পাজি এবং দুর্বৃত্ত হিসেবেই তাদেরকে চেনে ভিকি কেমবারওয়েল। গ্যারেথের সঙ্গলাভ করার পর প্রতিটি মুহূর্তে তার সন্দেহ দৃঢ় হ'তে লাগলো, এ-ও তাদেরই দলে, হয়তো সবার মধ্যে সেরা একজন, পাজিদের শিরোমণি। তবে পাজি হলেও, সুদর্শন পাজি। তাকে মুগ্ধ করার জন্যে বক বক করে চলেছে গ্যারেথ, ভিকি ভাবছে শতকরা কতো ভাগ গাল-গল্প আর কতো ভাগ সত্যি। শুনছে আর কৌতুক বোধ করছে সে।

'কর্নেলের কথা বলছি, আমার বাবা....,' বললো গ্যারেথ। সত্যি কর্নেল হয়েই মারা গেছেন ভদ্রলোক, তবে তিনি কর্নেল ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে।

'হুঁ-হুঁ,' প্রতিটি নতুন বিষয়ে কথা শুরু করলেই গ্যারেথকে উৎসাহ দিচ্ছে ভিকি কেমবারওয়েল।

'বলাই বাহুল্য, পারিবারিক বিশাল জমিদারি আর সম্পত্তি আমার হাতে আসে মায়ের তরফ থেকে...,' গ্যারেথের মা ছিলো ব্যর্থ এক মুদির মেয়ে। পারিবারিক বিশাল জমিদারি মানে মর্টগেজ করা প্রাচীন বাড়ি সোয়ানসিতে।

'আমি যে ইটনে পড়াশোনা করবো সে তো জানা কথা–পারিবারিক ঐতিহ্য, ঝুঝতেই পারছো।' গ্যারেথের চৌদ্দপুরুষের কেউ ইটনে কেনো, কোনো কলেজেই পড়াশোনা করে নি। তাকে ইটনে ভর্তি করা হয়েছিল পরিবারের খুদ-কুঁড়ো যা ছিলো সব বিক্রি করে, বখাটে ছেলেকে মানুষ করার জন্যে সেটাই ফিলো মা-বাবার সর্বশেষ ব্যর্থ চেষ্টা।

'ফরেন সার্ভিসে ছিলেন বাবা, ভারি রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। বীরত্ব আর আদর্শ তাঁর রক্তের প্রধান উপদান ছিলো, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছ থেকেই ওগুলো পেয়েছি আমি। বিশ্বাস করবে, ভদ্রলোক ডুয়েল লড়ে জীবনের ইতি ঘটান?' আসলে ভারত ভাগ হওয়ার আগে আত্মহত্যা করেন ভদ্রলোক, কারণ ঘুষ খেয়ে ধরা পড়ার পর বিচারের সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছিলেন।'

'তাই?'

'ইটন ছাড়তে হ'লো আমাকে, স্বভাবতই–বিশাল সম্পত্তি আর জমিদারি দেখাশোনা করার জন্যে।' ইটন ছাড়তে হয়েছিল হাউজ মাস্টারের মেয়ের সাথে কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়ায়। অবশ্য এই কারণেই অনেকে মনে রেখেছে গ্যারেথ সোয়েলসকে।

'ভাগ্যই বলতে হয়– যুদ্ধ চলছিলো তখন–' এমনকি, ডিউক রেজিমেন্টও তাদের নতুন অফিসারদের ব্যাপারে খুব একটা খোঁজ-খবর করতো না; আর তাছাড়া, ইটনের পড়াশোনার ব্যাপারটা গ্যারেথের পক্ষে কাজ করেছিলো সেই সময়। জার্মান সেনাবাহিনীর মেশিনগানের কারণে পদোন্নতিও হয়েছিলো দ্রুত। এরপর, যেনো কি সেই। রেজিমেন্টের নিয়মে চলতে হ'লে একজন অফিসারের তিন হাজার পাউন্ড প্রয়োজন হতো বছরে। চাকরি ছেড়ে দিলো গ্যারেথ। আর তারপর থেকে কেবল ঘুরে ফিরছে।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, খানিকটা মুগ্ধ হ'লো ভিকি কেমবারওয়েল। তার জানা আছে, এ হ'লো মুরগির সামনে কেউটের নৃত্য, ছোবল দেয়ার আগের মুহূর্ত। তার পেশাই

তাকে দুনিয়ার সংকটবহুল এলাকাগুলোয় নিয়ে গেছে, সে-সব জায়গায় এ-ধরনের লোক ভুরি ভুরি দেখেছে সে। এরা উত্তেজনা আর বিপদ ভালোবাসে, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের শেষ পরিণতি হয় বেদনামলিন।

কিন্তু হুঁ-হুঁ করা ছাড়া সাড়া দিলো না ভিকি কেমবারওয়েল। জানে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামবে গ্যারেথ সোয়েলস্, কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু এতো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র গ্যারেথ সোয়েলস্ নয়। রয়াল হোটেলের সামনে রিক্সা যখন থামলো, তখনো পুরোদমে বক বক করে চলেছে সে। শুনতে শুনতে হাসি চেপে রাখা দায় হ'লো ভিকি কেমবারওয়েলের। রিক্সা থেকে নামার সময় নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারলো না। খিলখিল করে হেসে ফেললো, মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ায় তার সোনালি চুল উড়তে শুরু করলো বাতাসে।

মেয়েদের হাসির মাপ নিতে জানে গ্যারেথ সোয়েলস্। হাসি যদি মিষ্টি, গভীর আর দীর্ঘস্থায়ী হয়, বুঝতে পারে অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেছে। রিক্সা থেকে নেমে ভিকি কেমবারওয়েলের কব্জি চেপে ধরলো সে, যেনো মহামূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পতি নিজের হেফাজতে নিয়ে এলো।

'রয়াল হোটেলে একটাই মাত্র স্যুইট। ঝুল-বারান্দা থেকে বাগান দেখা যায়, সন্ধ্যার দিকে সাগরের বাতাস পাবে। আর বিছানাটা এত নরম, মনে হবে তুমি মেঘের উপর শুয়ে আছো। একা শোয়ার অভিজ্ঞতা এক রকম, কাউকে নিয়ে শোয়ার অভিজ্ঞতা অন্যরকম হবে।'

'আমাকে কি এখানেই থাকতে হবে?' ছোট্ট খুকির সরলতা নিয়ে প্রশ্ন করলো ভিকি।

'ভাবছি দু'জনেরই যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে নেয়া কঠিন হবে না,' বললো গ্যারেথ। 'ও-সব তুমি ভেবো না, আয়োজনটা কী হবে আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

ভিকির মনে কোনো সন্দেহ নেই, কী ধরনের আয়োজন করার কথা ভাবছে গ্যারেথ। 'তোমার খুব দয়া, মেজর,' বিড়বিড় করে বললো সে, ধীর পায়ে টেলিফোনটার দিকে এগুলো। রিসিভার তুলে বললো, 'মিস কেমবারওয়েল বলছি। মেজর সোয়েলস্ তার স্যুইট খালি করছেন, রুম-সার্ভিস পাঠিয়ে তার জিনিসপত্র অন্য কোথাও সরাবার ব্যাবস্থা করুন, প্লিজ।'

'বলছিলাম কি...,' মুখের হাঁ তাড়াতাড়ি বন্ধ করলো গ্যারেথ। মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে মিষ্টি করে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। 'সত্যি তুমি মহৎ পুরুষ, মেজর। মেয়েদের জন্যে ক'জন আজকাল এমন আত্মত্যাগ করতে জানে?' তারপর সে মুখ ফিরিয়ে টেলিফোনে কথা বললো, 'কী বললেন?' আর কোনো ভালো কামরা নেই? ঠিক আছে, ঠিক আছে–মিঃ সোয়েলস্ কিছু মনে করবেন না– ধারণা করি, আমার জন্যে উনি কষ্টটুকু সানন্দে মেনে নেবেন।'

সিঁড়ির তলায় ওটা কামরা নয়, কবুতরের খোপের চেয়েও খারাপ। মুকডেন-এ চাইনিজ জেলখানা, অথবা, ১৯১৭-এর শীতে সমরাঙ্গনের ডাগ আউট এর চেয়ে বেশি খোলামেলা ছিলো।

পরবর্তী তিন দিন বন্দরে কাটালো গ্যারেথ, হারবার মাস্টারের অফিসে ব'সে চা খেলো, প্রতিটি সদ্য নোঙর ফেলা জাহাজের পাইলটের সাথে নিভৃতে আলাপ করলো। সারা দিন ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও, সন্ধ্যার দিকে ফিটফাট বাবু সেজে ভিক্টোরিয়া কেমবারওয়েলকে সঙ্গ দিতে ভুল হয় না তার। ডিনারের সময় সিটি হোটেলের সবচেয়ে দামি খাবার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলো সে। দেখা গেলো, প্রায় নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কিছু হজম করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েলের। গ্যারেথ তার প্রশংসা করলে মৃদু হাসির সাথে গ্রহণ করে সে, বিনয় বা ভদ্রতা দেখিয়ে মৃদু প্রতিবাদও করে না। সহজ সরল হাসির সঙ্গে গ্যারেথের কথা শোনে, আগ্রহের সাথে শ্যাম্পেনের স্বাদ নেয়, আস্তে ধীরে খালি করে ফেলে প্লেটগুলো। কিন্তু মাঝরাতের দিকে গ্যারেথ যখন তার সাথে স্যুইটে ঢুকতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে মুখের ওপর বন্ধ করে দেয় দরজা।

চার দিনের দিন সকালে, সঙ্গত কারণেই বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লো গ্যারেথ। তার ইচ্ছা হ'লো এক বালতি বিয়ার নিয়ে জেকের ক্যাম্পে যায়, বন্ধুর সাথে দু'দণ্ড কথা বললে মনটা হয়তো হালকা হবে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো, নিজের পরাজয়ের কথা জেকের কাছে স্বীকার করা উচিত হবে না, কাজেই ইচ্ছাটাকে গলা টিপে মারলো সে, রিক্সায় চেপে রওনা হ'লো বন্দরের দিকে।

রাতে নতুন একটা জাহাজ বহিঃনোঙ্গরে ভিড়েছে, চোখে বাইনোকুলাম তুলে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখল গ্যারেথ। কিনারায় আর গায়ে লবণ জ'মে আছে, অত্যন্ত পুরনো, কোথাও কোথাও তোবড়ানো আর ভাঙা, এমনকি ক্রুদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়, তবে গ্যারেথের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়লো জাহাজটার রিগিং-এ কোনো খুঁত নেই। মাস্তুল দেখে বোঝা যায় বিশাল ক্যানভাস পাল ওড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম জীবনে পালতোলা জাহাজই ছিলো, পরে ডিজেল এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে। হারবারে এ-পর্যন্ত যতো জাহাজ দেখেছে সে, সেগুলোর মধ্যে এটাকেই তার মনে ধরলো। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ফেরিতে চড়লো সে। ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে এক শিলিং বেশি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো মাঝিকে।

কাছ থেকে আরো করুণ দেখলো জাহাজটাকে। রঙের ভেতর অন্য রং দেখা যাচ্ছে, খোলের গায়ে কাদাটে হলুদ বর্জ্য পদার্থের সচল ধরা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না স্যানিটারি ব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের।

আরো কাছ থেকে জানা গেলো রঙচটা হলেও, প্ল্যাঙ্কিং-এ কোনো খুঁত নেই। স্বচ্ছ পানির নিচে খোলের তলাটাও পরিষ্কার দেখা গেলো–নিখাদ কপারের তৈরি, কোথাও জলজ সবুজ আগাছা জড়িয়ে নেই। জাহাজটার নাম *হীরনডেল*, সেইশেলস্-এ রেজিস্টার করা। দেখে মনে হয় ভাঙ্গাচোরা, বাতিল জিনিস, কিন্তু কাজের সময় ওটা একটা বুনো ঘোড়ার মতোই শক্তিশালী। এ-ধরনের জাহাজ সোনা, ড্রাগস, আদম সন্তান ইত্যাদি পাচার করার কাজেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, জানা আছে গ্যারেথের। তার মন বলছে, ঠিক জাহাজটি খুঁজে পেয়েছে সে। অবৈধ মালামাল পাচার

করে এমন একজন পাইলটই তার দরকার। হাত তুলে নাড়ালো সে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চিৎকার, 'আহয়, *হীরনডেল*!'

ক্রুরা রেলিংয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোনো সাড়া দিলো না। চোখে বিদ্বেষ, হাবভাব মারমুখো, তাকিয়ে আছে ফেরির দিকেই। ক্রুদের মধ্যে চীনা, ভারতীয়, নিগ্রো রয়েছে, দু'একজন আরব-ও আছে।

হাত দুটাকে মুখের চারপাশে চোঙ বানালো গ্যারেথ, ইংরেজিতে বললো, 'তোমাদের ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে চাই।'

ক্রুদের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেলো। খানিকপর তাদের মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গ উদয় হলো। রোদে পোড়া গ্রিক চেহারা, এতো বেঁটে যে কোনো রকমে ক্রুদের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে মাথাটা। নিচের দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী চাও তুমি ? পুলিশ ?'

গ্রিক না হয় আমেরিকান– গ্যারেথ ভাবে। লোকটার এক চোখে পট্টি বাঁধা, ফলে অপর চোখটা অত্যন্ত উজ্জ্বল আর চকচকে লাগলো। 'আরে না, পুলিশ হ'তে যাবে কেনো!' বললো গ্যারেথ। কোটের পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে দেখালো সে। 'বন্ধু!'

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে আরো কিছুক্ষণ গ্যারেথকে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাপটেন। কে জানে, সে হয়তো ওর চোখে দুষ্টামির ঝিলিক আর ঠোঁটের কোণে লুটেরার হাসি দেখে থাকবে। রতনে রতন চেনে, কথাটা তো মিছে নয়। তার ভাব দেখে মনে হ'লো খুসি হয়েছে সে। আরবি ভাষায় কী যেনো বললো, ক্রুরা রশির সিঁড়ি নামিয়ে দিলো নিচে।

'উঠে আসুন,' আমন্ত্রণ জানালো ক্যাপটেন। কিছুই তার লুকোবার নেই। এবারের যাত্রায় শুধু তুলো বয়ে নিয়ে এসেছে বম্বে থেকে। অবশ্য দার-এস-সালামে তুলো খালাস করার পর, ক্রীতদাস তুলে নেবে উত্তর আফ্রিকা থেকে। যতোদিন পর্যন্ত ডানাকিল বা গালা গোত্রের রুগ্ন কালো মেয়েদের জন্যে আরব, ভারত এবং পূর্বের বণিকেরা মোটা টাকা দিচ্ছে, তার মতো লোকেরা ব্রিটিশ পেট্রোলশিপের তোয়াক্কা না করে কাজ চালিয়ে যাবে। জাহাজে পা দিয়েই গ্যারেথ ঘোষণা করলো, 'সামান্য হুইস্কির সাথে টাকা আয় করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো আমরা। আমার নাম মেজর সোয়েলস্।'

'আমি পাপাডোপোলাস।' এই প্রথম হাসলো ক্যাপটেন। 'টাকা-পয়সার আলাপ আমার কাছে মিষ্টির মতো–ভারি পছন্দ করি।' সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

জেকের জন্যে উপহার সামগ্রী নিয়ে মেহগনি বনের ক্যাম্পে পৌঁছলো গ্যারেথ সোয়েলস্, সাথে ভিকি কেমবারওয়েল।

'সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ।' ব্যাঙ্গাত্মক সুরে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালো জেক, ওয়েল্ডিং সেট হাতে নিয়ে সিধে হ'লো সে, টর্চটা থেকে এখোনো হিস হিস করে নীলচে আগুন বেরুচ্ছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা দুজন পালিয়েছো।'

'আগে কাজ, তারপর ফুর্তি।' ভিকির হাত ধ'রে রিক্সা থেকে নামলো গ্যারেথ। 'বুঝলে, ওল্ড চ্যাপ, এই ক'দিন কঠিন ধকল গেছে আমাদের উপর দিয়ে।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি। প্রচণ্ড পরিশ্রমে তুমি অর্ধেক হয়ে গেছো।' টর্চ নিভিয়ে টুস্কার বিয়ারের বালতিটা নিলো জেক, দুটো বোতল শেষ করে ফেললো এক নিমিষেই। বোতলের ছিপি খুলে একটা করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিলো, কালি মাখা খাকি শর্টস পরে আছে ও, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই।

বিয়ার খেয়ে বোতলটা নামালো, বললো, 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো, কাজেই তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।'

'আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, মেজর সোয়েলস্ ও মিস কেমবারওয়েল,' বলে ওদেরকে স্যালুট করলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। বিয়ারের একটা বোতল তার কপালে জুটেছে।

'কী ব্যাপার? কী করছিলে?' ঘাড় ফিরিয়ে বড়সড় কাঠামোর দিকে তাকালো গ্যারেথ, ওটাকে নিয়েই জেক আর গ্রেগোরিয়াস কাজ করছিলো।

জিনিসটার গায়ে হাত বুলালো জেক। 'এটা একটা ভেলা।' বাঁক আর খালি ড্রাম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভেলাটা। 'আর্মারড্ কার ভাসতে বা সাঁতার কাটতে জানে না অথচ আমাদেরকে জাহাজ থেকে নামতে হবে তীরে পৌঁছুনোর আগেই। উপকূলের যা অবস্থা, জাহাজ সৈকতের কাছাকাছি যেতে পারবে না, আমরা ওগুলোকে ভেলায় চড়িয়ে তীরে নিয়ে যাব।'

ভিকি কেমবারওয়েল জেকের কাঁধ আর বাহুর পেশিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ বুলালো ওর সমতল পেট আর বুক ঢেকে থাকা ঘন কালো লোমগুলোর ওপর।

গ্যারেথের মুগ্ধ দৃষ্টি এখনো ভোঁতা চেহারার ভেলার দিকে নিবদ্ধ। 'ল্যান্ডিংয়ের সমস্যা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম,' বললো সে। 'ঠিক এ-ধরনের একটা পরামর্শই আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছিলাম।'

জেকের তির্যক দৃষ্টিতে ক্ষীণ অবিশ্বাস। 'দেখতে হবে জাহাজটায় যথেষ্ট শক্তিশালী ডেরিক আছে কিনা, সেটা ভেলা পর্যন্ত কারগুলোকে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।'

'ওগুলোর ওজন কতো?'

'একেকটা পাঁচ টন।'

'কোনো সমস্যা হবে না, হীরনডেল সামলাতে পারবে।'

'হীরনডেল?'

'ওই জাহাজেই যাচ্ছি আমরা।'

'তার মানে সত্যি তুমি কাজ করছিলে!' হেসে উঠলো জেক। 'অবিশ্বাস্য! দেখা যাচ্ছে তোমার ভেতর পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'পরশু সকালে। কার্গো লোড করবো রাতে, চাই না কেউ দেখে ফেলুক।'

'তাহলে তো বেশি সময় নেই, মিস কেমবারওয়েল,' ব'লে এবার ভিকি কেমবারওয়েলের দিকে ফিরলো জেক। 'মনে আছে, একটা আর্মারড্ কার চালাতে হবে? গাড়ি চালাতে জানলেও, আরো কিছু শিখতে হবে তোমাকে।'

'আপাতত আমার সবটুকু সময় নিতে পারো তুমি, আর শেখার ব্যাপারে আমার আগ্রহেরও কোনো শেষ নেই।' দার-এস-সালামে ভিকি কেমবারওয়েলের এই যাত্রা বিরতি ক্লান্ত আর উত্তেজিত নার্ভগুলোকে বিশ্রাম পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে, এর আগের জেনেভা অ্যাসাইনমেন্টটায় সাংঘাতিক ছুটোছুটি করতে হয়েছিল তাকে। গত ক'টা দিন দার-এস-সালামের প্রাচীন বন্দরে ঘোরাফেরা করেছে সে, বন্দরের জন্ম আর ইতিহাস সর্ম্পকে দু'হাজার শব্দের একটা ছোট্ট ফিচার লিখেছে। সেই সাথে তার প্রতি মেজর সোয়েলসের গভীর মনোযোগও উপভোগ করছে সে, সংকটময় মুহূর্তগুলোর ছলনা আর চাতুরির সাহায্যে লোকটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তার কাছে কৌতুককর একটা খেলা বিশেষ ছিলো। এখন জেক বারটনের মনোযোগ ওর দৃষ্টি কাড়লো। দুই কঠিন পাত্র, বিপজ্জনক এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, নিজেদের সমস্ত পৌরুষ নিয়ে যদি কোনো মেয়ের পিছু নেয় বা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, মেয়েটির জন্যে এরচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর কী হ'তে পারে? জেকের চোখে চোখ রেখে হাসলো ভিকি–জেক সাড়া দিতে উপভোগ করলো মুহূর্তটি, উপভোগের মাত্রা বেড়ে গেলো হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে বাধা দেয়ার জন্যে গ্যারেথকে ছুটে আসতে দেখে।

'তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার কী,' জেককে বললো গ্যারেথ। 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছো, ওটা থেকে তোমাকে সরাতে চাই না। ভিকিকে যা শেখাবার আমিই শেখাবো।'

ভিকি কেমবারওয়েল মাথা ঘোরালো না, জেকের দিকে তাকিয়ে হাসতেই লাগলো। 'কিন্তু আমার যেনো মনে হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টটা মিঃ জেক বারটনের।'

'জেক,' বললো জেক।

'ভিকি,' বললো ভিকি।

গোটা ব্যাপারটা, কোনো সন্দেহ নেই, চমৎকার উতরে যাচ্ছে। নির্জলা সত্য হলো, এটা একটা পিছু ধাওয়ার কাহিনী, দু'জন পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর সেই সাথে বহু কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত ভিকি কেমবারওয়েলের চারিত্রিক সুনাম আরেকটু বাড়িয়ে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। ভিকি কেমবারওয়েলের জানা আছে, তার পেশায় নিয়োজিত আর কোনো মেয়ে একটা রিপোর্ট তৈরির খাতিরে দু'জন অস্ত্র চোরাচালানীর সাথে মেলামেশা করবে না, বা অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবে না–অতো সাহস তাদের কারো নেই। এখন দেখার বিষয়, সতেজপ্রাণ ষাঁড় দুটোকে ঠিক মতো সে সামলাতে পারে কিনা। তার নিজের ভাবাবেগেরও লাগাম টেনে রাখার দরকার আছে। আর বিপদ, সে তো ঘটতেই পারে। বিপদ আছে বলেই না জীবন এতো রোমাঞ্চকর।

মেহগনি বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া সরু পথ ধ'রে হাঁটছে ওরা। জেক আর গ্যারেথকে তার পাশে জায়গা পাবার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখে গোপনে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। তবে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো গ্যারেথ।

'এ-সব কী?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'নতুন রঙ। গ্রেগোরিয়াসের আইডিয়া,' ব্যাখ্যা করলো জেক। 'গুলি ছোঁড়ার আগে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে।'

দুধ-সাদা চকচকে চেহারা পেয়েছে আর্মারড্ কারগুলো, টারিটে আগুনরঙা ক্রস চিহ্ন।

'ফ্রেঞ্চ বা ইতালিয়রা যদি থামতে ব'লে আমাদের, নিজেদের পরিচয় দেবো ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রসের সদস্য বলে–ওগুলো আর্মারড অ্যাম্বুলেন্স। তুমি, গ্রেগোরিয়াস আর আমি ডাক্তার ভিকি সিস্টার।'

'সত্যি কাজ করছিলে তুমি।' মুগ্ধ হ'লো ভিকি।

'সাদা রঙ গাড়ির ভেতরটাও ঠাণ্ডা রাখবে,' বললো গ্রেগোরিয়াস।

'র‍্যাকের ডিজাইন আমি তৈরি করেছি,' বললো জেক। 'টারিটের পিছনে প্রতিটি গাড়িতে থাকবে চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিনের দুটো ড্রাম, পানির একটা ড্রাম। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বাক্সগুলো সমান চার ভাগে ভাগ করে চারটে গাড়িতে রাখা হবে।' আর্মারড্ কারের গায়ে রশি দিয়ে বাঁধা র‍্যাকগুলো এই মুহূর্তে খালি।

'ভেবেছো রেডক্রস বললেই পার পেয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। 'বাক্সগুলো দেখামাত্র ফাঁস হয়ে যাবে সব, প্রত্যেকটার গায়ে লেবেল সাঁটা আছে...।'

'সব ছিঁড়ে ফেলে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের নতুন লেবেল লাগানো হবে,' ব'লে ভিকির দিকে ফিরলো জেক। 'তোমার জন্যে একটা গাড়ি আলাদা করে রেখেছি, দেখবে এসো। চারটের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বাধ্য আর... আর লক্ষ্মী।'

'ওগুলোর আবার নিজস্ব চরিত্রও আছে নাকি?' হালকা গলায় বিদ্রূপ করলো ভিকি।

'ঠিক মেয়েদের মতোই ওরা, আমার লৌহমানবীরা।' কাছের একটা আর্মারড্ কারে মৃদু চাপড় দিলো জেক। 'এটা সবচেয়ে শান্ত, সুবোধ বালিকা–শুধু ওর সাসপেনশন-টা একটু বাঁকা হয়ে আছে, গতি খুব দ্রুত হলে নিতম্ব ঝাঁকায়, এই যা। তবে সিরিয়াস কিছু নয়, যদিও এ-কারণেই ওর নাম দেয়া হয়েছে রঙ্গিলা। ওটা তোমার। দেখবে, ভালো না বেসে পারবে না।' এগিয়ে পাশের গাড়ির সামনে দাঁড়ালো জেক, লাথি কষলো টায়ারে। 'এটা যেমন অস্থির তেমনি পাজি, প্রথমবার ক্রাঙ্ক ঘোরাতেই আরেকটু হলে আমার কব্জি ভেঙে দিয়েছিল। ওর পরিচয়, প্রিসিলা দ্য পিগ্। একমাত্র আমার পক্ষেই ওকে সামলানো সম্ভব। আমাকে ও ভালোবাসে না, তবে শ্রদ্ধা করে।' সামনে এগোলো ও। 'নিজের জন্যে এটা বেছে নিয়েছে গ্রেগোরিয়াস, নাম টেনাসটেলিন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায়, আমার দেয়া নাম– ভরসা। ভবিষ্যতেই জানা যাবে তিনি আমাদের সহায় কি না। আর গ্যারেথ, এটা তোমার জন্যে–এতে রয়েছে আনকোরা নতুন একটা কারবুরেটর। আমার ধারণা, এটাকে ভোগ দখল করার অধিকার একা তুমি সংরক্ষণ করো, কারণ কারবুরেটরটা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে।'

'তাই?' গল্পের গন্ধ পেয়ে ভিকির চোখ দুটো আগ্রহে জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'কী ঘটেছিল?'

'সে এক লম্বা কাহিনী,' নিঃশব্দে হাসলো জেক। 'উটের পিঠে চড়ে দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান।' চুরুটের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় খক্ খক্ করে

কাশতে শুরু করলো গ্যারেথ, তবু ব'লে চললো জেক, 'কাজেই ওটার নাম দেয়া হয়েছে হেনরিয়েটা দ্য হাম্প।'

'হাউ ভেরি কিউট।' ভিকির কণ্ঠনিঃসৃত হাসি মর্মরধ্বনির মতো বাজলো জেকের কানে।

মাঝরাতের খানিক পর ঘুমন্ত শহরের নির্জন রাস্তায় উঠে এলো চারটে আর্মারড্ কার। হেডলাইটের সামনে ইস্পাতের শাটার নামানো রয়েছে, ফলে আলোর সরু একটা ফালি শুধু নিচের দিকে সামনেটা আলোকিত করেছে। গতি খুব মন্থর, সামান্যই শব্দ করছে এঞ্জিন। রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, মাথার ওপর ডালপালা আর পাতা আড়াল করে রেখেছে তারাগুলোকে।

গায়ে-মাথায় একাধিক বোঝা থাকায় গাড়িগুলোর আকৃতি বদলে গেছে। ড্রাম, কাটের বাক্স, রশির কুণ্ডলি, ট্রেঞ্চিং টুল, আর ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট–ওগুলোর ভিড়ে আর্মারড্ কার চেনাই দায়।

কনভয়ের সামনে রয়েছে মেজর সোয়েলস্, সদ্য দাড়ি কামিয়ে ধূসর রঙের প্যান্টের ওপর সাদা জ্যাকেট চড়িয়েছে সে। দার-এস-সালাম ত্যাগ করার এই বিশেষ মুহূর্তটিতে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন গ্যারেথ। রয়াল হোটেলের মালিক কেনোভাবে যদি টের পেয়ে যায়। বেশি না, তিন সপ্তাহের স্যুইট ভাড়া আর তিনবেলা করে আহার গ্রহণ ও মদ্যপানের বিল বাকি পড়েছে তার। সন্দেহ নেই একবার সাগরে পৌঁছুতে পারলে হয়, রয়াল হোটেলে কবে কী খেয়েছে বা ক'দিন কোথায় শুয়েছে সব ভুলে যাবে সে। অনেক দিন আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে নিজের ব্যর্থতাগুলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে হয়।

গ্যারেথের পিছনে রয়েছে গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। নিজের গোত্রে তার একটা সামরিক পদ আছে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, বাম শাখার কমান্ডার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে সে, তবু নিজেকে নিয়ে তার গর্বের পরিসীমা নেই, কারণ এরইমধ্যে ছোটোখাটো যুদ্ধে এবং শিকারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, গেছে দু'একটা সিংহ শিকারে, রাইফেলে তার হাত সম-বয়েসীদের ঈর্ষার কারণ। শহরের ভেতর দিয়ে কনভয় নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ দুটো বিপুল উত্তেজনায় চকচক করছে তার, দেশ তথা গোত্রপ্রেমে উজ্জীবিত, জানে নিজের এলাকায় পৌঁছুনোর আগে একের পর এক বহু বিপদ পেরোতে হবে তাদের, নিতে হবে মৃত্যুর অথবা দীর্ঘ কারাভোগের ঝুঁকি। বলাই বাহুল্য, যুদ্ধের মতো নোংরা ও অকারণ রক্তঝরা ব্যাপারটা তার কাছে এখনো গৌরবের এবং পুরুষোচিত বীরত্বের কাজ।

তার পিছনে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, রঙ্গিলাকে সতর্ক দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে। এঞ্জিনের ভাষা ঠিক মতো বুঝতে পারছে মেয়েটা, হালকা ছোঁয়ায় ক্লাচ, স্টিক

আর মান্ধাতা আমলের গিয়ার যেভাবে অপারেট করছে, মনে মনে প্রশংসা না করে পারলো না জেক। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাবার লোভে সে-ও উত্তেজিত হয়ে আছে, অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নতুন একটা কিছু যোগ হবে। কাল বিকেলে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে সে আমেরিকায়, এয়ার মেইল যোগে তার সম্পাদকের ডেস্কে পৌঁছুতে তিন-চার দিন লাগবে। পরিস্থিতির নেপথ্যকাহিনী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছে সে। বেনিটো মুসোলিনি ইথিওপিয়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠিকে বিতাড়িত করতে চাইছে, সেই কথা; বহির্বিশ্বের নির্লিপ্ততা, অস্ত্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা। 'ভাববেন না, ভুয়া সতর্কবার্তা দিচ্ছি। রোমের হিংস্র নেকড়ে শিকারে নেমে গেছে। উত্তর আফ্রিকার পার্বত্য এলাকায় যা ঘটতে চলেছে, বিশ্ববিবেকের জন্যে তা লজ্জাজনক।' এরপর, বড়ো বড়ো শক্তিগুলো যে তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না ইথিওপিয়ায়, তা ব্যাখা করে জানিয়েছে ভিকি। বার্তা শেষ করেছে এইভাবে, 'আমি আমার স্বাধীনতায় এ ধরনের হস্তক্ষেপ উপেক্ষা ক'রছি। আজ রাতে, এক দল অসম সাহসী লোকের সাথে রওনা হয়েছি আমি, যারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিরুপায় ইথিওপিয়দের জন্যে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা যতক্ষণে এই লেখা পড়ছেন, ততোদিনে হয় আফ্রিকার গনগনে উপকূলে প্রাণ হারিয়েছি আমরা, অথবা সফল হয়েছি অস্ত্র পরিবহনের কাজে। জাহাজ থেকে তীরে নামার পর একজন ইথিওপিয়ান প্রিন্সের সাথে দেখা করার জন্যে কয়েক শো মাইল মরু পেরোতে হবে আমাদের। যদি বেঁচে থাকি, পরবর্তী রিপোর্টে অভিযানের কথা লিখবো।' প্রথম রিপোর্টটা আসলে ভূমিকার কাজ করবে, ভিকি জানে। সিরিজটা যে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং সুপাঠ্য হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার। নিজের লেখার স্টাইলের ওপর আস্থা আছে তার, আর অভিযান শেষ হওয়ার আগে চমকপ্রদ ঘটনা যে ভুরি ভুরি ঘটবে ততে আর সন্দেহ কী।

তার পিছনে রয়েছে জেক বারটন। ওর অর্ধেক মন জুড়ে রয়েছে শূকরীর এঞ্জিন সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা। কোনো প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই, যাত্রার শুরুতে স্টার্ট নিচ্ছিলো না কারটা। ভবিষ্যতে এঞ্জিনটার কাছ থেকে কী আশা করতে পারে ও, সেটাই কি আভাসে জানিয়ে দেয়া হ'লো ওকে? অবিরাম ক্রাঙ্ক ঘোরাতে ঘোরাতে হাত অসাড় হয়ে পড়েছিল, লাভ হয় নি কোনো। অগত্যা নতুন করে ফুয়েল সিস্টেম পরীক্ষা করেছে ও, চেক করেছে প্লাগ, ম্যাগনিটো সহ সচল সবগুলো পাট। কোথাও কোনো ত্রুটি দেখতে পায় নি। আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পর, এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে জেক যখন শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরালো, প্রথমবারই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন, তারপর থেকে ছন্দ বজায় রেখে চমৎকার চালু রয়েছে, আগে কেনো স্টার্ট নেয় নি সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

জেকের বাকি অর্ধেক মন ব্যস্ত রয়েছে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা প্রস্তুতির মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি বা ফাঁক আছে কিনা খুঁজে বের করার কাজে। মন্ডি থেকে ওয়েলস অব চান্ডি দীর্ঘ পথম মাঝখানে কোনো সার্ভিস স্টেশন আশা করা বৃথা। ড্রাম আর বাঁক দিয়ে তৈরি ভেলাটা আগেই হীরনডেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সচল থাকার জন্যে যা যা দরকার সব তোলা হয়েছে প্রতিটি গাড়িতে।

দুই কাজে মনটা দুই ভাগ হয়ে গেলেও, মনের গভীরে অজানা বিপদের আশঙ্কা সতর্ক করে রেখেছে জেককে। এমন রাত আগেও এসেছে, অন্ধকার রাতে এক সারিতে অবিরারম এগিয়ে যাওয়া– কানে এঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ শব্দ– কিন্তু তখন মাথার উপরের আকাশে তারাদের মেলা ছিলো, নাকে ছিলো মৃত্যু আর কাদার গন্ধ, দূরাগত ম্যাক্সিম গানের গুলির শব্দ ছিলো সবসময়ের সঙ্গী। জেক বারটন যুদ্ধ চেনে, গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের মতো অনভিজ্ঞ নয় সে।

জেটি থেকে খানিক দূরে, জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করছিল পাপাডোপোলাস, পড়নে হাঁটুঢাকা ওভারকোট, হাতে ল্যাম্প। ল্যাম্প নেড়ে সংকেত দিলো সে, সামনে এগোতে বললো কনভয়টাকে। পাথুরে জাহাজঘাটায় হীরনডেলের ক্রুরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্ষকঠিন চেহারা নিয়ে। হাবভাব আর কাজের দক্ষতা দেখে বুঝতে অসুবিধে হ'লো না, রাত দুপুরে সন্দেহজনক কার্গো লোড করতে তারা অভ্যস্ত।

একটা করে গাড়ি সামনে এগিয়ে থামলো, গা থেকে খুলে নেয়া হ'লো ড্রাম আর বাক্সগুলো। ওগুলো তোলা হ'লো কার্গো নেটে, ডেরিকের সাহায্যে জাহাজে উঠে গেলো নেট। এপর গাড়িটার তলায় কাঠের তক্তা ঢোকানো হলো, মোটা রশি দিয়ে তক্তার সাথে বাঁধা হ'লো চেসিস, পাপাডোপোলাসের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে উইঞ্চের এঞ্জিন চালু হলো, ধীরে ধীরে ভারি বোঝা নিয়ে শূন্যে উঠে গেলো ডেরিক।

কাজটা শেষ হ'লো প্রায় নিঃশব্দে, অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বললো না কেউ। 'ব্যাটারা নিজেদের কাজ বুঝে,' ফিসফিস করলো গ্যারেথ, জেকের কাঁধে টোকা দিলো। 'আমি যাই, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে কাগজ পত্র নিয়ে আসি। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে রওনা হবো।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধ'রে উঠে এল জেক, ভিকি কেমবারওয়েলের হাত একটা হাত ধ'রে আছে সে। 'চলো, থাকার কী ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে আসি।' ডেকে উঠে আসতে, ক্রীতদাস বহনের আলামত সেই বৈশিষ্টপূর্ণ গন্ধ পেলো ওরা।

ক্যাপটেনের সাথে কথা ব'লে জানা গেলো, অতিরিক্ত কেবিন মাত্র একটাই আছে, ওদের সবাইকে সেখানে মাথা গুজতে হবে।

খানিক পর হারবার মাস্টারকে দুশো শিলিং ঘুষ দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে ফিরে এল গ্যারেথ। কাগজে দেখা গেলো, আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে চারটে আর্মারড্ অ্যাম্বুল্যান্স আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তরফ থেকে।

জেক বললো, 'মাত্র ক'টা দিনেরই ব্যাপার, সবাই আমরা ডেকে কাটিয়ে দিতে পারবো। আর যদি বৃষ্টি আসে, গাড়িতে ঢুকে পড়লেই হবে।'

জাহাজের রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে দার-এস-সালাম বন্দরের আলো ধীরে হারিয়ে যেতে দেখলো ওরা। পায়ের নীচে গর্জন ছাড়ছে স্কুনারের ডিজেল এঞ্জিন; খোলা সমুদ্রের বিশুদ্ধ বাতাস এসে ধুয়ে নিয়ে গেলো দাস বহনকারী দুর্গন্ধ।

চোখে মুখে নক্ষত্রের কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে ঘুম ভাঙলো ভিকি কেমবারওয়েলের, চোখ মেলেই তারাভরা মুক্ত আকাশ দেখে কী এক আনন্দে মনটা ভরে গেলো তার, পুব আকাশ থেকে সবেমাত্র পালাতে শুরু করেছে অন্ধকার। গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দাঁড়ালো সে, পা টিপে টিপে রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

নানা রঙের আলো মেখে বিচিত্র চেহারা পেয়েছে সাগর। প্রতিটি ঢেউ যেনো নিরেট ও মহামূল্যবান কোনো ধাতু থেকে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে, নক্ষত্রের আলোকচ্ছটা অলংকার হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে গায়ে। জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানি যেনো সবুজ আগুন হাত আর চুলে, মুখ আর গলায় প্রেমিকের আদরমাখা স্পর্শের মতো সাগরের বাতাস, মাথায় ওপর বিশাল পাল্টা ফিসফিস করছে। রাতের এই রূপ দেখতে দেখতে হাঁটু ধ'রে গেলো ভিকি কেমবারওয়েলের, অদ্ভুত একটা পুলকে অবশ হয়ে এলো সারা শরীর।

নিঃশব্দ পায়ে গ্যারেথ যখন এগিয়ে এলো, দাঁড়ালো তার পিছনে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার কোমর, সে এমনকি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালোও না, বরং হেলান দিলো ওর গায়ে। তর্ক বা ব্যঙ্গ করার কোনো ইচ্ছাই তার হ'লো না। কথাটা তো আর মিথ্যে লেখে নি সে, দু'চার দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে। অথচ এতো সুন্দর রাত জীবনে আর হয়তো না-ও আসতে পারে।

কেউ ওরা কথা বললো না, তবে গ্যারেথের হাত চোরের মতো সন্তর্পণে ব্লাউজের ভেতর ঢুকছে বুঝতে পেরে কেঁপে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েল। ওর ছোঁয়া, বাতাসের মতোই, কোমল আর আদরমাখা।

পাতলা কাপড় ভেদ করে গ্যারেথের গরম শরীরের আঁচ ভিকির চামড়া যেনো পুড়িয়ে দেবে। বুঝতে পারছে ভিকি, অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে গ্যারেথ।

আলিঙ্গনের ভেতর থেকেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো ভিকি, মুখ তুলে তাকালো গ্যারেথের চোখে। সামনের দিকে চাপ দিয়ে ভিকির সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হ'লো গ্যারেথ, সাড়া দিলো ভিকিও–দুটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেলো। গ্যারেথ চুমো খেতেই পুরুষালি গন্ধে নেশা ধ'রে গেলো ভিকির, বুঝতে পারলো এখুনি যদি সাবধান না হয় পরে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

মনের সমস্ত দৃঢ়তা আর সংযম একত্রিত করতে হলো, মুখ নামিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো ভিকি। খানিকটা জোর খাটাতে চেষ্টা করলেও, গ্যারেথ তাকে ধ'রে রাখতে ব্যর্থ হলো। ঘুরে দাঁড়ালো ভিকি, দ্রুত ফিরে এলো নিজের চাদরের কাছে। কাঁপা হাতে সেটা তুললো সে।

জেক আর গ্রেগোরিয়াসের মাঝখানে সাবধানে চাদরটা বিছালো ভিকি, কোনো শব্দ না করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। এখনো হাঁপাচ্ছে সে, চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত করতে। আর ঠিক এই সময় টের পেলো, জেক বারটন জেগে আছে।

চোখ বুজে রয়েছে জেক, নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভিকি জানে, জেগে আছে ও।

নিজের অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে আসমারা শহরের দিকে তাকিয়ে আছে বিশালবপু জেনারেল এমিলিও ডি বোনো। তাকিয়ে রইলেন দূরের ইথিওপিয় হাইল্যান্ডের দিকে। ঠিক যেনো ড্রাগনের মেরুদণ্ড– কেঁপে উঠে ভাবলেন তিনি।

সত্তর বছর বয়স জেনারেলের; শেষ যে ইতালিয়ান সেনাবাহিনী ওই পর্বত অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তার কথা পরিষ্কার মনে আছে তার। আদোয়া নামটি এখনো ইতালিয় সেনাবহিনীর কলঙ্ক হিসেবে পরিগণিত হয়, এখনো, এই চল্লিশ বছর পরেও আধুনিক ইউরোপীয় সেনাবহিনীর সেই পরাজয়ের কথা কেউ ভুলে যায় নি।

আর এখন, নিয়তি তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার ভার দিয়েছে। জেনারেল ডি বোনো অবশ্য নিশ্চিত নন, তিনি এই কাজের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা। কাউকে আঘাত না করে যুদ্ধ জেতা সম্ভব হ'লে তাই করতেন জেনারেল। খাটাখাটনি, ব্যথা-বেদনা দুচোখে দেখতে পারেন না ডি বোনো। কোনো নির্দেশ গ্রহণকারীর জন্যে বিস্বাদপূর্ণ হ'লে বরং সেটা বাদ দেবেন তিনি। যদি কোনো অপারেশনে কারো একটু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তো সেটা বাদ। তার অধঃস্তনেরাও ব্যাপারটা জানে।

মূলত, হৃদয়ে কূটনীতিবিদ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডি বোনো। যুদ্ধ তার বিষয় নয়। হাসিমুখ দেখতে ভালোবাসেন তিনি, নিজেও হাসেন বেশ। স্বতস্ফূর্ত, জ্ঞানী ছাগলের মতো দেখতে, খাটো খোঁচা খোঁচা দাড়ির কারণে 'ছোট্ট দাড়িওয়ালা' অভিধাও জুটেছে কপালে। নিজের অফিসারদের 'ক্যারো' এবং ফাই-ফরমাশ খাটাদের ডাকেন 'ব্যাম্বিনো' নামে। চান সবাই ভালোবাসুক তাকে, তাই হাসেন এবং কারো হাসির কারণ হ'তে চান।

এখন অবশ্য হাসছেন না জেনারেল। সকালে বেনিটো মুসোলিনি স্বাক্ষরিত একটা কোডেড টেলিগ্রাম পেয়েছেন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কঠোব ছিলো সেটার ভাষা। 'ইতালির রাজার ইচ্ছেয় আমি, মুসোলিনি, সেনাবাহিনীর প্রধান এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি–'

আচমকা নিজের বুকের মেডালে চাপড় দিলেন জেনারেল ডি বোনো। তার সামনে ব'সে থাকা ক্যাপ্টেন ক্রেসপি চমকে উঠলো।

'ওরা বুঝছে না,' তিক্তস্বরে ব'লে উঠলেন জেনারেল। 'রোমে ব'সে থেকে যেনো তেনো নির্দেশ দেয়া এক কথা, আর এইখানে, এই মারিব নদীর ওপারে শত্রুবাহিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।'

জেনারেলের পাশে চ'লে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আসমারার সেনাবাহিনী যে ভবনে রয়েছে সেটি দোতলা, উপরের তলায় জেনারেলের অফিস থেকে সেই পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত চমৎকার দেখা যায়। শত্রুবাহিনীর অবশ্য তেমন কোনো লক্ষণ চোখে পড়লো না ক্যাপ্টেনের। ঝকঝকে সূর্যালোকে শূন্য প'ড়ে আছে ভূমি। বিমান পর্যবেক্ষণও জানিয়েছে, কোথাও ইথিওপিয়দের সংঘবদ্ধ কোনো তৎপড়তা নেই। নির্ভরযোগ্য ইন্টেলিজেন্স সূত্র মোতাবেক জানা গেছে, সম্রাট হাইলে

সেলাসি সীমান্তের পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত কোনো ইথিওপিয়কে যেতে নিষেধ আরোপ করেছেন, যাতে করে ইতালির সৈনিকেরা সামনে এগুনোর কোনো রকম অযুহাত না পায়।

'ওরা বুঝছে না, এইখানে, এই ইরিত্রিয়া আমার অবস্থান সুসংহত করা প্রয়োজন। একটা শক্ত ভিত্তি এবং সাপ্লাই ট্রেন প্রয়োজন আমার,' দুঃখ ঝরে পড়লো ডি বোনোর কণ্ঠ থেকে। গত এক বছরের বেশি সময় ধ'রেই নিজের অবস্থান সুসংহক করে সাপ্লাই পেয়ে আসছেন তিনি। মাসাওয়া বন্দর নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ইতালির মালামাল পরিবহনের জন্যে সুয়েজ খাল খোলা, নির্বিঘ্নে দক্ষিণে যেতে পারছে তারা, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে।

আজ পর্যন্ত, প্রায় তিন মিলিয়ন টন মাল এসেছে, এর মধ্যে পাঁচ মিলিয়ন যুদ্ধাস্ত্র বাদ– ট্রুপ ট্রান্সপোর্ট, আরমারড্ কার, ট্যাঙ্ক এবং বিমান– ইতিমধ্যেই তীরে পৌঁছেছে এগুলো। এতো বিশাল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র চলাচলের জন্যে দারুণ রাস্তা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

আবারো নিজের বুকে চাপড়ে সঙ্গী ক্যাপ্টেনকে চমকিত করলেন জেনারেল ডি বোনো। 'এই মুহূর্তে আমাকে এগোনোর নির্দেশ দিয়েছেন তারা। কিছুতেই বুঝছে না, আমার বাহিনী এখনো অপর্যাপ্ত।'

যে বাহিনীকে জেনারেল অপর্যাপ্ত বলছেন, আফ্রিকার বুকে এর চেয়ে শক্তিশালী বাহিনী আগে কখনো একত্র করা হয় নি। তিনশো ষাট হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত তারা– ক্যাপরোনি সিএ ১৩৩, তিন এঞ্জিনের মনোপ্লেন যা দুই টন হাই এক্সপ্লোসিভ এবং বিষাক্ত গ্যাস নয়শো মাইল এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, সেই বিমান থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক আর্মার্ড কার। ভারী আর্মার যুক্ত সিভি ৩ ট্যাঙ্ক, সঙ্গে ৫০ মিমি গান এবং হেভী আর্টিলারি।

মারিব নদীর উপরে, পাথুরে জমিনে এই মুহূর্তে অবস্থান নিয়ে আছে তারা। সবুজ রঙের আর্মির নিয়মিত পোশাক, চওড়া কানওয়ালা ট্রপিক্যাল হেলমেট; কালো শার্ট পরিহিত ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ারা পরেছে উঁচু বুট, ক্রস স্ট্রাপ, সঙ্গে ঝকঝকে ব্যাজ আর চকচকে ছোরা। কলোনিয়াল সোমালি এবং ইরিত্রিওরা পরে আছে লাল ফেজ টুপি আর ঢোলা জামা, রঙ-বেরঙের সামরিক পোশাক–খালি পা। সবশেষে, মরুর ভবঘুরে স্বেচ্ছাসেবকের দল, যুদ্ধের খবর পেয়ে রক্তপিপাসু হায়েনার মতোই জড়ো হয়েছে তারা।

জানা থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার আমলেই নিচ্ছেন না জেনারেল ডি বোনো, সত্তর বছর আগে মাত্র হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে ম্যাগডালা অতিক্রম করেছিলেন ব্রিটিশ জেনারেল নেপিয়ার; সমগ্র ইথিওপিয়ান আর্মিকে পরাভূত করে পর্বতের উপরের জেলখানা থেকে মুক্ত করেছিলেন সমস্ত ইংরেজ বন্দী। তার কল্পনায় এ ধরনের বীরোচিত কোনো কিছু করবার কথা কখনো আসে নি।

'ক্যারো,' সঙ্গী ক্যাপ্টেনের স্বর্ণখচিত ব্যাজের উপর, কাঁধে হাত রাখলেন ডি বোনো। 'ডুসে'কে একটা জবাব পাঠাতে হবে আমাদের। এই অভিযানের ঝুঁকির কথা

তাকে বোঝাতে হবে।' কাঁধে চাপড় দিতে দিতে ক্রমশ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিচ্ছেন।

'সম্মানিত প্রাণপ্রিয় নেতা, আপনার এবং মাতৃভূমি ইতালির প্রতি আমার আনুগত্যের ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাকুন।' দ্রুত একটা মেসেজ প্যাড হাতে নিয়ে বাক্যগুলো লিখতে শুরু করে ক্যাপ্টেন। 'নিশ্চিত থাকুন, দিন-রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতোই সচেষ্ট আমি–'

প্রায় দুই ঘণ্টার সৃজনশীল প্রচেষ্টায় অবশেষে অভিযান শুরু না করার ব্যাপারে নিজের মতামত লিখতে সমর্থ হলেন জেনারেল ডি বোনো।

'এখন,' পায়চারী থামিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন তিনি ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে। 'যদিও সশস্ত্র সামরিক অভিযান শুরুর জন্যে এখনো প্রস্তুত নই আমরা, তবে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে একটা বাহিনী রওনা করিয়ে দিলে এল ডুসে' খুশি হবেন বই কি।'

দক্ষিণে আক্রমণের ব্যাপারে জেনারেলের ধ্যান-ধারণা পূর্ববর্তী সময়ের মতোই যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মূল আক্রমণ চালাতে হবে আদোয়া'র কেন্দ্রে। আগের বারের পরাজয়ের অপমান ইতালিয়রা ভুলে যায় নি।

কিন্তু উঁচু পার্বত্য এলাকার প্রবেশদ্বারে আলাদা ভাবে সাহায্যকারী একটা দল পাঠানোর ব্যাপারেও ভেবেছেন তিনি। জায়গাটার নাম সারডি গিরিসংকট–বিশাল মরুভূমির মাঝখানে সরু একটা ফাটল আরো বিস্তৃত হয়ে দুর্গম পাহাড়শ্রেণীকে দু'ভাগ করেছে। সমতল মরু থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে মালভূমি, ওখানে পৌঁছুতে হলে এই গিরিপথ ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো সহজ পথ নেই। সামরিক দিক থেকে সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে এই গিরিপথের। ওটা দখলে থাকলে ইতালির সেনাবাহিনী সহজেই ইথিওপিয়া সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকতে পারবে। আর এই সারডি গিরিসংকট দখল করতে হলে প্রথমে দখল করতে হবে গিরিসংকটে পৌঁছুনোর রাস্তাটা। পরিকল্পনা সফল করতে হ'লে প্রথমে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে গিরিখাদ অভিমুখে, অতিক্রম করতে হবে বহু মাইল শুষ্ক, তপ্ত মরু।

দেয়ালে ঝোলানো পূর্ব আফ্রিকার লার্জ-স্কেল ম্যাপটার দিকে এগুলেন জেনারেল ডি বোনো, পর্বতের নিচের শূন্যতার উপর কোনো এক স্থানে আইভরি পয়েন্টারটা রাখলেন।

'ওয়েলস্ অব চান্ডি,' জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'কাকে পাঠানো যায়?'

সামনের কাগজ থেকে মুখ তুলে নির্জন সেই এলাকার চারপাশের মরু পর্যবেক্ষণ করলেন ক্যাপ্টেন।

বহু বছর ধ'রে আফ্রিকা বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, ওই কথার কী অর্থ। মাত্র একজনের নামই মাথায় এলো তার।

'বেলি,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'আহ্,' যেনো খুশি হলেন জেনারেল ডি বোনো। 'কাউন্ট আলদো বেলিনি– আগুন খেকো।'

'ভাঁড়,' চট করে ব'লে বসলেন ক্যাপ্টেন ক্রেসপি।

'আহা, ক্যারো,' মৃদু ভর্ৎসনা করলেন জেনারেল, তার সঙ্গীকে। 'ও রকম করে ব'লো না। কাউন্ট একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেট, লন্ডনের সেইন্ট জেমস কোর্টে দীর্ঘ তিনবছর রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অত্যন্ত ধনী এবং সম্মানিত পরিবার থেকে এসেছেন।'

'ও ব্যাটা একটা আস্ত রিপুক,' একগুঁয়ের মতো বললেন ক্রেসপি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবারে জেনারেল।

'বেনিটো মুসোলিনির একজন ব্যক্তিগত বন্ধু তিনি। এল ডুসে তার ক্যাসেলে নিয়মিত যাতায়াত করেন। রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট আছে তার–'

'ও রকম একটা দুর্গম জায়গায় কেঁদে কূল পাবে না ব্যাটা কাউন্ট,' ক্যাপ্টেনের কথা শুনে আবারো বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল ডি বোনো।

'দয়া করে মহান কাউন্টকে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো, ক্যারো।'

হেডকোয়ার্টার্স ভবনের সিঁড়িপথে দাঁড়িয়ে কাউন্ট বেলিনিকে আমন্ত্রণ জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ক্রেসপি।

উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধ'রে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এলো কাউন্ট আলদোর রোলস-রয়েস। সন্ধ্যায় আবছা আলোয় গাড়িটার হেডলাইট রাক্ষসের বিস্ফারিত চোখের মতো লাগলো, আকাশ-নীল বডিতে মিহি ধুলোর প্রলেপ লেগে রয়েছে। পাঁচ বছর রোজগারের টাকা এক করলেও এ-ধরনের একটা গাড়ি কিনতে পারবে না ক্যাপ্টেন ক্রেসপি, কাউন্টের প্রতি তার বিদ্বেষের সেটাও একটা অন্যতম কারণ।

আলদো বেলিনি, বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক, ইতালির পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির একজন, নিজের বেতনের টাকার ধার ধারেন না; কোথাও দু'পা যেতে হলেও রোলসরয়েস ছাড়া তার চলে না। প্রস্তুতকারকরা তার রুচিমাফিক তৈরি করে দিয়েছে গাড়িটা।

মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মান্ধাতা আমলের পাথরের তৈরি দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো রোলস-রয়েস। ক্রেসপি লক্ষ্য করলো, গাড়ির গায়ে ক্ষতচিহ্নের মতো অসংখ্য স্টিকার সাঁটা রয়েছে, সবচেয়ে বড়টি দরজার গায়ে, তাতে লেখা–'সাহস-ই আমার অস্ত্র এবং ভূষণ।'

গাড়ি থামতেই বানরতুল্য ছোটোখাটো একজন মানুষ, পড়নে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম, লাফ দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়লো। কাঁকরের ওপর একটা হাঁটু গেড়ে বেঢপ আকৃতির ক্যামেরাটা চোখে তুললো সে, ভয়ানক অস্থির এবং সতর্ক–জানে, জেনারেল ডি বোনোর সাথে কাউন্টের দেখা করতে আসার এই দুর্লভ মুহূর্তটির ছবি ঠিকমতো তুলতে না পারলে তার নিতম্বের দফারফা হয়ে যাবে।

ড্রাইভার দরজা খুলে অপেক্ষা করছে, ভেতরে ব'সে গাড়ি থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্ট আলদো। সতর্কতার সাথে ঠিকঠাক করে নিলো কালো বেরেটটা। বড়

করে শ্বাস টানলো। তারপর হাসলো, ঝকঝকে সাদা দাঁতের অভিজাত হাসি। এরপর গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হ'লো সে।

তার চোখ ঘুমকাতুরে মেয়েদের মতো, সারাক্ষণ যেনো রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর। গায়ের চামড়া নরম আর রক্তশূন্য সাদাটে। কালো বেরেটের নিচে বেরিয়ে থাকা চুলগুলো কোঁকড়ানো। পঁয়ত্রিশের মতো বয়স হলেও, চুলে কোনো পাক ধ'রে নি।

লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, ফলে ভিড়ের মধ্যে তাকে টাওয়ারের মতো লাগে। ইতালিয়ান কাউন্টদের আনুষ্ঠানিক ড্রেস পরে আছে সে, তাতে বহুবর্ণ পদক আর ফিতের ছড়াছড়ি। গুজব আছে, ঘুমোতে যাবার সময় বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার সময়ও এই পোশাকে থাকে সে। কোমরের খাপে রয়েছে মস্ত একটা ছোরা, হীরে আর মুক্তো বসানো হাতল। নিতম্বের আরেক পাশে রয়েছে বেরেটা পিস্তল, হাতির দাঁতের বাঁট-টা হাতে তৈরি করা। কোমর পেঁচিয়ে থাকা হোলস্টারটা ভুঁড়ির বিদ্রোহ ভাব সাফল্যের সাথে দমিয়ে রেখেছে।

গাড়ির দরজায় পোজ নিলো কাউন্ট, খাটো সার্জেন্টের দিকে চোখ গরম করে তাকালো। 'ঠিক আছে, জিনো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আরেকটু, মাই কাউন্ট!' বিনীত অনুরোধ জানালো জিনো। 'আর সামান্য একটু উঁচু করুন চিবুকটা।'

কাউন্টের চিবুকটা ওদের দু'জনের জন্যেই উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ একটা কোণ থেকে তাকালে মনে হয় চিবুক একটা নয়, দুটো।

মুখ প্রায় আকাশের দিকে তুলে চিবুক টান টান করলো কাউন্ট, অনেকটা এল ডুসে'র মতো। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো জিনো, 'হয়েছে! হয়েছে!' ক্যামেরার শাটার টিপে দিলো সে।

দরজা থেকে নেমে সিধে হ'লো কাউন্ট, তার নড়াচড়ায় সোনা রুপা-পিতলে পদকগুলো একযোগে বেজে উঠলো। তার সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো ক্যাপ্টেন ক্রেসপি। এরপর কাউন্টের নিজস্ব বাহিনী তাকে গার্ড অব অনার দিলো। ফ্যাসিস্ট স্যালুট গ্রহণ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো কাউন্ট।

থেমে থেমে সামরিক সুলভ হাঁক ছাড়লো ক্রেসপি, 'জেনারেল ডি বোনো, মহামান্য কাউন্টের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'খবর পেয়েই চ'লে এসেছি আমি।' মনে মনে একটা মুখভঙ্গি করলেন ক্যাপ্টেন ক্রেসপি। খবর পাঠানো হয়েছে সকাল দশটায়, আর এখন বাজে বিকেল তিনটা। গোসল, হাব-ভাব নিতে নিতেই এতোটা সময় পার করে ফেলেছেন কাউন্ট।

ভাঁড়, মনে মনে বললো ক্রেসপি। দশ বছরের একনিষ্ঠ সেবা এবং দায়িত্বশীলতা দেখিয়ে আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে সে, আর এই ব্যাটা কি না নিজের মানিব্যাগ মেলে ধ'রে তার উচ্চাকাঙ্খায় বাগড়া বসাতে চলেছে। মুসোলিনিকে নিজের এস্টেটে শিকার করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে হারামাজাদা, বদলে পেয়েছে কর্নেলের পদ। জীবনেও একটা গুলি ছুঁড়েছে কিনা সন্দেহ, ছয়টা মাস আগেও একদল হিসাবরক্ষক নয়তো মালীর নেতৃত্বে দিয়েছে ব্যাটা।

ভাঁড়, আবারো তিক্ত মনে ভাবলেন ক্রেসপি। একহাত বাড়িয়ে হাস্যমুখে হ্যান্ডশ্যাক করলেন। 'ডানকালি মরুতে মাছির ঝাঁকের মধ্যে গিয়ে ছবি তোলো গে, যাও। অথবা, চান্ডির কুয়োয় উটের গু-মুত শুঁকো।' মনে মনে বললেন ক্যাপ্টেন। মুখে, 'এই পথে, কর্নেল, দয়া করে এই পথে আসুন।'

বাইনোক্যুলার চোখে লাগিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দুর্গম ইথিওপিয় পর্বত পর্যবেক্ষণ করছিলেন ডি বোনো, কাউন্টের আগমনের শব্দে ঘুরে তাকালেন।

'ক্যারো,' হেসে বললেন জেনারেল। দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'মাই ডিয়ার কাউন্ট, আপনি এসেছেন ব'লে আমি আনন্দিত।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিস্ট স্যালুটে জেনারেলকে চমকে দিলো কাউন্ট। 'আমার দেশ এবং আমার রাজার জন্যে যে কোনো সেবায় সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে আমি পিছ বা হবো না।' চমৎকার ভাষা, পরে আবার ব্যবহারের জন্যে মনে গেঁথে রাখা দরকার, নিজেকে পরামর্শ দিলো সে।

শান্তভাবে, মৃদু হেসে, জেনারেল ফাদ বাধা দিলো তাকে, 'আলোচনার আগে দু'ঢোক হুইস্কি খেলে হতো না, মাই ডিয়ার কাউন্ট আলদো?' তিক্ত ওষুধ খাবার আগে একটু মিষ্টি ওটা। ডানাকিল প্রদেশে যে কেউকে পাঠাতে দারুণ কুণ্ঠা বোধ করেন জেনারেল। এইখানে, এই আসমারায় এতো গরম, ডানাকিল প্রদেশে না জানি কী হবে। আসার সাথে সাথে কাজের কথা ব'লে কাউন্টকে চমকে দিতে চান না তিনি।

'আমার মনে হয়, রোম ছাড়ার আগে ওখানকার সাম্প্রতিক খবরা-খবর আপনি শুনেছেন?'

'জি, জেনারেল। ডুসে'র পার্টিতে আমি ছিলাম সেই রাতে।' ঝকঝকে হাসলেন কাউন্ট, শিথিল বোধ করছেন খানিকটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়াইন ঢেলে নিলেন ডি বোনো। 'হা! কী জীবন! এই জংলী এলাকায় যে কতোদিন ধ'রে প'ড়ে আছি...'

অবশেষে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন জেনারেল, আসল কথা পাড়বার জন্যে। নিজের নির্দেশ উচ্চারণ করলেন তিনি।

'ওয়েলস অব চান্ডি,' পুনরাবৃত্তি করলো কাউন্ট, হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো চেহারা। লাফ দিলো সে, টেবিলের কোণায় কোমরের ধাক্কা লাগায় হুইস্কির বোতল আর গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেলো। উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করলো সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে তার চিবুক, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মুখের রঙ। 'সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়।' গর্জে উঠলো সে, মদ তাকে ভালোভাবেই ধরেছে।

'উত্তেজিত হবেন না, কাউন্ট,' অভয়দানের সুরে বললো জেনারেল ফাদ। 'আপনাকে আমি শুধু একটা অরক্ষিত ওয়াটার হোলে পজিশন নিয়ে পাহারায় থাকতে বলছি, তার বেশি কিছু না।'

কিন্তু কাউন্ট তার কথা শুনতে পেয়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

'আপনি আমাকে বীরত্ব প্রদর্শনের এই বিরাট সুযোগ দেয়ায় আমি ধন্য! এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার বিকল্প যদি মৃত্যুও হয়, তা-ও আমি বরণ করে নেবো।' নতুন একটা

চিন্তা মাথায় ঢুকতে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। 'আপনি অবশ্যই আমাকে আর্মার আর এয়ারক্রাফট দিয়ে সাহায্য করবেন, জেনারেল?'

'ও সবের কোনো দরকার আছে ব'লে আমি মনে করি না, ক্যারো' মৃদু কণ্ঠে বললেন ডি বোনো, বীরত্ব আর মৃত্যুর প্রসঙ্গ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এমন কিছু তিনি বলবেন না, যাতে আহত হয় কাউন্ট। 'ওখানে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।'

'কিন্তু শত্রুকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়,' বললো কাউন্ট। 'যদি বাধা পাই?'

চেয়ার ছেড়ে কাউন্টের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল ডি বোনো, তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে তো রেডিও আছেই, সাহায্য দরকার হলে জানাবেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হ'লো কাউন্ট। চোখে জ্বলছে দেশপ্রেমের আলো।

'আওয়ারস ইজ দ্য ভিক্টরি,' হুংকার ছাড়লো সে, সাথে সাথে প্রতিধ্বনি তুললেন জেনারেল। অকস্মাৎ চরকির মতো আধপাক ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে ছুটলো কাউন্ট, হাঁক ছাড়লো, 'জিনো!।'

গলায় মস্ত ক্যামেরা ঝুলিয়ে দরজার আড়ালে এই ডাকের আশাতেই লুকিয়ে ছিলো জিনো, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে উদয় হ'লো সে, ব্যস্ত হাতে ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করছে।

জেনারেল ডি বোনোর কব্জি ধ'রে জানালার দিকে টেনে নিয়ে চললো কাউন্ট। 'আশা করি, জেনারেল কিছু মনে করবেন না? এখানে আলো বেশি।' জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে পোজ নিলো সে।

'দু'জন আরো ঘনিষ্ঠ হোন, প্লিজ। একটু পিছিয়ে যান, জেনারেল, প্লিজ–মহামান্য কাউন্টকে আপনি আড়াল করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। চিবুকটা, মাই কাউন্ট, একটু উঁচু করুন। বাহ, চমৎকার!' হতচকিত ছোট্ট দাঁড়িঅলা জেনারেলের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, শাটার টিপে দিলো জিনো।

কালো পোশাকের আফ্রিকা ব্যাটালিয়নের সিনিয়র মেজর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ।

লড়াই লড়ে অভ্যস্ত সে, রেগুলার আর্মির সম্মানিত পদ থেকে মিলিশিয়া বাহিনীতে নিজের স্থানান্তরকে মোটেও ভালোভাবে নিলো না। সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করেছে সে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে, কিন্তু ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসা নির্দেশ তাকে মানতেই হবে। ডিভিশন্যাল জেনারেল, কাউন্ট আলদো বেলিনি'র বন্ধু মানুষ, কাজেই কথা রেখেছেন তিনি। কাউন্টকে তো জেনারেল চেনেন, একজন সত্যিকারের যোদ্ধা তার সাথে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা জেনারেলের তালিকায় এক নম্বরে স্থান পেয়েছে। সমগ্র ইতালিয়ান বাহিনীতে অন্যতম সত্যিকার যোদ্ধা হ'লো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। একবার যখন মেজর নিশ্চিত হ'লো, তার নতুন পদ মেনে না নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, অবিন্যস্ত মিলিশিয়া বাহিনীকে বিন্যস্ত করার কাজে লেগে পড়লো সে।

বিশাল আকৃতির মানুষ মেজর, ধূসর খাটো চুল, শিকারী কুকুরসদৃশ মুখ, বহু লড়াইয়ের ছাপ পড়েছে তাতে। মৃদু বাতাসেও বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর।

বলা যায়, একক প্রচেষ্টায় বাহিনীতে কিছুটা হ'লেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হ'লো মেজর ক্যাস্তেলানি। সূর্যোদয়ের ঘণ্টাখানেক আগে মার্চ করে এগুনোর জন্যে তৈরি হ'লো মিলিশিয়া বাহিনী। ছয়শো নব্বই জন সৈনিক, সাথে মোটর ভেহিকেল আসমারার সদর রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে যার যার গ্রেটকোট আঁকড়ে ধ'রে নিশ্চুপ ব'সে রইলো যোদ্ধারা, মোটর সাইকেল চালকেরা কাউন্টের রোলস রয়েসের দুই পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। অনিশ্চিত ভাব পুরো বাহিনীতে।

ইতিমধ্যে মিলিশিয়া বাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, অন্ত্যন্ত বিপজ্জনক একটা মিশনে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে। মেস সার্জেন্ট নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁউমাঁউ করে কান্নাকাটি করেছেন কাউন্ট আলদো, জুনিয়র অফিসারদের সাতে মদ্যপানের সময় তিনি নাকি তাঁর ভাবাবেগ চেপে রাখতে পারেন নি। 'অসম্মানের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়,' বাহিনীর শ্লোগান ছিলো তার ঠোঁটে।

রোদ ওঠার পর গ্রেটকোট কূলে ফেলতে হলো, সৈনিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা, অথচ এখনো যাত্রা শুরুর আদেশ আসছে না। কে যেনো একবার বলেছিল, যুদ্ধ হ'লো শতকরা নিরানব্বুই ভাগ একঘেয়েমি, এক ভাগ চরম আতংক। থার্ড ব্যাটালিয়ান নিরানব্বুই ভাগের যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সময় গড়িয়ে চললো। দুপুরের দিকে তৃতীয় বারের মতো কর্নেলের কোয়ার্টারে বার্তাবাহক পাঠালো মেজর। এবারই প্রথম একটা উত্তর পেলো সে–কাউন্ট নাকি সত্যি সত্যি বিছানা ত্যাগ করেছেন, এবং প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার অবশ্যপালনীয় কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। একটু পরই তিনি থার্ড ব্যাটালিয়ানের সাথে যোগ দেবেন।

অবশেষে উদিত সূর্যের মতো কাউন্টের আগমন ঘটলো–চেহারা উত্তেজনায় উদ্ভাসিত, বুক ফুলে আছে গর্বে। তার দু'পাশে দু'জন ক্যাপটেন, সামনে একজন রাইফেলধারী সৈনিক। জুনিয়র অফিসারদের আলিঙ্গন করলো কাউন্ট আলদো, চটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেললো জিনো। সিনিয়র নন কমিশনড অফিসারদের আলিঙ্গন নয়, তাদের শুধু পিঠ চাপড়ে দিলো কাউন্ট, আর সাধারণ সৈনিকদের দিকে ফিরে উপহার দিলো উষ্ণ হাসি। সবশেষে মেজরের দিকে ফিরে বললো, 'সুশৃঙ্খল বীর যোদ্ধাদের দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

আঁতকে উঠলো মেজর। কাউন্টের প্রায়ই গান গাইতে ইচ্ছে করে। ইতালির বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা তাকে গান শিখিয়েছেন, পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে, শিশু কাউন্টের তখন ভারি ইচ্ছে হতো অপেরায় যোগ দেবে। চর্চা না থাকায় তার গলা আর ভেড়ার ডাকে এখন আর তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী সে, রণক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গন, সবখানে তার অনায়াস পদচারণা। ফ্যাসিস্ট সঙ্গীত 'লা গিওভিনেজ্জা' গাইতে লাগলো কাউন্ট, তার সাথে অফিসারসহ ছ'শো নব্বুইজন সৈনিকও গাইলো।

গান থামার সাথে সাথে খাপে ভরা ছোরার হাতলে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট, 'যথেষ্ট হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। ম্যাপটা কোথায়?' ম্যাপ কেস নিয়ে ছুটে এলো একজন অধস্তন।

'কর্নেল, স্যার,' লুইগি কৌশলে বাধা দিলো, 'রাস্তা আমাদের সবারই চেনা, সাইনপোস্টও আছে....।' এছাড়া, সঙ্গে দুইজন আদিবাসী পথ-প্রদর্শক নিয়েছি, চোখ বুজে চিনে নিতে পারবে পথ।'

মেজরকে পাত্তা না দিয়ে রোলস-রয়েসের বনেটের ওপর সদ্য ভাঁজ খোলা ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়লো কাউন্ট। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুললো সে, ক্যাপটেন দু'জনের দিকে তাকালো। 'তোমরা দু'জন আমার দু'দিকে দাঁড়াও। মেজর ভিটো, তুমি এখানে। চেহারায় এমন ভাব ফোটাও যাতে দেখে মনে হয় তুমি একটা নির্দয় গোঁয়ার। কিন্তু খবরদার, ক্যামেরার দিকে তাকাবে না!'

জিনো ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলো। ফটো তোলার পর রওনা হ'লো ট্রাক বহর। কলামের সামনে রোলসরয়েস, দু'পাশে মোটরসাইকেল আউটরাইডার, ডানাকিল মরুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো কাউন্ট।

তার এই নির্দেশকে ভুলবশত এগুনোর আহ্বান মনে করে সামরিক হুঙ্কার ছেড়ে সৈন্যবহর আগে বাড়ার ঘোষণা করলো লুইগি ক্যাস্তেলানি। কিন্তু না, দেড় মাইল এগোবার পর কাউন্টের নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়লো রোলস-রয়েস। কারণ আর কিছুই নয়, রাস্তার ধারে ক্যাসিনোর ওপর চোখ পড়েছে তার। রোলস-রয়েসের সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো পিছনের ট্রাক বহর-ও।

সবাই জানে কয়েকজন ইতালিয়ান চালায় ক্যাসিনোটা, ছ'মাসের চুক্তিতে ইতালি থেকে যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়, নারীবর্জিত পরিবেশে উতলা হয়ে উঠা হাজার হাজার সৈন্যের অতি ব্যবহারে বিধ্বস্ত মেয়েগুলোর মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যকই চুক্তি নবায়নে রাজি হয়। তবে এই ছ'মাসে যৌতুক দেযার মতো যথেষ্ট টাকা জমা হয় তাদের হাতে, দেশে ফিরে স্বামী খোঁজার জন্যে অস্থির হয়ে থাকে।

ক্যাসিনোয় ঢুকে বার-এর আসন গ্রহণ করলো কাউন্ট আলদো বেলিনি। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো ম্যানেজার। বারকয়েক গোঁফ মুচড়ে কাউন্ট তাকে বললো, 'তুমি জানো আমি কী চাই।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিজেদের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েগুলো। খানিক পর দেখা গেলো তাদের মাঝখানে অদৃশ্য হয়েছে আলদো, নারীদেহের কোমল স্তূপে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে সে।

এক ঘণ্টা পর ক্যাসিনো থেকে কাউন্টের একটা মেসেজ পেলো মেজর লুইগি। আঁকাবাঁকা হরফে কাউন্ট লিখেছে, 'এই মুহূর্তে আমি ভয়ানক ব্যস্ত। কাল ভোরে আবার আমরা অগ্রসর হবো।'

পরদিন সকাল দশটায় আবার আসমারা থেকে থার্ড ব্যাটালিয়ান যাত্রা শুরু করলো। কাউন্ট স্বকণ্ঠে কোনো নির্দেশ দিতে পারছে না, কারণ কাল রাতে দীর্ঘ সময় গান গাওয়ায় তার গলা ভেঙে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলে ইঁদুরের ডাক ছাড়া কিছুই

বেরুচ্ছে না। আকার-ইঙ্গিতে কাজ সারছে সে। এই মুহূর্তে তাকে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থও বলা যায়, কারণ গান গাওয়ার ফাঁক ফাঁকে রাতভর মদ্যপান করেছে সে। তাছাড়া, শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বলও হয়ে পড়েছে–দুটো মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে শুলে যা হয়, তাও আবার ইতালিয়ান মেয়ে।

তার মাথার উপর ছাতা ধ'রে রোলসের পিছনের সিটে ব'সে রয়েছে জিনো। কাউন্টকে এমন ভাব-গম্ভীর দেখে অভ্যস্ত নয় সে। কাজেই গতদিনের মতো এখনো যুদ্ধ সম্পর্কে তাকে উৎসাহ দিতে সে ব'লে উঠলো, 'ভেবে দেখুন, কাউন্ট। সমস্ত ইতালিয় সেনাবহিনীর মধ্যে আমরাই প্রথম শত্রুর মখোমুখি হ'তে যাচ্ছি। রক্তপিপাসু বর্বরদের সাথে প্রথম সংঘর্ষ আমাদের সাথেই হবে।'

বমির ভাবের সাথে সাথে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কাউন্ট। হঠাৎই ভাবনাটা এলো মনে– ৩৬০,০০০ সৈনিকের বিশাল ইতালিয় বাহিনীর মধ্যে তিনিই প্রথম শত্রুর উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন। আদোয়া'র ভয়ংকর গল্পগুলো এক এক করে মনে পড়ে যেতে লাগলো তার। সবচেয়ে ভয়াবহ গল্পটি হ'লো, ইথিওপিয়রা ধরা-পরে যাওয়া শত্রুদের বিঁচি কেটে ফেলে! মনে হ'লো, তার উরুসন্ধির ভাঁজে লুকিয়ে থাকা মহৎ সদস্যদ্বয় পর্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লো এই ধারণায়।

'স্টপ!' চিৎকার করলো সে। 'এই মুহূর্ত থামো।'

ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে পড়লো। জুনিয়র অফিসাররা হৈচৈ শুরু করলো। তাদেরকে পিছনে ফেলে রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এলো মেজর লুইগি। কাউন্টের তরফ থেকে তাকে জানানো হলো, যুদ্ধযাত্রার কৌশলে টেকনিক্যাল পরিবর্তন আনার জন্যে নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কাউন্ট এখন আর থার্ড ব্যাটালিয়ানের সামনে থাকবে না, ট্রাক বহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করবে সে, রোলস-রয়েসের দু'পাশে থাকবে ছ'জন মোটরসাইকেল আউটরাইডার।

নতুন আয়োজন সম্পূর্ণ হ'তে এক ঘণ্টার মতো লাগলো। আবার অগ্রসর হ'লো থার্ড ব্যাটালিয়ান। রোলস-রয়েসের নরম আসনে গা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কাউন্ট আলদো। সামনে তিনশো পঁয়তাল্লিশ জোড়া বিঁচি রেখে নিশ্চই তার দিকে আক্রমণ করতে আসবে না ইথিওপিয়রা। তার তলপেটের কাছে এখন আর কোনো রকম অস্বস্তিকর অনুভূতি নেই।

আসমারা থেকে কেবল তিপান্নো কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে সক্ষম হ'লো সেদিন ইতালিয় বাহিনী। দু'জন মোটর সাইকেল আরোহীকে জেনারেল ডি বোনোর কাছে নিজের অগ্রযাত্রা এবং দায়িত্ববোধের সম্পর্কে লিখে পাঠালো কাউন্ট। ফিরতি পথে তার জন্যে বরফ সমৃদ্ধ পানীয় নিয়ে আসবে তারা।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে আলদো বাহিনী ধু-ধু মরুভূমির কিনারা থেকে আবার যাত্রা শুরু করলো। সামনের মাটি পাথরের মতো শক্ত আর আসমান, এখানে সেখানে কিছু বিবর্ণ শুকনো ঘাস ছাড়া গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। মরুভূমির দূর

প্রান্ত ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তরেখার সাথে মিশেছে, ফলে কাউন্টের মনে হ'লো তারা যেনো বিশাল একটা পিরিচের মাঝখানে রয়েছে। লালচে পাথুরে মাটিতে মস্ত কোনো খাবা-র আঁচড় যেনো পথটা, এতোই গভীর যে মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অংশের সাথে রোলস-রয়েসের চেসিস খানিক পরপরই ঘষা খাচ্ছে। কনভয়টা পিছনে ফেলে আসছে লালচে ধুলোর বিশাল মেঘ।

ধু-ধু মরুপ্রান্তরে বিপদের কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সাহস ফিরে এলো কাউন্টের মনে। 'কলামের মাথায় চলো,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো সে। কলামের মাঝখান থেকে বেরিয়ে ট্রাক বহরকে পাশ কাটাতে শুরু করলো দ্রুতগতি রোলস-রয়েস। খানিক পর সামনে দেখা গেলো মেজর ক্যাস্তেলানিকে, রোলস-রয়েস তাকে তীরবেগে পাশ কাটালো, স্যালুটের জবাবে মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট। তার জানার কথা নয়, মনে মনে তাকে গাল দিচ্ছে মেজর।

আবার কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগলো মেজরের। সে দেখলো, রোলস-রয়েসের বনেটে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট, চোখে বাইনোক্যুলার, আক্ষরিক অর্থেই বনেটের ওপর ধেই ধেই করে নাচছে সে, জিনোর উদ্দেশে চিৎকার করছে, 'রাইফেল, আমার রাইফেল!'

লেদার কেস থেকে ম্যানলিকার নাইন পয়েন্ট থ্রি এম এম স্পোর্টিং রাইফেলটা বের করলো জিনো, ওটার বাঁট ও স্টক সজিন করা ওয়ালনাটের তৈরি, আর নীল ইস্পাতের গায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে রচিত হয়েছে শিকারের কিছু ক্ষুদে দৃশ্য–ঘোড়সওয়ার শিকারী, শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে হিংস্র সিংহকে। চোখ থেকে বাইনোক্যুলার না নামিয়েই মেজরকে নির্দেশ দিলো কাউন্ট। রেডিওর এরিয়াল লম্বা করো, জেনারেল ডি বোনোকে মেসেজ পাঠাও। সারডি গিরিসংকটে পৌঁছুনোর সব ক'টা পথ অচিরেই আমরা দখল করে নেবো। মেজরকে আরো একটা কাজ করতে হবে। ক্যাসিনো থেকে কাঠের মিহি গুঁড়োয় মুড়ে কয়েক মণ বরফ নিয়ে আসা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা বের করে এক বালতি পানি ঠাণ্ডা করা হোক। কাউন্টের ধারণা, পরবর্তী পদক্ষেপ যেটা সে নিতে যাচ্ছে, তাতে বেশ খানিকটা ঘাম ঝরবে তার, ফলে পিপাসা মেটানোর জন্যে ঠাণ্ডা পানির দরকার হবে।

মেটে রঙের একদল মরু হরিণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট। এক মাইল দূরে ওগুলো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর ঝাপসা দেখাচ্ছে, শান্ত ভঙ্গিতে ক্রমশ আরো দূরে সরে যাচ্ছে ঝাঁকটা। দূর আকাশের গায়ে খাড়া শিংগুলোই শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কাউন্ট।

কাউন্টকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলো রোলস-রয়েস, ইতিমধ্যে তার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিয়েছে জিনো। দূরত্ব কমে সিকি মাইল দাঁড়ালো, তবে ধাওয়া করা হচ্ছে বুঝতে পেরে হরিণের দলটাও ছুটতে শুরু করেছে। ড্রাইভারকে ফাঁসিতে লটকানো হবে, বারবার ঘোষণা করলো কাউন্ট মৃত্যুদণ্ড পেয়েও আরো জোরে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করলো লোকটা। কাউন্ট ভীষণ উত্তেজিত, আফ্রিকায় আসার পর এই প্রথম সে বড় একটা কিছু শিকার করার সুযোগ পেয়েছে। মোট আটটা হরিণ, ঝাঁকের সামনে

রয়েছে দুটো মর্দা, মাদী আর বাচ্চারা রয়েছে পিছনে। দূরত্ব ক্রমশ কমে এলো। সামনের একটা ধাড়ী কে জানে কেনো পিছিয়ে পড়েছে দল থেকে। সেটাকেই ধাওয়া করার জন্যে বেছে নিলো কাউন্ট। হরিণটার বিশ গজ পাশে চলে এলো গাড়ি। ওদের দিকে ওটা একবারও তাকালো না, তবে প্রাণপণে ছুটছে।

'হল্ট!' গর্জে উঠলো কাউন্ট, সাথে সাথে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো ড্রাইভার। ধুলোর পাহাড় তুললো রোলস-রয়েস, ঢাকা পড়ে গেলো গাড়ি। ধুলো সরে যাবার পর দেখা গেলো ধাড়ী হরিণটা প্রায় তিনশো গজ দূরে সরে গেছে, এখনো দলের অনেক পিছনে ওটা, তবে আগের মতোই ছুটছে। গর্বিত ভঙ্গিতে গুলি করলো কাউন্ট, প্রথম গুলিটা মিস হ'লেও পরেরটা সেঁধিয়ে গেলো হরিণের বুকে, ডিগবাজী খেয়ে প'ড়ে গেলো ওটা। আবারো সামনের হরিণের ঝাঁকের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগলো রোলস রয়েস।

দূরের, প্রায় রেঞ্জের বাইরের একটার গায়ে লাগালো কাউন্টের বুলেট। ছিটকে পড়লো হরিণটা। পড়েই লাফ দিলো ওটা, শুকনো একটা নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো উঁচু পাড়ের ওদিকে। পেলভিসের কয়েক ইঞ্চি সামনের স্পাইনাল কলাম গুঁড়ো হয়ে গেছে ওটার, শরীরের পিছনের দিকটার কোনো সাড়া নেই, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

নালা পেরিয়ে উঁচু পাড়ের কিনারা দিয়ে উঁকি দিকেই হরিণটাকে পড়ে থাকতে দেখলো কাউন্ট। তাড়াতাড়ি সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে, দাঁতে দাঁত চেপে তাড়া লাগালো জিনোকে। আলদোর হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এলো, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিংসহ মাথার দিকে সেটা তাক করে পোজ নিলো সে। ছবি তোলার জন্যে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো জিনো।

ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে নড়ে উঠলো হরিণটা, বসার ভঙ্গিতে উঁচু হলো, ঘোলাটে দৃষ্টি হলে তাকালো কাউন্টের দিকে। স্থানীয়ভাবে ওগুলোকে বেইসা বলা হয়, আফ্রিকার হিংস্রতম প্রজাতির অন্যতম, লম্বা শিং দিয়ে এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক সিংহকেও বধ করতে পারে। এই ধাড়ীটার ওজন চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড, কাঁধ পর্যন্ত চার ফুট লম্বা, তার ওপর আরো তিন ফুট লম্বা তার শিং।

আহত হরিণটা নাক টানলো, পোজ দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ডাইভ দিলো কাউন্ট, মাটিতে পড়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে ছুটলো গাড়ির দিকে। তাকে ধাওয়া করলো হরিণটা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় ছ'ইঞ্চি এগিয়ে থাকলো কাউন্ট, রোলস-রয়েসের ব্যাকসিটে উঠে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো সে, দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলো, চোখ বন্ধ। গাড়ির গায়ে গুঁতো মারলো হরিণ, ভেতর দিকে থুবড়ে গেলো একটা দরজা, শিঙের খোঁচায় গা থেকে রঙ উঠে গেলো।

শুধু শরীরের চাপ দিয়ে ধরণীর ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জিনো, হুবহু সাইরেনের মতো ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। গাড়িতে স্টার্ট দিলো ড্রাইভার, কিন্তু পরবর্তী ধাক্কায় উইন্ডশীল্ডে লেগে তার মাথা কেটে গেলো। রক্তাক্ত

ড্রাইভার কাঁদো কাঁদো সুরে অনুনয় করলো, 'ওটাকে মারুন, মাই কাউন্ট! গুলি করুন, প্লিজ! দানবটাকে হত্যা করুন!'

কাউন্টের পেছনটা আকাশমুখী হয়ে রয়েছে। গাড়ির পিছনের সিটের ওপর তার শুধু ওইটুকু অংশই দেখা যাচ্ছে। তবে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সবাই, 'রাইফেল, আমার রাইফেল।'

বুলেটটা মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দিয়ে ফুসফুসটাকেও ফুটো করেছে, ছুটোছুটি করায় হঠাৎ ওটার একটা বড় শিরা ছিঁড়ে গেলো। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করে কাত হয়ে পড়ে গেলো ওটা, নাকের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুলো।

নির্জন মরুপ্রান্তরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অনেকক্ষণ পর পিছনের দরজার পাদানির কাছে কাউন্টের ফ্যাকাসে মুখ দেখা গেলো, চোখে আতংকে নিয়ে মৃত হরিণটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা নড়ছে না দেখে আশ্বস্ত হ'লো সে। সতর্কতার সাথে রাইফেলটার খোঁজে এদিক ওদিক হাত বাড়ালো। এতোই কাঁপছে তার হাত, এতো কাছ থেকেও ছ'টার মধ্যে দুটো গুলি লাগাতে পারলো না। তার মাথায় এই চিন্তাটা একাবরও ঢুকলো না যে মরাটাকে মারছে সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট দুটো একটুর জন্যে মাটিতে পড়ে থাকা জিনোর গায়ে লাগলো না।

রাইফেল ফেলে দিয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক কি যেনো খুঁজলো কাউন্ট। খানিকটা সামনে ছোটো একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে হাঁটা ধরলো সে। হাঁটছে দু'পা ফাঁক করে, ভঙ্গিটা ভারি আড়স্ট। অবশ্য তার একটা কারণ আছে। মরে গেলেও কথাটা কারো কাছে স্বীকার করবে না কাউন্ট আলদো। মনোগ্রাম করা তার সিল্ক আন্ডারওয়্যার নোংরা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ওটাকে বিসর্জন না দিলেই নয়।

সন্ধ্যার সময় বাহিনীর মধ্যে আবারো ফিরে এলো তোবড়ানো রোলস রয়েস। বনেটে লেগে আছে অ্যান্টিলোপের রক্ত– সৈনিকদের উচ্ছ্বাস উপভোগ করলো কাউন্ট। জেনারেল ডি বোনোর কাছ থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে তার জন্যে। কোনো তাগাদা নয়, জেনারেল তাগাদা দিতে জানেন না, তবে কাউন্টকে তার বিশ্বস্ত তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে গতি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ডি বোনো।

পাঁচশো শব্দের একটা উত্তর লিখে পাঠালো তাকে কাউন্ট, শেষ করলো এই্ভাবে, 'বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।' এরপর, হরিণের ঝলসানো কলজে খেতে চললো সে।

হীরনডেলকে সামলানোর দায়িত্ব মুসলিম নাবিকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন পাপাডোপোলাস। পরপর পাঁচদিন তার কেবিন থেকে প্রায় বেরুলোই না, মেজর গ্যারেথ সোয়েলসের সাথে রামি খেলায় মশগুল হয়ে থাকলো। 'জীবনে আর কী আছে,'

প্রস্তাবটা গ্যারেথই তাকে দেয়, 'এসো, সমুদ্রভ্রমণের একঘেয়েমি দূর করার জন্যে খানিকটা বৈচিত্র আনার চেষ্টা করা যাক।' এক পাটি তাস সব সময় তার পকেটেই থাকে।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় পাপাডোপোলাসের মন খুঁতখুঁত করতে লাগলো। ভালো কার্ড বারবার শুধু মেজরই পাবে কেনো? কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটার তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, আর কিছু করার নেই। এমনও নয় যে চৌর্যকর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে, কিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ জানাবে সে?

ঠিক হয়েছিলো কার্গো ও আরোহীদের ভাড়া বাবদ ক্যাপটেনকে দুইশো পঞ্চাশ স্টার্লিং দিতে হবে। পুরোপুরি সেই পরিমাণ জেতার পর ক্যাপটেনের মুখের ওপর গাল ভরা বিজয়ের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গ্যারেথ বললো, 'তুমি কি বলো, পাপ, ওল্ড স্পোর্ট, সাময়িক বিরতি দিলে হতো না? ডেকে গিয়ে একটু হাত-পা নাড়া যেত?'

খেলতে বসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় খোলা ডেকে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে গ্যারেথ, ওখানে ভিকি কেমবারওয়েল আর জেক বারটনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাত্রা তার মানসিক প্রশান্তির জন্যে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে যতোবারই ক্যাপটেনের কেবিন থেকে সে খোলা ডেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, প্রতিবার ওদের দু'জনকে একসাথে দেখেছে। শুধু একসাথে দেখে নি, হো-হো হি-হি করে হাসতেও শুনেছে–আরো খারাপ লক্ষণ হলো, জেকের চেয়ে বেশি হেসেছে ভিকি, শরীর কাঁপানো স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। জেককে বেশির ভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছে গ্যারেথ। হয়তো আর্মারড্ কারগুলো স্টার্ট দিয়ে পরীক্ষা করছে, না চাইতেই সাহায্যের জন্যে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ভিকি, যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে। আবার কখনো নেই কাজ তো খই ভাঁজ, মাঝখানে গ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে ডেকের ওপর বসেছে দু'জন, গভীর অধ্যবসায়ের সাথে অ্যামহারিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা চলেছে। সন্দেহের কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে গ্যারেথের মনে, না জানি আরো কতো কী করছে ওরা।

তবে কোন কাজটা কতোটুকু জরুরি গ্যারেথ জানে, জানে কোনটা আগে সারতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিলো পাপাডোপোলাসের কাছ থেকে ভাড়ার টাকাগুলো উদ্ধার করা। সেটাতে সফল হওয়ায় এখন সে ভিকি কেমবারওয়েলের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে। জেকের কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনা তার জন্যে কোনো সমস্যাই নয়। অবশ্য মেয়েটা খুব কঠিন পাত্রী, নিজের ফাঁদে ঠিকমতো ফেলতে হলে আদাজল খেয়ে লাগতে হবে। কাজটায় খাটনি আছে, তবে পুরস্কারের কথাটাও ভাবো একবার–গাছ ভর্তি ডাঁসা পেয়ারা।

'তোমার সাথে খেলে সত্যি ভারি মজা পেলাম, পাপা,' চেয়ার ছেড়ে উঠলো গ্যারেথ, পুরোপুরি সিধে হ'তে সময় নিচ্ছে সে–নোটগুলো তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে দু'পকেটে ভরছে।

ক্যাপটেনও তার ঢোলা জোব্বার নিচে গলিয়ে দিলো। হঠাৎ বেরিয়ে এলো অলংকৃত হাতলসহ লম্বা একটা ছুরি, মাথার দিকটা বিপজ্জনক আকৃতি নিয়ে বাঁকানো।

হাতের তালুতে ছুরিটা নিয়ে একচোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেললো গ্যারেথের দিকে। 'তাস বাঁটো,' হিসহিস করে উঠলো সে।

নির্ভয়ে হাসলো গ্যারেথ, তবে ধপ্ করে আবার বসে পড়লো চেয়ারটায়। তাস তুলে নিয়ে সশব্দে ফাঁটতে শুরু করলো সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো ছুরিটা, যদিও গ্যারেথের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পাপাডোপোলাস।

'সত্যি কথা বলতে কী, আরো দু'চার হাত খেলার ইচ্ছে রয়েছে আমার,' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ। 'তুমি বোধহয় সামান্য উত্তেজিত হয়ে আছো, কি?'

কোর্স বদলে গালফ অব এডেনে ঢুকছে হীরনডেল। আরো পাঁচশো মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ভেতরে ঢুকলো হিন্দু একজন মেট, ক্যাপটেনের কানে ফিসফিস করলো সে।

'ওর সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'ওর ভয়, আমরা না নৌ-টহলের সামনে পড়ে যাই।'

'সে ভয়ে আমিও তো কাঁপছি,' বললো গ্যারেথ। 'আমাদের বোধহয় ডেকে যাওয়া উচিত।'

'বাঁটো!' চাপা গলায় গর্জে উঠলো অ্যারোনিকাস।

হঠাৎ করে এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেলো, থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো জাহাজ। ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। সবগুলো পাল-ও তোলা হয়েছে, গালফ অব এডেন ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লোহিত সাগরে ঢুকে পড়তে চায় মেট। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশে মেঘের ভেলাগুলো টকটকে লাল। বুদ্ধি করে গালফের ঠিক মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছে মেট, ডান দিক থেকে আরব জাহান ওদেরকে দেখতে পাবে না, বাম দিক থেকে আফ্রিকাও দেখতে পাবে না। আশাতীত অনুকূল বাতাস পাওয়ায় হীরনডেলের গতি এখন পঁচিশ নট। তার সেরা একজন লোককে টেলিস্কোপ ধরিয়ে দিয়ে মাস্তুলের মাথায় তুলে দিলো মেট। মেয়ে পাচারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে নৌ টহলের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে ছাড়া পেতে হয় বা ছাড়া না পেলে কী শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু অস্ত্র পাচার সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ধরা পড়লে সাবধানের মার নেই ভেবে মাস্তুলের মাথায় একজনকে পাহারায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

প্রায় নাক বরাবর সামনে সূর্য, ডুবতে যন্ত্রণাকর দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। বাতাসের গতিবেগও বাড়তির দিকে, ঢেউয়ের মাথা থেকে হীরনডেলকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নিচের গভীর গহ্বরে।

হামাগুড়ি দিয়ে নিতম্বিনীর এঞ্জিন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এলো জেক, ভিকি কেমবারওয়েলের চোকে চোখ রেখে হাসলো। আর্মারড্ কারের মাথায় ব'সে আছে সে, ঝুলে থাকা পা দুটো দোল খাচ্ছে অলসভঙ্গিতে, টানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে সোনালি চুল। গত ক'দিনের রোদে তার গায়ের রঙ আরো গাঢ় হয়েছে, চেহারার ম্লান ভাবটুকুও এখন আর নেই। কিশোরী স্কুলছাত্রীর মতো লাগছে তাকে, হাসিখুশি আর ছটফটে, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ এখনো যাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

'সাধ্যমতো করলাম,' বললো জেক, অ্যামোনিয়ায় ভেজানো বুরুশ দিয়ে হাত থেকে গ্রিজ পরিষ্কার করলো। 'ভবিষ্যতের কথা জানি না, এখন তো বেশ ভালোই চলছে এঞ্জিনটা।' ভিকির হাঁটু জেকের চোখের সাথে একই সরলরেখায় রয়েছে, দুধ-আলতা রঙের উঁরুর অনেকটা ওপরে উঠে গেছে তার স্কার্ট। সেদিকে চোখ পড়তে দম বন্ধ হয়ে এলো জেকের। ওর দৃষ্টি কোন দিকে টের পেয়ে গেলো ভিকি, ঝট্ করে দুই হাঁটু এক করলো সে, যদিও ক্ষীণ একটু হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামলো সে, কাত হ'তে শুরু করা ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়ানোর জন্যে জেকের হাতের শক্ত পেশিতে আঙুল পেঁচালো।

সুদর্শন একজন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি দারুণ উপভোগ করছে ভিকি কেমবারওয়েল, একটানা পাঁচ দিন গ্যারেথ সোয়েলসের অনুপস্থিতিতে একঘেয়েমির শিকার হ'তে হয় নি তাকে। ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় একটু বাঁকা করে জেকের দিকে ফিলে হাসলো সে। জেক লম্বা, তা সত্ত্বেও মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল কান দুটো প্রায় ঢেকে রাখায় চেহারায় বালকসুলভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। সুগঠিত পুরুষালি চোয়াল, চোখের কোণে সূক্ষ্ম কুঞ্চনের সমষ্টি অবশ্য সে-ভাবটুকু ম্লান করে দেয়।

একেবারে হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো ভিকি, চুমো খাওয়ার জন্যে ওর দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে জেক। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করলো সে। তার জানা আছে, ক্ষীণতম উৎসাহ পেলে গ্যারেথ সোয়েলসের সাথে ঘোরতর সংঘর্ষের পথে ধাবিত হবে জেক, ফলে গোটা অভিযান এমনকি ভণ্ডুলও হয়ে যেতে পারে, প্রাণ হারাতে হ'তে পারে দু'জনের একজনকে, কিংবা দু'জনকেই, সেই সাথে এতো ঝুঁকি নিয়ে এদের সাথে অভিযানে তার অংশগ্রহণের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে জেকের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়লো। ঠোঁটের এমন নিখুঁত আকৃতি আর কোনো পুরুষের মধ্যে দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না সে। একদিন না কামানোতেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখে, দাড়ির গোড়াগুলো তামাটে চামড়ার গায়ে সবুজ হয়ে আছে। তার কোমল মসৃণ মুখে ওই দাড়িগুলোর প্রথম স্পর্শ কর্কশ আর বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো লাগবে, সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করলো সে। আচমকা তার ইচ্ছে হলো, ওই স্পর্শটুকু তার চাই। সামান্য চিবুক তুললো সে, জানে তার চোখে জ্বলতে থাকা বাসনার অস্থির আলোর ভেতর ইচ্ছেটা পড়তে পারবে জেক।

মাস্তুলের মাথা থেতে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো, পরমুহূর্ত হীরনডেলের চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেলো। মাস্তুলের মাথায় প্রহরী লোকটা মুসলমান, প্রথমে সে আল্লাহকে ডাকলো, তারপর আরবি ভাষায় হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করলো। কালো খুলির নিচে তার চোখ দুটো অক্ষিকোটরের ভেতর ঘুরছে, এতো বড় হাঁ করে আছে যে নিচে থেকেও তার আলাজিভ পরিষ্কার দেখতে পেলো জেক। ডেক থেকে তার সাথে সুর মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো হিন্দু মেট।

'কী ব্যাপার, জেক ? কী হয়েছে ?' জানতে চাইলো ভিকি, এখনো তার একটা হাত জেকের বাহুতে।

'বিপদ।' জেক গম্ভীর। পুপ কেবিনের দরজা দড়াম করে খোলার শব্দে দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরলো সেদিকে। একটা মাত্র চোখ ঘন ঘন পিটপিট করছে ক্যাপটেনের, ডান হাতে এখনো শক্ত করে ধ'রে আছে কার্ডগুলো, ছিটকে বেরিয়ে এলো খোলা ডেকে।

'আর একটা মাত্র কার্ড পেলে অল থ্রি মারতাম,' তিক্ষ্ণ কণ্ঠে হতাশা প্রকাশ করলো পাপাডোপোলাস, বাতাসে ছুঁড়ে দিলো কার্ডগুলো। হিন্দু মেটের বুকের কাছে শার্টটা খপ্ করে খামচে ধ'রে ঝাঁকি দিলো সে, স্তব্ধ কিন্তু এখনো হাঁ করা লোকটার মুখের সামনে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিলো।

হিন্দু মেট আঙুল তুলে মাস্তুলের মাথাটা দেখিয়ে দিলো ক্যাপটেনকে। তাকে ছেড়ে মুসলমান মেটের দিকে মুখ তুললো পাপাডোপোলাস, আরবিতে চেঁচামেচি শুরু করলো। দ্রুত কথা বললো ওরা, মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো জেক।

'ব্রিটিশ একটা ডেস্ট্রয়ার!,' বিড়বিড় করে বললো ও।

'তুমি আরবি বোঝো?' জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

হাতের ঝাপটায় প্রশ্নটা উড়িয়ে দিলো জেক। মন দিয়ে শুনছে ও।

খানিক পর ভিকির দিকে ফিরলো জেক। 'ডেস্ট্রয়ার থেকে ওরা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে। কোর্স বদলে বাধা দিতে আসছে।' চট করে দিগন্তরেখার কাছাকাছি সূর্যের দিকে তাকালো ও, চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো কপালে।

'তোমরা দু'জন খুব মজা লুটছো, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ সোয়েলস্। হাসছে বটে, কিন্তু জেকের বাহুতে ভিকির হাত লেগে রয়েছে দেখে দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটে উঠলো। সাপের মতো নিঃশব্দে পুপ ডেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে ভিকি, স্যাঁৎ করে হাতটা নামিয়ে নিলো সে, বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে পরমুহূর্তে তিরস্কার করলো নিজেকে। গ্যারেথ সোয়েলসের প্রতি কোনোভাবেই ঋণী নয় সে, ওর সাথে তার কোনো বিশেষ সম্পর্কও নেই। জেকের দিকে আবার ফেরার আগে গ্যারেথের ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে-ও ফিরিয়ে দিলো। ফিরে দেখলো, চলে গেছে জেক।

'কী ব্যাপার, পাপা?' পুপ ডেক থেকে হাঁক ছাড়লো গ্যারেথ।

'তোমাদের কার্গো আমার সর্বনাশ ডেকে আনছে।' খেঁকিয়ে উঠলো ক্যাপটেন, উত্তর দিগন্ত লক্ষ্য করে ঘুসি তুললো সে। 'ব্রিটিশ একটা ডেস্ট্রয়ার, ডওন্টলেস, এদিকেই ছুটে আসছে। এখন উপায়?'

'এখানো দিগন্তরেখার ওদিকে, শুধু মাস্টহেড দেখতে পাচ্ছে। একেবারে ধেয়ে আসছে, যেকোনো মুহূর্তে ডেক থেকেও দেখতে পাবো আমরা।' গ্যারেথের দিকে পিছন ফিরলো পাপাডোপোলাস, তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিলো কয়েকটা, সাথে সাথে মেইন ডেকের দিকে ছুটলো তার ক্রুরা, ঘিরে দাঁড়ালো প্রথম আর্মারড কার, অর্থাৎ প্রিসিলা দ্য পিগ-কে।

'মানে!' গ্যারেথ বিস্মিত। কী করতে চাও তুমি?'

'অস্ত্রসহ ধরতে পারলে ওরা আমাকে বাঁক দেবে,' ব্যাখ্যা করলো পাপাডোপোলাস। 'নো আর্মস, নো ট্রাবল।' সাদা রঙ করা গাড়িটাকে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে,

বাঁধনগুলো খুলতে শুরু করলো ক্রুরা। 'বিপদের সময় দাসগুলোকে নিয়েও এই করি আমরা, লোহার চেইন থাকায় ভারি পাথরের মতো ডুবে যায় তারা।'

'এক মিনিট, এক মিনিট! কার কার্গো ওগুলো যে ফেলে দিতে চাইছো পানিতে? এর জন্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'ভাড়ায় টাকাটা এই মুহূর্তে কার কাছে, মেজর?' তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করলো পাপাডোপোলাস। 'আমার পকেটে কিছুই নেই–তোমার পকেট কী বলে?' নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাড়া লাগালো সে।

ভারি ধাতব শব্দের সাথে হঠাৎ খুলে গেলো প্রিসিলার টারিট, ভেতর থেকে খাড়া হ'লো জেকের মাথা আর কাঁধ, ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, দু'হাতে একটা ভিকার্স মেশিনগান। টারিটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির করলো ও, ভিকার্সটাকে বাঁ হতের ভাঁজে নিলো, অপর হাতে শক্ত করে ধরলো পিস্তল গ্রিপ। অ্যামুনিশনের ভারি বেল্ট-টা কাঁধ থেকে ঝুলছে।

এক পশলা গুলি ছুঁড়লো জেক, বুলেটগুলো সাদা অগ্নিশিখার মতো মাথার দশ ইঞ্চি ওপর দিয়ে সরলরেখা তৈরি করে ছুটে গেলো। ডাইভ দিয়ে ডেকের ওপর পড়লো ক্যাপটেন আঁৎকে গোঙাচ্ছে, তার ক্রুরা সন্ত্রস্ত মুরগিছানার মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে সবার ওপর একবার চোখ বুলালো জেক বারটন, একচোখো ক্যাপটেনের দিকে স্থির হ'লো সৃষ্টি। 'পরস্পকে এবার বোধহয় চিনতে পারছি আমরা, কী বলো, ক্যাপটেন? গাড়িগুলোকে ভুলেও কেউ ছুঁতে যেয়ো না। বিপদ এড়াতে চাইলে একটাই পথ খোলা আছে তোমার সামনে–লেজ তুলে দৌড় দাও, ডেস্ট্রয়ার যেনো ধরতে না পারে।'

'কিন্তু কীভাবে!' ডেকের ওপর বসলো পাপাডোপোলাস। 'ডেস্ট্রয়ারের স্পীড ত্রিশ নট!'

'কথা ব'লে সময় নষ্ট করো না, কাজে নেমে পড়ো,' পরামর্শ দিলো জেক। 'আর বিশ মিনিট পর সন্ধ্যা। কোর্স বদলাও, অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাও খেলাটা। লুকোচুরি তুমি ভালোই খেলতে জানো।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো পাপাডোপোলাস, চোখটা পিট পিট করছে, হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন।

ক্যাপটেনের মাথার ওপর দিয়ে আরো এক পশলা গুলি ছুঁড়লো ও। 'শুরু করো।'

আবার ডেকে শুয়ে পড়েছে ক্যাপটেন, শুয়ে শুয়েই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে, কোর্স বদল করার নির্দেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো নাবিকরা। ডেস্ট্রয়ার আর হীরনডেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। হীরনডেল কোর্স বদলানোর পর দুটো জলযান বিপরীত দিকে ছুটছে এখন।

হাতছানি দিয়ে গ্যারেথকে কাছে ডাকলো জেক, মেশিনগানটা ধরিয়ে দিলো তার হাতে। 'শয়তান গ্রিকটার ওপর নজর রাখছি আমি, তুমি বাকিগুলোকে কাভার দাও। ভিকি আর গ্রেগোরিয়াসকে বলো, ক্ল্যাম্প লাগিয়ে সব ক'টা গাড়ির হ্যাচ কাভার বন্ধ করতে হবে।'

'এটা তুমি পেলে কোথায়?' হাতের মেশিনগানটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। 'সবগুলোই তো বাক্সের ভেতর ছিলো ব'লে আমার ধারণা।'

'বাক্স থেকে বেরিয়ে তোমার হাতেও চলে আসতো একটা, তুমিও যদি আমার মতো বীমার ভক্ত হতে।'

কেস থেকে দুটো চুরুট বেছে নিলো গ্যারেথ, দুটোই ধরালো, একটা গুঁজে দিলো জেকের ঠোঁটে। 'ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে,' বললো সে। 'তোমাকে পাটনার হিসেবে নিয়েছিলাম ব'লে সত্যি নিজেকে আমার গুণী লোক ব'লে মনে হচ্ছে।'

ঠোঁটের কোণে চুরুট নিয়ে টান দিলো জেক, নীল ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশব্দে হাসলো। মুখ তুলে মেইন মাস্টহেডের দিকে তাকালো ও।

মেইন মাস্টের ডগার কাছাকাছি ক্রসট্রিতে রয়েছে জেক, পেটের ভেতর শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে জাহাজ আর মাস্তুলের সাথে দোল খাচ্ছে। চোখে টেলিস্কোপ, গাঢ় রঙের কাঠামোটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখছে ও। যুদ্ধজাহাজ, মাত্র দশ মাইল দূরে হলেও, সন্ধ্যার ঘনায়মান কালিমায় ক্রমশ আকৃতি হারাচ্ছে সেটা, এরই মধ্যে আবছা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা আকৃতিটা থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা বেরিয়ে এলো, সংকেতের মাধ্যমে পরিচয় জিজ্ঞেস করছে ডেস্ট্রয়ার।

'ক্রীতদাস বহনকারী।' আপনমনে হাসলো জেক। ডেস্ট্রয়ার থেকে হীরনডেলকে কেমন দেখাচ্ছে কল্পনা করার চেষ্টা করলো।

আবার সংকেত দিলো ডেস্ট্রয়ার। 'জাহাজ থামাও, তা না হলে গুলি করবো।'

'করবেই তো!' ব্যঙ্গ করলো জেক। মুখের সামনে হাত দিয়ে চোঙ তৈরি করলো, চেঁচিয়ে বললো, 'পাল নামাও!' অনেক নিচে ডেক, ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে গ্রিক পাপাডোপোলাস। মুখ নামিয়ে ক্রুদের নির্দেশ দিলো সে। সাথে সাথে পাল খোলার জন্যে মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ক্রুরা।

সীমাহীন সাগরের বুকে কালো একটা ক্ষুদে ছায়ার মতো লাগছে ডেস্ট্রায়ারটাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেক, লাল আলোর ঝলক দেখতে পেলো। ভয়ের একটা স্রোত পেকার মতো কিলবিল করতে করতে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এলো পিঠে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে আকাশে উঠে এলো শেলটা, তারপর হীরনডেলের দিকে নামতে শুরু করলো।

ওটার ছুটে আসার আওয়াজ পেলো জেক, তীক্ষ্ণ শব্দের সাথে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো, হীরনডেলের আধ মাইল সামনে ঝপাৎ করে পড়লো পানিতে। আকাশের গায়ে উঁচু হ'লো ছলকে ওঠা পানির স্তম্ভ, তীব্র বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো স্তম্ভটা।

হাত থেমে গেছে ক্রুদের, স্তব্ধ বিস্ময়ে হীরনডেলের সামনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ক্যাপটেনের হুংকার শুনে আবার তারা যার-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দেখতে না দেখতে ঝলমলে সাদা ক্যানভাস অদৃশ্য হ'লো জাহাজের মাথা থেকে।

আবার ডেস্ট্রয়ারের দিকে ফিরলো জেক, দু'সেকেন্ড লাগলো খুঁজে পেতে। পাল অদৃশ্য হ'তে দেখে ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে কে জানে। হয়তো ধ'রে নিয়েছে

ওদের নির্দেশ মতো থামছে হীরনডেল, জানে না জাহাজটার ডিজেল এঞ্জিনও আছে। তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, পাল নামিয়ে নেয়ায় ডেস্ট্রয়ার থেকে এখন আর হীরনডেলকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো জেক, তারপর যখন অন্ধকারে হারিয়ে গেলো ডেস্ট্রয়ার। দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। স্বর্গ জুড়ে জ্বলজ্বল করতে তারার অসংখ্য মালা। ক্রসট্রিতে দাঁড়িয়ে আছে জেক, অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টি হেনে ডেস্ট্রয়ারটাকে খুঁজছে। ওর ভয় কাটে নি এখনো, জানা নেই ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে। লোকটা যদি সন্দেহ করে থাকে? সে ও যদি কোর্স বদলে ওদের পিছু নিয়ে থাকে? অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের খোল হীরনডেলের ওপর থেকে জ্বলে উঠতে পারে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। কানের পর্দা ফাটিয়ে বেজে উঠতে পারে বুল হর্ন।

আরো বেশ কিছুক্ষণ পর, স্বস্তির একটা বিরাট ধাক্কার সাথে, সাদা আলোর দীর্ঘ আঙুল সাগরের গায়ে নড়ে উঠতে দেখলো জেক। অন্তত ছ'মাইল পিছনে, ঠিক যেখানে পাল নামিয়েছিল হীরনডেল। ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন টোপ গিলেছে, তার নির্দেশে হীরনডেল থেমেছে ধ'রে নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না ক্যাপটেনের। নির্দিষ্ট একটা সময় পেরিয়ে যাবার পর সে বুঝতে পারবে, হীরনডেল ডেস্ট্রয়ারের দিকে আসছে না। তখনই শুরু হবে সার্চ।

আবার পাপাডোপোলাসকে নির্দেশ দিলো জেক। পাল তোলো, কোর্স ঠিক রাখো, ফুলস্পীডে ছোটো। মিনিট পনেরো পর ডেস্ট্রয়ারের সার্চলাইট আবার জ্বলে উঠতে দেখলো ওরা, ডেস্ট্রয়ার থেকে ওটার দৌড় মাত্র এক মাইল। নিয়মিত একটা ছক ধ'রে খোঁজার পালা শুরু হলো।

দু'ঘণ্টা পর নতুন একটা ভয় জেঁকে ধরলো জেককে। ডেস্ট্রয়ারও দিক বদলেছে, ধাওয়া করে ইতিমধ্যে হীরনডেলের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। সার্চলাইটের আলোর ডগা আর মাত্র মাইল দূরে।

পরের বার আলোটাকে দেখা গেলো অনেক বাঁ দিকে, কোর্স বদলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ার। মাস্টহেড থেকে তবু নামলো না জেক, অন্ধকারে দৃষ্টি হেনে অপেক্ষা করতে লাগলো। সময় গড়িয়ে চললো। এক সময় ক্ষীণ আলো ফুটলো পুব আকাশে। চোখে টেলিস্কোপ তুলে চারদিকের দিগন্তরেখায় দৃষ্টি বুলালো ও। অথৈ জলরাশির মাঝখানে কোথাও কোনো জাহাজ নেই।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধ'রে গেছে জেকের, মাস্তুলের মাথায় নড়াচড়া করার সুযোগ না থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশি, ধীরে ধীরে নিচে নামার সময় ভয় হ'তে লাগলো হাত ফসকে পড়ে না যায়।

পাপাডোপোলাস ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অভ্যর্থনা জানালো, ওর নামে মুখে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো সে, রসুনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো জেকের। ওকে নামতে দেখে আগেই স্টোভ জ্বেলেছে ভিকি কেমবারওয়েল, মগভর্তি গরম কফি

নিয়ে এলো সে, নতুন দৃষ্টিতে তাকালো জেকের দিকে, সে-দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সাথে কাতর-কোমল একটা ভাবও যেনো লুকিয়ে আছে। গ্যারেথ এতক্ষণ একটা আর্মারড্ কারের ভেতর পাহারায় ছিলো, ভিকির হাত থেকে কফি নেয়ার জন্যে সে-ও হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এলো, এক গাল হাসি নিয়ে জেকের ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলো সদ্য ধরানো একটা লম্বা চুরুট। জেকের হাত ধ'রে রেলিংয়ের দিকে সরে এলো সে।

'তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল,' নিঃশব্দে হাসলো গ্যারেথ। 'লম্বা আদমি, ধরেই নিয়েছিলাম বুদ্ধিসুদ্ধি কম হবে। এখন দেখছি তুমি একটা বিরাট সম্পদ, কি?'

'কিন্তু সাবধান,' জেকের সহাস্যে বললো, 'আমাকে পুঁজি করে জমজমাট কোনো ব্যবসা ফাঁদার কথা ভেবো না–বিরাট লোকসান দিতে হবে।' দু'জনেই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ওরা, যেদিকে ব'সে আছে ভিকি কেমবারওয়েল। পরস্পরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো ওরা।

দুপুরের দিকে ধাক্কা দিয়ে ওদের দু'জনের ঘুম ভাঙালো ভিকি। একটা আর্মারড কারের ছায়ায়, যার যার চাদরের ওপর উঠে ব'সে চোখ কচলাতে লাগলো, যেনো একজোড়া ঘুমকাতুরে শিশু। বিনা প্রতিবাদে ভিকির পিছু নিয়ে বো-র দিকে চলে এলো ওরা, চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে নিচু উপকূলরেখা দেখতে পেলো, রঙটা অবিকল সিংহের গায়ের মতো, মাথায় সাদা ফেনা যেনো কোমল ক্রীম, তার ঠিক ওপরে নীল আকাশ এতো বেশি জ্বলজ্বলে ভাব নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে যে ব্যথা করে ওঠে চোখ।

আকাশ আর মাটিকে আলাদাভাবে চেনার জন্যে মাঝখানে পরিষ্কার কোনো রেখার অস্তিত্ব নেই, তাপ-তরঙ্গ আর মিহি ধুলোর ভেতর সিংহের হলুদ কেশরের মতো কাঁপছে উপকূলরেখা। দৃশ্যটা ভিকির চোখে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আকর্ষণহীন আর বৈরী। নিজের ভাণ্ডার থেকে শব্দ বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে তার মনে, ভাবছে ঠিক কীভাবে বর্ণনা করলে পাঠকরা দৃশ্যটা হুবহু কল্পনা করতে পারবে।

একজন আফ্রিকান যোগ দিলো ওদের সাথে–গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। সে তার পশ্চিমা ড্রেস বাদ দিয়ে আলখাল্লা পরেছে, ভেতরে আঁটসাঁট পা'জামা। চকলেট-ব্রাউন মুখে সগর্ব গাম্ভীর্য ফুটে আছে, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল সেঁটে আছে খুলির সাথে, খাঁটি একজন আফ্রিকান দেশে ফিরছে। 'পাহাড়গুলো আপনারা দেখতে পাবেন না, কুয়াশা বেশ ঘন,' ব্যাখ্যা কররো সে। 'তবে কোনো কোনোদিন ভোরে বাতাস যখন ঠাণ্ডা থাকে....' পশ্চিম দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকলো, তরল জ্যোতির মতো দুই চোখে ভাবাবেগ উথলে উঠছে, পাথরখোদাই ঠোঁট দুটো কাঁপছে একটু একটু।

ধরিগতিতে তীরের দিকে এগুতে লাগলো হীরনডেল. অগভীর পানি এতো স্বচ্ছ যে ত্রিশ ফুট নিচে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়া আর ঢাল পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা, বহুবর্ণ প্রবালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে রঙচঙে সামুদ্রিক মাছের ঝাঁক ছুটোছুটি করছে।

তীর আরো কাছে সরে এলো, পাথুরে কিনারা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা, কিনারা ভাঙা ফাঁকের ভেতর সোনা রঙ সৈকত, চিকচিক করছে বালি। আরো সামনে উঁচু হয়ে উঠে গেছে মরু–নির্জন, ফাঁকা, অনুর্বর; মাঝে মধ্যে বিবর্ণ কিছু কাঁটাঝোপ আর শুকনো ঘাস ছাড়া দৃষ্টি কাড়ার মতো কোথাও কিছু নেই।

প্রায় ঘন্টাখানেক তীর ঘেঁষে সমান্তরাল রেখা ধ'রে এগুলো হীরনডেল, মাঝখানে এক হাজার ফুট ব্যবধান; রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে অজানা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। দলে শুধু জেক অনুপস্থিত, কার্গো আনলোড করার প্রস্তুতি নিতে গেছে ও। তবে একটু পরই ফিরে এলো আবার, ঠিক তখুনি ওদের সামনে গভীর ভাবে একটা উপসাগর উন্মুক্ত হলো।

'দ্য অব চেইনস,' বললো গ্রেগোরিয়াস, সেই সাথে নামকরণের কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেলো। বে-র শেষ মাথায় দুদিকে উঁচু হয়ে রয়েছে উপকূল দুপাশের বাতাস থেকে রক্ষা করছে তীরের খানিকটা অংশকে, পানির ওপর জেগে থাকা পাহাড় চূড়া ঠেকিয়ে রেখেছে সাদা ফেনা, নাক বরাবর সামনে প্রাচীন নগরী মন্ডির ধ্বংসাবশেষ–এক সময় লোহার চেইন পরা ক্রীতদাসদের নিলামে তোলা হতো ওখানে।

বিধ্বস্ত শহরটা আবাস দেখিয়ে দেয়ায় চিনতে পারলো না ওরা। তীরের কিনারায় কিছু সমতল, মসৃণ পাথরের স্তূপ দেখে কার সাধ্যি বোঝে এখানে এক সময় একটা শহর ছিলো। আরো কাছে এসে জ্যামিতিক ধাঁচের ছক দেখে রাস্তা, ছাদহীন দেয়াল চিনতে পারলো ওরা।

নোঙর ফেললো হীরনডেল। কার্গো নামানোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে রেলিংয়ে গ্যারেথের কাছ থেকে চলে এলো জেক। 'দু'জনের একজনকে লাইন নিয়ে সাঁতরাতে হবে।'

'এসো টস করি, প্রস্তাব দিল গ্যারেথ, জেক প্রতিবাদ করার আগেই তার হাতে বেরিয়ে এলো শিলিংটা।

'হেডস।' হাল ছেড়ে দেয়ার সুরে বললো জেক।

'মন্দ কপাল, ওল্ড চ্যাপ। হাঙরগুলোকে আমার স্নেহ জানিয়ো।' সহাস্যে বললো গ্যারেথ, মোচর দিলো গোঁফে।

ডেরিকে চড়িয়ে ভোলাটা নামিয়ে দেওয়া হ'লো পানিতে, ভেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টান টান রশি ধ'রে ভারসাম্য রক্ষা করলো জেক। গর্ভবতী জলহস্তীর মতো ভেটপ ভেলাটা ঢেউয়ের মাথায় দুলতে লাগলো। রেলিঙে ভর দিয়ে সাগ্রহে নিচে তাকিয়ে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুখ তুলে হাসলো জেক।

'যদি মনে করো চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, অন্যদিকে তাকাতে পারো।' জেকের কথা এক মুহূর্ত বুঝলো না ভিকি। কিন্তু শার্ট খুলে জেক যখন ট্রাউজারের বোতামে হাত দিলো, নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে। কোমরে হালকা লাইন জড়িয়ে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, লাফ দিলো জেক ভেলা থেকে। শেষ পর্যন্ত অদম্য কৌতূহলের জয় হলো, চোখ নামিয়ে আবার জেকের দিকে তাকালো ভিকি। ট্রাউজার খোলা অবস্থায় একজন পুরুষকে ভারি অসহায় আর ছেলেমানুষ লাগে উপলব্ধি করলো সে। পানির নিচে ডুবে রয়েছে জেকের শরীর, মাঝে মধ্যে শুধু নিতম্ব আর কাঁধ দুটো জেগে উঠছে পানির ওপর, যদিও পানির নিচেও পুরো শরীরটা দেখতে পাচ্ছে ভিকি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে ব্যঙ্গাত্মক একটুকরো ধারালো হাসি, উঁচু হয়ে কপালে উঠে গেছে একটা ভুরু। গ্যারেথের হাত

দুটো অবশ্য থেমে নেই, জেক এগোবার সাথে সাথে জাহাজ থেকে লাইন ছাড়ছে সে। লজ্জায় লালচে হয়ে উঠলো ভিকি, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে রঙ্গিলার দিকে এগুলো–দেখে নেয়ার দরকার ওর ব্যাগ আর টাইপ-রাইটার গাড়িটার তোলা হয়েছে কিনা।

পানির নিচে মাটিতে পা পড়লো জেকের, হেঁটে তীরে উঠলো ও, লাইনটা একটা বড়সড় পাথরে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধলো। ইতিমধ্যে ডেরিকের সাহায্যে বড় ভেলাটায় নামানো হয়েছে প্রথম আর্মারড্ কার। লাইন টেনে তীরে ভেরানো ভেলাটাকে, খুলে দেয়া হ'লো গাড়িটার বাঁধন। তীরের কিনারা থেকে বালিময় হলুদ সৈকত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, সেদিকে একটা উদ্বিগ্ন চোখ রেখে স্টার্ট দিলো জেক, ভেলা আর সৈকতের মাঝখানে শক্ত আর মোটা কাঠের তক্তা ফেলে সিধে হ'লো গ্রেগোরিয়াস। ভেলা বিপজ্জনকভাবে দুলছে, এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়লো একটু, ভেলা থেকে তক্তার ওপর উঠে এলো কার। প্রায় অনায়েসে সৈকত পৌঁছলো জেক, ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে এসে দাঁড় করালো গাড়ি। গ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে ফিরে গেলো ভেলা, দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে আসবে।

প্রায় নিঃশব্দে, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ সারলো ক্রুরা, তবু ফুয়েলের ড্রাম আর কাঠের বাক্সগুলো নিয়ে ভেলাটা যখন শেষবারের মতো তীরে ভিড়লো, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কিনারায় পৌঁছে গেছে। ভেলার শেষ আরোহী হিসেবে কাঠের একটা বাক্সের ওপর একা ব'সে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুখে স্থির হয়ে আছে আড়ষ্ট হাসিটুকু।

ভেলাটা হাজাজের গা থেকে সরতে না সরতে ডিজেল এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠলো, নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো পাপাডোপোলাস, ভেলার সাথে বাঁধা লাইনটা তুলে নেয়া হলো। ভেলা থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামলো ভিকি, ইতিমধ্যে নাক ঘুরিয়ে বে-র প্রবেশপথের দিকে ছুটতে শুরু করেছে হীরনডেল, ক্রুরা পাল তোলার কাজে ব্যস্ত সবাই। সন্ধ্যা নামছে, সৈকতে দাঁড়িয়ে চারজন ওরা তাকিয়ে আছে দ্রুতগতি হীরনডেলের দিকে। কেউ ওরা হাত নাড়লো না, তবু কী যেনো একটা হারানোর ব্যথা সবাই ওরা অনুভব করলো। জাহাজটা অবৈধ মালামাল পাচার করে, ক্রুরা নোংরা, ক্যাপটেন লোকটা বিবেকহীন, তবু সভ্য দুনিয়ার সাথে হীরনডেলই ছিলো ওদের সর্বশেষ যোগসূত্র। সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে বে থেকে বেরিয়ে গেলো হীরনডেল, অদৃশ্য হয়ে গেলো সীমাহীন সাগরে।

নিস্তব্ধতা আর একাকীত্ব থেকে ওদেরকে উদ্ধার করলো জেক। 'মন খারাপ করে লাভ কী, এসো তাঁবু ফেলা যাক।'

বিধ্বস্ত শহরের মাঝখানে, একজোড়া নিচু দেয়ালের সামনে থামলো ও, তাঁবু ফেলার জন্যে জায়গাটা ওর পছন্দ হলো। একেবারে খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে, এক এক করে গাড়িগুলোকেও সৈকত থেকে ধ্বংসাবশেষের ভেতর নিয়ে এলো ওরা। বাড়ি-ঘরের ভাঙাচোরা কাঠামোয় কাঁটাঝোপ গজিয়েছে, পাথরের স্তূপগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে বালিতে। রাস্তাগুলো সরু, কর্কশ ঝোপ আর বালিতে ঢাকা গ্রেগোরিয়াসকে

সাথে নিয়ে গাড়িগুলোর চাকা আর ফুয়েল পরীক্ষা করছে জেক, একটা দেয়ালের গোড়ায় কিছু ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে গ্যারেথ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও, শহর দেখতে একাই বেরিয়ে পড়লো ভিকি।

খুব বেশি দূর গেলো না সে। হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এলো তার, পা উঠতে চায় না। ক্রীতদাসদের হাত-পায়ে লোহার চেইন, ঝনঝন শব্দ করছে। বাতাসে চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। রক্তাক্ত কালো মানুষদের আর্তনাদ। লাফ দিয়ে ঝলসে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখা, গোটা শহর পুড়ছে। দেড়-দুশো বছর আগে ঠিক যা ঘটেছিল, সব যেনো জ্যান্ত হয়ে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েলের চোখের সামনে। পোকার মতো কিলবিল করছে তার চামড়া, ভয়ে আর উত্তেজনায় পা উঠতে না চাইলেও কিসের এক দুর্নিবার টানে সম্মোহিতের মতো সামনে এগিয়ে চলেছে সে। সরু গলির মাথা থেকে চওড়া একটা উঠনের মতো জায়গায় বেরিয়ে এলো, আন্দাজ করলো প্রাচীন মন্ডি নগরীর এখানটাতেই মানুষ বেচাকেনার হাট বসতো। লোহার শেকল পরা অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ধুঁকছে, কল্পনা করে শিউরে উঠলো সে। পরমুহূর্তে তিরস্কার করলো নিজেকে, অতীতের কথা ভেবে এভাবে কাতর হয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার, যেখানে যা দেখে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হলে সচেতন পাঠককে জানানোর জন্যে লিখে ফেলে। আজ আর মানুষ বেচাকেনা হয় না, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে....কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনমনে মাথা নাড়লো ভিকি কেমবারওয়েল। আজো এক দাসত্বের শৃঙ্খলে একটা জাতিকে বন্দী করতে উঠে-পড়ে লেগেছে বিশ্বশক্তি। ইথিওপিয়ার যেখানে সে যাচ্ছে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেখানে – অশুভ শক্তি দুর্বল মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। নির্যাতিত আদিবাসীদের কথা অবশ্যই লিখবে ভিকি।

খসখস একটা শব্দে সম্বিত ফিরলো তার, চোখ নামিয়ে তাকাতেই আতংকে পিছিয়ে এলো এক পা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁকড়া বিছে, সড়সড় করে তার পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটা ধরলো সে, ক্যাম্পের দিকে ফিরছে।

ভয়টা তখনো কাটে নি, কাজেই দেয়ালের গোড়ায় উজ্জ্বল আগুন জ্বলতে দেখে সোজা সেদিকেই এগোলো ভিকি, হাঁটু মুড়ে আগুনের পাশে বসার সময় তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো গ্যারেথ। হাত দুটো বাড়িয়ে আগুনের ওপর ধরলো ভিকি।

'এক্ষুণি তোমাকে খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম। একা কোথাও যাওয়া ঠিক না।'

'নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে,' সাথে সাথে জবাব দিলো ভিকি, গলার ঝাঁঝটুকুর সাথে আগেই পরিচয় ঘটেছে গ্যারেথের।

'আমি একমত,' নরম হাসি ফুটলো গ্যারেথের মুখে। 'মাঝে মধ্যে মনে হয়, কাজটায় অতিমাত্রায় দক্ষ তুমি।' পকেটে হাত ভরলো সে। 'আগুন জ্বালার জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম, জিনিসটা পেলাম।' পকেট থেকে বের করে ভাঙা একটা ধাতব চাকতি ধরলো ভিকির সামনে, আগুনের আলোয় চকচক করছে। চাকতির গায়ে একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে, দেহটা কুণ্ডলী পাকানো।

অস্বস্তি আর অকারণ রাগ কর্পুরের মতো উবে গেলো, উত্তেজনায় খাড়া হয়ে গেলো ভিকির শিরদাঁড়া। 'ওহ, গ্যারি!' প্রায় ছোঁ দিয়ে চাকতিটা তুলে নিলো সে। 'ওমা, কি সুন্দর! সোনা, তাই না?'

'সন্দেহ করছি,' মুচকি হেসে গ্যারেথ ভাবলো, উপহারের জন্যে সবাই ওরা লালায়িত। 'ওটা এক রাজকুমারীর ছিলো,' হালকা সুরে বললো সে। 'রাজকুমারীকে দিয়েছিল তার পাণিপ্রার্থী এক রাজকুমার। কাজেই আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে ওটা তোমাকে দিলে ব্যাপারটা বেশ মানানসই হবে, কি?'

'ওহ!' আনন্দের আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠলো ভিকি। 'আমার জন্যে!' আকস্মিক আবেগে ভেসে গেলো সে, গ্যারেথের কপালে চুমো খাওয়ার জন্যে ঝুঁকলো। কিন্তু থতমত খেয়ে গেলো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে গ্যারেথ, ভিকির ঠোঁট গ্যারেথের ঠোঁটের সাথে সেঁটে গেলো। কী যায় আসে– আর তাছাড়া ব্রেসলেটটা সত্যিই সুন্দর।

প্রিসিলার এঞ্জিন বনেটের ওপর বড়সড় স্কেল ম্যাপ খুলেছে জেক, পাশে গ্রেগোরিয়াস; ল্যাম্পের আলোয় মরুভূমির গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে। ম্যাপ থেকে হঠাৎ মুখ তুলেই আগুনের আভায় দুটো মূর্তিকে সরে এসে এক হ'তে দেখলো জেক। ঘাড়ের পিছনে উত্তপ্ত রক্ত যেনো ছলকে উঠলো, বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারলো হৃৎপিণ্ড। 'কফি বানাবে, গ্রেগোরিয়াস?' ঘড়ঘড় করে উঠলো ওর গলা।

'একটু পর, জেক!' প্রতিবাদের সুরে বললো গ্রেগোরিয়াস। 'স্যান্ড ডেজার্ট-টুকু ঠিক কোথায় পেরোবো আমরা সেটা আগে দেখাই আপনাকে....,' সামনের দিকে ঝুঁকে একা আঙুল রাখলো ম্যাপে, জানে না কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে আগুনের দিকে রওনা হয়ে গেছে জেক।

ভোরের ক্ষীণ আলো ইতস্তত করছে পুব দিগন্তে, ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিকি বুঝতে পারলো, বাতাস থেমে গেছে। রাতে যতক্ষণ জেগে ছিলো সে, সকরুণ বিলাপের মতো আওয়াজ শুনেছে, বাতাস নয়, যেনো বিধ্বস্ত নগরীর আনাচে-কানাচে ক্রীতদাসদের অতৃপ্ত আত্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গা থেকে চাদর সরাবার সময় চারদিকে চিকচিকে ধুলো-বালি উড়লো, কিচকিচ করে উঠলো দাঁত। উঠে ব'সে পুরুষ সঙ্গী তিনজনের দিকে তাকালো সে। চাদর ঢাকা তিনটে লম্বা বস্তার মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রয়েছে ওরা, একজন নাক ডাকছে। কে, বুঝতে পারলো না ভিকি। মাথায় হাত দিয়ে আঙুলের ডগায় বালি পেলো সে। কারো ঘুম ভাঙার আগে গোসলটা সেরে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

টয়লেট ব্যাগ, তোয়ালে আর আন্ডারঅয়্যার নিয়ে দেয়ালের ফাঁক গ'লে বেরিয়ে এলো ভিকি, বালিয়াড়ি টপকে নেমে এলো সৈকতে।

স্তব্ধ ভোর, লুকিয়ে থাকা সূর্যের আভায় বে-র পানি লালচে সাটিনের মতো মসৃণ। চারদিকে জমাট নিস্তব্ধতা, এই নিস্তব্ধতা শুধু মরুভূমিতেই আশা করা যায়–পশু বা

পাখি, বাতাস বা ঢেউ, মানুষ বা সরীসৃপ, কারো দ্বারাই বিঘ্নিত হচ্ছে না। বেঁচে থাকা বড় সুখের, শরীরে অদ্ভুত একটা ভালোলাগার অনুভূতি নিয়ে ভাবলো ভিকি কেমবারওয়েল। কালকের হতাশা আজ ওকে স্পর্শ করতে পারলো না।

এক এক করে কাপড় খুলে বিবস্ত্র হ'লো ভিকি, ভিজে বালির ওপর দিয়ে লম্বা সতর্ক পা ফেলে সাগরের দিকে এগুলো। পানিতে পা দিতেই হিম শীতল শিরশিরে ভাব কাঁপিয়ে দিলো শরীরটাকে, দু'হাত বাড়িয়ে সাগরকে আলিঙ্গন করার জন্যে ঝাঁপ দিলো সামনের দিকে।

আপনমনে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলো সে, গুণগুণ করে গান গাইছে।

সাগর থেকে যখন উঠলো ভিকি, দিগন্তের তরল মাথায় মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে সূর্য। আলোর ধরন এই অল্প সময়ের মধ্যে বদলে গেছে, ভোরের কোমলতাকে হটিয়ে দিয়ে কর্কশ উজ্জ্বলতা নিয়ে শুরু হ'তে যাচ্ছে আফ্রিকার কাঠফাটা দিন।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরা শেষ করলো ভিকি, পরিত্যক্ত আন্ডারঅয়্যারটা তোয়ালের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো, এক হাতে চিরুনি চালাচ্ছে মাথায়। ভাঙা দেয়ালের কাছে ফিরে এসে দেখলো আগুনের ধারে ব'সে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে জেক। ডিম, মাখন, রুটি, ফল–চারজনের জন্যে চারটে প্লেট সাজিয়েছে ও।

'ব্রেকফাস্টের জন্যে পাঁচ মিনিট বরাদ্ধ করা হয়েছে,' কফির জন্যে আগুনে পানি বসিয়ে বললো জেক। 'রোদ এড়াবার জন্যে একবার ভেবেছিলাম রাতে রওনা হবো, কিন্তু না–দুর্গম পথ, অন্ধকারে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' একটা প্লেট ভিকির দিকে বাড়িয়ে দিলো ও।

প্লেটটা নিয়ে জেকের সামনে একটা বাক্সের ওপর বসলো ভিকি, মাথা নিচু করে তৃপ্তির সাথে খেতে শুরু করলো। খানিক পর একবার মুখ তুললো গ্যারেথকে আসতে দেখে। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে গ্যারেথ, পোশাক দেখে কে বলবে মরুভূমিতে রয়েছে সে। ঘিয়ে রঙের ওপেন-নেক শার্ট পরেছে, দামী টুইডের ট্রাউজার, কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো জোড়া আয়নার মতো চকচক করছে পায়ে। আঙুলের ডগা দিয়ে সযত্নে সোনালি গোঁফ জোড়া সমান করলো সে, জেককে হো হো করে হেসে উঠতে দেখে উঁচু হ'লো একটা ভুরু।

'গলফ্ খেলতে চললে নাকি হে?' আওয়াজ থামলেও, হাসি থামে নি জেকের।

'দেখো জেক, ওল্ড চ্যাপ,' প্রথমে নিজের পোশাক, তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জেকের মলিন শার্ট আর ট্রাউজারের দিকে তাকালো গ্যারেথ, 'তুমি কে, সেটা তোমার পোশাকেই জানিয়ে দেয়। আফ্রিকায় আছি, শুধু এই কারণে নেংটি পরে জংলি সাজতে হবে নাকি?' তারপর তার নজর পড়লো গ্রেগোরিয়াসের দিকে, সাথে সাথে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চেহারা। 'নো অফেন্স, অফকোর্স। বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশীয় পোশাকে রীতিমতো রাজপুত্রের মতো লাগছে তোমাকে।'

খাবার প্লেট থেকে মুখ তুলে নড়েচড়ে বসলো গ্রেগোরিয়াস এারিয়াম, পড়নের আলখাল্লা টেনে-টুনে ঠিক করলো, তারপর সে-ও হাসলো। 'ইস্ট ইজ ইস্ট, অ্যান্ড ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট,' বললো সে।

'বুড়ো ওয়ার্ডসওয়ার্থ খাঁটি কথা লিখে গেছে,' সায় দিলো গ্যারেথ, চামচ দিয়ে নিজের পাতে বেড়ে নিতে লাগলো।

গায়ে–গতরে বোঝা নিয়ে কিম্ভুতকিমাকার চেহারা পেয়েছে কারগুলো, পরস্পরের ধুলো এড়ানোর জন্যে প্রতিটির মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান, উপকূলীয় বালিয়াড়ি টপকে বেরিয়ে এলো খাঁ খাঁ মরুতে। একটানা অবিরাম তীব্র বাতাস বইলেও, হু-হু করে বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, গাড়ির ভেতর দরদর করে ঘামছে ওরা।

কম্পাসে চোখ রেখে কলামের মুখ সামান্য দক্ষিণ দিকে তাক করেছে জেক, গ্রেগোরিয়াসের পরামর্শ না পেলেও তাই করতো ও। এই পথটা ধরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সল্প প্যানগুলোকে এড়ানো সম্ভব হবে। গ্রেগোরিয়াস ওকে জানিয়েছে, ভুল করে কেউ যদি ওদিকে গিয়ে পড়ে, অপেক্ষাকৃত ভালো পথে ফিরে আসতে তিন-চার দিন সময় লেগে যাবে।

প্রথম দু'ঘণ্টা মেশানো হলদেটে নরম মাটি তেমন গুরুতর কোনো সমস্যার সৃষ্টি করলো না, শুধু ভারি চাকা মাঝে মধ্যে ডেবে যাওয়ায় এগোনোর গতি ঘণ্টায় দশ মাইলের ওপরে তোলা গেলো না। লো গিয়ারে রয়েছে পুরনো এঞ্জিনগুলো, পরিশ্রমে ধুঁকছে।

তারপর ওরা শক্ত মাটিতে উঠে এলো, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। বহুযুগ ধ'রে বাতাস ওগুলোকে পালিশ করেছে, আকৃতির বদলে দিয়ে প্রায় প্রতিটি পাথরকে গোল করে তুলেছে, আকারে পেঁপের দানা থেকে শুরু করে রাজহাঁসের ডিম, সব ধরনেরই আছে। ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি, গতি আরো একটু কমলো। কালো পাথর থেকে অদৃশ্য তাপ ছিটকে উঠে এসে পুড়িয়ে দিলো ওদের চোখ মুখ। জেকের নির্দেশে প্রতিটি গাড়ির সবগুলো হ্যাচ আর এঞ্জিন লুভর খুলে রাখলো ওরা। প্রত্যেকে গায়ের কাপড় খুলে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে আছে, ভিকি কেমবারওয়েলও ব্যতিক্রম নয়। তবু প্রতিমুহূর্ত ঘামছে ওরা, লোমকূপ থেকে বেরুবার সাথে সাথে আবার তা শুকিয়েও যাচ্ছে। গাড়ির ইস্পাতে, যেখানে রোদ লাগছে, সাদা রং থাকা সত্ত্বেও, ছুঁলেই ফোসকা পড়ে যাবে চামড়ায়। মাথার ওপর উঠে আসছে সূর্য, সেই সাথে এঞ্জিনের তাপ আর গরম তেলের গন্ধে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে ব'সে থাকা অসহনীয় একটা শাস্তি হয়ে দাঁড়ালো।

দুপুরের ঘণ্টাখানের আগে প্রথম প্রতিবাদ জানালো প্রিসিলা দ্য পিগ, তার রেডিয়েটরের ভালব বিস্ফোরিত হলো, সশব্দে আকাশে নিক্ষিপ্ত হ'লো গরম বাষ্প। ম্যাগনিটো নিউট্রাল করে সাথে সাথে প্রিসিলাকে থামালো জেক। অর্ধনগ্ন, ঘামে চকচক করছে গা, টারিটের ওপর উঠে দাঁড়ালো ও, চোখে হাতের ছায়া ফেলে তাপ-তরঙ্গের ভেতর নৃত্যরত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকালো। অস্পষ্টতার ভেতর দিগন্তরেখার কোনো অস্তিত্ব নেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনের দৃশ্যও পরিষ্কার নয়। এমনকি পিছনের আর্মারড কারগুলোকেও চেনা কঠিন, দানবীয় আর অবাস্তব লাগলো চোখে।

গাড়িগুলো কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো জেক, তারপর সবাইকে ডেকে বললো, 'এঞ্জিন বন্ধ করো। এই অবস্থায় এগোনো সম্ভব নয়–এঞ্জিন অয়েল পানির

মতো পাতলা হয়ে যাচ্ছে, চালালে সবগুলো বেয়ারিং নষ্ট হবে। একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।'

কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়ি থেকে নেমে এলো ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে যে যার গাড়ির পাশে ছায়ায় পৌঁছুলো। দৌড়ে আসা কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সবাই। ওদের সবার সামনে দিয়ে হেঁটে এলো জেক, প্রত্যেকের হাতে একবার করে ধরিয়ে দিলো পাঁচ গ্যালন পানি ভর্তি ক্যানটা। যার যতোটুকু খুশি পানি খেয়ে নেতিয়ে পড়লো ওরা। সবশেষে পানি খেলো ভিকি, তার হাত থেকে গ্যালনটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখলো জেক, তারপর ঢলে পড়লো ভিকির পাশে চাদরের ওপর। 'এই গরমে আমার গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে হলে মারা পড়বো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললোও। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ভিকি, চেহারায় বিরূপ কোনো ভাব ফুটলো না, আধ খোলা ব্লাউজের আরো একটা বোতাম লাগালো। পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো জেক। সেটা নিয়ে ঘাড় আর মুখ মুছলো ভিকি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। 'এই গরমে শুতে পারবো না,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'আমাকে খানিকটা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো, জেক।'

'শোনো মেয়ের কথা!' জেকের হাসিতে কোনো শব্দ নেই,' কিন্তু ভিকির হাসি ঠিকই শুনতে পাওয়া গেলো।

'বললাম, বড় বেশি গরম। এসো গল্প করি।'

'কী নিয়ে?'

'তোমাকে নিয়ে। নিজের কথা বলো–টেক্সাসের কোন্ এলাকা থেকে আসছো তুমি?'

'বলতে পারো, সবখান থেকে। প্রায় সব জায়গায়ই কাজ করতো বাবা।'

'কী করতেন উনি?'

'ক্যাটল ব্যবসা। রোডিও।'

'ভালোই তো।'

কাঁধ ঝাঁকায় জেক। 'আমার অবশ্য ঘোড়ার চেয়ে এঞ্জিন ভালো লাগে।'

'তারপর?'

'যুদ্ধ এসে গেলো, ট্যাঙ্ক চালানোর জন্যে মেকানিকের প্রয়োজন হ'লো সেনাবাহিনীর।'

'বেশ তো। দেশে ফিরে গেলে না কেনো যুদ্ধ শেষে?'

'বাবা মারা গেলেন– একটা ষাঁড়ের গুঁতোই কাল হ'লো। পুরোনো স্যাডল আর ব্ল্যাঙ্কেটটা ফেরত আনার কোনো মানে হয় না ব'লে ফিরে যাই নি।'

বেশ কিছুসময় নীরব রইলো ওরা দুজন। তাপ-তরঙ্গ এঁকে-বেঁকে আকাশপানে উড়ে যাচ্ছে।

'তোমার স্বপ্নের কথা বলো, জেক,' ম্লান হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালো ভিকি কেমবারওয়েল।

'স্বপ্ন?'

'সবারই একটা স্বপ্ন থাকে, তোমারটা কী?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জেক বললো, 'স্বপ্ন আমার একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা আমার নিজস্ব ক্ষেত্রের। একটা এঞ্জিন– বারটন এঞ্জিন, পুরো ব্যাপারটা মাথায় আছে।' নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বললো জেক। 'কেবল টাকার প্রয়োজন। দশ বছর ধ'রে রোজগারের চেষ্টা করছি। দু'বার তো জোগাড় করেই ফেলেছিলাম।'

'এই ট্রিপের পর তো তোমার হাতে সেই টাকা থাকবে,' ভিকি বলে।

'হ'তে পারে, আবার নাও হ'তে পারে– কে জানে। অনেকবার ভেবেছি, এই তো টাকা হাতে এসেই গেলো; হয় নি।'

'ঠিক আছে। এঞ্জিনটা সম্পর্কে বলো আমাকে।' বললো ভিকি, দশ মিনিট ধ'রে একাগ্র আলাপে মগ্ন হয়ে পড়ে ওরা।

একটা নতুন নকশা, হালকা, ইকোনমিক্যাল নকশা। 'যে কোনো কিছু চলবে এটা দিয়ে, পানির পাম্প, স' মিল, মোটর সাইকেল– সবকিছু।' সাগ্রহে বলতে থাকে জেক। 'কেবল একটা ছোট্ট ওয়র্কশপ পেলে শুরু করতে পারি আমি। ভেবেছি, ফোর্ট ওর্থ-এর ওইদিকটায়–' থেমে প'ড়ে ভিকির দিকে তাকায় সে। 'সরি, বেশি বকবক করে ফেলছি।'

'না, শুনতে তো ভালোই লাগলো। তোমার আশা পূরণ হোক।'

'ধন্যবাদ, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো। তোমার স্বপ্ন।'

হালকা সুরে হেসে উঠলো ভিকি।

'না, আমি শুনতে চাই,' জেদ ধরলো জেক।

'একটা বই। উপন্যাস, জেক। সেই জ্ঞান হবার পর থেকে ওটা নিয়ে ভাবছি আমি। মনে মনে অন্তত একশোবার লিখে ফেলেছি, এখন শুধু সময় করে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হয়ে যায়...,' হঠাৎ থেমে আবার হেসে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েল। '...তাছাড়া, অবশ্যই, ছেলেমেয়ে আর ঘর-সংসারের স্বপ্নও দেখি আমি। এই অল্প বয়েসে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়েছি আমি, বারবার–অথচ ফেরার কোনো জায়গা নেই আমার, আমার নিজের আপনজন বলতে কেউ নেই।'

'তোমার স্বপ্নটা সুন্দর, আমারটার চেয়ে ভালো,' বললো জেক।

ওদের কথা আর হাসি অস্পষ্টভাবে হলেও, শুনতে পাচ্ছে গ্যারেথ সোয়েলস্। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একবার খানিকটা মাথাও তুললো। কালো পাথরের ওপর দিয়ে বারো-তেরো গজ দূরত্ব, গুরুত্বের সাথে ভাবলো যাবে কিনা। কিন্তু অসহ্য গরম লাগায় ইচ্ছেটা জোরালো হ'তে পারলো না, ভাবলো থাক ওরা শুয়ে। চাদরে আবার ঢলে পড়লো সে, পেপারওয়েট সাইজের একা পাথর গুঁতো মারলো কিডনিতে, নিঃশব্দে অভিশাপ দিলো ও।

বিকেল পাঁচটার দিকে জেক সিদ্ধান্ত নিলো আবার চালু করা যায় এঞ্জিন। ক্যান থেকে ফুয়েল ভরা হ'লো ট্যাংকগুলোয়, আবার কলামের আকৃতি নিয়ে রওনা হ'লো চারটে আর্মারড কার। গতি খুব মন্থর, হেঁটেও এরচেয়ে দ্রুত এগোনো যায়। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গাড়ি, অবস্থা কাহিল হ'লো ড্রাইভারদের।

দু'ঘণ্টা পর হঠাৎ করেই কালো পাথরের এলাকা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সামনে লাল বালি ঢাকা নিচু পাহাড়, একটার পর একটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্পীড বাড়ালো জেক, অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে ছুটলো কলামটা। দিগন্তের কাছে ধুলোভরা আকাশে বিদায়ী সূর্য যেনো আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, দেখতে দেখতে আগুন রঙ বদলাতে শুরু করলো–কোথাও হালকা লাল, কোথাও গোলাপি, কোথাও টকটকে রক্তবর্ণ, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিলো অর্ধেক আকাশ। থমকে গেছে মরু-বাতাস, সারাদিনের তাপের স্মৃতি নিয়ে স্থির আর ভারি হয়ে আছে পরিবেশ। প্রতিটি গাড়ি পিছনে ঘন আর লম্বা ছায়া ফেলছে, ছায়ার ওপর পাক খেতে খেতে মাথাচাড়া দিচ্ছে লাল ধুলোর মেঘ।

রাত নেমে এলো হঠাৎ করে, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করলো ওদেরকে। আগেই হিসাব করেছে জেক, সারা দিনে ওরা বিশ মাইলও এগোতে পারে নি। চাকার নিচে মাটি বা বালি অনুকূল, এঞ্জিনের গোঙানি অনেক কমে গেছে, গাড়ির ভেতর এখন আর গরমে সেদ্ধ হচ্ছে না ড্রাইভাররা–কাজেই থামার কোনো ইচ্ছে নেই ওর। আকাশে মুখ তুলে কালপুরুষের ওপর দৃষ্টি রাখলো ও, কম্পাসের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করলো, হেডলাইটের সুইচ অন করে পিছনে তাকালো বাকি সবাই দৃষ্টান্তটা অনুকরণ করছে কিনা দেখার জন্যে। প্রিসিলার সামনে একশো গজ লম্বা উজ্জ্বল আলোর একটা পথ তৈরি হলো, এতে করে ঘন কাঁটাঝোপ আর মরু খরগোশগুলোকে এড়ানোর সময় পাবে জেক। ধূসর রঙা খরগোশগুলোর চোখ হীরের মতো জ্বলজ্বলে। হেডলাইটের আলো ওগুলোকে সম্মোহিত বা অবশ করে ফেলে, আলোর পথ থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে সরতে পারে না।

খানিক পর পানাহারের জন্যে থামার কথা ভাবলো জেক, পরে আবার রাত গভীর হবার আগেই রওনা হওয়া যাবে। এই সময় লাল বালি ঢাকা শেষ পাহাড়টা টপকে এলো গাড়ি, হেডলাইটের আলোয় সমতল সাদা বালির মসৃণ চকচকে বিস্তৃতি দেখতে পেলো জেক। রওনা হবার পর এই প্রথম টপ গিয়ার দিলো ও, ব্যগ্রতার সাথে সামনের দিকে লাফ দিয়ে ছুটলো প্রিসিলা–একশো গজের মতো–তারপরই সল্ট প্যানের শক্ত মোটা ছাল ধ'রে গেলো, পেট পর্যন্ত ডেবে গেলো প্রিসিলার ভারি চেসিস। গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় সামনের দিকে ছিটকে পড়লো জেক, ইস্পাতের মুখোশের ভেতর থেঁতলে গেলো কপালের চামড়া, ব্যথা পেলো কাঁধের হাড়ে।

থ্রটল বন্ধ করে এঞ্জিনের গর্জন থামালো জেক, টারিট থেকে বেরিয়ে এসে থামার সংকেত দিলে পিছনের গাড়িগুলোকে। সাবধানে গাড়ির পাশে নামলো ও, কী ধরনের গাড্ডায় পড়েছে বোঝার চেষ্টা করলো, এই সময় তুষার ধবল প্যানের ওপর দিয়ে হেঁটে এলো গ্যারেথ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করলো ওরা।

'বাজে কোনো কথা ব'লে দেখুক।' মনে মনে বললো জেক। রাগ আর হতাশায় কাঁপছে ও, পাকানো মুঠো হাতুড়ির মতো শক্ত।

'চুরুট?' জেকের সামনে বাক্সটা খুলে ধরলো গ্যারেথ।

রাগের মাত্রা সামান্য কমলো।

'ক্যাম্প করার জন্যে জায়গাটা কিন্তু মন্দ না, তাই না?' ব'লে চললো গ্যারেথ। 'সকালে দেখবো কীভাবে তোলা যায় ওটাকে।' জেকের কাঁধে মৃদু চাপড় দিলো সে। 'এসো, তোমাকে বিয়ার খাওয়াবো।'

'আমি অপেক্ষা করছিলাম, তুমি অন্য কিছু বললে এক হাত হয়ে যেতো,' বললো জেক, ঠোঁট মেলে হাসলো, মাথা নাড়লো–ওর তুঙ্গে ওঠা মেজাজ গ্যারেথ আগেই বুঝতে পারায় বিস্মিত হয়েছে।

'ভেবেছো বুঝি নি?' পাল্টা হাসি উপহার দিলো গ্যারেথ সোয়েলস্।

মাঝরাতের পরপই ঘুম ভেঙে গেলো ভিকি কেমবারওয়েলের, নিশীথের অসাড় নিশ্চল গভীর নিস্তব্ধতা ভয় পাইয়ে দিলো ওকে, কাঁটা দিয়ে উঠলো গায়ে, দ্বিতীয়বার চোখ মেলতে পারলো না। তারপর অস্পষ্ট আওয়াজটা শুনতে পেলো ও। কার যেনো নাক ডাকছে। পরিচিত আওয়াজ, কিন্তু তিনজনের মধ্যে কার, তা এখনো জানার সুযোগ হয় নি। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু অনেক সময় এ-ধরনের ছোটো খাটো ব্যাপারও একটা মেয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে–ভেবে দেখো, বাকিটা জীবন পাশে করাতকল নিয়ে ঘুমাতে কেমন লাগবে তোমার।

তবে ঘুমটা নাক ডাকার আওয়াজে ভাঙে নি। কারণটা হয়তো ঠাণ্ডা। মরুভূমির বৈশিষ্ট্যই তো এই, দিনে আগুন, রাতে বরফ। চাদরটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলো ভিকি। পরমুহূর্তে ঝট্ করে সটান ব'সে পড়লো–শিরদাঁড়া খাড়া, চোখ বিস্ফারিত, প্রতিটি পেশি আড়ষ্ট।

অলৌকিক, অবাস্তব একটা আওয়াজ; জীবনে কখনো শোনে নি ভিকি। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড শোনা গেলো, অসম্ভব ভরাট, প্রতিমুহূর্তে আরো ভারি হ'তে হ'তে গোটা দুনিয়া যেনো কাঁপিয়ে দিতে লাগলো। আতংকের শ্লথগতি হিমশীতল স্পর্শ ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। চিৎকার করতে চাইলো ভিকি, লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা পুরুষ সঙ্গীদের দিকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো। নড়লে বা চিৎকার দিলে ওর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে ভেবে অনড় ব'সে থাকলো সে, সমগ্র অস্তিত্ব সজাগ হয়ে অপেক্ষা করছে আবার কখন শোনা যাবে গর্জনটা।

'ভয় পাবার কিছু নেই, মিস কেমবারওয়েল।' শান্ত গলা শুনে চমকে উঠলো ভিকি। 'কয়েক মাইল দূরে ওটা।' ঘাড় ফিরিয়ে ইথিওপিয়ান যুবক গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামকে দেখতে পেলো সে, এখনো চাদরের তলায় রয়েছে, বাইরে শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'মাই গড, গ্রেগ–কী ওটা, কিসের আওয়াজ?

'সিংহ, মিস কেমবারওয়েল,' ব্যাখ্যা করলো গ্রেগোরিয়াস, গলার সুরেই বোঝা গেলো অতি পরিচিত আওয়াজটা ভিকি চিনতে না পারায় অবাক হয়েছে সে।

'আমার গোত্রের মুরব্বিরা বলে, এমনকি সাহসী একজন লোকও সিংহকে তিনবার ভয় পায়–প্রথমবার যখন সে ওটার গর্জন শোনে।'

'বিশ্বাস করলাম,' ফিসফিস করে বললো ভিকি। 'সত্যি বিশ্বাস করি।' চাদর তুলে উঠে দাঁড়ালো সে, সাবধানে হেঁটে এলো জেক আর গ্যারেথ যেখানে শুয়ে আছে।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে ওরা। দু'জনের মাঝখানে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় চাদর বিছালো সে, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো। মনে খানিকটা সাহস ফিরে এসেছে, সিংহটা এখন শিকার বাছার সুযোগ পাবে, হামলা করার জন্যে একা শুধু তাকেই দেখতে পাবে না। কিন্তু তবু তার ঘুম এলো না।

ঘুমাতে যাবার আগে গভীর আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সিদ্ধান্ত নিলো কাউন্ট, কেউ আর তাকে ধ'রে রাখতে পারবে না, সকাল হওয়ামাত্র ওয়েলস অব চান্ডি অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে সে।

কিন্তু ভোর হবার খানিক আগেই ঘুম ভেঙে গেলো কাউন্টের, উপলব্ধি করলো কাল রাতে ডিনারের সময় যে কি চ্যানটি (ইতালিয়ান মদ) গলাধঃকরণ করেছিল সেটা সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো পেটের ভেতর দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে। সাধারণ কোনো মানুষ সমস্যাটার সমাধান পাবার জন্যে নিঃশব্দে বিছানা ত্যাগ করতো, কিন্তু কাউন্ট যেকোনো তুচ্ছ কাজেও জাঁকজমক পছন্দ করে, তাছাড়া সব কাজে তার নিজস্ব স্টাইলের ছোঁয়াও না থেকে পারে না।

পেটের ব্যথায় একবার বিছানার ওপর উঠে বসলেও, করণীয় স্থির করার পর আবার শুয়ে পড়লো সে, তারপর বাঘের মতো একটা হুংকার ছাড়লো। সাথে সাথে ক্যাম্পের চারদিকে ছুটোছুটি প'ড়ে গেলো। কয়েক সেকেন্ডের মদ্যে ল্যাম্প হাতে তাঁবুতে ঢুকলো জিনো, কোমরের কাছে এক হাতে ধ'রে আছে ট্রাউজার, লার চোখ ঘুমে এখনো ঢুলুঢুলু। তার পিছু পিছু ঢুকলো কাউন্টের ব্যক্তিগত ভৃত্যরা, প্রত্যেকের হাতে ল্যাম্প, অপর হাত দিয়ে সবাই চোখ রগড়াচ্ছে।

শারীরিক অস্বস্তির কথা ব্যক্ত করলো কাউন্ট, নিবেদিত প্রাণ দলটা তার বিছানার চারদিকে জড়ো হয়ে উৎকণ্ঠা আর সহানুভূতি প্রকাশ করলো। জিনো মহাশয়কে দু'হাত দিয়ে তুলে নিলো বুকে, যেনো সে একটা অথর্ব। মেঝেতে নামানো হলেও, কয়েক জোড়া হাত দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করলো তাকে, এই সুযোগে নীল চাইনীজ সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরানো হলো। একজন ভৃত্য স্লিপার নিয়ে এসে কাউন্টের পায়ে গলাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কাউন্ট তাকে লাথি মেলে ফেলে দিলো, সোনালি ছাড়া অন্য কোনো রঙের স্লিপার সে পরবে না। ইতিমধ্যে তার ব্যক্তিগত গার্ডদের লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলেছে জিনো, তাঁবুর বাইরে সশস্ত্র অবস্থায় তৈরি হয়ে আছে তারা।

তাঁবু থেকে বের হ'লো কাউন্ট, সাথে সাথে ছোট্ট মিছিলটা ল্যাট্রিনের দিকে রওনা হলো, কাউন্টের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে ওটা।

ল্যাট্রিনের ভেতর প্রথম ঢুকলো জিনো; সাপ, ব্যাঙ, বিছে, আরশোলা বা টিকটিক আছে কিনা দেখার জন্যে। তারপর ঢুকলো একজন গার্ড, গুপ্তঘাতকের সন্ধানে। সে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলো, ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার ভেতরে ঢুকলো কাউন্ট। তার এসকর্ট টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো বাইরে, সবাই শ্রদ্ধা এবং গভীর

মানোযোগের সাথে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ছোটোখাটো কিন্তু ঘন ঘন অবিরাম বিস্ফোরণের শব্দগুলো শুনতে লাগলো। তারপর শোনা গেলো দুনিয়া কাঁপানো, আকাশ ফাটানো একটা পুরুষ সিংহের গর্জন।

ল্যাট্রিন থেকে বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো কাউন্ট, ল্যাম্পের আলোয় সাদা ধবধব করছে তার চেহারা। 'মিষ্টি ও দয়াবর্তী ঈশ্বরের মা!' প্রায় কেঁদে ফেললো সে। 'কী ওটা?'

জবাব দেয়া তো দূরের কথা, কেউ তার প্রশ্নটাকে গুরুত্বই দিলো না। সশস্ত্র গার্ডদের নাগাল পাবার জন্যে রীতিমতো দৌড় দিতে হ'লো কাউন্টকে, ইতিমধ্যে ক্যাম্পের সীমানায় ফিরে গেছে তারা।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে নিরাপদ বোধ করলো কাউন্ট। প্রাণদণ্ডের হুমকি দেয়ায় স্টাফরাও সবাই আবার তার তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। ধীরে ধীরে কাউন্টের পালস রেট স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এলো, মেজর লুইগি তাকে অভয় দিয়ে জানালো, অপ্রত্যাশিত গর্জনের কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পাঠানো ইরিত্রীয় গাইড ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টটা প্রকাশ পাবার সাথে সাথে মহা হৈচৈ এবং আতংক ছড়িয়ে পড়লো গোটা ক্যাম্পে।

'সিংহ?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলো কাউন্ট, তারপর আবার বললো, 'সিংহ?' অজানা ভয় দূর হয়েছে, তার একটা কারণ ইতিমধ্যে ফর্সা হ'তে শুরু করছে পুবের আকাশ। শিকারীসুলভ উত্তেজনার চকচক করে উঠলো কাউন্টের চোখ, ফুলে উঠলো বুক।

'রিপোর্টে আন্দাজ করা হয়েছে, মাই কাউন্ট, মরুভূমিতে আপনার ফেলে আসা হরিণটাকে খাবে ব'লে রওনা হয়েছে পশুরাজ,' ইরিত্রীয় গাইডের বক্তব্য ভাষান্তর করে শোনাচ্ছে মেজর। 'রক্তের গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

'জিনো!' আদেশ করলো কাউন্ট, 'ম্যানলিকার-টা আনো। ড্রাইভারকে বলো এই মুহূর্তে রোলস রয়েস নিয়ে আমার তাঁবুর সামনে চলে আসুক। আমি শিকারে বেরুবো।'

'মাই কর্নেল,' প্রতিবাদ জানালো মেজর। 'থার্ড ব্যাটালিয়ান, আপনারই নির্দেশে, সকালে মার্চ করার কথা।'

'নির্দেশ বাতিল করা হলো!' খেঁকিয়ে উঠলো কাউন্ট, এরইমধ্যে সে কল্পায় দেখতে পাচ্ছে সিংহের চামড়াটা তার লাইব্রেরির আলিশান ডেস্কে বিছানো রয়েছে। হঠাৎ করে হরিণ শিকারের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেলো তার। 'মেজর,' হুকুম করলো সে, 'আমি চাই বিশজন সশস্ত্র লোক আমার সঙ্গী হবে। ওদের বাহন হিসেবে একটা ট্রাক দাও। প্রত্যেকের সাথে থাকবে একশো রাউন্ড করে অ্যামুনিশন।' না, বোকার মতো কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয় সে।

এখন তার পূর্ণ যৌবন, বয়স ছয়, মরুভূমিতে বেড়ে ওঠায় জংলী সিংহের চেয়ে আকারে সে অনেক বড়। দাঁড়ানো অবস্থায় কাঁধের কাছে তিন ফুট উঁচু, ওজন চারশো পাউন্ডের কিছু বেশি হবে। ঢলে পড়া সূর্যের তির্যক রশ্মি তার চামড়ার পিচ্ছিল

লালচে গেরুয়া রঙ উজ্জ্বল করে তুলেছে, কেশরটাকে পরিণত করেছে স্বর্ণবলয়ে। ঘন আর দীর্ঘ কেশর, চওড়া সমতল মাথাটাকে ফ্রেমে আটকেছে, কাঁধ ছাড়িয়ে আরো অনেক পিছনে তার বিস্তার, বুক আর পেট থেকে এতো বেশি ঝুলে আছে যে মাটি প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

আড়ষ্টভঙ্গিতে হাঁটছে সে, মাথাটা খুব নিচু করা, কষ্টসাধ্য প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে একদিক থেকে আরেকদিকে দুলছে সেটা। চাপা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে, মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষতস্থানের ওপর নীল মেঘের আকৃতি নিয়ে উড়তে থাকা মাছিদের গুঁতো মারার চেষ্টা করছে মাথা দিয়ে। মাছি তাড়াবার পর ছোট্ট গাঢ় রঙের ফুটোটা চাটছে সে, অনবরত পানির মতো স্বচ্ছ রক্ত বেরুচ্ছে ওটা থেকে। বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসছে ফ্যাকাসে লাল জিভ, ঘোড়ার চামড়ার মতো কর্কশ, ঘন ঘন ঘষা খাচ্ছে নরম ক্ষতের গায়ে, ক্ষতের চারদিকে কামানো একটা ভাব এনে দিয়েছে।

ছুটে পালানোর জন্যে ঘুরতে, শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে নাইন পয়েন্ট থ্রি ম্যানলিকার বুলেট জখম করে তাকে। শেষ পাঁজরের দু'ইঞ্চি পিছন থেকে শরীরের ভেতর ঢুকেছে বুলেটটা, নয় টন ওজনের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে পশুরাজ, ম্লান ধুলোর মেঘ তুলে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটের মাথায় রয়েছে নরম সীসা, পেটের ভেতরটা ছিন্নভিন্ন করার সময় চ্যাপ্টা হয়ে আকারে বেড়ে যায় ওটা, নাড়িভূঁড়ি চিরে দেয়, ছিঁড়ে ফেলে বড় চারটে শিরা। কিডনির পাশ ঘেঁষে গেছে বুলেটটা, দুটোকেই মারাত্মকভাবে জখম করেছে, তাই থেমে দাঁড়িয়ে যতোবারই রক্ত মেশানো প্রস্রাব করার জন্যে পিঠ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে নিচু হলো, বিরতিহীন ড্রাম পেটানোর গুরগুর গর্জন বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে। সবশেষে পেলভিক বেষ্টনী ভেদ করেছে বুলেট, হাড়ের ঘায়ে ধাক্কা থেকে রুদ্ধ হয়েছে ওটার গতি।

সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে, কয়েকটা গড়ান দেয়ার পর, উঠে দাঁড়ায় পশুরাজ। নিচু হয়ে ছুটতে শুরু করে সে, সবচেয়ে খাটো ঝোপটাকে পাশ কাটানোর সময়ও তার পিঠ আর কাঁধ পাতা বা ডালের ওপরে ওঠে নি। যদিও আরো প্রায় দশ বারোটা বুলেট তার দিকে ছুটে এসে আশপাশে দুলো উড়িয়েছে, একটা তো এতো কাছে এসে পড়ে যে তার চোখ বালিতে ভরে যায়, তবে একটাও আর ছুঁতে পারে নি তাকে।

দলে ছিলো সাতটা সিংহ। দ্বিতীয় পুরুষটার কেশর ছিলো আরো ঘন আর গাঢ় রঙের, ওজনও ছিলো অনেক বেশি। গর্ভবতী যুবতী ছিলো দুটো। বাকি তিনটে শিশু।

ঝাঁক ঝাঁক গুলি বৃষ্টির ফাঁক গ'লে এই পূর্ণ বয়স্ক সিংহটাই শুধু বেঁচে গেছে। ছুটছে সে, প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তার পেটের ভেতর থকথকে রক্ত একদিক থেকে আরেক দিকে গড়াচ্ছে, এখনো পুরোপুরি জমাট বাঁধে নি। সারা শরীরে অবসাদ, প্রতি মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, শুধু অসহ্য পিপাসা থাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অ্যাওয়াস নদীর কিনারা এখনো বারো মাইল দূরে।

ভোরে দেখা গেলো প্রিসিলার চারটে চাকাই সল্ট প্যানের পাটকে ডুবে গেছে। খালি গায়ে অবিরাম কোদাল চালালো জেক, ওকে সাহায্য করলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। এমনকি কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ ফুলবাবু গ্যারেথ সোয়েলস্‌ও নিজ উদ্যোগে কখনো কোদাল দিয়ে পাঁক সরালো, কখনো কাঁটাঝোপের মোটা ডাল কেটে এসে জড়ো করলো এক জায়গায়।

মনোযোগের অভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, ফলে নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে কাজ করছে জেক, জানে কমপক্ষে পুরো একটা দিন পিছিয়ে পড়লো ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অসহ্য গরম ওর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, এই অজুহাত মেনে নিতে না পারায় রাগটা আত্মপীড়নের সমতুল্য হয়ে উঠেছে। গ্রেগোরিয়াস তো আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছিল।

সূর্য ওঠার আগে এক ঘণ্টা কাজ করলো ও, পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তারপর আরো দু'ঘণ্টা, রোদ আর গরম অসহ্য হয়ে ওঠার পরও কাজ শেষ না করে থামলো না।

প্রথমে চার চাকার আশপাশ থেকে পাঁক সরানো হলো। এরপর গাড়ির এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের নিচে সমতল পাথর আর মোটা ডাল ফেলে শক্ত একটা ভিত রচনা করলো জেক। ধুলো কাদায় শুয়ে গাড়ির বেস-এ ফিট করা হ'লো জ্যাক-টা। ধীরে ধীরে গাড়ির সামনের দিকটা উঁচু করে তোলা হলো। জ্যাকের হাতল পালা করে ঘোরাচ্ছে জেক আর গ্যারেথ।

সামনের চাকা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঁচু হলো, গ্রেগোরিয়াস আর ভিকি চার হাতে ওগুলোর তলায় ডালপালা ভরলো। কঠিন পরিশ্রমের কাজ, পুনরাবৃত্তি করা হ'লো পিছনের চাকাতেও।

'এবার?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। 'পিছন দিকে চালাবে?'

'চাকা একবার ঘুরলেই সমস্ত ডালপালা উড়ে যাবে,' বিড়বিড় করে বললো জেক, পাকিয়ে গোল করা শার্ট দিয়ে ঘাম মুছলো বুকের। গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে ভারি অস্বস্তি বোধ করলো ও, রোদের ভেতর একটানা পাঁচ ঘণ্টা গাধার খাটনি খেটেছে সে, ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েছে, মাটিতে কাত হয়ে থেকে হাতল ঘুরিয়েছে জ্যাকের, অথচ লোকটা প্রায় ঘামে নি বললেই চলে, তার কাপড়ে কোথাও কোনো গাদ নেই–ঈর্ষাবোধ করার আরো একটা বড় কারণ, তার চুল এমন সুন্দরভাবে সাজানো যেনো এইমাত্র চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হয়েছে।

জেকের পরামর্শ মতো আরো কিছু ডালপালা কেটে আনা হলো, সেগুলো সল্ট প্যানের কিনারায়, শক্ত আবরণের ওপর ফেললো ওরা। নিতম্বিনীকে চালিয়ে সল্ট প্যানের ধারে নিয়ে এলো ভিকি, তিনটে মোটা ম্যানিলা লাইন-এর কয়েল দিয়ে দুটো গাড়িতে পরস্পরের সাথে বাঁধা হলো। প্রিসিলার টারিটে উঠে গেলো গ্যারেথ, হুইলের দায়িত্ব নিলো সে। গ্রেগোরিয়াস আর জেক দুটো মোটা ডাল নিয়ে নিচে থাকলো, দরকার হলে চাকা তোলার কাজে ব্যবহার করবে ওগুলো।

'প্রার্থনা ইত্যাদির অভ্যাস আছে, গ্যারেথ?' হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো জেক।

'ওল্ড চ্যাপ, আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না?' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিলো গ্যারেথ। 'আমি কর্ম, কৌশল আর আভিজাত্যে বিশ্বাসী।'

'তাহলে বরং চুপ থাকো,' মুখ ভেঙচালো জেক, দেখলো রঙ্গিলার হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো ভিকির সোনালি মাথা। আগেই এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে ভিকি, শব্দটা বাড়লো এবার, পিছনের দিকে এগোলো গাড়ি, টান টান হ'লো লাইনগুলো।

ধীরে ধীরে প্রিসিলাকে টানছে রঙ্গিলা, ডালপালার শক্ত ভিতের ওপর দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পিছু হটছে। অবশেষে শক্ত মাটিতে উঠে এলো চাকা। স্বস্তি আর বিজয়ের আনন্দে পাগলের মতো হেসে উঠলো ওরা।

লুকিয়ে রাখা একটা বাক্স থেকে চার বোতল বিয়ার বের করলো জেক। বোতলের ভেতর বিয়ার এতোই গরম হয়ে আছে যে ছিপি খোলার সাথে সাথে হুস করে অর্ধেকের বেশি বুদবুদ হয়ে উপচে পড়লো, এক ঢোকের বেশি জুটলো না কারো কপালে।

'সন্ধ্যের আগে আমরা অ্যাওয়াস নদীতে পৌঁছুতে পারবো?'

জেকের প্রশ্ন শুনে সূর্যের অবস্থান দেখে নিলো গ্রেগোরিয়াস। 'আর যদি সময় নষ্ট না করি।'

সল্ট প্যান এড়াবার জন্যে নতুন দিক নির্ণয় করা হলো। কলামের আকৃতি নিয়ে আবার রওনা হ'লো গাড়িগুলো। বিকেলের মাঝা-মাঝি সময় বালিসর্বস্ব মরুতে পৌঁছুলো ওরা, টাওয়ারের মতো উঁচু বালিয়াড়িগুলো নিচের গভীর গহ্বরে লোভনীয় গাঢ় ছায়া ফেলেছে। বালির রঙ কোথাও গভীর লালচে, কোথাও প্রায় বেগুনি, আবার কোথাও হালকা বাদামী ও সাদা, আর বালি এতো মিহি ও নরম যে প্রতিটি বালিয়াড়ির চূড়া থেকে ধোঁয়ার মতো উড়ছে বাতাসে।

গ্রেগোরিয়াসের দিক নির্দেশনায় উত্তর দিকে ঘুরে গেলো কলামের নাক, আধ ঘণ্টার মধ্যে নাগাল পাওয়া গেলো আয়রনস্টোনের দীর্ঘ বিস্তৃতি, বালিময় মরুকে দ্বিখণ্ডিত করে সরু একটা বাঁধের মতো এগিয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা পাথুরে বাঁধের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো কলামটা, দু'পাশে ক্রমশ আরো উঁচু হয়ে উঠলো বালিয়াড়িগুলো।

ইথিওপিয়ান নিম্নভূমির শুকনো সমতল ঘাস-ঢাকা প্রান্তরে এমন হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো ওরা, বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খাওয়ার মতো অনুভূতি হ'লো ওদের। অবশেষে মূল মরু পিছিয়ে পড়লো-সামনের ধু-ধু প্রান্তরে গাছ না থাকলেও উঁচু ঝোপ রয়েছে প্রচুর। গোটা প্রান্তর শুকনো ঘাসে মোড়া, যদিও ঘাসের রঙ পুড়ে গেছে রোদে, দেখতে হয়েছে অনেকটা ফ্যাকাসে সাদা বা রূপোর মতো। সবচেয়ে যেটা খুশি করলো ওদের, ঘন ঘন হাতছানি দিতে ডাকছে দূর দিগন্তের কাছ থেকে গাঢ় নীল পাহাড়শ্রেণী।

নিচু ঘাস, নরম; মহানন্দে ছুটলো চার লৌহমানবী। সামনের পিঁপড়ের গর্ত বা উঁইঢিবি পড়লে মাঝে মধ্যে ঝাঁকি খেলো, তবে গুরুত্বর কোনো সমস্যা হ'লো না। দিন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যাত্রাবিরতি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে জেক, এই সময় ওদের সামনের খোলা প্রান্তর ভোজবাজির মতো ফাঁক হয়ে গেলো। পঞ্চাশ ফুট নিচে

অ্যাওয়াস নদীর খাদ দেখতে পেলো ওরা, কিনারা থেকে বুকে বড় বড় বোল্ডার নিয়ে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ঢাল। ঠিক নদী নয়, বলা চলে নালা–গাড়ি থেকে নেমে সবাই ওরা নালার ঠোঁটের কাছে ভিড় কমালো, সবারই হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'ওই ইথিওপিয়া, দুশো গজ সামনে। দেশের মাটিতে শেষবার দাঁড়িয়েছি আমি দু'বছর আগে,' বিড়বিড় করে বললো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, দিনের শেষ আলোয় চকমক করে উঠলো তার বড়বড় চোখ। আদ্দিস আবাবার কাছাকাছি উঁচু একটা উৎস থেকে রওনা হয়ে খাদের ভেতর দিয়ে নিম্নভূমির দিকে চলে এসেছে অ্যাওয়াস নদী। গ্রেগোরিয়াস আরো জানালো, ভাটির দিকে খানিকদূর গেলে দেখা যাবে নিচু জলাভূমিতে হারিয়ে গেছে নদীটা। এই মুহূর্তে এখনো ওরা ফ্রেঞ্চ প্রজাতন্ত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে ইতালিয় ইরিত্রিয়া।

'ওয়েলস অব চান্ডি আর কতোদূর?' গ্রেগোরিয়াসকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। তার জন্যে ওটাই রঙধনুর শেষ প্রান্ত, অর্থাৎ ওখানে পৌঁছুলেই সোনার ভ'রে উঠবে তার ঝোলা।

কাঁধ ঝাঁকালো গ্রেগোরিয়াস। 'আর হয়তো পঞ্চাশ মাইলের মতো।'

'কিন্তু এটা পেরোবো কীভাবে?' বিড়বিড় করে বললো জেক, নিচের অস্পষ্ট নালার দিকে তাকিয়ে আছে। ছায়ার ভেতর নালার পানি ম্লান রুপোর মতো।

'উজানের দিকে একটা উট চলার পথ আছে, গেছে জিবুতির দিকে,' বললো গ্রেগোরিয়াস। 'পাড় হয়তো একটু খুঁড়তে হ'তে পারে, তবে আমার মনে হয় পার হ'তে পারবো আমরা।'

'তোমার ধারণা যেনো সত্যি হয়, বৎস,' বললো গ্যারেথ। 'বাড়ি ফিরতে হলে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

দিনের বেলা খাদের গভীরে যে স্বচ্ছ পানির ওপর চোখ বুলিয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, রাতে সেটা স্বপ্ন হয়ে ফিরে এলো তার কাছে। পাহাড়ী ঝর্ণার ফেনাসমৃদ্ধ একটা দুর্বার প্রবাহের স্বপ্ন দেখলো সে, জলপ্রপাত হয়ে লাফিয়ে পড়ছে, পাহাড়ের কিনারা থেকে শ্যাওলা মোড়া বড়বড় পাথরের ওপর, আরো নিচে জলজ আগাছা নিয়ে ঠাণ্ডা গভীর ক্ষুদে একটা লেক, লেকের চারধারে ঘন সবুজ বাঁকঝাড় আর নারকের গাছ। তারপরই তার ঘুম ভেঙে গেলো। অস্থির বোধ করলো সে বুঝতে পারছে ক্লান্ত। গ্রামে ভিজে গেছে চুলের গোড়া, ঘাড় আর কপাল। আকাশে সবেমাত্র ভোরের প্রথম প্রতিশ্রুতি ডানা মেলছে।

মনে হ'লো সে-ই একমাত্র জেগে আছে। চাদর সরিয়ে সন্তর্পণে গাড়ির কাছে চলে এলো ভিকি, তোয়ালে আর টয়লেট ব্যাগটা নিলো। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই ইস্পাতের ওপর স্প্যানারের শব্দ হলো, ঝট করে ঘাড় ফেরালো সে। দেখলো, প্রিসিলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেক। জেক

তাকে দেখতে পাবার আগেই চুপিসারে কেটে পড়তে চাইলো ভিকি, কিন্তু হঠাৎ সিধে হ'লো ও। 'কোথায় যাচ্ছো?' গলায় আওয়াজ মোটেও নরম নয়। 'ভেবেছো জানি না? শোনো, ভিকি, আমি চাই না ক্যাম্পের বাইরে একা একা তুমি ঘুরে বেড়াও।'

'আমার নিরাপত্তার জন্যে তোমার উদ্বেগ সত্যি প্রশংসনীয়, জেক বারটন। কিন্তু ঘটনা হলো, নিজেকে আমার বড় নোংরা লাগছে। নাইতে যাচ্ছি জানো, কিন্তু জানো কি কেউ আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না?'

ইতস্তত করলো জেক, তারপর বললো, 'তাহলে তোমার সাথে আমাকে যেতে হবে।'

হেসে উঠে বললো ভিকি, 'আফ্রিকায় এসেছি বটে, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিগুলোয় অভ্যস্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। নদীতে আমি যাচ্ছি গোসল করতে, সেখানে তোমার উপস্থিতি আমার কাম্য নয়।' আবার একবার মৃদু শব্দে হাসলো সে।

ইতিমধ্যে জেগেছে জেক, মেয়েটার সাথে তর্ক করা বৃথা। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও, দেখলো নালার ঠোঁট থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেলো সে, একেবারে অদৃশ্য হবার আগের মুহূর্ত ঘাড় ফিরিয়ে জেকের দিকে তাকালো, দুষ্টামিভরা ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেলো তার ছোঁটে, যার কোনো অর্থ করতে পারলো না জেক।

ঝুরঝুরে নরম মাটি, পায়ের ধাক্কায় নুড়িপাথরগুলো গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে, অস্থির ভাবটা দমন করে সাবধানে নামতে শুরু করলো ভিকি। খানিকটা নামার পর সরু একটা পথ পেয়ে গেলো সে, পানি খেতে আসা পশুদের আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি কমলো, নিরাপদ একটা তির্যক কোণ সৃষ্টি করে নেমে গেছে পথটা, স্বস্তির সাথে সেটা ধ'রে নামতে লাগলো ভিকি। নরম মাটিতে একটা গভীর পদচিহ্ন রয়েছে, পাঁচটা আঙুল নিয়ে পিরিচের চেয়েও বড় আকারে। চোখ নামিয়ে কোথায় পা ফেলছে তাকালো না ভিকি, তবে তাকালেও কী দেখছে বুঝতে পারতো কিনা সন্দেহ। আয়নার মতো চকচকে নালার পানি হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

খাদের নিচে নেমে অবাক হ'লো সে, শুকিয়ে এতো ছোট হয়ে গেছে নদী যে বুকে স্রোত ব'লে কিছু নেই। নালার কোথাও পানি খুব একটা গভীর নয়, এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে লম্বা সমতল পাথর। কাপড়চোপড় খুলে পানিতে নামলো সে, কালকের রোদে গরম হওয়া পানি এখনো পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয় নি। পায়ের তলায় সমতল পাথর, পিচ্ছিল লাগলো। নালায় দাঁড়িয়ে দু'হাত ভরা পানি ঢাললো মাথায় আর মুখে, তারপর গা থেকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলো ধুলো আর ঘাম।

একটু পর নালার কিনারার ফিরে এলো ভিকি, টয়লেট ব্যাগ খুলে একটা বডি শ্যাম্পুর বোতল বের করলো। আবার কোমর সমান পানিতে ফিরে এসে গায়ে শ্যাম্পু মাখলো সে। শারীরিক একটা পুলকে বারবার শিউরে উঠলো, আবার একটু ভয় ভয়ও করছে–এ রকম খোলা জায়গায় কখনো গোসল করে নি সে। সারা শরীরে শ্যাম্পু মাখার পর স্বচ্ছ পানিতে ডুব দিলো ভিকি। পানির ওপর মাথা তুললো, আর ঠিক তখুনি তার মনে হলো, কেউ দেখছে তাকে।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো ভালোভাবেই ফুটেছে, ভিকি আন্দাজ করলো আবার রওনা হবার জন্যে ক্যাম্পে ওরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ছেড়ে আসা নালার কিনারা বা প্রায় খাড়া ঢালে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে পেলো না সে।

তবু, সাবধান হওয়া দরকার। ঢালের দিকে পিছন ফিরে আবার ডুব দিলো সে। পানির ওপর মাথা তোলার পর আবারও সেই একই সন্দেহ জাগলো মনে, কেউ তাকে দেখছে। এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো ভিকি, নালার পাড়টা ভালো করে দেখার জন্যে সমতল একটা পাথরে উঠে পড়লো, তলপেট আর বুক ঢাকলো হাত দিয়ে।

নিষ্ঠুর সোনালি একজোড়া চোখ দেখছে তাকে, চোখের তারা চকচকে কালো ফাটলের মতো, স্থির অপলক দৃষ্টি।

লালচে-সোনালি পশুরাজ নালার উল্টোদিকের ঢালের মাঝামাঝি একটা সমতল পাথরের ওপর ব'সে আছে। সামনের জোড়া পায়ের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে রেখেছে, ব'সে থাকার ভঙ্গির মধ্যে অনড়-অটল ভাবটুকু রোমহর্ষক, যদিও দেখার সাথে সাথেই ভিকি ওটাকে চিনতে পারে নি।

তারপর অত্যন্ত ধীরগতিতে খাড়া হ'লো কেশর, মাথাটাকে ঘিরে ফুলে উঠলো, আকারে আরো বড় হয়ে উঠলো সিংহটা। সেই সাথে নড়ে উঠলো লেজ, যেনো একটা ছন্দের সাথে তাল রেখে ঢেউ তুলে সামনে-পিছনে আসা-যাওয়া করছে।

হঠাৎ চিনতে পেরে মাথাটা ঘুরে গেলো ভিকির, সেদিন রাতের গুরুগম্ভীর গর্জন আবার ফিরে এলো তার কানে। আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ, আর্তনাদ করে উঠলো সে।

প্রিসিলার ইগনিশন অ্যাডজাস্ট করছিল জেক, কাজটা শেষ করে হাতে লেগে থাকা গ্রিজ পরিষ্কার করার জন্যে অ্যামোনিয়ার বোতলটা মাত্র ধরেছে, এই সময় ভিকির আর্তচিৎকার শুনতে পেলো। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটলো ও।

চিৎকারটা এতো তীক্ষ্ণ আর ভয়ার্ত, অজানা আশংকায় জেকের বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। আবার আর্তনাদ শোনা গেলো, কোথায় পড়ছে না দেখেই কিনারা থেকে লাফ দিলো ও, ঢালে প'ড়ে পিছলে গেলো পা, নরম মাটির ওপর একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হ'লো আবার, কোনো বিরতি না নিয়ে সবেগে নেমে এলো খাদের নিচে। প্রথম চিৎকারটা শোনার পর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, নালার পাশে পাথুরে পাড়ে পৌঁছে গেলো ও। পানির কিনারা থেকে সামান্য দূরে, একটা সমতল পাথরের ওপর নগ্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, দুটো হাতই মুখের ওপর চেপে ধরা। সরু, মেদহীন শরীরের ওপর নিজের অজান্তেই চোখ বুলালো জেক। তলপেট এতো সরু, জেকের মনে হ'লো দু'হাতের আঙুল লম্বা করে ধরলে তালুর ভেতর চলে আসবে। কোমর থেকে নিচে ও ওপরে ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে শরীরটা। সম্ভবত উন্মুক্ত বলেই অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে পা দুটো।

'ভিকি!' এতো কাছে, তবু চিৎকার করে জানতে চাইলো জেক, 'কী হয়েছে?'

ঝট্ করে জেকের দিকে ঘুরলো ভিকি, লাফিয়ে ওঠায় আবার একবার জেকের চোখ গিয়ে পড়লো সাদা জোড়া স্তন আর ঠাণ্ডায় দৃঢ় হয়ে উঠা স্তনবৃন্তে। গুরুতর কিছু

একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তবু চোখ ফেরানো সহজ হ'লো না। জেককে চিনতে এক সেকেন্ড সময় নিলো ভিকি, পরমুহূর্তে ছোট একটা লাফ দিয়ে ছুটে এলো সে, জেককে জড়িয়ে ধরার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিলো হাত দুটো। মুখে রক্ত নেই, সোনালি-সবুজ চোখে নগ্ন আতংক। 'জেক!' ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'ওহ গড, জেক!' এতোক্ষণে জেকের নজরে পড়লো নালার উল্টো দিকে কী একটা যেনো নড়ছে।

ক্ষতটা শক্ত হয়ে গেছে রাতের মধ্যে। সিংহের পিছন দিকটা এখন প্রায় পঙ্গুই বলা চলে, ছিন্নভিন্ন নাড়িভূঁড়ি থেকে পাঁজরের খাঁচার ভেতর বেরিয়ে আসা দূষিত তরল পদার্থ সারা শরীরে বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, শুরু হয়ে গেছে সংক্রমণ। মানুষের আকৃতি দেখামাত্র তার যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা তা হ'লো না–আক্রোশ আর রাগের ভাব কম, তারচেয়েও কম শক্তি-সামর্থ্য। তবু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে শিকারীদের স্মৃতি ফিরে এলো মনে, তারাই তো তাঁর এই যন্ত্রণাকর অবস্থার জন্যে দায়ী, আর সেই সাথে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলো আহত পশুরাজ।

তারপরই আরো একটা ঘৃণিত দু'পেয়েকে দেখতে পেলো সে। শরীরের দুর্বলতা আর আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে আর কিছুর দরকার হয় না, চায় পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হ'লো সে, গরগর করে উঠলো।

ভিকির আলিঙ্গন এড়িয়ে গেলো জেক, খপ্ করে তার একটা বাহু চেপে ধ'রে হ্যাঁচকা টান দিলো, ইচ্ছা তাকে ওর পিছন দিকে সরিয়ে দেয়া। হোঁচট খেতে খেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলো ভিকি, জেকের আচরণে অবাক হয়ে গেছে। তার পিঠে ধাক্কা দিলো জেক, ঢালের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া সরু পথটা দেখিয়ে চিৎকার করে বললো, 'দৌড়াও! দৌড়াতে থাকো!' ভিকিকে ছেড়ে দিয়ে ঝট্ করে নালার দিকে ফিরলো ও, দেখলো অপর দিকের ঢাল বেয়ে এরইমধ্যে নালার কিনারায় নেমে এসেছে সিংহটা। যমদূতের মতো ছুটে আসছে ওর দিকে।

এই প্রথম খেয়াল হ'লো জেকের, অ্যামোনিয়ার বোতলটা এখনো ওর হাতে। অগভীর নালায় নেমে পড়েছে সিংহ, দু'পাশে পানি চিটিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। আহত হলেও ওটার ছুটে আসার ভঙ্গিতে কোনো জড়তা নেই। এতো কাছে এসে পড়েছে, বাঁকা ওপরের ঠোঁটের গায়ে গোঁফ জোড়া পরিষ্কার দেখতে পেলো জেক, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা চাপা গরগর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেলো। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো ওর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ছুটে পালাবে না, ওটাকে আসতে দেবে। কারণ এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছন দিকের বাতাসে হেলান দিলো জেক, মাথার পাশে উঠে গেলো বোতল ধরা হাতটা, গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ছুঁড়ে দিলো সেটা। নিরস্ত্র মানুষের শেষ চেষ্টা, জানে কাজ হবে না, তবু হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস।

সোজা ছুটে গিয়ে সিংহের মাথায় লাগলো বোতল, ঠিক কপালের মাঝখানে। পাথরের ওপর, ভিকি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, লাফ দিয়ে সেখানটায় পড়ছে ওটা, এই সময় বোতলটা লাগলো। বিস্ফোরিত হ'লো বোতল, কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো

মাথার চারপাশে, কটুগন্ধ তরল অ্যামোনিয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো দুই চোখ আর নাক, হাঁ করা মুখের ভেতরও ঢুকলো খানিকটা। ঘ্রাণশক্তি হারালো সিংহ, চোখ আর গলার ভেতরটা এমন জ্বালা করে উঠলো যেনো আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে ছাল তুলে নিয়েছে কেউ। গর্জে উঠলো পশুরাজ, তার গোটা অস্তিত্ব প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে। পাথরটাকে নাগালের মধ্যে পেলো না, ভারি বস্তার মতো ঝপাৎ করে অগভীর পানিতে পড়লো, ডুবে থাকা পাথরে পিঠ দিয়ে ছটফট করতে লাগলো।

গড়াতে গড়াতে আরো কম পানিতে সরে এলো সিংহ। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো দু'বার, পারলো না। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো। ছুটলো জেক, থামলো, ঝুঁকে তুলে নিলো ফুটবল আকারের ভারি একটা পাথর। নালার কিনারায় দাঁড়িয়ে পাথরটা ছোঁড়ার জন্যে মাথার ওপর তুলেছে, দেখলো অন্ধ সিংহ সরাসরি ওর দিকে লাফ দিতে যাচ্ছে।

ভয়ে শিউরে উঠলো জেক। দু'হাতে ধরা পাথরটা সজোরে ছুঁড়ে দিলো ওপর থেকে। কামানের গোলার মতো ছুটে গেলো সেটা, পাথর আর সিংহ শূন্যে থাকতেই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হলো। সিংহের ঘাড় আর শিরদাঁড়া যেখানে এক হয়েছে, ঠিক সেখানটায় চুরমার হয়ে গেলো হাড়। গতি রুদ্ধ হলো, ধপাস করে নালার কিনারায় পড়ে গেলো পশুরাজ, কাত হ'লো ধীরে ধীরে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো জেক, যতোটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে হাঁপাচ্ছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে আঙুলের ডগা দিয়ে ওটার ম্লান চোখের পাতা সরালো। তরল গ্যাস এরইমধ্যে চোখের তারা বিবর্ণ করে তুলেছে, জেকের স্পর্শেও সেটা নড়লো না। মারা গেছে সিংহ।

ঘুরলো জেক, দেখলো ওর নির্দেশ অমান্য করে সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ভিকি, নগ্ন আর অসহায়। মায়া লাগলো জেকের, ছুটে এলো তার পাশে।

চেহারায় কার প্রতি যেনো অকারণ অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিকি, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো জেকের বুকে।

জেক জানে, এই আলিঙ্গনের উৎস প্রেম নয়, আতংক। আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। সমস্ত ভয় নিঃশেষে মুছে গেলো মন থেকে, ভুলে গেলো সিংহের কথা। বডি শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ পেলো ও। কোমল নারীদেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তুললো। ভিকি তাকে এখনো গায়ের জোরে চেপে ধ'রে রেখেছে।

'ওহ, জেক!' ভাঙা গলায় ফিসফিস করলো ভিকি, আর তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর জেককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো এই মুহূর্তে ভিকি ওর। ভিকি চাইছে এখানে, এই মুহূর্তে, নিজের অধিকার আদায় করে নিক জেক।

এখানে,এই খোলা নদীর ধারে, সদ্য নিহত সিংহের পাশে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকালো। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো জেকের। দুটো মুখ পরস্পরের দিকে এগোলো। ভিকি মুখ তুললো, জেক নামালো। ওরা চুমো খাবে, ঠিক এই সময়ে বাধা।

'নিচে তোমরা করছোটা কী শুনি? কী হচ্ছে ওখানে? খাদের মাথা থেকে হাঁক ছাড়লো গ্যারেথ, দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে ঢালের কিনারায়, হাতের ভাঁজে লী এনফিল্ড বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল। তার ভাব দেখে মনে হলো, ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছে।

ভিকিকে ধ'রে ঘোরালো জেক, নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলো নগ্ন দেহটাকে, তারপর গা থেকে খুলে পরিয়ে দিলো লেদার জ্যাকেটটা। ভিকির উরুর মাত্র অর্ধেকটা ঢাকা পড়লো, আর বগলের কাছে ফুলে থাকলো বেঢপ আকৃতি নিয়ে। এখনো সে একটু একটু কাঁপছে, যেনো ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে একটা অসহায় শিশু। নিঃশ্বাস ফেলছে ভাঙা ভাঙা।

'আর শুনে কী হবে?' ঢালের মাথায় দাঁড়ানো গ্যারেথের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো জেক। 'যখন দরকার ছিলো তখন সুযোগ হারিয়েছো, এখন আর তোমাকে দরকার নেই।' পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বের করে ভিকির দিকে বাড়িয়ে দিলো ও। আড়ষ্ট, কাঁপা কাঁপা হাসির সাথে সেটা নিলো ভিকি। 'চোখ মুছে নাও,' বললো জেক। 'আমার ধারণা, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে এখন, তার আগে প্যান্টটা পরে নাও!'

এতোই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হ'লো যে কয়েক মিনিট কথাই বলতে পারলো না গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। কারো সাহায্য না নিয়ে একা কোনো হিংস্র পশুকে বধ করা ইথিওপিয়ায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার, গোত্রের লোকেরা রাতারাতি শিকারীর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠবে। আর পূর্ণ-বয়স্ক একটা পুরুষসিংহকে খালি হাতে মেরে ফেলা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপ্রত্যাশিত, কেউ যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ শিকারী তখন বীরত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে নিহত সিংহের কেশর পরিধান করতে পারে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানায়। যে শিকারী বন্দুক ছুঁড়ে সিংহ মারে সে শ্রদ্ধার পাত্র, যে বর্শা দিয়ে মারে তার সম্মান আরা বেশি–কিন্তু একটা মাত্র পাথর আর এক বোতল অ্যামোনিয়া দিয়ে সিংহ মারা যায় এ-কথা জীবনে এই প্রথম শুনলো গ্রেগোরিয়াস।

ছালটা নিজের হাতে ছাড়ালো সে। কাজটা শেষ করার আগেই মাথার ওপর বৃত্ত রচনা করে চক্কর দিতে শুরু করলো কালো তীরচিহ্নের মতো শকুনের দল। লাশটা নদীর পাড়ে ফেলে এলো সে, ভিজে চামড়াটা নিয়ে উঠে এলো খাদের ওপর, ইতিমধ্যে আবার রওনা হবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে জেক।

চামড়ার ব্যাপারে কারও কোনো আগ্রহ নেই শুনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো গ্রেগোরিয়াস। 'জেক, কী বলছেন আপনি? এটা সাথে থাকলে আমার গোত্রের লোকেরা আপনার পূজো করবে! যেখানেই যাবেন, লোকজন আপনার দিকে আঙুল তুলে পরস্পরকে দেখাবে।'

'খুব ভালো কথা। এবার তৈরি হও.....।'

'কেশর দিয়ে আমি আপনার জন্যে একটা পাগড়ি বানিয়ে দেবো, মাথার জড়িয়ে রাখবেন...' চামড়াটা প্রিসিলার ওপর নামিয়ে রাখলো সে। 'আপনাকে যা সুন্দর লাগবে না!'

শুকনো গলায় বললো গ্যারেথ, 'তা পড়তে পারে, কিন্তু তাতে শুধু ওর চুলের এখনকার স্টাইল একটা উন্নত হবে, তার বেশি কিছু না। স্বীকার করছি, কেশরটার রঙ ভারি চমৎকার, আরো স্বীকার করছি, জেক ছেলে হিসেবে দারুণ–কিন্তু ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলে আমিও বলতে চাই, অনেক হয়েছে, এবার তৈরি হয়ে নাও, কারণ তোমরা যা শুরু করেছো তাতে যে-কোনো মুহূর্তে আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।'

যে-যার গাড়ির দিকে এগোলো ওরা, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত জেকের পাশে চলে এলো গ্রেগোরিয়াস। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটটা জেককে দেখালো সে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে। ফিসফিস করে বললো, লাশটার ভেতর থেকে পেয়েছে সে।

বুলেটটা হাতের তালুতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, ভালো করে পরীক্ষা করলো। 'নাইন মিলিমিটার কিংবা নাইন পয়েন্ট থ্রি,' মৃদুকণ্ঠে বললো ও। 'স্পোর্টিং ক্যালিবার–মিলিটারি নয়।

'ইথিওপিয়ার এদিকে এমন কোনো রাইফেল আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না যা দিয়ে এই বুলেট ছোঁড়া যেতে পারে।' গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম গম্ভীর, তার চোখে উদ্বেগ। 'রাইফেলটা অবশ্যই কোনো বিদেশীর।'

'এখুনি ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকার নেই,' ব'লে বুলেটটা গ্রেগোরিয়াসকে ফিরিয়ে দিলো জেক। 'তবে কথাটা আমরা মনে রাখবো।'

ঘুরে দাঁড়ায়ে চলেই যাচ্ছিলো গ্রেগোরিয়াস, হঠাৎ জেকের একটা হাত আঁকড়ে দূরে নিজের দিকে টানলো ওকে, পরম শ্রদ্ধার সাথে আলিঙ্গন করলো। 'জেক,' পিছিয়ে গিয়ে বললো সে, 'হোক আহত, তবু প্রায় খালিহাতে একটা সিংহকে মেরে ফেলা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বহুবার চেষ্টা করেও একটা সিংহ শিকার করতে পারি নি।' গ্রেগোরিয়াসের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসলো জেক, ছেলেটার ভাবাবেগ ও উপলব্ধি ওর মনে দোলা দিয়ে গেলো। 'দ্বিতীয় সিংহটা এলে তাকে বলবো, দাঁড়াও, গ্রেগোরিয়াসকে খবর দিই–কেমন?'

বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের চারদিকে ঘাসে ঢাকা। অ্যাওয়াস নদীর আঁকাবাঁকা পাড় ধ'রে এগোলো ওরা। দূর দিগন্তে অসমান রেখাগুলো পাহাড়, প্রতি ঘণ্টায় দূরত্ব কমে আসার সাথে সাথে আকাশের গায়ে উঁচু হ'তে শুরু করলো ওগুলো, ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পাথরের দীর্ঘ পাঁচিল আর ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা গভীর খাদগুলো অস্পষ্টভাবে চেনা গেলো।

নদীর পাড় ঘেঁষা এই পথ হাজার বছর ধ'রে মরুবাসীরা ব্যবহার করে আসছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে একা এই পথে কেউ কোনো কালে আসে নি–ব্যবসা, যুদ্ধ বা দেশত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু কাফেলার সাথে আসা-যাওয়া করেছে। হঠাৎ করে সামনের পথে একটা ছেদচিহ্ন দেখতে পেলো ওরা, নদীর খাড়া পাড় খানিকটা সমতল

হয়ে রয়েছে ওখানটায়, ঢালও ততো খাড়াভাবে নেমে যায় নি। ঢালের গায়ে অসংখ্য সরু পথ দেখলো ওরা, বোঝাবাহী পশুদের এই সব পথ দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রতিটি পথ লাল মাটির গভীর নালার মতো, বড় বড় পাথর আর পাথরের পাঁচিলগুলোকে এড়িয়ে এঁবেবেঁকে নেমে গেছে নদীর দিকে।

পাড় আরো সমতল করা দরকার, খালি গায়ে তিনজনই ওরা কাজে নেমে পড়লো। দেখতে দেখতে মিহি ধুলো লেগে লাল হয়ে উঠলো ওদের চুল আর গা। পথগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে চওড়াটা বেছে নিলো জেক, সেটাকে আরো চওড়া করার জন্যে গাধার খাটুনি খাটতে হলো। পথের মাঝখানে কোথাও গর্ত রয়েছে, আবার কোথাও ফুলে আছে মাটি, সেগুলো সমান করতে হলো। পথ চওড়া করতে গিয়ে কিছু বড় পাথর সরালো ওরা, ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিলো নদীতে। সন্ধ্যার সময় কাজ বন্ধ করলো ওরা, সবাই এতো ক্লান্ত যে কথা বলারও শক্তি নেই। রাতে ওরা ঘুমালো মড়ার মতো।

ভোর অন্ধকারে আবার ওদেরকে কাজে ফিরিয়ে আনলো জেক। আরো প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ধারণা করা হলো, এবার বোধহয় গাড়িগুলো নিয়ে নিচে নামা যাবে। প্রথম গাড়িটায় গ্যারেথ থাকবে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, সারা গায়ে লাল ধুলো নিয়ে ভান করছে কায়িক পরিশ্রমে তার মর্যাদা বা ফুলবাবু ভাবটুকু মোটেও ক্ষুণ্ন হয় নি। জেকের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসলো সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললো, 'দুর্ঘটনায় আমি মারা গেলে আমার ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তির মালিক তোমরা।'

পাড়ে উঠে গেলো আর্মারড কার, কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করবে এবার। সাধ্যমতো চওড়া করা হয়েছে পথটা, কিন্তু ঢালু ভাব কমিয়ে যথেষ্ট লেভেল করা যায় নি, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। সে জন্যে অবশ্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে। গ্যারেথের গাড়ি যদি হুমড়ি খেয়ে বা ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করে, ওটাকে টেনে রাখবে প্রিসিলার সাথে বাঁধা মোটা একাধিক রশি। তবে না, কোনো অঘটন না ঘটিয়েই ঢাল বেয়ে নেমে গেলো গ্যারেথ।

নদীর ওপরের ঢাল বেয়ে ওঠা তেমন কঠিন হ'লো না, যদিও সময় লাগলো প্রচুর। ওদিকের ঢাল যথেষ্ট চওড়া, তেমন খাড়াও নয়। লাইন ব্যবহার করলো জেক, একটা গাড়ি আরেকটাকে টেনে তুলে নিলো। রোদে পোড়া ইথিওপিয়ার শক্ত মাটিতে যখন পা রাখলো ওরা, বিকেল প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। নিতম্বিনীর ফেলা ছায়ায় ব'সে হাঁপাতে লাগলো তিনজনই, ব্যস্তভাবে ওদেরকে মগভর্তি গরম চা পরিবেশন করলো ভিকি।

গরম চা খেয়ে জিভ পুড়ে গেলো গ্রেগোরিয়াসের। 'সামনে আর কোনো বাধা নেই,' বললো সে। 'ওয়েলস অব চান্ডি অর্থাৎ কুয়া পর্যন্ত খোলা মাঠ। হঠাৎ তিনজনের দিকে পালা করে তাকালো সে, ক্লান্ত চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটলো। 'ওয়েলকাম টু ইথিওপিয়া!'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওল্ড বয়, তোমার এই রোদ আর বালির বদলে প্যারিসের একটা পানশালাই আমি বেশি পছন্দ করবো,' বললো গ্যারেথ, মিটিমিটি হাসলো।

'আমার দুধ-সাদা অভিজাত হাতে চকলেট মিখায়েল সোনাভর্তি ঝোলাটা ধরিয়ে দিক, পরমুহূর্তে সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে তোমরা।'

আচমকা দাঁড়ালো জেক, কপালে হাত রেখে দূরে তাকালো। তাপ-তরঙ্গের ভেতর দূরের মাটি তরল পদার্থের মতো টলটল করছে। ছুটলো ও, প্রিসিলার কাছে পৌঁছে থামলো, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো টারিটে। আবার যখন নেমে এলো, হাতে একটা বাইনোক্যুলার রয়েছে। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো ওকে, দূরে কী যেনো দেখার চেষ্টা করছে ও।

'ঘোড়সওয়ার!' বললো জেক।

'ক' জন?' দ্রুত জানতে চাইলো গ্যারেথ, মারমুখো চেহারা।

'মাত্র একজন। এদিকেই আসছে।'

ছুটে গিয়ে লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলো নিলো গ্যারেথ, ব্রিচে কার্টিজ ভরলো।

খালি চোখে এতোক্ষণে ওরা তাকে দেখতে পেলো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর লম্বা পতাকার মতো কাঁপছে, ঘোড়া আর তার সওয়ার যেনো মাটি স্পর্শ না করে উড়ে আসছে ওদের দিকে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো, ঢাল বেয়ে আবার ওঠার পর আগের চেয়ে অনেক বড় হ'লো আকার-আকৃতি, ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে অলসগতি মেঘের মতো ধুলো ভাসছে। আরো অনেক কাছে চলে আসার পর ঘোড়সওয়ারের শুধু কাঠামোটা চেনা গেলো।

তীক্ষ্ণ একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো গ্রেগোরিয়াসের গলা চিরে, রোদে বেরিয়ে এসে ছুটলো আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলো ঘোড়সওয়ার, দক্ষতার সাথে অকস্মাৎ বিশাল সাদা স্ট্যালিয়নের লাগাম টেনে ধরলো সে, সাথে সাথে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হ'লো ঘোড়া। ঘোড়া থেকে উড়াল দেয়ার ভঙ্গিতে শূন্যে লাফিয়ে পড়লো, নামলো গ্রেগোরিয়াসের প্রসারিত দুই বাহুর মাঝখানে।

দুটো মূর্তি পরমানন্দে জোড়া লেগে থাকলো, দীর্ঘদেহী গ্রেগোরিয়াসের আলিঙ্গনের ভেতর আগন্তুককে হঠাৎ করে ছোটো আর ভঙ্গুর লাগলো, ওদের হাসি আর অভ্যর্থনা তীক্ষ্ণকণ্ঠ পাখির মতো।

পরস্পরের হাত ধরে, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাড়ির পাশে অপেক্ষারত দলটার দিকে এগিয়ে এলো ওরা।

'ঈশ্বরপুত্র যীশু আর মাতা মেরীর কিরে,' কসম খেয়ে বললো গ্যারেথ, 'আরেকটা মেয়ে!' তার চোখে আনন্দ আর বিস্ময়ের ঢল নেমেছে, হাতের রাইফেল তাড়াতাড়ি একপাশে রেখে দিলো।

সবাই ওরা একহারা গড়নের সুশ্রী কমবয়সী শ্যামলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সাদার ওপর কালো মণি ছটফট করছে, হাসি আর কৌতুকের একজোড়া প্রাণবন্ত উৎস। লম্বা পাতার ভেতর বড় বড় চোখে রাজ্যের দুষ্টামি। গায়ের চামড়া চকচকে সিল্ক, নাকটা প্রায় খাড়া, জড়তাহীন হাঁটার ভঙ্গিতে অপূর্ব একটা ছন্দ ফুটে ওঠে।

'সারা সাগুদ-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?' আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করলো গ্রেগোরিয়াস। 'ও আমার কাজিন, আমার কাকার বড় মেয়ে, এবং কোনো সন্দেহ নেই, গোটা ইথিওপিয়ায় ও-ই সবচেয়ে সুন্দরী।'

'কী বলছো বুঝতে পারছি,' বললো গ্যারেথ। 'ইথিওপিয়ার একটা দুর্লভ পাখি। সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা।'

সবার নাম উচ্চারণ করে পরিচয় জানালো গ্রেগোরিয়াস, প্রত্যেকের চোখে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো সারা, প্রাচীন মিশরীয় রাজকুমারী নেফারতিতি'র মতো অভিজাত লম্বাটে চেহারায় শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ওদের দৃষ্টি কাড়লো। তার হাবভাব আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো ওরা যেনো তার কতোদিনের পরিচিত। 'আমি জানতাম, ঠিক এখানটায় তোমরা অ্যাওয়াস পেরোবে, এটাই তো একমাত্র জায়গা–তাই দেখা করার জন্যে চলে এলাম।'

'ওর ইংরেজি শুনে অবাক হচ্ছেন?' সগর্বে বললো গ্রেগোরিয়াস। 'কৃতিত্বটা আমার দাদার, তাঁর পরিবারের সবাইকে তিনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য করেছেন। ইংরেজির দারুণ ভক্ত তিনি।'

'বাহ্,' প্রশংসা করলো ভিকি কেমবারওয়েল, 'তোমার ইংরেজি উচ্চারণ তো দারুণ ভালো।'

'মিশনারি স্কুলে পড়েছি, এগিয়ে এসে ভিকির হাত ধ'রে তার পাশে দাঁড়ালো সারা, যেনো এতোক্ষণে সে তার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেলো। 'ওখানকার সিস্টাররা আমাকে শিখিয়েছে।' ঘাড় ঘুরিয়ে নানাভাবে ভিকিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো সে, যেনো প্রিয় কোনো উপহার নেড়েচেড়ে দেখছে, কোনোরকম রাখ-ঢাক না করে খোলাখুলি বললো, 'তুমি সাংঘাতিক সুন্দরী, মিস কেমবারওয়েল। শীতের সময় হাইল্যান্ডের ঘাসের মতো চুল তোমার।'

এ-ধরনের অকপট প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয় ভিকি, পুরুষদের চোখের সামনে বেচারি লজ্জায় পড়ে গেলো। অস্বস্তি দূর করার জন্যে হাসলো বটে, কিন্তু তার চেহারা সামান্য লালচে হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে সাগুদ সারা'র চঞ্চল দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে আর্মারড কারগুলো। 'ওগুলোও ভারি সুন্দর। সবাই জেনে আসছে, কাজেই কারো মুখে অন্য কোনো কথা নেই।' কোমরের ফিতে খুলে ঢোলা আলখাল্লাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেললো সে, গ্রেগোরিয়াসের হাতে ধরিয়ে দিলো। তার পড়নে এখন স্কার্ট আর খাটো ব্লাউজ। প্রাণচঞ্চল কিশোরের মতো গাড়িগুলোর দিকে ছুটে গেলো সে, রঙ্গিলার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালো। 'আর কোনো চিন্তা নেই, এগুলো পাওয়ায় এখন আমরা ইতালিয়দের এক হাত দেখে নেবো। আমাদের গোত্রে বীরের কোনো অভাব নেই, অভাব ছিলো অস্ত্র আর ও অর মেশিনের।' পালা করে গ্যারেথ আর জেকের দিকে মনোযোগ দিলো সে। 'আমার গোত্রের তরফ থেকে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই উপকারের কথা আমরা কখনো ভুলবো না।'

'বাদ দাও মাই ডিয়ার গার্ল,' বিড়বিড় করে বললো গ্যারেথ। 'গোটা ব্যাপরটাই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। তার ইচ্ছে হ'লো জিজ্ঞেস করে, তার বাবা কি মনে করে নগদ টাকা সাথে করে এনেছে? লোভী বা নির্লজ্জের মতো শোনাবে ভেবে প্রশ্নটা করলো না সে। 'তোমার গোত্রের লোকজন কি আমাদের জন্যে কুয়ার কাছে অপেক্ষা করছে?'

'বাবার সাথে আমার সব কাকা আর দাদাও এসেছেন–ওদের সাথে কয়েকশো হারারি আছে। মেয়ে-বউ আর পশুদেরও নিয়ে এসেছে তারা।'

'লে বাবা,' হেসে ফেললো জেক। 'এ-ধরনের রিসেপশন কমিটির কথা জীবনে শুনি নি।'

অভিযানের শেষ রাতটায় একটা কাঁটাগাছের প্রসারিত ডালের নিচে ক্যাম্প ফেললো ওরা, অ্যাওয়াস নদীর কিনারায়। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলো সারা, আগুনটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসলো দুর্গ প্রাচীরের মতো ওদেরকে ঘিরে থাকলো চারটে আর্মারড্ কার। গভীর রাতে থামলো গল্প, শান্ত নিস্তব্ধতা নেমে এলো আগুনের ধারে, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ভিকি কেমবারওয়েল। 'একটু হাঁটা-হাঁটি করে শুতে যাবো আমি।'

তার সাথে উঠে দাঁড়ালো সারাও। 'আমিও তোমার সাথে হাঁটবো।' এরইমধ্যে রীতিমতো ভক্ত হয়ে উঠেছে সে ভিকির।

ক্যাম্পের বাইরে এসে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো ওরা, মাথার ওপর আকাশ ভর্তি তারা জ্বলজ্বল করছে। আলতোভাবে ভিকির কব্জি ধ'রে মৃদু চাপ দিলো সারা।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

ভিকির দিকে গম্ভীর মুখে তাকালো সারা, তারার আলোয় ঝিক্ করে উঠলো তার চোখের মণি। 'ওরা দু'জনেই তোমাকে মারাত্মকভাবে কামনা করে–জেক আর গ্যারেথ।'

আড়ষ্ট কণ্ঠে হেসে উঠলো ভিকি, সারার সরাসরি কথা বলার ধরন দ্বিতীয় বার তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো। 'কি যা-তা বলছো।'

'যা-তা নয়, খাঁটি সত্যি কথা। যখনই তুমি ওদের কাছাকাছি হও একজোড়া কুকুরের মতো হয়ে যায় ওরা–আড়ষ্ট পিঠ বাঁকা করে পরস্পরকে ঘিরে ঘরতে থাকে, যেনো পরস্পরের লেজ শুঁকতে চাইছে। চাপা গলায় খিকখিক করে হেসে উঠলো সারা, তার সাথে ভিকিকেও হাসতে হলো।

'না, মনে, ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখে....,' শুরু করলো ভিকি, কিন্তু বাধা দিলো সারা।

'দু'জনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ, ভিকি?' সিরিয়াস হয়ে জানতে চাইলো সে।

'গড, পছন্দ করতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?' ভিকির মুখে এখনো হাসি।

'না, বাছ-বিচার না করলেও পারো,' তাকে আশ্বস্ত করলো সারা। 'ইচ্ছে হলে দু'জনের সাথেই তুমি চালিয়ে যেতে পারো। আমি হলে তাই চালাতাম।'

'চালিয়ে যেতে পারি....মানে?'

'মানে প্রেম! এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে নাকি। আর শোনো, না বোঝার ভান করো না। ভান জিনিসটা আমি একদম সইতে পারি না।'

হাসি গোপন করে ভিকি জানতে চাইলো, 'তুমি হলে তাই করতে? দু'জনের সাথেই চালিয়ে যেতে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তা না হলে, তুমিই বলো, কাকে তুমি বেশি পছন্দ করো সেটা বোঝার উপায় কী?'

'তা সত্যি।' হাসি চেপে রাখায় দম বন্ধ হয়ে এলো ভিকির, তবে সারার অদ্ভুত যুক্তি রীতিমতো নাড়া দিয়েছে তাকে। ধারণাটার মধ্যে নগ্ন সত্য আর প্রচুর আবেদন রয়েছে, অস্বীকার করা যায় না।

'গ্রেগোরিয়াসকে বিয়ে করার আগে বিশজনের সাথে প্রেম করবো আমি। শুধু এভাবেই জানা সম্ভব কোনো কিছু থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করি নি, বুড়ো বয়সে সেজন্যে আপসোস করতে হবে না,' ঘোষণার সুরে জানালো সারা।

'বিশজন কেনো, সারা?' ভিকিও সারার মতো গলার সুরে গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য ফোটানোর চেষ্টা করলো। 'তেইশ বা ছাব্বিশ জন নয় কেনো?'

'ধ্যেৎ, কী যে বলো না!' সাথে সাথে তিরস্কার করলো সারা। 'লোকে তাহলে আমাকে খারাপ মেয়ে বলবে যে!' এরপর আর হাসি চেপে রাখা ভিকির পক্ষে সম্ভব হ'লো না।

'কিন্তু... তুমি...,' বর্তমানের জরুরি সমস্যায় ফিরে এলো সারা, 'কাকে আগে পরীক্ষা করার কথা ভাবছো?'

'তুমিই না হয় আমার হয়ে একজনকে বাছো,' আমন্ত্রণ জানালো ভিকি।

'কাজটা কঠিন,' স্বীকার করলো সারা। 'একজন শক্তিমান, আমুদে। অপরজন খুবই সুদর্শন, দারুণ পটু' মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'না, সত্যিই ভারি কঠিন। উঁহু, না ভাই, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু কামনা করতে পারি, তুমি সুখী হও।'

যতোটুকু বুঝতে পারলো, আলোচনাটা তারচেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে গেছে ভিকিকে। সারাটা দিন পথে থাকায় চরম ক্লান্ত হলেও, ঘুমাতে পারলো না সে। পাথরের মতো শক্ত মাটিতে একটা মাত্র চাদর বিছিয়ে শুয়েছে, শুধু এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকলো–নিষিদ্ধ, চিন্তারও অতীত ধারণাটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারছে না। আস্তে আস্তে গা থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসলো সাগুদ সারা। সাবধানে দাঁড়ালো, তার ধারণা কেউ জেগে নেই। নিঃশব্দ পায়ে গ্রেগোরিয়াসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসলো সে, গ্রেগোরিয়াসের বুকে হাত রেখে মৃদু ধাক্কা দিলো। বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রেগোরিয়াস, একবার ধাক্কা খেয়েই উঠে বসলো সে। ভিকি দেখলো, আলখাল্লা খুলে ফেলেছে মেয়েটা, পড়নে এখন শুধু অন্তর্বাস। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো দু'জন। চাঁদের আলোয় পালিশ করা মূর্তির মতো চকচকে সারা'র নগ্ন শরীর। ছোটো ছোটো উদ্ধত বুক, সরু কোমড়। তার কাঁধে একটা হাত রাখলো গ্রেগোরিয়াস, দু'জন বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে।

ওদেরকে এভাবে যেতে দেখে আরো অস্থির হয়ে উঠলো ভিকির মন। রাতের মরুতে অচেনা কতো রকম শব্দ, কান পেতে শুনতে লাগলো সে। একবার মনে হ'লো মানুষের নরম গলা শুনছে, কে যেনো ফুঁপিয়ে উঠলো কোথাও। তবে দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকও হ'তে পারে। ওরা দু'জন ফিরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো ভিকি কেমবারওয়েল।

সপ্তম দিনে জেনারেল ডি বোনো'র পাঠানো জরুরি রেডিও মেসেজ পেয়ে যার-পর-নাই রাগত হ'লো কাউন্ট আলদো বেলিনি। 'ব্যাটা আমাকে অধিনস্ত মনে করেছে,' নিজের অফিসারদের কাছে বললো সে। লম্বা কাগজের টুকরোটা রুদ্ধ গলায় প'ড়ে চললো কাউন্ট, 'এই মুহূর্তে আপনাকে সরাসরি নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে,' কপট অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো বেলিনি। 'কোনো অনুরোধ নেই, কোনো "দয়া করে" নেই।' কাগজের টুকরোটা দলা পাকিয়ে, অভিজাত ভঙ্গিতে তাঁবুর এ মাথা, ও মাথা বরারব পায়চারি করতে লাগলো সে। একহাত পিস্তলের বাঁটে, অপর হাত ছোরার হাতলে।

'মনে হচ্ছে, আমার বার্তা তার কানে পৌঁছে নি। সশরীরে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝিয়ে আসতে হবে তাকে।' আরামদায়ক রোলস রয়েসে করে আসমারায় ফিরে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। একটা মার্বেল গোসল, পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, ঠাণ্ডা কক্ষ, উঁচু ছাদ আর বৈদ্যুতিক পাখা এবং রোম থেকে আসা নতুন পত্রিকা আর শুভানুধ্যায়ী আর ক্যাসিনো হঠাৎ করেই দারুণ লোভনীয় মনে হ'তে লাগলো কাউন্টের কাছে। এছাড়াও, কাগজে মুড়ে রাখা সিংহের চামড়াগুলোর অবস্থা নিয়েও শঙ্কিত সে। জেনারেল ব্যাটাকে নিজের পারিবারিক প্রতিপত্তি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার কথাটাও মনে হচ্ছে আবার মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

'জিনো,' গর্জে উঠলো কাউন্ট। সাথে সাথে ক্যামেরা ফোকাস করে তাঁবুর উদ্দেশ্যে ছুটে এলো জিনো।

'এখন নয়, এখন নয়!' এক হাতের ঝাঁপটায় ক্যামেরা সরিয়ে দিলো কাউন্ট। 'জেনারেলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আসমারায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। আমার ড্রাইভারকে বলো।'

চব্বিশ ঘণ্টা পর তিক্তমনে আসমারা থেকে ফিরে এলো কাউন্ট। সারাজীবনেও এতো খারাপ আচরণ করে নি কেউ তার সাথে। তাকে রোমে ফেরত পাঠানোর হুমকিটা বড়ো লেগেছে কাউন্টের বুকে।

সেই ঝুঁকি এখনো আছে। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে ওয়েলস অব চান্ডি পৌঁছে ওটা কব্জা করতে হবে তাকে। নয়তো, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটে গ্যারিবোল্ডি জাহাজে করে নেপোলি ফিরে যেতে হবে।

জেনারেল ডি বোনো'র ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে বেশ ক' পাতা লিখে বেনিটো মুসোলিনিকে কেবল করলো কাউন্ট। তার জানা নেই, আগে ভাগে এটা অনুমান করে সেই কেবল ইন্টারসেপ্ট করে বাতিল করেছেন জেনারেল বোনো।

সামনে বাড়ার নির্দেশকে খুব একটা পাত্তা দিলো না মেজর ক্যাস্তেলানি। তার জানা আছে, যে কোনো মুহূর্তে উল্টো ঘোষণা আসতে পারে। পড়ন্ত বিকেলে সবচেয়ে সামনের ট্রাকে চেপে চান্ডির কুয়োর উদ্দেশ্যে এগোতে লাগলো মেজর, পিছনে ইতালিয় বাহিনী।

ইথিওপিয়ার বিশাল পার্বত্য এলাকা জুড়ে প্রতি বছর তুমুল বৃষ্টিপাত হয়, সেই পাহাড়ী ঢল লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাত আর নালা বেয়ে নেমে আসে উপত্যকা আর নিম্নভূমিতে। মাটির ওপর পানির এই প্রবাহ বেশিরভাগটাই অবশেষে সাড জলাভূমির নিষ্কাশন ধারার সাথে মিশে যায়, সেখান থেকে গিয়ে পড়ে নীল নদে, তারপর উত্তরে এগিয়ে মিশর হয়ে বিলীন হয়ে যায় ভূমধ্যসাগরে।

সামান্য কিছু পানি পথ ভুলে চোরা বা একমুখো নদীতে গিয়ে পড়ে, তারই একটা হ'লো অ্যাওয়াস। কিছু পানি পথ ভুল করলেও, শেষ পর্যন্ত কোনো নদীর সাথে মিলিত হ'তে পারে না–নরম মাটি, বৃক্ষহীন প্রান্তর বা মরুভূমি শুষে নেয়।

স্বতন্ত্র কিছু ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির কারণে এই সাধারণ নিয়ম লংঘিত হয়, এর জন্যে দায়ী স্ফটিক শিলার একটা স্তর। স্তরটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বিস্তৃত হয়ে সমতলভূমির লাল মাটির তলায় পৌঁছে একটা অগভীর পিরিচের আকৃতি নিয়েছে। পাহাড়ী ঢলের একটা অংশ এই স্তরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তৈরি করেছে সরু আর লম্বা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রিজারভয়ার, সারডি গিরিসংকটের গোড়া থেকে শুকনো উত্তপ্ত বৃক্ষহীন প্রান্তরের নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে একটা আঙুলের মতো।

পাহাড়ের কাছাকাছি পানির গভীরতা বেশি, মাটি থেকে কয়েক শো ফুট নিচে। কিন্তু তারপর, মাটি যেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে তেমনি ঐ শিলাস্তর ও ক্রমশ উঁচু হয়েছে, ফলে পানির স্তর উঠে এসেছে–মাটি থেকে মাত্র চল্লিশ ফুটের মধ্যে।

হাজার হাজার বছর আগে দলবদ্ধ বুনো হাতিদের বিচরণক্ষেত্র ছিলো এলাকাটা। কীভাবে যেনো পাতাল লেকের সন্ধান পেয়ে যায় ওরা। পা আর দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে পৌঁছে যায় পানির সারফেসে। শিকারীরা হাতির বংশ প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কুয়া আজও খোলা রেখেছে অন্যান্য পশুরা–বুনো গাধা, হরিণ, উট আর হাতি নিধনযজ্ঞের হোতা মানুষ।

কুয়াগুলো, দু'তিন মাইলের মধ্যে বারা-তেরোটা হবে, লাল মাটিতে গভীর গর্তের মতো। প্রতিটি কুয়ার গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ নেমে গেছে, এতো খাড়াভাবে যে পানির ওপর সূর্যের আলো পৌঁছায় না বললেই চলে।

পাতাল লেকের পানিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি, দেখতে সবুজ দুধের মতো, খেতেও বিস্বাদ লাগে, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিপুল সংখ্যক প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের এই একটামাত্র এলাকাতেই ঘন হয়ে গাছপালা জন্মেছে, চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি।

কুয়াগুলো ছাড়িয়ে, পাহাড়ের দিকে এগোলে যে এলাকাটা সামনে পড়বে, সেটা ভাঙাচোরা আর এলোমেলো–অসংখ্য চৌকো টিলা আর নদী-নালায় ভর্তি। টিলাগুলো একেবারে নিচু, আর বৃষ্টি না হলে শুকনো থাকে নদীনালা। যুগ যুগ ধ'রে যেসব রাখাল পশুর পাল নিয়ে কুয়ার উদ্দেশে এসেছে, ওই টিলা আর নালার পাড়ে গুহার ভেতর বিশ্রাম নিয়েছে বা রাত কাটিয়েছে তারা। এলাকা জুড়ে গুহা আর সুড়ঙ্গই শুধু দেখা যায়।

প্রকৃতি যেনো কুয়াগুলোকে শান্তিপূর্ণ এলাকা ব'লে ঘোষণা করেছে। মানুষ আর পশু এখানে সতর্কতার সাথে শান্তিচুক্তি মেনে চলে, আক্ষরিক অর্থেই এক ঘাটে পানি খায়, প্রায় কখনোই শান্তি ভঙ্গ করে না। তামাটে সবুজ ঘন কাঁটাগাছের ফাঁকে বিভিন্ন জাতের হরিণ, ছাগল, গাধা, উট ইত্যাদি অবাধে বিচরণ করে।

স্তব্ধ দুপুরে পুব থেকে এগিয়ে এলো চারটে আর্মারড্ কারের কলাম, অপেক্ষারত জনগোষ্ঠীর কানে দূর থেকে ভেসে এলো এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন।

কলামের সামনে রয়েছে জেক, আগের মতোই তার ঠিক পিছনে রঙ্গিলাতে রয়েছে ভিকি, তারপর গ্রেগোরিয়াস আর সারা, ওদের গাড়ির সাথে সাথে সারা'র স্ট্যালিয়নও আসছে। সবার পিছনে রয়েছে গ্যারেথ। হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো সারা যে, সব ক'টা এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো আওয়াজটা, সবুজ ঝোপ আর কাঁটাগাছ ঢাকা নিচু উপত্যকার দিকে হাত তুললো সে। কলাম দাঁড় করালো জেক, টারিটের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

চোখে বাইনোক্যুলার তুলে খোলা বনভূমিটা দেখলো জেক। হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়তে প্রায় আঁতকে উঠলো। যেনো ধুলোর ডানায় ভর করে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার। 'মাই গড!' বিস্ময় ধ'রে রাখতে পারলো না ও। 'কয়েক শো মানুষ!' অস্বস্তি বোধ করছে, তার কারণও আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওদেরকে কচুকাটা করতে আসছে।

পরমুহূর্তে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিলো। ঝট করে তাকাতেই দেখলো, তীরবেগে ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলো স্ট্যালিয়নটা, শির দাঁড়া খাড়া করে ওটার খালি পিঠে ব'সে রয়েছে সাগুদ সারা, রোদের ভেতর তীব্র বাতাসে ফুলে আছে তার সাদা আলখাল্লা। আগন্তুক ঘোড়সওয়ারদের দিকে ছুটে যাচ্ছে সারা, বিরতিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, যেনো একটা উন্মাদিনী খেপে গেছে। তার আচরণ খানিকটা আশ্বস্ত করলো জেককে। কলামটাকে এগোবার সংকেত দিলো ও।

প্রথম সারির লোকগুলো পৌঁছুলো ঘোড়া আর উটের পিঠে চড়ে। কালো চেহারা সবার, কুৎসিতই বলা যায়, হিংস্র আর নির্দয় ভাব স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে মুখে। প্রত্যেকের পড়নে নোংরা ঢোলা পোশাক, গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা–সাদা, কালো, লাল সব রঙেরই আছে। কারো হাতে তলোয়ার আর ঢাল, কেউ মাথার ওপর তুলে ধরেছে বর্শা, অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেলো। প্রায় সবার মাথায় কিছু না কিছু আছে–হয় পাগড়ি, নয় হেলমেট, অথবা বহুবর্ণ টুপি। পিতলের চাকতি দিয়ে তৈরি করা মালা পরেছে অনেকে, কারো গলা থেকে রঙচঙে কাপড়ের তৈরি অসংখ্য ফিতে ঝুলছে। অনেকের হাতে লাল কাপড়ের পট্টিও দেখা গেলো। কাছাকাছি এসে প্রথম সারির লোকগুলো ঘিরে ধরলো আর্মারড্ কারের ড্রাইভারদের। চারদিকে ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি হলো। মানুষ আর পশুর ভিড়ে দম আটকে মারা যাওয়ার অবস্থা।

বেশিরভাগ লোকের দাড়ি রয়েছে, মাথাতেও কেউ কেউ লাল কাপড়ের পট্টি বেঁধেছে, দু'একজন মাথায় জড়িয়েছে সিংহের কেশর। উলুবনে শিয়াল যেমন রাজা,

ইথিওপিয়ার এদিকটার জংলী এই লোকগুলো তেমনি বীরযোদ্ধা। জেক আর ওর সঙ্গী-সাথীদের ঘিরে সৃত্য শুরু করে দিলো তারা, লু-লু চিৎকারে কাঁপিয়ে তুললো আকাশ-বাতাস।

আর্মস স্মাগলিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে গ্যারেথের, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সম্পর্কে রয়েছে ভালো ধারণা, জংলী যোদ্ধাদের সংগ্রহ দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলো সে। প্রতিটি অস্ত্র অত্যন্ত পুরনো হলেও, অন্তত বিশ রকমের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে তারা। কয়েক ধরনের মাটিনি হেনরি কারসারান থেকে শুরু করে লম্বা মাজল্ টাওয়ার, কী নেই। মাইজার, লী-মেটফোর্ডস-ও সংখ্যায় কম নয়। নৃত্য-গীত খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসার সাথে সাথে শুরু হ'লো ফাঁকা গুলিবর্ষণের উদ্দাম প্রতিযোগিতা। কালো ধোঁয়ার রেখা দাগ কাটলো সন্ধ্যার ম্লান আকাশে, বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজের সাথে আবার শুরু হ'লো অভ্যর্থনাসূচক লু-লু চিৎকার।

দ্বিতীয় সারির লোকজন এলো গাধা, উট আর খচ্চরের পিঠে চড়ে। তারা ধীরগতিতে এলেও, কর্ণপীড়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকলো না। তাদের ঠিক পিছু পিছু এলো পদাতিক বাহিনী, ভিড়ের সাথে মিশে আছে মেয়েলোক, শিশু-কিশোর আর কয়েক ডজন সরব কুকুর।

ছুটন্ত মিছিলের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হ'লো এক মহিলা, তারপর তার পেটে উটের পা পড়লো। মহিলার কোল থেকে আগেই ছিটকে পড়েছে দুধের বাচ্চাটা। সেদিকে ছুটে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লো জেকের, নিরেট পাঁচিলের মতো সচল ভিড় বাচ্চা আর তার মাকে কোথায় যে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো তাও জানার কোনো উপায় থাকলো না। বিপদটা টের পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো সাগুদ সারা। প্রথম সারির সামনে থেকে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিলো সে, আবার রওনা হ'লো কলাম। প্রিসিলার সামনে থাকলো আদিবাসীদের নৃত্যরত মিছিল, নেতৃত্ব দিয়ে কুয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বীরাঙ্গনা সাগুদ সারা। সামনে ঘন বনভূমি, কুয়াগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বনভূমি ভেদ করে বেরিয়ে এলো মিছিল, এবার পথ করে নিতে হবে একটা অগভীর পাথুরে নালার ভেতর দিয়ে–নিচটা শুকনো খটখটে, দু'পাশে প্রায় খাড়া তার গা।

এখানে পৌঁছে সামনে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। গোটা নালা মানুষের নিরেট আবরণে ঢাকা পড়ে গেলো, এমনকি মাটি আর পাথরের খাড়া গায়ে ও মাথার ওপর সরু কার্নিসে এমন গিজগিজ করছে মানুষ যে কম ভাগ্যশালী তারা ঠেলাঠেলি সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর প্রতিবাদের কঠিন ভাষা মহা শোরগোলের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

প্রতিটি টারিট থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলো ড্রাইভাররা, যেনো গর্ত থেকে সন্ত্রস্ত ইঁদুর মাথা তুলছে। পরস্পরের সাথে অসহায় সংকেত বিনিময় করলো ওরা, এই হাঙ্গামার মধ্যে অন্য কোনোভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আবারও উদ্ধারকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লো সাগুদ সারা। ইতিমধ্যে জেকের একটা ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। স্ট্যালিয়ন থেকে লাফ দিয়ে জেকের গাড়ির

সামনের বনেটে নামলো সারা, আদিবাসীদের মধ্যে যারা গাড়ির গায়ে ঝুলছে বা ওপরে উঠতে চাইছে, তাদের উদ্দেশে এলোপাতাড়ি কিল-খুসি চালালো সে। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটা দারুণ উপভোগ করছে সারা। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, সেখানে নগ্ন রণোন্মাদনা ঝিলিক মারছে। ইতিমধ্যে ভোজবাজির মতো তার হাতে একটা চাবুক চলে এসেছে, অক্লান্ত উৎসাহের সাথে উত্তেজিত জনতার পিঠে হরদম চালাচ্ছে সেটা। জেকের একবার ইচ্ছে হ'লো সারাকে বাধা দেয়, কিন্তু তারপর অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে বাতিল করে দিলো ধারণাটা। তার বদলে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাত থেকে বাঁচার অন্য কী বিকল্প উপায় করা যায় ভাবতে লাগলো। এদিক-ওদিক তাকাতে এই প্রথম নালার গায়ে গুহাগুলো দেখতে পেলো ও।

অনেকগুলো গুহা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে আদিবাসীরা। কেউ অশ্বারোহীর আঁটসাঁট পোশাক পরে আছে, কারো পড়নে খাকি হাফ প্যান্ট, প্রায় সবারই বুকে ঝুলছে অ্যামুনিশন বেল্ট, খালি পা। দু'হাতে ধ'রে মাথার ওপর মাউজার রাইফেল ঘোরাচ্ছে বন বন করে। এদের সবার মাথাতে পাগড়ি দেখলো জেক। উৎসাহের সাথে উপভোগে এরাও সারার চেয়ে কম যাচ্ছে না, তবে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার কাজে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

'ওরা আমার দাদার রক্ষী,' জেকের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করলো সারা, শরীরের ওপর দিয়ে এইমাত্র বিরাট ধকল যাওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে, কিন্তু আনন্দঘন হাতিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, জেক,' আবার বললো সে, জেক যেনো তার কতোদিনের পুরনো আর সমবয়েসী বন্ধু। 'আমার লোকজন মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ,' বললো জেক। 'আমিও তাই লক্ষ্য করছি।'

উল্টো করা রাইফেল হাতে গার্ডরা তেড়ে আসায় গাড়িগুলোর সামনে থেকে ভিড় খানিকটা কমলো। শোরগোলেরর মাত্রা কমে যা দাঁড়ালো তার সাথে মাঝারি ধরনের পাহাড় ধসের তুলনা করা চলে। ক্লান্ত চারজন ড্রাইভার নেমে এলো গাড়ি থেকে, গুহাগুলোর সামনে খোলা একটা জায়গার দিকে সতর্কতার সাথে নিরেট স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে এগোলো তারা। প্রতিরক্ষা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে জেক আর গ্যারেথের মাঝখানে থাকলো ভিকি, তার পিছনে দুর্গপ্রাচীরের মতো রয়েছে গ্রেগোরিয়াস। পুরুষদের বগলের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে তার পাশে এসে হাত ধরলো সারা, নিজেকে আরো খানিক নিরাপদ মনে হ'লো ভিকির।

'প্লিজ, ঘাবড়িয়ো না,' ফিসফিস করে অভয় দিলো সারা। 'আমরা সবাই তোমার বন্ধু।'

'উল্টোটা ব'লে অনায়াসে আমাকে বোকা বানাতে পারতে, সারা!' সারার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পাল্টা হাসলো ভিকি। ঠিক এই সময় একটা গুহা থেকে ছোট্ট মিছিলটা বেরিয়ে এলো।

মিছিলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তালগাছের মতো সরু আর লম্বা এক বৃদ্ধ, ঠিক যেনো মানুষের আকৃতি নিয়ে একটা ক্যারিকেচার। শক্ত, হাড়সর্বস্ব কাঠামোয় লাল হলুদ ঢোলা

আলখাল্লা ঝুলছে। তার হাঁটার সাথে আলখাল্লার গায়ে ফুটে উঠছে পায়ের আকৃতি, এতটাই সরু যে হাড়ের ওপর কোনো মাংস আছে কিনা সন্দেহ। গাঢ় রঙের মাথায় কোনো চুল নেই, মুখে নেই কোনো দাড়ি-গোঁফ বা ভুরু।

ঝুলে থাকা কোঁচকানো আর বিবর্ণ চামড়ায় তার চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। মুখের ভেতর একটা দাঁতও অবশিষ্ট নেই, ফলে দু'দিকের চোয়াল ভেতর দিকে সেঁধিয়ে গেছে, ভাঁজ করে রেখেছে গোটা মুখটাকে। সব মিলিয়ে যে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হ'লো অশীতিপয় বৃদ্ধ তিনি, কিন্তু পরমুহূর্তে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে যায় তাঁর হাঁটার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন, প্রাণ-চঞ্চল যুবকের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে, কারুকাজ করা বাঁটসহ রাইফেলটা অনায়াসে বহন করছেন কাঁধে, চামড়া ঢাকা লম্বাটে গর্তের ভেতর থেকে শকুনের দৃষ্টি হানছেন চারপাশে। অথচ তবু জেকের মনে হলো, ভদ্রলোকের বয়স আশির কম তো হতেই পারে না।

ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে বৃদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, সালাম করলো পায়ে হাত দিয়ে।

ফিসফিস করে ওদেরকে জানালো সারা, 'উনি আমার দাদা, রাস গোলাম। দাদা ইংরেজি জানেন না। আজও তিনি বীরযোদ্ধা হিসেবে নিজের খ্যাতি ধ'রে রেখেছেন–শুধু যে গোত্রপ্রধান তাই নয়, গোত্রের মধ্যে সবেচেয়ে সাহসীও বটে।'

'ড্রাইভার চারজনের ওপর চোখ বুলালেন বৃদ্ধ রাস গোলাম, ধুলো আর কাঁটাবিহীন টুইডের স্যুট পরা গ্যারেথ সোয়েলস্‌কে তার পছন্দ হলো। সামনের দিকে লাফ দিলেন তিনি, গ্যারেথ এগিয়ে যাবার আগেই তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের ভেতর নিয়ে পিষতে শুরু করলেন, গ্যারেথের নাকে পিঁয়াজ-রসুন আর তামাক থেকে শুরু করে ঘাম ও ধুলোময়লার বিভিন্ন পদের গন্ধ ঢুকলো। 'হাউ ডু ইউ ডু?' সিংহের মতো গর্জে উঠলেন তিনি, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এই একটি মাত্র বাক্যে সীমিত।

'আগেই শুনেছো, আমার দাদা ইংরেজির ভারি ভক্ত,' সগর্বে ওদেরকে জানালো গ্রেগোরিয়াস। 'সেজন্যেই তো ছেলে আর নাতি-নাতনিদের ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন।'

'দাদার বুকে যে পদকগুলো দেখছো ওগুলো তাকে ইংরেজ লর্ডের মতো আভিজাত্য দিয়েছে।' বললো সারা। বেশির ভাগই সোনার চাকতি, দু'একটা পিতলও রয়েছে।

গ্যারেথের সংগ্রাম চলছে, বৃদ্ধ রাস গোলামের আলিঙ্গন থেকে এখনো সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। সারার হাবভাব থেকে আলোচ্য বিষয় আন্দাজ করতে পারলেন বৃদ্ধ, গ্যারেথকে ছেড়ে দিলেন, ওরা সবাইা যাতে তাঁর বুকে লটকানো পদকগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। ওদেরকে গাইডও করলেন–প্রতিটি পদকের দিকে সগর্বে আঙুল তাক করলেন তিনি।

'অদ্ভুত সুন্দর, ওল্ড বয়, সত্যি অদ্ভুত সুন্দর,' ঐকমত্য ঘোষণা করলো গ্যারেথ, হাত দুটো জ্যাকেট আর মাথার চুল ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধের বক্তব্য ভাষান্তর করে ওদেরকে শোনালো সারা। 'দাদা অল্প বয়সে রানী ভিক্টোরিয়ার সেবা করেছেন, সে জন্যেই ওই পদক। তোমাদেরকে ইথিওপিয়ায় উষ্ণ

অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন, যদিও ইংরেজরা বীর, কীর্তিমান একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে আলিঙ্গন করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভারি গর্ববোধ করছেন। বাবার মুখে তোমার কথা আগেই শুনেছেন দাদা, জানেন তুমি একজন বীরযোদ্ধা...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সারার কাকাদের সাথে প্রিন্স লিজ মিখায়েল বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। 'আমার বাবা জানতে চাইছেন,' সহাস্যে গ্যারেথকে বললো লিজ মিখায়েল, 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকার সময় তুমি যে পদকগুলো পেয়েছো সেগুলো সাথে করে এনেছো কিনা। বাবা চান ওগুলো পরেই তুমি তার পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

গ্যারেথের চেহারা এক নিমেষে কালো হয়ে গেলো। 'থামো, ব্যস করো।' চাপা স্বরে হিসহিস করে উঠলো সে। বিস্তর টাকা কামানো ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতেই পারে না গ্যারেথ। সংকটময় মুহূর্তটি অবশ্য কেটে গেলো, গোত্রপ্রধান রাস গোলাম গলা চড়িয়ে কাদের যেনো ডাকাডাকি শুরু করলেন।

তার নির্দেশে আরমার্ড কারে চড়লো দলে দলে সৈনিক। গাড়ি থেকে অস্ত্রভর্তি কাঠের বাক্সগুলো একের পর এক নামিয়ে আনতে লাগলো গুহার সামনে।

এবারে পুরোহিতেরা এসে গাড়ি এবং অস্ত্রগুলোকে আশীর্বাদ করতে লাগলো একে একে।

এই সুযোগটা কাজে লাগালো সারা, ভিকির হাত ধ'রে একটা গুহার ভেতর চলে গেলো সে। 'আমার চাকর তোমার জন্যে গোসলের পানি নিয়ে আসবে,' বললো সে। 'উৎসব অনুষ্ঠানে তোমাকে সাংঘাতিক সুন্দর দেখানো চাই। আমরা হয়তো আজ রাতেই ঠিক করে ফেলবো তোমার জন্যে ওদের মধ্যে কাকে বাছা যায়।'

গাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে রাস গোলামের অনুসারীরা মূল নালায় শৃংখলা বজায় রেখে জড়ো হলো। যারা গোত্রপ্রধানের প্রিয় বা সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী অথবা যারা ভিড়ের গায়ে ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারলো তাদের জায়গা হ'লো মাঝখানের সবচেয়ে বড় গুহাটায়। বাকি সবাই উপত্যকা জুড়ে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে বসলো। চারদিকে আলখাল্লা পরা কালো মূর্তি গিজগিজ করছে। গোল হয়ে ব'সে আগুন জ্বালালো প্রতিটি দল, একশোরও বেশি অগ্নিকুণ্ডের আলো প্রতিফলিত হ'লো রাতের আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের গায়ে।

রাতের আকাশে হালকা গোলাপি আভা, বিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো মেজর লুইগি।

থার্ড ব্যাটালিয়ানকে থামার নির্দেশ দিলো সে, একটা ট্রাকের ছাদে উঠে রহস্যটা কী বোঝার চেষ্টা করলো, সন্দেহ হচ্ছে সদ্য অস্ত যাওয়া সূর্যের অলস কোনো আভা কিনা। কিন্তু না, ব্যাপারটা সে রকম মনে হ'লো না।

লাফ দিয়ে নিচে নামলো সে, ড্রাইভারের দিকে আঙুল তাক করে বললো, 'অপেক্ষা করো।' ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকগুলোকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোলো সে, কমান্ড কারের দিকে যাচ্ছে।

'মাই কর্নেল।' রোলস-রয়েসের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভেতরে তাকালো সে।

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি, চোখ দুটো বন্ধ। ভঙ্গিটা মস্কো ফেরত পরাজিত নেপোলিয়নের মতো। জেনারেল ডি বোনো'র শীতল আচরণ তার আহমিকা, আভজাত্য আর গর্বে আঘাত করেছে, সেটা এখনো ভুলতে পারছে না সে। মেজর র উপস্থিতি টের পেলেও এমন কোনো ভাব দেখালো না যাতে বোঝা যায় জেগে আছে। তবে মেজরের কথা শেষ হ'তে নিস্তেজ গলায় বললো, 'পরিস্থিতি বুঝে যা ভালো মনে হয় করো। শুধু একটা ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো, সকালের আগেই ওয়েলস অব চান্ডি যেনো আমাদের দখলে চলে আসে।' ভাবছেন, মুসেলিনি কি পেয়েছে তার বার্তাটা।

পরিস্থিতি বুঝে মেজর থার্ড ব্যাটালিয়ানকে সেই মুহূর্তে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলো। কোনো অবস্থাতেই আলো জ্বালা চলবে না, এমনকি জোরে কথাও বলা নিষেধ। এরপর সামনে বাড়ার নির্দেশ দিলো সে, তবে আস্তে-ধীরে। ট্রাক বহর শম্বুক গতিতে এগোলো, এঞ্জিনের আওয়াজ যতোটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হলো। সৈনিকরা সবাই যে যা অস্ত্র নিয়ে তৈরি অবস্থায় থাকলো।

দশ মিনিট পর রণকৌশল স্থির করে ফেললো মেজর। কোথায় মোটরপুল থাকবে, কোথায় রাত কাটাবে সৈনিকরা, মেশিনগান বসানোর জায়গা, রাইফেল ট্রেঞ্চের নির্দিষ্ট স্পট, এক এক করে সব ঠিক করে ফেললো সে। ভালো করে কিছু না দেখেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাকে সমর্থন জানালো কাউন্ট আলদো। শান্তভাবে কয়েকটা নির্দেশ দিলো মেজর, ফলে পরিষ্কার হয়ে গেলো রাতে আর সৈনিকরা গুমানোর সময় পাবে না। 'আর যদি কারো হাত থেকে শাবল পড়ে যায় বা কেউ যদি হাঁচি দেয়, তাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবো–তারই নাড়ি গলায় বেঁধে।' নিচের আলোর দিকে তাকিয়ে নিজের বাহিনীকে সতর্ক করে দিলো মেজর ক্যাস্তেলানি।

বড় গুহাটার ভেতর বাতাস এতো ভারি আর গরম, যেনো ভিজে একটা উলেন কম্বলের নিচে চাপা পড়েছে ওরা। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, যতোদূর দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দানবীয় ছায়া ফেলে ছুটোছুটি করছে চাকরবাকররা। অভিযাত্রী, অতিথি বা সৈনিকরা মুহূর্তের জন্যেও মুখের কামাই দিচ্ছে না, অনর্গল বকবক করে চলেছে, সেই সাথে সবজান্তার ঢঙে মাথা ঝাঁকানোর কোনো বিরাম নেই। খানিক পরপরই আতংকিত ষাঁড়ের ডাক ভেসে আসছে। হঠাৎ করে থামছে সেই ডাক, বুঝতে অসুবিধে হয় না কসাই তার ছোরাটা এতোক্ষণে ঠিকমতো চালাতে পেরেছে ওটার গলায়। তারপরই আরেকটাকে মাটিতে ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে, গুহার অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে

আওয়াজটা। পশু ধরাশায়ী হওয়ায় উল্লাসে মাতামাতি করছে দর্শকরা। ষাঁড় জবাই হলেই দশ-বারো জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাল ছাড়াতে লেগে যাচ্ছে, রক্তাক্ত মাংসের ফালি মাটির বড় বড় পাত্রে তোলা হচ্ছে।

পাত্রগুলো নিয়ে হোঁচট খেকে খেতে গুহার ঢুকছে চাকররা, মাংসের ফালি তখনো কাঁপছে একটু একটু, ধোঁয়াটে তাপও উঠছে সামান্য। প্রতিট পাত্র নামাতে যা দেরি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেটার দিকে। রক্তা ঝরা ফালি ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে তারা, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে একটা প্রান্ত আটকাচ্ছে, অপর প্রান্ত টা টান টান করে এক হাতে ধ'রে থাকছে, আরেক হাতে ধরা ছুরি দিয়ে নাকের ডগার কাছাকাছি থেকে কেটে নিচ্ছে ফালিটা। উষ্ণ রক্ত ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, টুকরোটা একটা মাত্র ঢোকের সাহায্যে নেমে যাচ্ছে গলা দিয়ে।

আদিবাসীদের গ্রাম থেকে তৈরি করে আনা মদ খাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় ওরা সেটাকে তেজ বলে।

যারা শ্রদ্ধার পাত্র তাদের সথে বসার সুযোগ হয়েছে গ্যারেথের, বৃদ্ধ রাস গোলাম আর প্রিন্স লিজ মিখায়েলের মাঝখানে। অপেক্ষাকৃত কম সম্মান যাদের তাদের সাথে বসেছে জেক আর ভিকি, গ্যারেথ আর ওদের মাঝখানে বিভিন্ন সম্মানের আরো পাঁচ-ছয়টা দল রয়েছে। ওরা বিদেশী ব'লে কাটা মাংসের বদলে রান্না করা খাসী আর মুরগি পরিবেশন করা হলো, সাথে শুকরের মাংসও প্রচুর। প্রতিটি মাংসের পাত্রে এতো বেশি মশলাবহুল ঝোল যে, কেউ পড়ে গেলে তাকে বোধহয় ডুবেই মরতে হবে।

খেতে বসার আগে বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর টাকমাথা সিংহের কেশর দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন। কেশরটার চেহারা খুব করুণ, যেনো পোকার খেয়েছে, তার কারণ প্রথমবার ওটা মাথায় পরার পর পেরিয়ে গেছে চল্লিশটা বছর।

হঠাৎ করে দাঁতহীন মাড়ি বের করে আপনমনে হাসতে শুরু করলেন রাস গোলাম। হাতে পাকানো রুটিতে শুকরের লম্বা মাংস ভরে রুটিটা গোল পাকালেন তিনি, আকারে সেটা হাভানা চুরুটের মতো হলো, ঝর ঝর করে ঝোল ঝরছে, হঠাৎ সেটা গ্যারেথের অপ্রস্তুত মুখর ভেতর সেঁধিয়ে দিলেন।

'তোমাকে ওটা হাতের সাহায্য না নিয়ে গিলতে হবে,' তাড়াতাড়ি প্রথাটা ব্যাখ্যা করলো প্রিন্স মিখায়েল। 'এটা একটা খেলা, বাবা খুব পছন্দ করেন।'

গ্যারেথের চোখ ফুলে উঠলো, দম নিতে না পারায় টকটকে লাল হয়ে হয়ে উঠলো তার মুখ, মরিচের অসম্ভব ঝাল জিভের চামড়া পুড়িয়ে দিলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিললো সে, চিবালো–এতোকিছুর মাঝেও চেহারায় ধ'রে রাখার চেষ্টা করছে হাসিখুশি অভিজাত ভাবটা।

রাস গোলাম সপ্রশংসদৃষ্টিতে অবলোকন করছেন, তাঁর ফোকলা মুখ থেকে ঝোল গড়াচ্ছে, বলিরেখাগুলো কুঁচকে সরু আর গভীর হয়ে উঠলো অর্থাৎ নিঃশব্দে হাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে বিপুল উৎসাহের সাথে একই কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রেরণা যোগান দিচ্ছেন গ্যারেথকে, 'হাউ ডু ইউ ডু? হাউ ডু ইউ ডু?'

অবশেষে আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রেখে মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলতে পারলো গ্যারেথ। ঘেমে গোছল হয়ে গেছে সে। বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান আবার একবার তাকে বন্ধুসুলভ

আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো। ঠোঁটে সহানুভূতিসুচক হাসি নিয়ে গ্যারেথের জন্যে তার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো প্রিন্স মিখায়েল।

কিন্তু কারো কৌতুকের শিকার হওয়া গ্যারেথের ধাতে সয় না। গোত্রপ্রধানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সে, ঠেলে সরিয়ে দিলো গ্লাসটা, হাতছানি দিয়ে একজন চাকরকে কাছে ডাকলো। মাটির চওড়া মাত্র থেকে কাঁচা মাংসের একটা ফালি তুলে নিলো সে। ফালিটা প্রায় তার কব্জির মতো মোটা, লম্বায় তার হাতের চেয়ে সামান্য একটু যদি ছোটো হয়। বিনা নোটিসে ফালির একটা প্রান্ত গোত্রপ্রধানের দাঁতহীন মাড়ির মাঝখানে ঠেসে ধরলো সে। শান্ত গলায়, হাসতে হাসতে বললো, 'খাও বাপ, দেখ কেমন লাগে!'

বিস্ফারিত রক্তচক্ষু মেলে গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে থাকলো বৃদ্ধ। তারপর, যদিও মাংসের ফালিটা ফুলে ওঠা বিশাল জিভের মতো মুখে ঝুলে থাকায় গোত্রপ্রধান হাসতে পারলেন না, তাঁর চোখের চারপাশে আরো কুঁচকে উঠলো চামড়া, দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো উল্লাস। তাঁর চোয়ালের কাজ দেখার মতো হলো, যেনো একটা অজগর গোটা একটা ছাগল গেলার চেষ্টা করছে। ঢোক গিললেন তিনি, ফালির এক ইঞ্চি অদৃশ্য হ'লো মুখের ভেতর। আরেকটা ঢোক গিললেন, আরেক ইঞ্চি মাংস ভেতরে ঢুকলো। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ, প্রতিটি ঢোকের সাথে মাংসের ফালিটা আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোত্রপ্রধানের মুখ খালি হয়ে গেলো, চোখ বুজে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, চায়ের মগটা ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলেন। ঠাণ্ডা চায়ের সাথে সেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললেন রাস গোলাম, ঠোঁট আর মুখ থেকে কাঁচা রক্ত মুছলেন। তারপর দড়াম করে চাপড় মারলেন গ্যারেথের পিঠে। পরস্পরের হাত থেকে খেয়েছে ওরা, কাজেই ওদের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

ওদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। বিদেশীদের পেয়ে দাদা যে খানিকটা বাড়াবাড়ি করবেন তা সে আগেই আন্দাজ করেছিল। তবে কল্পনাও করে নি একা শুধু শ্বেতাঙ্গ গ্যারেথই তাঁর দৃষ্টি কাড়বে। যাকে যার পছন্দ, এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে মাত্র ক'দিনের পরিচয়ে তারও পছন্দ হয়ে গেছে জেক বারটনকে। তার হিরোকে অবহেলা করা হবে, আর সে তা মুখ বুজে সহ্য করবে? কক্ষনো না! বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হ'লো না, দাদার সম্পূর্ণ মনোযোগ কাড়ার উপায় পেয়ে গেলো গ্রেগোরিয়াস। লোকে লোকারণ্য গুহা থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এলো সে, আবার যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে সিংহের ছালটা রয়েছে। মরুর গরম বাতাস পেয়ে ইতিমধ্যে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে সেটা।

ছালটা মাথার ওপর তুলে ধ'রে গুহার ঢুকলো সে, তারপরও মেঝের একদিকে ঘষা খেলো নাকের দিক, আরেক দিকে লেজের দিক। গ্যারেথের কাঁধে হাত রেখে খোশগল্পে মেতে ছিলেন রাস গোলাম, ছালটা দেখে আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর সামনে চামড়াটা বিছিয়ে দিলো গ্রেগোরিয়াস।

উত্তর শুনে এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, নাতির হাত ধ'রে ঘন ঘন ঝাঁকি দিলেন বিস্তারিত আরো তথ্যের জন্যে। দাদার মেজাজ বুঝে রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বর্ণনা করলো গ্রেগোরিয়াস, অঙ্গভঙ্গি করে দেখালো ঠিক কীভাবে আক্রমণ করেছিল সিংহটা, কীভাবে পাথর ছুঁড়ে তার ঘাড় চুরমার করা হয়।

গুহার ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। কাছ থেকে ভালো করে শোনার জন্যে লোকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। গ্রেগোরিয়াস থামতে উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান, সরাসরি জেকের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার পথে কোথায় পা ফেলছেন দেখলেন না, ফলে তাঁর পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়লো ঝোল আর মাংসসহ কয়েকটা পাত্র, তেল ভর্তি মাটির একটা কলস লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। জেকের মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ধ'রে টান দিলেন তিনি, ব্যথা পাবার আগেই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো জেক।

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করলেন রাস গোলাম, প্রচণ্ড ভাবাবেগে কাঁপছেন–খালি হাতে একজন লোক একটা সিংহকে মেরে ফেলেছে শুনে মুগ্ধ বিস্ময় আর আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। চল্লিশ বছর আগে চওড়া ফলা লাগানো তিনটা বর্শা ভাঙার পর চতুর্থটা তিনি হারামজাদা সিংহের হৃৎপিণ্ডে গাঁথতে পেরেছিলেন।

'দারুণ,' মৃদু কণ্ঠে বললো জেক, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, আনাড়ির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপরই যন্ত্রণাকাতর চাপা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর গলা থেমে, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ওকে বুকে টেনে নিয়ে পিষতে শুরু করেছেন।

ভাগ্য ভালো, প্রায় সাথে সাথেই ওকে মুক্তি দিলেন রাস গোলাম। ওর হাত ধ'রে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসূচক বসার জায়গাটির দিকে এগোলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ সন্তানের পাঁজরে লাথি মারলেন মৃদু, সরে গিয়ে জেককে বসার জায়গা করে দিলো সে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে একবার তাকালো জেক, অসহায় ভঙ্গিতে ভুরু নাচালো। ইতিমধ্যে রুটির ওপর রান্না করা মস্ত এক টুকলো খাসির মাংস ফেলে সেটা গোল পাকিয়ে ফেলেছেন রাস গোলাম। সেটা দেখতে হ'লো হুবহু একটা টর্পেডোর মতো, অনায়াসে একটা যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করতে পারবে। গভীর শ্বাস টেনে যতোটা সম্ভব হাঁ করলো জেক, নিজের হাতে তৈরি টর্পেডো তলোয়ারের মতো মাথার ওপর উঁচু করে ধরলেন রাস গোলাম।

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে জেকের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন সেটা।

একটানা দীর্ঘ সময় সতর্ক প্রহরা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে কাউন্টের বাহিনী। ওয়েলস অব চান্ডিতে পৌঁছে নিজেদের তাঁবু ফেলে বিশ্রামে যেতে উদ্বেল তারা।

মেজর তার বারোটা মিশনগান লাগলো উপত্যকার ঢালু গায়ে, যেখান থেকে বিশাল জায়গা জুড়ে তিনদিকেই গুলিবর্ষণ করা যাবে। তার একটু নিচে তৈরি করা

হ'লো রাইফেল ট্রেঞ্চ। বালি মেশানো ঝুরঝুরে মাটি, গর্তের ভেতর পজিশন নিয়ে থাকলো রাইফেলম্যানরা। ইতিমধ্যে মেশিনগান আর ট্রেঞ্চগুলোকে রক্ষার জন্যে বালির বস্তা ফেলে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার কোম্পানিকে অনেকটা পিছনে রাখলো সে, রাইফেল ট্রেঞ্চ আর মেশিনগান নেস্ট ওটাকে রক্ষা করবে। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে ওয়েলস অব চান্ডির গোটা এলাকার ওপর মর্টার বোমা ফেলতে পারবে তারা।

পেশাদার সৈনিক বলেই আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোনো ত্রুটি রাখার পক্ষপাতী নয় মেজর। তার লোকজন কাজ করছে, মেজর ব্যক্তিগতভাবে ডিফেন্সের সামনে দিয়ে বার কয়েক হেঁটে গেলো, লক্ষ্য করলো রঙ করা মেটাল মার্কারগুলোর পজিশন। কেবলমাত্র তারপরেই খাবার-দাবারের অনুমতি দিলো সে।

মদ এবং মাংস দুটোই বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, ফলে গ্যারেথের পেটটাই যে শুধু অসভ্যের মতো ফুলে উঠলো তাই নয়, চোখেও সে খানিকটা ঝাপসা দেখছে।

ওদিকে জেক আর রাস গোলামের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, ভাষার ব্যবধান কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। আর তাছাড়া, জেক যেহেতু খালি হাতে একটা সিংহকে বধ করতে পেরেছে, বিদেশী হলেও, সে তার বন্ধু বীর।

পরিবেশে উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক এতো বেশি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলতে গ্যারেথও লজ্জা পেলো। কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অনেকগুলো প্রশ্ন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তার জিভ পুড়িয়ে দিচ্ছে। শেষমেষ ব'লে ফেললো, 'চকলেট, ওল্ড বয়, আমাদের জন্যে টাকা-পয়সা সব রেডি করে রেখেছো তা?'

মনে হ'লো গ্যারেথের কথা শুনতে পায় নি প্রিন্স মিখায়েল, তবে তার গ্লাসটা শ্যাম্পেনে ভরে দিলো সে, তারপর জেকের একটা কৌতুক অনুবাদ করে শোনানোর জন্যে ঝুঁকে পড়লো তার বাবার দিকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতে হ'লো গ্যারেথকে।

হিসহিস করে বললো সে, 'টাকার কথা বলছি, চকলেট। সব বুঝে পেলে আর তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না। কাল ভোরে নাচগানের মাধ্যমে তোমরা আমাদের বিদায় দেবে, ঠিক আছে?'

'প্রসঙ্গটা তোলায় সত্যি আমি খুশি হলাম,' চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স মিখায়েল, খুশির ভাবটুকু ছাড়া আর সবকিছুই রয়েছে তার চেহারায়। 'কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার।'

'দেখো, চকলেট, ওল্ড বয়, এটা আলোচনার কোনো ব্যাপার নয়। আলোচনা যা হবার তা অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

'মাথা গরম করো না, প্লিজ। আমি তোমাকে উদ্বিগ্ন হতেও নিষেধ করছি।'

দেনাদার টাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উদ্বিগ্ন বোধ করা গ্যারেথের একটা স্বভাব। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোচনার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে টাকা শোধ না

দিয়ে পারা যায়। কঠিন ভাষায়, চড়া গলায় প্রতিবাদ করতে যাবে গ্যারেথ, এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন রাস গোলাম।

উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর পা কাঁপতে লাগলো, মনে হ'লো টলে পড়ে যাবেন।

দু'জন গার্ড শক্ত করে ধ'রে রাখলো রাস গোলামকে। তিনি কাঁপছেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে কথা ব'লে গেলেন। অবশ্য শেষ দিকে তার গলা ভাবাবেগে বুজে এলো। তাঁর ভাষণ বিদেশী অতিথিদের জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করলো প্রিন্স মিখায়েল।

প্রথম দিকে, জেকের মনে হলো, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর বক্তব্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। প্রথম সূর্য-রশ্মির পাহাড়চূড়া স্পর্শ করার কথা বললেন তিনি বললেন, ভরদুপুরে মরু-বাতাসের একখানি পা যখন একজন মানুষের মুখে পড়ে তার কী অনুভূতি হয়, তারপর তিনি ওদেরকে মনে করিয়ে দিলেন ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই প্রথম সন্তানের কান্না তার বাপের কানে কী রকম শোনায়, আরো স্মরণ করতে বললেন, লাঙ্গলের আঘাতে এলোমেলো হওয়া মাটির গন্ধ। ধীরে ধীরে অবিশ্বাস্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো গুহার ভেতর, সবাই শ্রদ্ধার সাথে তাঁর বক্তব্য শুনছে।

এই পর্যায়ে আপন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন রাস গোলাম, ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন গার্ডদের হাত, এখন আর তিনি টলছেনও না। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেদন আর আবেগে ভরে উঠলো। প্রিন্স মিখায়েল অনুবাদ না করলেও জেকের বুঝতে অসুবিধে হতো না যে, গোত্রপ্রধান পুরুষমানুষের গর্ব এবং তার স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, একজন সত্যিকার পুরুষ কি তার সেই স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে প্রাণ দেবে না? প্রাণ দেবে না তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়বন্ধু, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে?

'খবর এসেছে বিদেশী শক্তি আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আসছে। ভীষণ শক্তিশালী তারা, সঙ্গে আছে আধুনিক মারণাস্ত্র, শোয়া' গোত্রের বীরদের মতো হৃদয় তাদের নেই বটে, কিন্তু অত্যন্ত সাহসী।'

হাঁপাচ্ছেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু বাছারা, আমার প্রিয় শিষ্যরা, আমরাও অসহায় বা শক্তিহীন নই। খোদার অপার মেহেরবাণী, বিদেশী সাহায্য আমরাও পেয়েছি। তারাও আমাদের জন্যে আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে এসেছেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবেন। শত্রুদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে....।'

কী? ভুরু কুঁচকে উঠলো জেকের। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ জাগলো মনে। অস্ত্রের যে চালান ওরা আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সে-সব ওদের প্রায় কোনো কাজেই আসবে না। জানে, ওরা চলে যাবার এক হপ্তার মধ্যে অচল হয়ে পড়বে আর্মারড্ কারগুলো, রাস গোলামের অনুসারীরা লৌহমানবীদের মেজাজের সাথে কোনোভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে না নিজেদের। তাছাড়া, ট্যাংক বা মর্টারের সাথে পাল্লা দেয়া ওগুলোর কর্ম নয়।

শংকিত বোধ করলো জেক। বোকার মতো এ কোথায় এসে পড়েছে ও, যেখানে প্রায় নিরস্ত্র একটা গোষ্ঠী অশুভ শক্তির কাছে মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হ'তে চলেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটাই হবে রাস গোলাম আর তাঁর প্রজাদের শেষ যুদ্ধ।

তারপর জেক নিজেকে বুদ্ধি দিলো, ভুলে যাও। এটা ওদের যুদ্ধ, ওরাই সামলাক। টাকা নিয়ে কেটে প'ড়ে। এই সময় ওর চোখ পড়লো দূরে বসা ভিকি কেমবারওয়েলের দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে, চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে, রাস গোলামের ভাষণ যেনো গিলছে সে, পাশে বসা সাগুদ সারার একটা কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধ'রে আছে।

ভিকিও বুঝতে পারলো, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেক। ঘাড় ফেরালো সে, চোখাচোখি হ'লো দু'জনের। মৃদু হেসে, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো সে, যেনো বলতে চাইলো জেক কী ভাবছে বুঝতে পেরেছে।

ভিকিকেও ফেলে রেখে চলে যাবে? নিজেকে প্রশ্ন করলো জেক। জানা কথা, ওদের সাথে ভিকিকে ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তার জন্যে এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি হ'তে যাচ্ছে, এরইমধ্যে তার জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ হয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে সে। আর শেষটা যে কী রকম হবে ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছে জেক।

বুদ্ধিমানের কাজ হবে ফিরে যাওয়া, বোকামি হবে আরেকজনের যুদ্ধ নিজের কাঁধে তুলে নেয়া, শুরু হবার আগেই যে যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারচেয়ে নিজের ভাগের বিশ হাজার ডলার দিয়ে বারটন এঞ্জিন আর ফ্যাক্টরির কাজ শুরু করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এর বিপরীতে রইলো একটি মাত্র প্রলোভন– এমন এক নারীর ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা, যে সারা জীবন কেবল জ্বালিয়েই মারবে।

'জীবনেও সঠিক কাজটি কখনো করতে পারি নি,' আপন মনেই বললো জেক, এরপর ভিকির উদ্দেশ্যে হাসলো।

হঠাৎ থামলেন বৃদ্ধ রাস গোলাম, মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘামে চকচক করছে তাঁর মুখ। শ্রোতারা এখনো তাঁর দিকে সম্মোহিতের মতো নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। গলা চড়িয়ে একটা নির্দেশ দিলেন গোত্রপ্রধান, দু'ধারী একটা তলোয়ার চলে এলো তাঁর হাতে, ফলাটা লম্বা আর নগ্ন। পরমুহূর্তে কোত্থেকে যেনো অনেকগুলো ড্রাম নিয়ে আসা হলো, বেজে উঠলো রণডঙ্কা। প্রথমে এলো রাস গোলামের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী ড্রাম, শুধু বড় ধরনের যুদ্ধ বা উৎসবের সময় বের করা হয় ওটা, শতো শতো বছর ধ'রে বংশপরম্পরায় হাত বদল হয়ে রাস গোলামের হাতে পড়েছে। মাগডালা-য় নেপিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বাজানো হয়েছে এই ড্রাম, বাজানো হয়েছে আদোয়ায় ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসহ আরো কয়েক শো যুদ্ধের সময়।

একেকটা ড্রাম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ড্রামাররা ড্রামের ব্যারেল নিজেদের দুই হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবচেয়ে গম্ভীর আর ভরাট আওয়াজ যে ড্রামের সেটা মন্থরগতি একটা ছন্দের সাথে বাজতে লাগলো, বাকি ড্রামগুলো এক জোড়া ভরাট শব্দের মাঝখানে গুড়গুড় আওয়াজ তুললো। ক্রমেই দ্রুত হ'লো ছন্দ, সেই সাথে আরো ভরাট হয়ে উঠলো আওয়াজ। কাঁপতে শুরু করলো মাটি, ধাক্কা লাগলো বুকে। তারপর মনে হ'লো গোটা দুনিয়া উন্মাদ করা গর্জনে ঝাঁকি খাচ্ছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো জেকের। লক্ষ্য করলো, ড্রামের তালে তালে দুলতে শুরু করেছে আদিবাসীদের মাথা আর কাঁধ।

তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন রাস গোলাম। তাঁর মাথাটাও নুয়ে পড়েছে তলোয়ারের হাতলের ওপর। ড্রামের ছন্দ এক সময় তাঁকে নাড়া দিলো, ঝাঁকি খেতে শুরু করলো তাঁর কাঁধ, তারপর হঠাৎ তিনি এক ঝটকায় উঁচু করলেন মাথা। সাদা একটা পাখি যে ভঙ্গিতে উড়াল দেয়, ঠিক সেভাবে লাফ দিয়ে ড্রামারদের সামনে পড়লেন, বিশাল তলোয়ারটা মাথার ওপর বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে শুরু করলেন।

প্রিন্স মিখায়েলের একটা কব্জি চেপে ধরলো গ্যারেথ, ড্রমের বজ্রনিনাদের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্যে গলা চড়ালো, ফিরে গেলো ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায়। 'চকলেট, তুমি আমাকে টাকা প্রসঙ্গে কী যেনো বলছিলে।'

তার কথা শুনতে পেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো জেক, প্রিন্স মিখায়েল কী ব'লে শুনতে চায়। কিন্তু প্রিন্স মিখায়েল চুপ করেই থাকলো, বাবার লম্ফঝম্ফ তার মনোযোগ ধ'রে রেখেছে।

'অক্ষত অবস্থায় আমরা তোমাকে মাল ডেলিভারি দিয়েছি, ওল্ড বয়। চুক্তি চুক্তিই, তাই না?'

'পনেরো হাজার পাউন্ড,' থমথমে চেহারা নিয়ে বিড়বিড় করে বললো প্রিন্স মিখায়েল।

'হ্যাঁ,' একমত হ'লো গ্যারেথ।

'বিপজ্জনক একটা অংক,' প্রিন্স মিখায়েলের গলা আরো খাদে নেমে গেলো। 'এরচেয়ে আরো অনেক কম টাকার জন্যে কতো মানুষ খুন হয়েছে।'

ওরা কোনো মন্তব্য করলো না।

'বুঝতেই পারছো আমি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি,' ব'লে চললো লিজ মিখায়েল। 'তোমাদের নিরাপত্তা আর আমার গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা। দেখাশোনার জন্যে একজন এঞ্জিনিয়ার না থাকলে, কী দাম গাড়িগুলোর ? নতুন অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় যদি আমার লোকদের শেখানোর জন্যে কেউ না থাকে, কী হবে ওগুলো দিয়ে? পুরো টাকাটাই কি পানিতে ফেলা হবে না?'

'তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে–সত্যি হচ্ছে, ওল্ড বয়,' নিশ্চয়তা দিয়ে বললো গ্যারেথ। 'কাফে রয়্যালে ব'সে ডিনার খাওয়ার সময় তোমার জন্যে চাই কি দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলতেও আমি রাজি আছি। তবে কি জানো, এ-সব কথা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো।'

'আরে, কী বলো, ভাবি নি মানে? মাই ডিয়ার গ্যারেথ, বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি।' এই প্রথম গ্যারেথের দিকে ফিরলো প্রিন্স মিখায়েল, হাসলো নিঃশব্দে। 'ভেবেছি, দুনিয়ার কোথাও এমন বোকা নেই যে ইথিওপিয়ার বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী এলাকায় এসে, সাথে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিরাপদে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে–রাস গোলামের ব্যক্তিগত অনুমতি এবং প্রোটেকশন ছাড়া।

দু'জনেই ওরা তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

'টাকা নিয়ে কোন দিকে যেতে চাও তোমরা? পথে পর্বত-দস্যু শিফটাদেরও ছোটো ছোটো দল আছে, ওরা যদি জেনে যায়, এতো টাকা নিয়ে পথে আছো তোমরা...।'

'ওরা জানবে, অবশ্যই, তাই না?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেক।

'আমার ভয় হচ্ছে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবরটা ওরা পেয়েও যেতে পারে,' জেকের দিকে ফিরলো প্রিন্স মিখায়েল।

'আর আমরা যদি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে যেতে চাই?'

'পায়ে হেঁটে মরু পেরোনো কি সম্ভব?' হাসলো লিজ মিখায়েল।

'পাওনা টাকা পেলে তা থেকে উট কেনার জন্যে খরচ করতে পারবো,' সম্ভাবনার কথা বললো জেক।

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, গ্যারেথ,' কলেজ জীবনের বন্ধুর দিকে ফিরলো প্রিন্স, 'উট কেনা তোমাদের জন্যে সাংঘাতিক কঠিন হবে। আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে, ইতালিয় বা ফ্রেঞ্চরাও তোমাদের খবর জেনে যাবে।'

ওরা দেখলো বৃদ্ধ রাস গোলাম এখনো বিপুল বিক্রমে ড্রামারদের মাথার ছ'ইঞ্চি ওপরে বনবন করে তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন।

'গড!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। 'তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, চকলেট। মানে কথার মূল্য আর মর্যাদা, পুরনো বন্ধুর ন্যায়পরায়গতা ইত্যাদি...।'

'মাই ডিয়ার গ্যারেথ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাকে আমি মনে রাখতে বলছি, এটা ইটনের খেলার মাঠ নয়।'

'তবু, ঘূণাক্ষরেও আমি ভাবি নি তুমি আমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে।'

'ওহ্ ডিয়ার, কি লজ্জা! গ্যারেথ, আমি তোমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করছি না। যদি চাও এখুনি, এই মুহূর্তে তোমার টাকা তুমি পেতে পারো।'

'ঠিক আছে, প্রিন্স,' বাধা দিলো জেক, 'বলো আর কী চাও তুমি আমাদের কাছে? খোলাখুলি বলো, টাকা নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার নিরাপদ কোনো উপায় সত্যি আছে কি?

স্মিত হেসে জেকের হাতে মৃদু চাপড় মারলো প্রিন্স। 'হুজ্জুত-হাঙ্গামা পছন্দ করো না, সত্যিকার কাজের মানুষ, তোমাকে আমার ভারি পছন্দ...।'

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' বিরক্তবোধ করলো জেক।

'তোমরা যদি ছ'মাসের একটা চুক্তিতে আমাদের সাথে কাজ করো, আমার বাবা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।'

'ছ'মাস কেনো?' কারণটা কী শুনতে চাইলো গ্যারেথ।

'ততোদিনে হয় আমরা হারবো, নয়তো জিতবো।'

'বলে যাও,' জেকের তাগাদা।

'এই ছ'মাস তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে ব্যবহার করবে–শেখাবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। গাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং চালানোর দায়িত্ব নেবে... ।'

'তার বদলে?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'রাজকীয় বেতন, ইথিওপিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি। টাকাগুলো আগেই লন্ডনের একটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাদের নামে।'

'রাজকীয় বেতন বলতে কী বোঝাতে চাও?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইলো গ্যারেথ। 'জল্লাদের ছোরার নিচে মাথা পেতে দেবো, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কী হ'তে পারে?'

'দুই গুণ বেতন,' হাসলো প্রিন্স। 'বেতন পাবে নগদ–প্রতিজন সাত হাজার পাউন্ড।'

ঢিল পড়লো দু'জনের পেশিতে, নিজেদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'প্রত্যেকে?' রুদ্ধশ্বাস গ্যারেথের প্রশ্ন।

'প্রত্যেকে,' বললো লিজ মিখায়েল।

'চুক্তিপত্র তৈরি করার জন্যে আমার ল'ইয়ারকে পাওয়া গেলে ভালো হতো,' খেদ প্রকাশ করলো গ্যারেথ।

'তার দরকার নেই,' হেসে উঠলো প্রিন্স মিখায়েল, মাথা নাড়লো, আলখাল্লার ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনলো দুটো এনভেলাপ। 'ব্যাংকের গ্যারানটি দেয়া চেক–লন্ডনের লয়েডস ব্যাংক। ডিজঅনার হওয়ার কোনো আশংকাই নেই, তবে তারিখ দেয়া আছে দু'মাস পরের।'

কৌতূহলের সাথে চেক দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো গ্যারেথ। সত্যি তাই, আজ থেকে দু'মাস পরের তারিখ লেখা রয়েছে, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সাল। এরপর সে টাকার অংকটা দেখলো। প্রতিটি সাত হাজার পাউন্ডের চেক।

সবিস্ময়ে জেকের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। 'নির্দিষ্ট তারিখ, নির্দিষ্ট টাকার অংক–বুঝতে পারছো, ওল্ড চ্যাপ? চকলেট মিখায়েল সব আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে কয়েক হপ্তা এগিয়ে ছিলো আমাদের চেয়ে। এ-সম্পর্কে তোমার বিচক্ষণ মন্তব্য শুনতে পেলে খুশি হতাম।'

'আমি বলবো, এভাবে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের পথ না ধরলেও চলতো,' শান্তকণ্ঠে বললো জেক। 'প্রিন্সের উচিত ছিলো মানবিকতার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া। অন্তত আবেদন জানিয়ে দেখতে পারতো আমরা কী করি।'

প্রিন্সের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। 'গুড গড, চকলেট!' তার বিস্ময় এখনো কাটে নি। 'আমি আতংকিত ও হতভম্ব! আমি স্তম্ভিত!'

'তার মানে কি তুমি প্রত্যাখান করছো, মেজর সোয়েলস্?'

চট করে আরেকবার জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ, সম্মতির একটা নিঃশব্দ বার্তা বিনিময় হলো। নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো গ্যারেথ। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাদ্রিদে আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সময় মতো পৌঁছুতে না পারলে বিজনেস-টা হারাবো। কিন্তু...,' থেকে ব্যাংকের চেকগুলোর ওপর আবার একবার চোখ বুলালো সে, '...কিন্তু বিজনেস আর যুদ্ধ দুটো প্রায় একই ব্যাপার–আরো কথা হলো, তুমি আমাকে শক্তিশালী কিছু হেতু দিয়েছো থেকে যাওয়ার পক্ষে।' মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে চেকগুলো সযত্নে রাখলো তাতে। 'তার মানে কিন্তু এই নয় যে, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আমার বিস্ময় আর আতংক তিল পরিমাণ কমলো।'

'আর তুমি, মিঃ জেক?' জানতে চাইলো প্রিন্স।

ম্লান, বিষণ্ন একটু হেসে শুধু মাথা ঝাঁকালো ও, বললো, 'আমার পাটনার যা বললো আমি তার সাথে একমত।'

মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স, আর তারপরই তার হাবভাব বদলে গেলো, চেহারায় ফুটে উঠলো ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর একটা ভাব। 'আমি তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে বোকার মতো চুক্তির সময় পেরোনোর আগেই ইথিওপিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করো না। আমার বাবার প্রশাসন সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা নেই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলোচ্য ভদ্রলোক মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরলেন তাঁর তলোয়ার, তারপর সবেগে নামিয়ে এসে দু'পায়ের মাঝখানে নরম মাটিতে ঘ্যাঁচ করে গাঁথলেন ডগাটা। তলোয়ারের হাতল ছেড়ে দিলেন তিনি, গায়ে আগুনের প্রতিফলন নিয়ে কাঁপতে লাগলো লম্বা ফলাটা, হোঁচট খেতে খেতে তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ জেক আর গ্যারেথের মাঝখানে ফিরে এলেন।

দু'জনের কাঁধে হাড্ডিসার হাত রেখে নিজের পাঁজরের সাথে ওদেরকে চেপে ধরলেন রাস গোলাম, চিৎকার করে বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

দম ফেলার ফুরসত পেয়েই চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের দিকে তাকালো গ্যারেথ। 'রামি খেলায় আপনার ভাগ্য খুলে যেতে পারে, শিখবেন নাকি, ওল্ড বয়?' দু'মাস যথেষ্ট লম্বা সময়, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার, আর সেটা থেকে যদি কিছু লাভের মুখ দেখা যায়, মন্দ কি?

গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে পাশ ফিরলো সে, শুনলো কিছুক্ষণ, ভরাট একঘেয়ে আওয়াজ আর মৃদু কাঁপুনি তার কাছে পৃথিবীর পালস্ ব'লে ভ্রম হ'তে লাগলো। পুরোপুরি সজাগ হ'লো অকস্মাৎ, একলাপে বিছানা থেকে নেমে তাঁবুর ভেতর সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি শুরু করলো। ড্রাম পেটানোর এই বিশেষ ছন্দটা তার অত্যন্ত পরিচিত, আদিবাসীরা যুদ্ধযাত্রার সময় বাজায়।

কাউন্টের আর্তনাদ শুনে আশপাশে যারা ছিলো তাদের সবার ঘুম ভেঙে গেলো। সারাানটা জিনো তাঁবুর ভেতর ঢুকে যতো না লজ্জা পেলো তারচেয়ে বেশি পেলো ভয়। তাকে দোষ দেয়া যায় না, এধরনের একটা দৃশ্য দেখে যে-কেউ লজ্জা আর ভয় দুটোই পাবে। জিনো দেখলো তার প্রভু সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁবুর মাঝখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত, এক হাতে হাতির দাঁতের তৈরি বাঁটসহ বেরেটা, অপর হাতে অলংকৃত ছোরা।

ড্রামের শব্দ শুরু হওয়ামাত্র দেরি করে নি মেজর লুইগি , কাউন্টের তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেছে, কারণ তার জানা আছে ভাঁড়টার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়। তাঁবুতে ঢুকে কর্নেল আলদোকে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পেলো সে। কাউন্ট ইতিমধ্যে পঞ্চাশজন বডিগার্ডকে ঘুম থেকে তুলে নিজের

পাহারায় নিয়োগ করেছে। রোলস-রয়েস স্টার্ট দেয়া হয়েছে, যেকোনো মুহূর্তে তাতে চড়ে বসবে কাউন্ট।

মেজরকে দেখে মোটেও খুশি হ'তে পারলো না সে, তার ইচ্ছে ছিলো লোকটা বাধা দেয়ার জন্যে এসে পৌঁছুনোর আগেই বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে কেটে পড়বে। ইচ্ছেটা আগের মতোই জোরালো থাকলো, দু'সেকেন্ড চিন্তা করে একটা অজুহাত খাড়া করতে হ'লো তাকে, এই যা। 'মেজর, তুমি এসে ভালোই করেছো। শোনো, কমান্ড করার অধিকার তোমার ওপর ছেড়ে যাচ্ছি আমি। সশরীরে উপস্থিত হয়ে জেনারেল ডি বোনোকে রিপোর্ট করতে আসমারায় যাচ্ছি আমি।' কথা শেষ করার আগেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো সে, অপেক্ষারত গাড়ির দিকে এগোলো।

তার পথরোধ করেলা মেজর , ঠকাস করে স্যালুট ঠুকে গোপন করার চেষ্টা করলো তার উদ্দেশ্য। 'মাই কর্নেল, ওয়েলস অব চান্ডির ডিফেন্স আমরা সম্পূর্ণ করেছি,' রিপোর্ট করলো সে। 'গোটা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আমরা সবাই এখানে নিরাপদ।'

'জেনারেল ডি বোনোকে আমি রিপোর্ট করবো, আমাদের চেয়ে বিশগুণ সৈন্য নিয়ে হামলা করেছে শত্রুপক্ষ,' গর্জে উঠলো কাউন্ট, মেজরের বগলের তলা দিয়ে বাউলি কেটে গাড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করলো সে।

দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে কাউন্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলো মেজর। তারপর এক পা সামনে বাড়লো সে। 'আপনার বাহিনী নিরাপদ পজিশন নিয়ে রয়েছে, সবাই সুস্থ এবং উৎসাহী...।'

'আমার অনুমতি দেয়া থাকলো, যখন দেখবে রক্তপিপাসা নিয়ে শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, দেরি না করে প্রত্যাহার করে নিয়ো বাহিনীকে।' কাউন্টের তরফ থেকে এটা একটা ঘুষ বা টোপ, যুদ্ধ না করে পালানোর লোভ দেখাচ্ছে। তারপরই সে মেজরকে পাশ কাটিয়ে রোলস-রয়েসের নাগাল পাবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু মেজর মামবার মতোই ক্ষিপ্রগতি, এক লাফে আবার কাউন্টের সামনে চলে এলো। এভাবেই শুরু হ'লো ব্যাপারটা। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা অফিসার আর সৈনিকরা অবাক বিস্ময়ে দেখলো কাউন্ট আর মেজর পালা করে লাফ দিয়ে একবার সামনে বাড়ছে, একবার পিছু হটছে, ঠিক যেনো একজোড়া শিকারী মোরগের লড়াই চলছে দু'জনের মধ্যে। জনসমর্থন অবশ্য কাউন্টের তরফেই ভারি, কারণ ভাড়াটে সৈনিকরা যুদ্ধ না করলেও বেতন পাবে। কাউন্ট গাড়ি নিয়ে পালাতে সমর্থ হলে, তার পিছু নিয়ে তারাও ভেগে যেতে পারে।

'আমার মনে হয় না, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছি আমরা,' বললো মেজর। কাউন্টের হম্বিতম্বি তার ধমকে চাপা পড়ে গেলো। 'সে যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার কর্নেলকে আমি বাহিনী ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে পারি না। আপনার বীরত্বের প্রতি সৈনিকেরা শ্রদ্ধাশীল। শত্রু হামলা করুক বা না করুক, বিজয় আমাদেরকে ছিনিয়ে আনতে হবে, কাজেই আপনার শারীরিক উপস্থিতি এবং কমান্ড একান্ত দরকার আমাদের।' কথা বলছে, সেই সাথে এক এক পা কর সামনে বাড়ছে মেজর। 'সত্যি

যদি আক্রমণ হয়ই, কাউন্ট তথা নেতৃত্ববিহীন থার্ড ব্যাটালিয়ান এতিম হয়ে পড়বে, তখন কে তাদেরকে পথ দেখাবে?' পিছু হটতে হটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কাউন্ট, ফলে বিশালদেহী মেজরের পেট তার পেটের সথে এক হলো, প্রায় এক হ'লো দুটো নাকও। 'ভুলে গেলে চলবে না, এটা ফরম্যাল কোনো যুদ্ধ নয়। আপনার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।'

এবারে আর কোনো ফাঁক নেই কাউন্টের পালিয়ে যাবার জন্যে।

'আর এক ঘণ্টা পর ভোর। দিনের আলো ফুটলে পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব হবে।'

এই সময় ড্রামের আওয়াজ থেমে গেলো। উপত্যকার ওপরদিকে গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ রাস গোলাম প্রতিরক্ষাসূচক নৃত্য থামিয়েছেন। নিস্তব্ধতা নেমে আসার সাথে সাথে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কাউন্ট আলদোর চেহারা, শিরদাঁড়া খাড়া করে সিধে হলো। রক্তচক্ষু মেলে মেজরের দিকে তাকালো সে। 'মেজর। বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চিও পিছু হঠবো না আমরা। থার্ড ব্যাটালিয়ানকে নির্দেশ দাও, সামনের সমস্ত বাধা খড়-কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী! মেজর ভিটো, এখানে উপস্থিত ডিটাচমেন্টের কমান্ড তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো। বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে ওদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হও তুমি। বাকি সবাই আমার চারপাশে থাকো। সবাই দেখো, আমার যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।'

সশস্ত্র সৈনিকদের তৈরি ঘেরের মধ্যে অবস্থান নিয়ে উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করলো কাউন্ট। নিচের দিকে আগেই মেজরের তত্ত্বাবধানে মেশিনগান আর মর্টার বসানো হয়েছে।

রাস গোলামর অসংখ্য সহিসের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটার বয়স মাত্র পনেরো। আগের দিন গোত্রপ্রধানের প্রিয় একটা ঘোড়কে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিলো সে, রশি ছিঁড়ে ছুট দেয় ঘোড়া, গিয়ে পড়ে খাঁ খাঁ মরুতে। পুরোটা দিন আর রাতের অর্ধেকটা ঘোড়ার পিছু পিছু চক্কর খায় ছেলেটা, অবশেষে ক্লান্ত ঘোড়ার লম্বা রশিটা নাগালের মধ্যে পায় সে।

সারাদিন খাওয়া নেই, রোদের মধ্যে ছুটোছুটি করেছে, তার ওপর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেচারা একেবারে নেতিয়ে পড়লো। বাহনের কেশর ধ'রে ঘাড়ের ওপর মাথা রাখলো সে, ঘুম এসে গেলো চোখে। জানে একবার যখন ধরা দিয়েছে, পথ চিনে নিজেই পানির কাছে পৌঁছে যাবে তার ঘোড়াটা। কিন্তু ওটা যে হাঁটতে হাঁটতে শত্রুঘাঁটির ভেতর ঢুকে পড়বে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি।

নার্ভাস একজন সেন্ট্রি হেঁড়ে গলায় চ্যালেঞ্জ করলো, চমকে উঠে ছুট দিলো ঘোড়া, সেই সাথে ঘুম ভেঙে গেলো সহিসের। অন্ধকারের ভেতর সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর সামরিক তাঁবুগুলোকে চিনতে পেরে ছানাবড়া হয়ে গেলো তার চোখ। ঘোড়ার পিঠে লম্বা হয়ে সেঁটে থাকলো সে, আল্লাহ আল্লাহ করছে। তারার আলোয় চকচকে একটা স্তূপ দেখতে পেলো। স্তূপটার একেবারে গা ঘেঁষে ছুটলো ঘোড়া। জিনিসগুলো

চিনতে পেরে দম বন্ধ হয়ে এলো তার। একসাথে এতোগুলো রাইফেল এই প্রথম দেখলো সে। ঘাঁটি থেকে বেরুবার মুখে হেলমেট পরা আরেকজন সেন্ট্রি চ্যালেঞ্জ করলো তাকে। হাতের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই ঝলসে উঠতে দেখলো রাইফেলের মাজ্‌ল। সহিসের নিচু করা মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো বুলেট। পা আর হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পিঠে গুঁতো মারলো সে।

গভীর নালায় সহিস যখন ফিরে এলো, রাস গোলামের বেশিরভাগ অনুসারী রাতব্যাপী উৎসব শেষে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাদের অনেকে এদিকে সেদিক বেরিয়ে পড়েছে ঘুমানোর একটা জায়গা পাবার আশায়, বাকিরা যেখানে ব'সে খেয়েছে সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছ। অল্প কয়েকজন যুবক অবশ্য তখনো সমানে চালিয়ে যাচ্ছে, মাংস আর মদ দুটোই।

গুহামুখের কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে একজন প্রহরীর ঘাড়ে চড়াও হ'লো কিশোর সহিস। দু'জনেই ধরাশায়ী হ'লো সশব্দে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ গলায় প্রলাপ বকতে শুরু করলো সহিস। ভাগ্যিস উপস্থিত রয়েছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল, কাজ হ'লো তার ধমকে।

ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে মহা শোরগোল পড়ে গেছে। ঠিক কী দেখেছে সহিস তা একমাত্র প্রিন্স বুঝতে পারলো, বাকিরা যতোটুকু শুনলো তারচেয়ে বেশি নিজেদের মনমতো সাজালো। একদল আদিবাসী চিৎকার করে আরেক দলকে জানালো, এভাবে সবগুলো গুহা আর গোটা নালা জুড়ে শুরু হয়ে গেলো অবিশ্বাস্য ছুটোছুটি।

ঘুম থেকে জেগে উঠলো সবাই, প্রতিটি পুরুষ যে যার অস্ত্রে সজ্জিত হলো। তাদের সাথে মেয়েরাও কৌতূহলী, এমনকি শিশুরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো। ছোটো বড় সব ক'টা গুহা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এলো তারা, বেরিয়ে এলো তাড়াহুড়োর সাথে খাড়া করা তাঁবুগুলো থেকে। এমন একজন কেউ নেই, যে ওদেরকে বুদ্ধি দেবে বা সতর্ক করবে, ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, ঝাঁক ঝাঁক মছের মতো সবাই একদিকে ছুটলো।

ছড়িয়ে পড়া খবরটা সম্পর্কে সবাই যে যার বিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করছে, তর্কেরও বিরাম নেই, এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত শত্রুকে কীভাবে নিধন করবে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বোধবুদ্ধিহীন জনতার ঢল এগিয়ে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতেই তারা বর্শার ফলায় আঙুল ঠেকিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে দার, মান্ধাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্রে বুলেট ভরছে। মায়ের কোলে খিলখিল করে হাসছে শিশুরা, যারা হাঁটতে পারে তারা বড়দের চরদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মশগুল, বুকে কাল্পনিক বর্শা নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এভাবেই তারা ভাঙাচোরা এবড়োথেবড়ো নালা থেকে বেরিয়ে নেমে লো ওয়েলস অব চান্ডির পিরিচ আকৃতির উপত্যকার।

বড় গুহাটায় প্রিন্স লিজ মিখায়েল এখনো বিদেশীদের উদ্দেশ্যে সহিসের গল্পটা ব্যাখ্যা করছে, উত্তর দিচ্ছে তাদের প্রশ্নের। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো একা শুধু জেক।

'ইতালিয়ানরা যদি কুয়া দখল করতে এসে থাকে, ধ'রে নিতে হয় ওরা তৈরি হয়ে আছে। ওরা হামলা করার অজুহাত খুঁজছে, প্রিন্স। তোমার লোকদের কড়া নির্দেশ দাও, ভুলেও যেনো ওদিকে কেউ না যায়। প্রথমে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের... ।'

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোরের প্রথম আভাস এখনো অস্পষ্ট, এ-সময়ের ক্ষীণ আলো মানুষের চোখের সাথে ভৌতিক চাতুর্য নিয়ে খেলা করে–প্যারাপেটের কিনারায় উঁকি দিয়ে থাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানের সেন্ট্রিরা দেখলো অন্ধকারের ভেতর মানুষের একটা সচল পাঁচিল অসমান নালা থেকে উপত্যকার বেরিয়ে আসছে। এখনো অস্পষ্ট, তবু শতো শতো মানুষের সম্মিলিত হৈ-হল্লাও শুনতে পেলো তারা।

রাতে ড্রামের শব্দ যখন শুরু হয়, কালো শার্ট পরা অনেক সৈনিক যে যার ট্রেঞ্চের ফায়ারিং স্টেপ-এর নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ তার আগে সারাটা দিন মার্চ করে এখানে পৌঁছেছে তারা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। লাথি মেরে ইতালিয় সৈনিকদের ঘুম ভাঙালো তারা, ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সবাইকে দাঁড় করালো প্যারাপেট বরাবর সার সার পজিশনে। চোখে ঘুম নিয়ে নিচে উপত্যকার দিকে তাকালো মিলিশিয়ারা।

মেজর ক্যাস্তেলানি ছাড়া আর কারো থার্ড ব্যাটালিয়ানে পুরোদস্তুর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। সদ্য ঘুম থেকে ওঠার পর সৈনিকেরা হতচকিত, তাছাড়া এমনিতেও তো রাতের শেষ প্রহরে মানুষের দেহ ও মনে সবচেয়ে বেশি জড়তার ভাব থাকে, তার ওপর মরু থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করছে ওরা। ভোরের অনিশ্চিত উপকত্যকার আলোয় বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে মরুর বালির মতো অগুণতি ব'লে মনে হলো, প্রতিটি লোক ওদের চোখে ধরা পড়লো একেকটা দানব হিসেবে।

ঠিক এই সময় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে, সরু কমিইনকেশন ট্রেঞ্চ থেকে উদয় হ'লো কাউন্ট আলদো। কামান বসানো মঞ্চে হোঁচট থেকে খেতে উঠলো সে, দাঁড়ালো ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মে। সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড তাকে চিনতে পেরেই স্বস্তিসূচক একটা চিৎকার ছাড়লো। 'মাই কর্নেল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন।' পদ আর সম্মানের কথা ভুলে কাউন্টের একটা কবজি চেপে ধরলো সে।

সার্জেন্টের নোংরা ঘর্মাক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো কাউন্ট। বিশ সেকেন্ড পর আংশিক সফল হয়েছে সে, এই সময় তার নজর পড়লো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়া জনারণ্যের দিকে। 'দয়াবতী ঈশ্বরের মা!' আঁতকে উঠলো সে। হাঁটুতে একদম জোর পাচ্ছে না, পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি সব যেনো তরল পদার্থে পরিণত হলো। 'সব শেষ! আমরা হেরে গেছি। ওরা চড়াও হয়েছে আমাদের ওপর!' কাঁপা হাতে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুললো সে, পিস্তল হাতে চলে আসার আগেই মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে নিচু হলো, এক হাতে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম ধ'রে থাকলো। 'ফায়ার!' নির্দেশ দিলো। 'ওপেন ফায়ার!' প্যারাপেটের কিনারা থেকে অনেক নিচে মাথা নামিয়ে গুলি করলো সে, সরাসরি ভোরের আকাশে।

প্যারাপেট বা নিচু পাঁচিলের পিছনে ইতালিয়দের মোট সংখ্যা চারশোরও বেশি, তাদের মধ্যে সাড়ে তিনশো রাইফেল চালাতে জানে, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ম্যাগাজিন ভরা বোল্ট-অ্যাকশন আগ্নেয়াস্ত্র। আরো ষাটজন রয়েছ মেশিনগানের দায়িত্বে, পাঁচজন করে বারোটা দলে ভাগ হয়ে।

শুধু যে পরিশ্রমে তা নয়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এবং নানা ধরনের অবিশ্বাস্য গুজব কানে আসায় সবাই ওরা টেনশনে ভুগছে। রাতে ড্রামের শব্দ ওদেরকে প্রায় অবশ্য করে তুলেছিল। যে যার অস্ত্রের পিছনে হুমড়ি খেয়ে থাকলো ওরা, ট্রিগারে আঙুল, বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই।

কাউন্টের আর্তচিৎকার আর পিস্তলের আওয়াজটাই যেনো দরকার ছিলো ওদের, সাথে সাথে ছিঁড়ে গেলো ভয়ের যে বাঁধনটা ওদেরকে পঙ্গু করে রেখেছিল। গুলিবর্ষণ শুরু হ'লো কাউন্টের চারধার থেকে, কারণ আশপাশে যারা রয়েছে তারাই শুধু শুনতে পেয়েছে কর্নেলের নির্দেশ। উপত্যকার সামনের ঢালে দীর্ঘ একটা রেখা ধ'রে ঝলসে উঠলো মাজ্‌ল্‌গুলো, তারই সাথে গর্জে উঠলো তিনটে মেশিনগান। কাপড় ছেঁড়ার একটানা শব্দ তুলে তির্যক পথ ধ'রে ঠুটলো মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, রাইফেল বা অন্যান্য ছোটো আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ চাপা পড়ে গেলো, ট্রেসার বুলেটগুলো সাঁ সাঁ করে উঠে গেলো উপত্যকার মাথায়, বিস্ফোরিত হয়ে আলোকমালায় পরিণত হলো।

পাশের ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ হ'তে দেখে জনতার ঢলে ভাঙন ধরলো, আহত সঙ্গী-সাথীদের মাড়িয়ে উপত্যকার দূরবর্তী অন্ধকার নিস্তব্ধ ঢালের দিকে স্রোতের মতো ধাবিত হ'লো তারা–চোখ ধাঁধানো ট্রেসার আর রাইফেল ফায়ারের লাল সারি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। পিছনে পড়ে থাকলো নিহত ও আহতরা, যারা জীবিত তারা ছড়িয়ে পড়লো উপত্যকার চওড়া মেঝেতে।

দূরবর্তী ঢালে গানাররা চুপচাপ রয়েছে, তাদের দিশেহারা ও বিমূঢ় ভাব আরো কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো, তারপর যখন দেখলো আদিবাসীরা এবার সরাসরি তাদের জন্যে হুমকি হয়ে ছুটে আসছে, কোনো নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তারাও ফায়ার ওপেন করলো।

শুরু হ'লো খোলা উপত্যকত্ম পাইকারী নিধনযজ্ঞ। পিছনের মেশিনগানগুলো এখনো রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে আদিবাসীদের, তারা সামনের মেশিনগানের রেঞ্জের ভেতরও চলে এসেছে। সামনে থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়লো সবাই, জানে না কোথায় যাবে, কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শিশুদের বুকের সাথে আঁকড়ে ধ'রে ছুটোছুটি শুরু করলো মায়েরা, অল্প কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধা মাটিরতে হাঁটু ঠেকিয়ে পাল্টা গুলি করলো ঢাল লক্ষ্য করে, কিন্তু ট্রেঞ্চের ভেতর পজিশন দিয়ে থাকায় তাদের একটা বুলেটও শত্রুপক্ষের কারো গায়ে লাগলো না। লাভ হ'লো শুধু এই যে ইতালিয়রা গুলিবর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো।

নিয়ন্ত্রণহীন জনতার ঢল নিজেদের চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করলো। দ্রুত মন্থর হয়ে এলো তাদের গতি। এক সময় থেমে গেলো তারা। নিরস্ত্র মায়েরা এখনো যারা

বেঁচে আছে, যার যার নিজের বাচ্চাকে মাটিতে শুইয়ে পড়নের ঢোলা কাপড় দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলো, নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখলো বুকের মাণিককে। পুরুষরাও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো, গুলি করলো এলোপাতাড়ি ঢালের গায়ে লাল হয়ে ফুটে থাকা ঝলসানো মাজ্‌ল্‌ লক্ষ্য করে। অবশ্য লাল আগুনের ঝলক আগের চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিতে যাচ্ছে দিনের প্রথম সূর্য।

বারোটা মেশিনগান, একেকটা প্রতি মিনিটে সাতশো করে বুলেট ছুঁড়ছে, তার সাথে তিনশো পঞ্চাশটা রাইফেল বুলেটের চাদর বিছিয়ে দিলো উপত্যকার ওপর। মিনিটের পর মিনিট ধ'রে অব্যাহত থাকলো তুমুল গুলিবর্ষণ, উপত্যকার নিচে এখনো যারা বেঁচে আছে, ক্রমশ উজ্জ্বল হ'তে থাকা দিনের আলো তাদের নড়াচড়া ফাঁস করে দিতে থাকলো নিষ্ঠুরের মতো।

আক্রমণকারীদের মেজাজ বদলে গেলো। এতো সহজে, ট্রিগার টিপলেই, এতোগুলো লোককে একসাথে মেরে ফেলতে পারে দেখে ভয় কেটে গেলো তাদের। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়লো ইতালিয়রা, আরো নির্দয় হয়ে উঠলো। নিচের খোলা উপত্যকায় মান্ধাতা আমালের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখনো যারা পাল্টা গুলিবর্ষণের চেষ্টা করছে তারা সংখ্যায় এতোই কম যে, ইতালিয়দের মধ্যে একজনও এতোটুকু ভয় পেলো না। এমনকি কাউন্ট আলদো পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিস্তল নেড়ে চিৎকার করছে সে, 'শত্রুদের আমি শেষ দেখতে চাই! ফায়ার!' সতর্কতার সাথে প্যারাপেটের কিনারা দিয়ে উঁকি দিলো সে। 'খুন করো ব্যাটাদের। জয় আমাদের অবশ্যম্ভবী।'

সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে, ধরাশায়ী অসাড় মানুষ আর লাশে ফুলে উঠেছে উপত্যকার মেঝে। এদিক সেদিক নিঃসঙ্গভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, যেনো জিক্সন মার্কেটে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা পুরনো কাপড়ের একেকটা স্তূপ।

উপত্যকার মাঝখানে এখনো বেঁচে আছে কিছু মানুষ। মাঝে মধ্যে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হ'লো দু'একজন, পিছনে ঢোলা কাপড় উড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিলো। সাথে সাথে তার পিছু দিলো মেশিনগান, ধুলোর বিস্ফোরণ দ্রুত বৃত্ত রচনা করলো তার ছুটন্ত পায়ের চারদিকে, বুলেটের আঘাতে সেই ধুলোর মধ্যে আছাড় খেলো লোকটা, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আর ধুলো মিশে একাকার হয়ে গেলো, ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেলো এক সময়।

আদিবাসী যোদ্ধারা, যারা এখনো পুরনো রাইফেল আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে আছে, কালো মুখ ঢালের দিকে তোলা, হাত পাকানোর জন্যে ইতালিয় রাইফেলধারীদের আদর্শ লক্ষবস্তুতে পরিণত হলো। ক্যাপটেন বা সার্জেন্টের তীক্ষ্ণকণ্ঠ নির্দেশ পেয়ে রাইফেলধারীরা টার্গেটের ওপর নিশানা স্থির করলো যথেষ্ট সময় নিয়ে। একেকবার একেকজন রাইফেলধারীকে সুযোগ দেয়া হলো, লক্ষ্যভেদের সাথে সাথে উল্লাসে ফেটে পড়লো সৈনিকরা।

প্রথম গুলিবর্ষণের পর প্রায় বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, যাকে গুলি করা যায় এমন কেউ উপত্যকায় নেই বললেই চলে। মেশিনগানের মাজ্‌ল্‌ আগ্রহ আর প্রত্যাশা নিয়ে

একদিক থেকে আরেক দিকে আসা-যাওয়া করছে, আর কিছু না পেয়ে অকারণে গুলি করছে লাশের স্তূপে, কিংবা বুলেট ছুঁড়ে ধুলো ওড়াচ্ছে গভীর কুয়াগুলোর গোলাকৃতি ঠোঁটের চারপাশে, শুধু ওগুলোর আড়াল থেকেই মাঝে মধ্যে একনো পাল্টা জবাব দিচ্ছে আদিবাসীরা।

'মাই কর্নেল।' কাউন্ট আলদোর মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্যে তার হাত স্পর্শ করলো মেজর লুইগি।

দু'তিনবার ডাকার পর অবশেষে মেজরের দিকে ফিরলো কাউন্ট, তার চোখ আনন্দে আর উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'দেখছো, মেজর? দেখছো কি একখানা বিজয় তোমাদেরকে আমি উপহার দিলাম? গ্রেট ভিক্টরি, তাই না? আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ওদের আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।'

'কর্নেল, আমি কি যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেবো?' জিজ্ঞেস করলো মেজর।

কাউন্ট ভাব দেখালো সে তার কথা শুনতে পায় নি। 'এখন ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কী ধরনের যোদ্ধা আমি।'

'কর্নেল! কর্নেল! এই মুহূর্তে গোলাগুলি থামানো উচিত আমাদের। যুদ্ধ কোথায়, এ তো নিরীহ মানুষকে একতরফাভাবে খুন করা হচ্ছে।'

মেজরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো কাউন্ট, রাগে তার চেহারা লাল হয়ে উঠলো। 'এই ব্যাটা, হাঁদারাম!' গর্জে উঠলো সে। 'এটা যুদ্ধ নয়?'

'ঠিক আছে, যুদ্ধই,' সময় বাঁচানোর জন্যে তর্ক এড়তে চাইলো মেজর। 'কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, শত্রুরা প্রায় সবাই মারা পড়েছে, এবার আমাদের উচিত...।'

'উচিত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা,' চেঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট। 'জানো না শত্রুর শেষ রাখতে নেই? প্রমাণ করতে হবে আমি অজেয় অমর! তোমার এতো সাহস, বীরত্ব প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও? দেখতে পাচ্ছো না, কুয়াগুলোর আড়ালে জড়ো হয়েছে শত্রুরা? ওদেরকে বের করে এসে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে! মর্টার, লুইগি, মর্টার। কামান দাগো, ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে দাও! বুঝিয়ে দাও, কার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে ওরা!'

না, ব্যাপারটার ইতি ঘটানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। এটা তার জীবনের গভীরতম তৃপ্তকর অভিজ্ঞতা। এই যুদ্ধ তাকে এতোদিনে উপলব্ধি করতে শেখালো যুগ যুগ ধ'রে কেনো কবিরা বীরশ্রেষ্ঠদের জয়গান গেয়ে গেছে। যুদ্ধ, সে তো সত্যিকার একজন পুরুষ-মানুষের প্রিয়তম নেশা, আর কাউন্ট আলদো জানে তার জন্মই হয়েছে এই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার জন্যে।

দুঃসাহসের সাথে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো মেজর, ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো কাউন্ট, 'আমার নির্দেশ তুমি অমান্য করতে চাও? এই মুহূর্তে কামান দাগো।'

'এই মুহূর্তে,' তিক্তকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলো জের, ঘুরে দাঁড়ানোর আগে দীর্ঘ এক সেকেণ্ড ধ'রে পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো কাউন্টের দিকে।

প্রথম মর্টার বোমাটা পরিষ্কার মরুপ্রভাতের উঁচু আকাশে উঠে গেলো, বাঁক নেয়া শেশ করে উপত্যকায় নামতে শুরু করলো খাড়াভাবে। সবচেয়ে কাছের কুয়ার ঠোঁটে

বিস্ফোরিত হ'লো ওটা। ধোঁয়া আর ধুলো লাফিয়ে উঠলো, তীক্ষ্ণ শব্দের সাথে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেলো বোমার টুকরোগুলো। দ্বিতীয় বোমাটা নিখুঁতভাবে গভীর গোলাকৃতি গর্তের ভেতর পড়লো, বিস্ফোরিত হ'লো দৃষ্টিপথের বাইরে। কুয়ার ভেতর থেকে উথলে উঠলো কাদা আর ধোঁয়া, ভেতরের গায়ে আশ্রয় নিয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো খোলা মাটিতে, তাদের নোংরা সাদা আলখাল্লা পতাকার মতো উড়ছে বাতাসে।

সাথে সাথে মেশিনগান আর রাইফেল একসাথে গর্জে উঠলো, তাদের চারদিকে বিস্ফোরিত ধুলোর ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, ধুলো শান্ত হবার পর কাউকে নড়তে দেখা গেলো না।

চারদিকে থুথু ছিটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো কাউন্ট আলদো। যুদ্ধ জেতা পানির মতো সহজ আর আনন্দদায়ক। 'বাকি গর্তগুলোয়, লুইগি!' নির্দেশ দিলো সে। 'বের করো শালাদের! সব ক'টাকে!'

প্রতিবার একটা করে কুয়া লক্ষ্য করে কামান দাগা হলো। দু'একটা কুয়া থেকে কেউ বেরুলো না, ভেতরে পড়ে লোকজনের ওপরই বিস্ফোরিত হ'লো গোলা। বাকি প্রায় সবগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো অসহায় আদিবাসীরা, বোমার টুকরো অর্থাৎ ধারালো ছোটো ছোটো ইস্পাত তাদের সারা শরীরে গেঁথে আছে। বেরিয়ে এসে পাঁচ গজও এগোতে পারলো না কেউ, অপেক্ষারত রাইফেল আর মেশিনগান ঝাঁঝরা করে দিলো তাদের।

সাহস বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছুলো, উপত্যকা আর কুয়াগুলো ভালো করে দেখার জন্যে প্যারাপেটের ওপর উঠে দাঁড়লো কাউন্ট আলদো, বাকি কুয়াগুলোর দিকে হাত তুলে গানারদের দিক-নির্দেশ দিচ্ছে।

পরবর্তী টার্গেট নালার কাছাকাছি, অসমান মাটির সামনে, উপত্যকার একেবারে শেষ মাথায়। প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো, স্তম্ভের মতো উঁচু হয়ে উঠলো ম্লান অগ্নিশিখা আর ধুলো। দ্বিতীয় বোমাটা পড়ার আগে, কুয়ার ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো এক যুবতী, ছুটলো, জানে নালার মুখে একবার পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আড়াল পেয়ে যাবে।

তার পিছনে দুই কি তিন বছরের একটা নগ্ন বাচ্চা। বাচ্চাটার পা দুটো বাঁকা, সম্ভবত জন্ম থেকেই, আর পেটটা ধূসর রঙের বেলুনের মতো ফোলা। তার হাত ধ'রে ছুটছে মা, সাথে করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মায়ের সাথে সমান তালে অতোটুকু বাচ্চা ছুটতে পারবে কেনো, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সে মাটিতে, কিন্তু তার মা তাকে ছাড়লো না।

বাচ্চাটা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার জুড়ে দিলো, তার মা তাকে একটা বস্তার মতো মাটির সাথে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে। যুবতী মায়ের কোমর দু'পায়ে জড়িয়ে আরেকটা দুধের বাচ্চা সেঁটে রয়েছে বুকের সাথে। সে-ও নগ্ন, সে-ও তারস্বরে চিৎকার করছে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ভারবাহী ছুটন্ত ময়ের দিকে কোনো বুলেট ছুটে এলো না। যখন এলো তখন ঝাঁক বেঁধে এলো, আর লাগলো মাত্র একটা, প্রথম বাচ্চা কবজি ধ'রে

থাকা হাতের কনুই চুরমার হয়ে গেলো। হাড় গুঁড়িয়ে গেলো, কনুইয়ের কাছ থেকে নিচের দিকে হাতটা ঝুলে থাকলো শুধু চামড়া আর শিরার সাথে। পরবর্তী ঝাঁকটা এলো সাথে সাথেই, অনেকগুলো ঝাঁকি খেলো যুবতী, একটা বুলেট দ্বিতীয় শিশু আর মায়ের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেলো।

আবার স্তব্ধ হয়ে গেলো মেশিনগান আর রাইফেল। মায়ের লাশের পাশে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ব'সে রয়েছে প্রথম বাচ্চাটা।

আবার তার কান্না শুরু হলো, বাঁকা পা নিয়ে টলতে টলতে দাঁড়লো সে, শক্তভাবে ফুলে থাকা পেটে মুক্তোর মতো দু'ফোঁটা পানি, গলা থেকে পেটে নেমে এসেছে নীল পুঁতির মালা।

নালার মুখ থেকে ভোজবাজির মতো উদয় হ'লো ছুটন্ত একটা ঘোড়া। মেদহীন, পেশিবহুল সাদা স্ট্যালিয়ন, বারি মেশানো অসমান মাটির ওপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে গেলো সেটা, তার কাঁধ আঁকড়ে ধ'রে পিঠে লম্বা হয়ে প্রায় শুয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। পিছনে পতপত করে উড়ছে কালো একটা আলখাল্লার দীর্ঘ প্রান্ত। ঘোড়সওয়ার তার স্ট্যালিয়ন নিয়ে ছেলেটা যেদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সেদিকে ছুটে চলেছে। কী ঘটছে গানাররা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলো সে।

প্রথম মেশিনগান বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু বুলেটগুলো উড়ে গেলো স্ট্যালিয়নের মাথার অনেকটা ওপর দিয়ে, একটাও লাগলো না। এই সময় বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে গেলো ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার হ্যাঁচকা টান দিলো লাগামে, অকস্মাৎ বাধা পেয়ে পিছনের পায়ে খাড়া হ'লো স্ট্যালিয়ন, আর ঘোড়সওয়ার স্যাঁৎ করে নিচু হ'লো ছেলেটাকে ছোঁ দিয়ে তোলার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্থির টার্গেট লক্ষ্য করে একসাথে গর্জে উঠলো আরো দুটো মেশিনগান।

সমস্ত উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে কুয়ার কাছে চলে এসেছে ইতালিয় বাহিনী, এটা উপলব্ধি করার সাথে সাথে বিচলিত হয়ে উঠলো জেক। আদিবাসীরা শুধু যে আনাড়ি তাই নয়, তাদের শৃংখলাজ্ঞান বলতেও কিছু নেই। ইতালিয়দের সামনে পড়লে সব কচু-কাটা হয়ে যাবে। এই আত্মহত্যার পথ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনার একটাই মাত্র পথ আছে।

অস্ত্র আর গোলাগুলির যুদ্ধ কখন শুরু হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এদিকে কথার যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। মহা শোরগোলের মধ্যে যতোই গলা ফাটাক জেক, কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না। রাস গোলামের পঞ্চাশজন সশস্ত্র সহচর যোদ্ধা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছে, অ্যামহারিক ভাষায় একযোগে চিৎকার করছে তারা, উদ্দেশ্য আশু করণীয় সম্পর্কে গোত্রপ্রধানকে পরামর্শদান। আশ্চর্য, এই কণ্ঠশক্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে রাস গোলামের গলাও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে, তিনিও নির্দেশ দিচ্ছেন কাকে কি করতে হবে। সমস্যা একটাই, কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না।

জেকের একজন দোভাষী দরকার। ভিড় ঠেলে সামনে এগোলো ও, খপ্ করে গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের কবজি ধরলো, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো গুহার বাইরে। যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হ'লো জেককে, কারণ আর সবার মতো গ্রেগোরিয়াসও নিজের কথা বাতাসে ছুঁড়ে দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, ভয়ানক, উত্তেজনায় পাথুরে স্তম্ভের মতো নিরেট আর শক্ত হয়ে আছে তার শরীর।

গুহার বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেলো জেক, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগলো, এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলো রাতটা! ভোর হ'তে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। গুহার বাইরে মরুর ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিলো ও।

ম্লান আকাশ আর ক্যাম্প ফায়ারের আলোয় দেখতে পেলো, জনতার ঢল নালা থেকে নেমে কুয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই এতো হাসিখুশি আর উত্তেজিত, যেনো সামনে কোথাও মেলা বসেছে।

'ওদের থামাও, গ্রেগোরিয়াস,' জরুরি ভঙ্গিতে বললো জেক। 'এসো, ওদের বাধা দিই।' গ্রেগোরিয়াসের হাত ধ'রে ছুটলো ও।

'কী ব্যাপার, জেক ভাই?'

'নালা থেকে নেমে কোথায় ওরা গিয়ে পড়বে, বুঝতে পারছো না?' ছুটতে ছুটতেই বললো জেক। 'ইতালিয়রা স্রেফ কচু-কাটা করবে ওদের।'

লোকারণ্যের পিছনে পৌঁছুলো ওরা, ভিড়ের নিরেট পাঁচিল ভেদ করে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কনুই আর হাঁটু চাললো ওরা, যাকে সামনে পেলো তারই চুল বা জামার মুঠো মধ্যে নিয়ে টান দিলো হ্যাঁচকা। 'পিছোও, পিছু হটো, ফেরত যাও!' অ্যামহারিক ভাষা কিছুই জানে না জেক, ও শুধু গ্রেগোরিয়াসের কথাগুলো পুরনাবৃত্তি করে চলেছে।

গ্রেগোরিয়াসকে পাশে নিয়ে নালায় সরু মুখে পৌঁছুলো ও। মুখটা লম্বা, শেষ মাথায় কুয়াগুলোকে বুকে নিয়ে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা। পরস্পরের একটা করে হাত ধ'রে পাঁচিল তৈরি করলো ওরা, জনস্রোত ঠেকানোর এটাই একমাত্র উপায়। বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড থেমে থাকলো মিছিলের গতি। বাধা পেয়ে যারা দাঁড়িয়ে পড়লো, পিছন থেকে জনতার নিরেট চাপ পড়লো তাদের পিঠে। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মেজাজ বদলে গেছে, হাসিখুশি মানুষগুলো খেপে গিয়ে একবাক্যে রায় দিলো সামনের বাধা উপড়ে ফেলো। কয়েকশো আদিবাসী ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়, বাকি সবাই তাদের সাথে মিলিত হ'তে চায়।

জনতার চাপ ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হ'লো ওরা, পিছু হটছে। যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে দু'জনেই, অসংখ্য পায়ের তলায় পিষে মারা যাবে। ঠিক এই সময় উপত্যকার উঁচু ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো, সাথে সাথে স্থির হয়ে গেলো মানুষের ঢল, থেমে গেলো চেঁচামেচি।

ঘুরে দাঁড়ালো জেক, নালার খাড়া গা বেয়ে খানিকটা উঠলো উপত্যকায় কী ঘটছে ভালো করে দেখার জন্যে।

নালার সরু মুখের কিনারায় শুয়ে আদিবাসীদের নিধনযজ্ঞ চাক্ষুষ করলো ও। মিনিটের পর মিনিট ধ'রে চললো অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড, চোখের সামনে দ্রুত বদলে

যেতে লাগলো দৃশ্যগুলো। নিজের অসহায়ত্ব এতোই প্রবল হয়ে উঠলো যে বমি পেলো ওর, নিস্ফল আক্রোশে অসুস্থবোধ করলো। টেরও পেলো না কেউ একজন ওর কাঁধ খামচে ধরেছে, শার্ট ভেদ করে মাংসের ভেতর ডেবে গেছে তার নখগুলো।

আরো প্রায় দু'মিনিট পর জেক দেখলো ওর পাশে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে মাথা ভর্তি সোনালি চুল নিয়ে ভিকি কেমবারওয়েল। মাত্র এক পলক তাকালো, তারপর আবার রক্তাক্ত উপত্যকায় ফিরে গেলো ওর চোখ, যেখানে মানুষের দয়া-ধর্ম-শুভবুদ্ধি-বিবেক-মহত্ত্ব ইত্যাদি বোধ আর অনুভূতিগুলোকে চরমভাবে অপমানিত করে পুনর্মঞ্চস্থ হচ্ছে 'জোর যার মুল্লুক তার' নাটকটি।

অস্পষ্টভাবে খেয়াল করলো জেক, ওর পাশে ফোঁপাচ্ছে ভিকি। আক্রোশে প্রায় অন্ধ হলেও, উপত্যকার পরিধি আর সৈনিকদের পজিশনগুলো খুঁটিয়ে দেখার সাথে সাথে মনে গেঁথে নিলো জেক। ওর আরেক পাশে রয়েছে গ্রেগোরিয়াস, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, পরিচিত শব্দগুলো মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ-নিঃশ্বাসের মতো বেরিয়ে আসছে কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক গলে।

'ওহ্ গড!' কামান দাগা শুরু হ'তে রুদ্ধকণ্ঠে ফিসফিস করলো ভিকি। খোলা উপত্যকায় সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে মানুষ, কিন্তু না মিখায়েলের মধ্যে কোনো আশ্রয় নেই। 'ওহ গড, জেক, কি করবো আমরা?'

জেকের কাছে এ-প্রশ্নের কোনো জবাব নেই ভিকিকে ও সান্ত্বনা দেবে কি, নিজেকে সান্ত্বনা দেবারও তো কিছু সেই। আরো অনেকক্ষণ ধ'রে চললো নির্মম হত্যাযজ্ঞ, তারপর ওরা দেখতে পেলো যুবতী মা আর তার দুই বাচ্চাকে। ওদের কাছ থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে, কুয়ার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়।

'ওহ্ গড! ওহ্ প্লিজ, জেসাস!' ফুঁপিয়ে উঠলো ভিকি। 'দয়া করো, থামাও এবার! প্লিজ, এটা ঘটতে দিয়ো না, প্লিজ!'

মেশিনগানের বুলেট খুঁজে নিলো যুবতী মাকে, নিস্পলক চোখে তাকে ওরা মরতে দেখলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো বাচ্চাটা, চেহারায় হারিয়ে যাওয়া ভাব, ভয়ে-বিস্ময়ে হতভম্ব, পাশে মায়ের লাশ পড়ে আছে। ওদের পিছনে, নিচ থেকে ভেসে এলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ঝট করে ঘাড় ফেরালো গ্রেগোরিয়াস, চেঁচিয়ে উঠলো, 'সারা! না!' নালার খাড়া গা একলাফে পেরিয়ে গেলো স্ট্যালিয়ন, ওদের মাথার ওপর দিয়ে। ঘোড়ার পিঠে লম্বা হয়ে সেঁটে রয়েছে ঘোড়সওয়ার। বোধহয় সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে সাগুদ সারা, আলখাল্লাটা ভালো করে বাঁধা হয় নি কোমরে, পিঠটা সম্পূর্ণ উদোম–সাদা বিশাল ঘোড়ার পিঠে ক্ষুদে একটা গাঢ় রঙের মূর্তি।

'সারা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলো গ্রেগোরিয়াস, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটলো সে-ও। তার হাত জড়িয়ে ধরলো জেক, সহজেই আটকে রাখলো। অ্যামহারিক ভাষায় চেঁচিয়ে চলেছে গ্রেগ।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেটবৃষ্টির ভেতর দিয়ে ছুটে গেলো সারা, শরীরে আঁচড়টিও লাগলো না, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে এলো ভিকি কেমবারওয়েলের। বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে আসবে সারা, এ অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সাংঘাতিক একটা বোকামি করে ফেলেছে সারা, যে বোকামির কোনো সংশোধন হয় না–চিন্তাটা ভিকির মাথায় যেনো আগুন ধরিয়ে দিলো। তবে জেকের মতো দৃশ্যটার সৌন্দর্য তাকেও অভিভূত করলো, কি অপরূপ সাহসের সাথে নিজের মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে কিশোরী মেয়েটা। আবেগে আর কান্নায় কাঁপতে লাগলো ভিকির শরীর। এমন কি এই মুহূর্তে যখন সারার অকুতোভয় আচরণে একজন নারী হিসেবে সে-ও গর্বিত, তিক্ত বিস্ময়ের সাথে উপলব্ধি করলো, তারা দ্বারা এই আত্মত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না।

দেখলো পিছনের পায়ে ভয় দিয়ে খাড়া হ'লো স্ট্যালিয়ন, বাচ্চাটাকে ছোঁ দিয়ে তোলার জন্যে নিচের দিকে ঝুঁকলো সারা। দেখলো মেশিনগানের বুলেট অবশেষে ভেদ করেছে লক্ষ্য, চিঁহিঁ-হিঁ করে উঠে শূন্যে ডিগবাজি খেলো, স্ট্যালিয়ন, চার পা আকাশের দিকে তুলে ধরাশায়ী হলো, তার নিচে চাপা পড়লো সারা আর বাচ্চা। দেখলো তারপরও ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ওদের চারপাশে ধুলো ওড়াচ্ছে, সশব্দে ঢুকে যাচ্ছে স্ট্যালিয়নের নিথর গায়ে।

ইতিমধ্যে আবার নালার খাড়া গা বেয়ে ওঠার জন্যে মোচড় খেতে শুরু করেছে গ্রেগোরিয়াস, জেকের আরেকটা চড় খেয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো সে। 'স্টপ দ্যাট।' খেঁকিয়ে উঠলো জেক। 'বুঝতে পারছো না, একবার বেরুলে আর ফেরা সম্ভব নয়?'

'কিন্তু সারাকে...,' কথা বলতে পারছে না ভিকি, হাঁপিয়ে উঠছে... সারাকে ফেরত আনতে হবে না, জেক? প্লিজ, জেক। আমাকে বাধা দিয়ো না, প্লিজ!'

ধমক দিলো জেক, 'আগে দেখো আমি কী করি।' হ্যাঁচকা টানে গ্রেগোরিয়াসকে দাঁড় করালো ও, তার পিঠে কনুইয়ের নিষ্ঠুর গুঁতো দিয়ে নামিয়ে আনলো নালার গা থেকে, এক হাতে কবজি ধ'রে টেনে আনছে ভিকিকে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো ভিকি, জেকের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছে, ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে উপত্যকার দিকে, ঝুরঝুরে মাটিতে বারবার পিছনে যাচ্ছে অনিচ্ছুক পা। 'জেক, ছাড়ো আমাকে। চাড়ো, প্লিজ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? কী করতে চাও তুমি?'

'তোমরা সাহায্য করবে,' বললো জেক, 'তাহলে সময় খুব কম লাগবে–কারে ভিকার্স তুলবো। গুহাগুলোর সামনে রয়েছে আর্মারড্ কারগুলো, রাগ আর আক্রোশ ঝেড়ে ফেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি করছে ও। 'ভিকি, আমার গাড়িটা তুমি চালাবে, মেশিনগানের দায়িত্ব আমার। গ্রেগোরিয়াস, গ্যারেথের গাড়িটা তুমি চালাবে।'

ওর কথা শুনে পিছন থেকে পাশে চলে এলো ভিকি, তিনজনই ওরা ছুটতে শুরু করলো।

'তোমরা দু'জন ছাড়া আমাদের ড্রাইভার নেই–একটা গাড়ি ড্রাইভারশন হিসেবে ব্যবহার করবো। গ্যারেথকে নিয়ে তুমি যাবে দক্ষিণ দিকে, রিজ-এর পিছন দিয়ে। তোমাদের নিয়ে ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমি আর ভিকি সারাসহ আরো যারা বেঁচে আছে তাদের যে-ক' জনকে পারি তুলে নেবো।'

কোনো প্রশ্ন নয়, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করলো ওরা। নালার অনেকটা ভেতর চলে এসেছে, এই সময় আবার এক পশলা মেশিনগানের গুলি হ'লো উপত্যকায়, পরমুহূর্তে দু'তিনবার গর্জে উঠলো ইতালিয়দের কামান। কাউকে লক্ষ্য করে নয়, সম্ভত সমাপ্তিসূচক বা সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করা হলো।

নালার শেষ বাঁকটা ঘুরলো তিনজন, সেই সাথে যেনো কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। গোটা নালা আদিবাসীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। এরা সবাই ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে আক্রমণের হাত থেকে। ভয়ানক ব্যস্ত তারা, কারো দিকে তাকানোর এক মুহূর্ত সময় নেই কারো। যে-যার জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে জড়ো করছে এক জায়গায়, গাধা আর খচ্চরের পিঠে তুলছে। গুটানো তাঁবু কাঁধে করে নিয়ে আসছে কিছু লোক, কিছু লোক এরইমধ্যে ঘোড়া ছুটির রওনা হয়ে গেছে গ্রামের পথে। উটের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সদ্য বিধবারা, চারদিক থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে গাধা আর খচ্চরগুলো, ভয় পেয়ে ব্যাঁ ব্যাঁ করছে ছাগলের পাল, পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে বাচ্চা কোলে ছুটোছুটি করছে মায়েরা, স্বামীদের খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এখনো এখানে-সেখানে কাল রাতের আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে গোটা নালা।

ভিড়ের ফাঁকে চকচকে সাদা গাড়িগুলো দেখতে পেলো ওরা, সাদার ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল ক্রস-চিহ্ন।

কনুই চালিয়ে, ধমক দিয়ে ভিড়ের ভেতর পথ করে নিলো ওরা। সবচেয়ে কাছের গাড়ির পাশে পৌঁছে ভিকির কোমরে দুই হাত রাখলো জেক, তুলে দিলো গাড়ির ওপর। এক মুহূর্তের জন্যে নরম হ'লো ওর চেহারা। 'তুমি ইচ্ছে করলে না গেলেও পারো, ভিকি। তখন কিছু না ভেবেই চাইছিলাম তুমিও যাবে। তোমাকে গাড়ি চালাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, গ্যারেথ আর আমি একটা গাড়ি নিয়েও কাজটা করতে পারবো।'

রাত জেগেছে ভিকি, উপত্যকার নারকীয় দৃশ্য দেখে কেঁদেছে, ম্লান আর নোংরা হয়ে আছে তার চেহারা। সবেগে মাথা নাড়লো সে। 'কী বলছো! কেউ না গেলেও আমি যাবো!' এমন ঝাঁঝের সাথে বললো, জেক যেনো তাকে অপমান করেছে। 'তোমার গাড়ি আমিই চালাবো।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বললো জেক। 'ট্যাংক ভর্তি ফুয়েল দরকার হবে আমাদের, গ্রেগোরিয়াসকে সাহায্য করো।' ঘুরে দাঁড়ালো জেক, গ্রেগোরিয়াসকে চিৎকার করে বললো, 'রঙ্গিলা আর সারকে নিচ্ছি আমরা....ভিকি তোমাকে সাহায্যে করবে।'

রাস গোলামের দেহরক্ষীদের কয়েকজন এরইমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভরা কাঠের বাক্সগুলো একটা গুহা থেকে বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, এই সময় ওখানে পৌঁছুলো জেক। একেকটা বাক্স চারজন দেহরক্ষী ধরাধরি করে হাঁটু মুড়ে থাকা উটের পিঠে তুলছে, তোলার পর কুঁজের সাথে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে বাক্সগুলো।

'এই যে, তোমরা!' চারজনের একটা দলকে দেখে ডাকলো জেক, ভিকার্স ভরা একটা বাক্স বয়ে নিয়ে আসছে তারা। 'ওটা নিয়ে আমার সাথে এসো।' দলটা দাঁড়িয়ে

পড়লো, জেকের ভাষা বুঝতে পারছে না। হাত নেড়ে, ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করলো ও। এই সময় কোত্থেকে একজন আদিবাসী যোদ্ধা ছুটে এলো, দেহরক্ষীদের ওপর হম্বিতম্বি করতে দেখে বোঝা গেলো রাস গোলামের ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। চারজনের দলটাকে জেকের পিছু নিতে বাধা দিলো সে, অঙ্গভঙ্গি করে দেখালো বাক্সটা কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না, উটের পিঠের তুলতে হবে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো জেক, কিন্তু কেউ কারো ভাষা না জানায় সমস্যার কোনো সুরাহা হ'লো না; লোকটা গোঁয়ার, এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে।

'দুঃখিত, বন্ধু,' ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ধাঁ করে লোকটার কানের পাশে ঘুসি মারলো জেক, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার সাথে সাথে তর্কাতর্কিরও সমাপ্তি ঘটলো। 'এসো তোমরা,' দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিলো ও। ভিড় ঠেলে হনহন করে এগোলো গাড়িগুলোর দিকে। উপত্যকায় আহত হয়ে পড়ে আছে সারা, এই চিন্তাটি উন্মাদ করে তুলছে ওকে। কল্পনায় দেখতে পেলো রক্তক্ষরণে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, বালি মেশানো মাটি শুষে নিচ্ছে তাজা লাল রক্ত।

ফিরে এসে দেখলো রঙ্গিলার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে গ্রেগোরিয়াস। প্রথমবারেই স্টার্ট নিলো কার। আস্তে করে ইগনিশন টেনে নিলো ভিকি।

'গ্যারেথ কোথায়?' চিৎকার করলো জেক।

'কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না,' জবাব দিলো গ্রেগোরিয়াস। 'একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে...।' হঠাৎ হাসির শব্দে দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরালো।

শিথিল ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্। সম্পূর্ণ শান্ত সে, আগের মতোই ধোপদুরস্ত–চুলগুলো পরিপাটি করে ব্রাশ করা, স্যুটের ভাঁজ এতো নিখুঁত, যেনো এইমাত্র দর্জির দোকান থেকে ডেলিভারি আনা হয়েছে।

'তাহলে এই ব্যাপার!' ব'লে ভুরু নাচিয়ে হাসলো সে, কৌতুক ভরা মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা চুরুটের নীল ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্যে ডাকা পড়ে গেলো। 'বীর মুক্তিযোদ্ধা জেক বারটন আর তার দুই হাঁসের ছানা পুরো ইতালিয়ান বাহিনীর সাথে লড়তে যাচ্ছে?'

ড্রাইভারের খোলা হ্যাচ থেকে দেখা দিলো ভিকির মাথা। 'আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম, গ্যারেথ।'

'নাও,' হালকা সুরে রসিকতা করলো গ্যারেথ, 'এবার গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ভাষণ শোনো।'

'নালা থেকে বেরিয়ে গেছে সারা।' এক ছুটে গ্যারেথের সামনে চলে এলো গ্রেগোরিয়াস। 'আমরা তাকে তুলে আনতে যাচ্ছি। আপনি আর আমি এক গাড়িতে থাকবো, জেক ভাই আর ভিকি....।'

গ্রেগোরিয়াসের কথা শেষ হ'লো না, বাধা দিলো গ্যারেথ। 'কেউ আমরা কোথাও যাচ্ছি না।' মাথা নাড়লো সে।

আবেগের বশে গ্যারেথের বুকের কাছে কোট ধ'রে ঝাঁকাতে শুরু করলো গ্রেগোরিয়াস। 'সারা! সারা! আপনি বুঝতে পারছেন না! সারা আহত হয়েছে! উপত্যকায়! ওকে আমাদের তুলে আনতে হবে!'

'জিজ্ঞেস করি, ওল্ড বয়, কোট থেকে হাত সরাতে বললে তুমি কিছু মনে করবে?' ব'লে গ্রেগোরিয়াসের হাতটা সরিয়ে দিলো গ্যারেথ বুক থেকে। 'হ্যাঁ। সারার ব্যাপারটা আমরা জানি। কিন্তু...।'

ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে চেঁচিয়ে বললো ভিকি, 'বাদ দাও, গ্রেগোরিয়াস। ভীতু কোনো লোককে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। চলে এসো....।'

গাড়ির গা থেকে পিঠ তুলে এক ঝটকায় সিধে হ'লো গ্যারেথ, এক নিমেষে থমথমে হয়ে উঠলো চেহারা, চোখে ধারালো দৃষ্টি। 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে আমাকে, মাই ডিয়ার লেডি। স্বীকার করি, তার মধ্যে কিছু কিছু সঙ্গত ছিলো, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কাপুরুষ ব'লে ডাকে নি।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেনো, সবার জন্যেই প্রথমবার ব'লে একটা ব্যাপার থাকে!' রাগে লালচে হয়ে উঠলো ভিকির মুখ, চোখ থেকে গড়ানো পানি শুকিয়ে যাওয়ায় নোংরা দাগ ফুটে উঠেছে তার গালে, বাতাসে উড়ে এসে চোখে লাগছে সোনালি চুল। গ্যারেথের দিকে তর্জনী তাক করে আবার বললো, 'তোমার জন্যে এটা প্রথমবার।'

পরস্পরের দিকে দীর্ঘ দুই সেকেণ্ড নি:শব্দে তাকিয়ে থাকলো ওরা, এই সময় দৃঢ় পায়ে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, তার গাঢ় চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব। 'মেজর সোয়েলস্ আমার নির্দেশ পালন করছে, মিস কেমবারওয়েল। আমি অর্ডার দিয়েছি, গাড়িসহ আমার বাবার বাহিনী ইমিডিয়েটলি পিছু হটবে।'

'গুড গড, ম্যান।' ভিকির সমস্ত রাগ দিক বদলে এবার প্রিন্সের ওপর পড়লো। 'ওখানে তোমার মেয়ে পড়ে আছে।'

'হ্যাঁ,' লিজ মিখায়েল নরম সুরে বললো। 'এক দিকে আমার মেয়ে, আরেক দিকে আমার দেশ। কোনো সন্দেহ নেই কোন্‌টা আমি বেছে নেবো।'

'নিজেও জানো না তুমি কী বলছো।' জেক বাধা দেয়।

'আমার বিশ্বাস, জানি।'ওর দিকে ঘুরতেই লোকটার চোখে যন্ত্রণাদগ্ধ একজন বাবার সমস্ত কষ্ট আর অসহায়ত্বের গাঢ় ছায়া দেখতে পেলো জেক। 'আমার হাত-পা বাঁধা, ইতালিয়দের উসকানি দেয়া হয় এমন কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেটার অপেক্ষাতেই আছে ওরা। একটা অজুহাত পেলে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই মুহূর্তে অবশ্যই আমরা আরেক গাল বাড়িয়ে দেবো, এই বর্বর নৃশংসতাকে ব্যবহার করবো আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের কাজে।'

'কিন্তু সারা,' বাধা দিলো ভিকি, 'তাকে আমরা এক মিনিটের মধ্যে তুলে আতে পারি।'

'না।' প্রিন্স তার চিবুক দৃঢ়ভঙ্গিতে উঁচু করলো। 'শত্রুকে আমি আমাদের নতুন অস্ত্র দেখতে দিতে পারি না। পাল্টা আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় না হওয়া পর্যন্ত ওগুলো অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'সারা!' আর্তনাদ করে উঠলো গ্রেগোরিয়াস। 'সারার কী হবে?'

'আগে এই মেশিন আর নতুন গানগুলো নিরাপদে সারডি গিরিসংকটে ফিরে যাক, আমি নিজে তার লাশ আনার জন্যে যাবো,' শান্ত প্রতিজ্ঞার সুরে বললো প্রিন্স লিজ মিখায়েল। 'কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কর্তব্যটাই আমার কাছে প্রথম বিবেচ্য বিষয়।'

'একটা গাড়ি,' মিনতি করলো গ্রেগোরিয়াস। 'শুধু সারার জন্যে।'

'না, এমনকি একটা কার-ও আমি ব্যবহার করতে দিতে পারি না।' প্রিন্স তার কথায় অনড়।

'বেশ, কিন্তু আমি পারি,' তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো শোনালো ভিকি কেমবারওয়েলের কণ্ঠস্বর, তার এলোমেলো সোনালি চুলসহ মাথাটা হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো, পরমুহূর্তে গর্জে উঠলো রঙ্গিলার এঞ্জিন। মানুষ আর পশুর ভিড়টাকে ছত্রাখান করে দিয়ে বাঁক নিলো গাড়ি, দিক বদলে নালার দূরপ্রান্ত অভিমুখে ছুটলো।

একা এবং নিরস্ত্র, মেশিনগান আর মর্টারের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে রওনা হয়ে গেলো ভিকি কেমবারওয়েল, আর সময় থাকতে ওদের মধ্যে মাত্র একজন লোকই তৎপর হয়ে উঠলো।

কাঁধের ধাক্কায় প্রিন্সকে সরিয়ে দিয়ে ছুটলো জেক, গাড়ির রচিত অর্ধবৃত্ত শেষ হওয়ার মুহূর্তে পাশে চলে এলো ওটার। সরু নালায় নামতে যাচ্ছে রঙ্গিলা, এঞ্জিন কাউলিংয়ের ওপর আঙটা-টা ধ'রে ফেললো ও, কিন্তু পা মাটিতে থাকতেই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান খেলো। শোল্ডার জয়েন্ট সকেট থেকে যেনো বেরিয়ে আসছে, তবু আঙটা না ছেড়ে ছোট্ট এক লাফে গাড়ির গায়ে ঝুলে পড়লো ও।

গাড়ির সাথে ঝাঁকি খেতে খেতে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো জেক, অবশেষে ড্রাইভারের হ্যাচ দিয়ে নিচে তাকালো। 'তুমি কি পাগল হলে?'

মাথার ওপর গর্জন শুনে মুখ তুললো ভিকি, ক্ষীণ নিঃশব্দ হাসি ফুটলে তার ঠোঁটে, যা সম্ভবত স্বর্গীয় কোনো দেবির মুখেই শোভা পায়। 'হ্যাঁ, পাগল হয়েছি। তোমার কী খবর?'

মস্ত একটা কিছুর সাথে ধাক্কা লাগায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রঙ্গিলা, মুহূর্তের জন্যে জেকের ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেলো সমস্ত বাতাস, জবাব দেয়া হ'লো না। তার বদলে নখ দিয়ে টারিটের গা আঁচড়া-আঁচড়ি করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো ও, পরের ঝাঁকিটায় আলগা হ্যাচ কাভার সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারটে আঙুল প্রায় অকেজো হয়ে গেলো।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার সেটাকে তুললো জেক, নেমে এলো ক্যাবে। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে একেবারে ঠিক মুহূর্তটিতে পৌঁছুলো ও, স্থিরভাবে দাঁড়াবার আগেই দেখতে পেলো ফুল থ্রটল দিয়ে রঙ্গিলাকে খোলা উপত্যকায় তুলে ফেলেছে ভিকি।

সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে ওপরে, সোনালি বালির বিস্তৃতির ওপর ঘন লম্বা ছায়া পড়েছে। রিজ-এর ওপর এখনো ভাসছে ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘ, খোলা প্রান্তরে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে লাশগুলো। এক রঙা মরুর গায়ে মেয়েদের কাপড়গুলো উজ্জ্বল বহুবর্ণের ছিটা-র মতো লাগলো।

একটা বিশেষ রিজ অর্থাৎ ঢালের ওপর দ্রুত চোখ বুলালো জেক, গোটা উপত্যকা ওখান থেকে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ঢালের গায়ে অনেক ট্রেঞ্চ, ইতালিয়রা অনেকেই ট্রেঞ্চ ছেড়ে উঠে এসেছে ওপরে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে খোলা কসাইখানার কিনারা ধ'রে ঘোরাফেরা করছে তারা, হাঁটাচলার ভঙ্গির মধ্যে

আড়ষ্ট ভাব, যেনো ঘোরের মধ্যে রয়েছে–ছেঁড়া-ফাড়া শরীর আর ঝাঁঝরা লাশ দেকে এখনো অভ্যস্ত নয় তারা।

আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো নালা থেকে গাড়িটাকে বেরিয়ে আসতে দেখে থ হয়ে গেলো ইতালিয়রা। গাড়ির দু'পাশে ধুলোর ডানা গজিয়েছে, সবচেয়ে কাছের কুয়াটা লক্ষ্য করে উড়ে আসছে সেটা। হুঁশ ফিরে পেতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেলো তাদের, তারপর একজন নড়ে উঠতে বাকি সবাই নড়লো, ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে খিঁচে দৌড় দিলো সবাই–গাঢ় রঙের ইউনিফর্ম পরা ক্ষুদে একদল মূর্তি, বিদ্যুৎবেগে ওঠা-নামা করছে হাত আর পা।

'গাড়ি ঘোরাও,' নির্দেশ দিলো জেক, ফুলে উঠলো গলার রগ। 'ক্রস-টা দেখাও ওদের।'

সাথে সাথে বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ কোণ সৃষ্টি করে বাঁক নিলো ভিকি, কয়েক সেকেন্ড মাত্র দুটো চাকার ওপর সচল থাকলো গাড়ি, বিশাল লাল ক্রস চিহ্নটা শিফটাদের দিকে ঘুরে গেলো।

'তোমার শার্টটা দাও,' আবার নির্দেশ দিলো জেক, ওদের সাথে ওটাই একমাত্র সাদা কাপড়। 'শান্তি চাই বোঝাবার জন্যে আমার একটা পতাকা দরকার।'

'আমার গায়ে শুধু শার্ট,' পাল্টা চিৎকার করে জানালো ভিকি। 'ভেতরে আর কিছু নেই।'

'লজ্জা ঢাকার বিনিময়ে মরতে চাও?' ধমক দিলো জেক। 'যেকোনো মুহূর্তে গুলি করবে ওরা।'

স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে নিলো ভিকি, শার্টের বোতাম খুললো, স্কার্টের ভেতর থেকে শার্টের কিনারা টেনে বের করার জন্যে ঝুঁকে পড়লো সিট থেকে সামনের দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শার্টটা গা থেকে নামালো. দলা পাকিয়ে তুলে দিলো মাথার দিকে। যতোবার ঝাঁকি খেলো গাড়ি, রাবার বলের মতো ওঠা-নামা করলো তার স্তন, ভব্যতা আর কর্তব্য ডাক দেয়ার আগে, সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় জেকের মনোযোগ কেড়ে নিলো দৃশ্যটা। টারিটে সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, হাত দুটো মাথার ওপর ছড়ানো, শার্টটা পতাকার মতো বাতাসে ওড়ালো, গাড়ির গায়ে হাঁটু ভাঁজ করা পা সাঁটিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

ট্রেঞ্চের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক শো ইতালিয় সৈনিকের চোখে দুটো জিনিস বিশেষ গুরুত্বের সাথে ধরা পড়লো–রেডক্রস আর সাদা পতাকা। দুটোই এমন শক্তিশালী প্রতীকচিহ্ন, যতোই না কেউ রক্তপিপাসু হোক, মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল থাকলেও, গুলি করতে ইতস্তত করবে সে।

'কাজ হচ্ছে!' আচমকা গাড়ি ঘোরালো ভিকি, টারিট থেকে ছিটকে পড়ে যাবার অবস্থা হ'লো জেকের, আগের পথে ফিরে এলো রঙ্গিলা।

শার্ট ফেলে দিয়ে টারিটের কিনারা আঁকড়ে ধরলো জেক, ডানা মেলা সাদা পাখির মতো উড়ে গেলো সেটা।

'ওই যে! ওই যে সারা!' আবার চেঁচালো ভিকি। নাক বরাবর সামনে সাদা স্ট্যালিয়নের লাশ পড়ে রয়েছে। ব্রেক করলো সে, পিছলানো চাকায় কয়েক সেকেন্ড

সচল থাকলো রঙ্গিলা, তারপর ঘোড়টার পাশে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, লাশের স্তুপ আর ইতালিয়দের মাঝখানে নিশ্চিদ্র আড়াল তৈরি করলো গাড়িটা।

ক্যাবে নামলো জেক, হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসে গাড়ির পিছনের ডাবল-ডোর খুলে ফেললো। 'হ্যাচ কাভার নামিয়ে রাখো, ফর গডস সেক!' নির্দেশ দিলো ভিকিকে, 'খোদার দোহাই, মাথা তুলো না।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করবো,' শান্ত দৃঢ়তার সাথে বললো ভিকি।

'তর্ক করো না,' জেকের চেহারা মারমুখো, ভিকির অপূর্ব সুন্দর বুক থেকে জোর করে ছিঁড়ে আনতে হ'লো দৃষ্টি। 'ওখান থেকে একচুল নড়বে না–এঞ্জিনটা চালু থাকে যেন।'

দড়াম করে খুললো দরজা, সামনে মাথা দিয়ে গড়িয়ে ঝুরঝুরে মাটিতে পড়লো জেক। থুথুর সাথে মুখভর্তি ধুলো ফেলে সাদা ঘোড়ার দিকে ক্রল করে এগোলো ও। কাছ থেকে পেটটা অস্বাভাবিক ফোলা আর ঢলঢলে লাগলো, ঝাঁঝরা শরীর ঘিরে ভন ভন করছে ইস্পাত নীল মাঠি। সারার নিচের দিকটা চাপা পড়ে রয়েছে স্ট্যালিয়নের তলায়, মেয়েটার মুখ সেঁটে রয়েছ মাটির সাথে।

নগ্ন শিশুর মৃত্যুর কারণ সহজেই অনুমান করতে পারলো জেক। তার ছোট্ট খুলির একটা পাশ ভেতর দিকে ডেবে গেছে, সম্ভবত ধয়ী হবার সময় ঘোড়ার বিদ্যুৎগতি একটা পা লেগেছিল ওখানে। সে-ও চাপা পড়ে আছে ঘোড়ার নিচে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে ছোট্ট বুকটা। বিষণ্ন মনে সারার দিকে ফিরলো ও।

'সারা!' ডাকলো জেক, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুললো সে, গভীর কালো বড়বড় চোখে নগ্ন আতংক নিয়ে তাকিয়ে থাকলো জেকের দিকে। তার সারা মুখে ধুলো, মাটিতে ঘষা খেয়ে চামড়া উঠে গেছে কপালের। 'তোমার গুলি লেগেছে?' তার পাশে পৌঁছুলো জেক।

'জানি না,' স্বর ফুটলো কি ফুটলো না, খসখসে গলায় বললো সারা।

জেক দেখলো সারার আলখাল্লা আর আঁটো পা'জামায় রক্তের ঘন দাগ লেগে রয়েছে। ঘোড়ার লাশে দুটো পা ঠেকালো ও, ঠেলে সরিয়ে ওটার নিচে থেকে মুক্ত করতে চাইলো সারার পা দুটো। কিন্তু লাশটা বিশার আর অসম্ভব ভারি। জেক বুঝলো, ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে, যা থাকে কপালে।

দাঁড়াবার সাথে সাথে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত হালকা স্পর্শে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেলো, ধীরে ধীর ইতালিয়দের সবচেয়ে কাছের ট্রেঞ্চের দিকে পিছন ফিরলো ও, ঘোড়ার ওপর ঝুঁকলো।

লাশটার লেজ আর পিছনের একটা পা ধ'রে টানলো জেক, চেষ্টা করলো উঁচু করার। সারার পা আর কোমরের পাশটা চাপা পড়ে আছে, ব্যথার আর্তনাদ করে উঠলো সে, ঘাবড়ে গিয়ে থামতে বাধ্য হ'লো জেক।

কাঁদছে সারা, ধুলো মাখা গালে ক্ষুদে নালা তৈরি করে নেমে আসছে পানির দুটো ধারা, অ্যামহারিক ভাষায় কী যেনো বলছে সে বিড়বিড় করে।

হাঁপাচ্ছে জেক, চোখে ঘামের ফোঁটা নিয়ে বললো,'আরেকবার–দুঃখিত।' ঝুঁকে আবার ঘোড়ার পা আর লেজ ধরলো ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি থেকে ভিকির আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো। 'জেক। ওরা আসছে! জলদি! তাড়াতাড়ি করো! ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

চরকির মতো আধপাক ঘুরে গাড়ির দিকে ছুটে এলো জেক, উঁচু এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের কিনারা দিয়ে উঁকি দিলো।

বড়সড় খোলা একটা গাড়ি, পিছনে লম্বা ধুলোর চওড়া লেজ মোচড় খাচ্ছে বাতাসে, ঢালের দিক থেকে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো সরাসরি তেড়ে আসছে ওদের দিকে, গাড়ির ভেতর থেকে উপচে পড়ছে সশস্ত্র লোকজন।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো জেক, কুঁচকে থাকা চোখের পাতা তির্যক সূর্যরশ্মি ঠেকিয়ে রেখেছে। 'এ কী করে হয়!' প্রচুর ধুলো, তবু ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম নয়, ওটা একটা রোলস-রয়েসই বটে। ব্যাপারটা অসম্ভব ব'লে মনে হ'লো জেকের, এই বীভৎস আর কদর্যতার মাঝখানে এমন একটা চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য কীভাবে আসতে পারে।

'জেক, ঈশ্বরের দোহাই! জেক!' ভিকির ব্যাকুল তাগাদা যেনো সপাং করে চাবুক মারলো জেকের গায়ে, এক ছুটে ঘোড়ার কাছে ফিরে এলো ও।

লেজ বাদ দিয়ে দুই পা ধ'রে লাশটাকে চিৎ করার চেষ্টা করলো জেক। কাজটার ওর সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে তিনজনের জীবনমৃত্যু। শুধু দৈহিক শক্তি নয়, সমস্ত মনোবল একত্রিত করলো জেক, ধীরে ধীরে চিৎ করলো ঘোড়াটাকে। এদিকে সারা, আরেক দিকে ভিকি চিৎকার করছে। এক সময় ভাঁজ করা ঘোড়ার পা বাঁকাভাবে আকাশের দিকে উঠলো, আর ঠিক তখন রোলস-রয়েসের এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো জেক, অস্পষ্টভাবে কানে ঢুকলো উত্তেজিত আরোহীদের চেঁচামেচি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমন করলো জেক, চিৎ হওয়া লাশটাকে টেনে আরেক দিকে কাত করলো, হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু মুড়ে বসলো সারার পাশে। পায়ের ওপর দিকে গুলি খেয়েছে সে, ঢোকার মুখে বুলেটটা ক্ষত তৈরি করেছে হাঁটু থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে। আঙুলের স্পর্শ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো জেক হাড় ভেঙেছে কিনা, মাংসের ওপর চাপ পড়তেই ক্ষত থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসে রাঙিয়ে দিলো আঙুলের মাথা। উরুর পিছনে আরেকটা গর্ত পেলো ও, তার মানে বেরিয়ে গেছে বুলেট, কোনো হাড় না ছুঁয়েই। তবে এখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে সারা, শরীরে খুব বেশি রক্ত অবশিষ্ট নেই আর।

কালো পা'জামা ছিঁড়ে ক্ষতের ওপর পট্টি বাঁধতে বেরিয়ে গেলো মূল্যবান দশ-বারোটা সেকেণ্ড, তবে বাঁধনটা এতো শক্ত হ'লো যে সাথে সাথে রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো। কাজ সেরে মুখ তুললো জেক, ধুলোর মেঘ তুলে রঙ্গিলার সামনে ঘ্যাচ করে দাঁড়িয়ে পড়লো রোলস-রয়েস।

আরোহীদের মধ্যে কী নিয়ে যেনো মহা হাঙ্গামা বেঁধে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে আবার অবাস্তব অনুভূতিটা ফিরে এলো জেকের মনে। সামনের সিটে ড্রাইভারের একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে, রাইফেলসহ অপর হাতটা ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো কাঁপছে। তার ফ্যাকাসে চেহারা হয় প্রচণ্ড জ্বরে নয়তো ভয়ংকর আতংকে ভিজে গেছে ঘামে। তার পাশের সিটে কুঁকড়ে ব'সে আছে বানরের মতো ছোটোখাটো একজন লোক, তার এক

কাঁধে রাইফেল, অপর কাঁধে চৌকো আর কালো একটা ক্যামেরা, ক্যামেরার সাথে অস্বাভাবিক বড় লেন্স। রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক যুবক, মুখ নয় যেনো গ্র্যান্টি পাথর কেটে তৈরি করা অবয়ব, গাম্ভীর্য থমথম করছে। বিপজ্জনক লোক, সাথে সাথে উপলব্ধি করলো জেক। ইতালিয়ান সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে আছে সে, একজন মেজর। তার কাঁধেও একটা রাইফেল রয়েছে, অপর হাত দিয়ে মাঝারি আকারের এক লোককে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে সে।

এই লোকটা সুবেশী, সুদর্শনই বলা যায়, তার কালো গ্যাবাডিন স্যুটে মেডেল আর রঙচঙে ফিতের ছড়াছড়ি। মাথায় কালো একটা হেলমেট রয়েছে, কার্নিসবিহীন। এক সেকেন্ডের মধ্যেই জেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, মেজর চেষ্টা করলে কী হবে, দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছেই নেই লোকটার। সিটের কোণে কুঁকড়ে আছে সে, যদি গোলাগুলি হয় তারই আহত হওয়ার সবেচেয়ে কম সম্ভাবনা। মেজরের বাড়ানো চওড়া হাতে ঘন ঘন চাপড় মারছে সে, চাপাকণ্ঠ প্রতিবাদ মুখর, অলংকৃত পিস্তল নেড়ে হুমকি দিচ্ছে মেজরকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, রোলস-রয়েসে তার উপস্থিতি স্বেচ্ছামূলক নয়।

সারার দিকে ঝুঁকলো জেক, একটা হাত রাখলো তার কাঁধের নিচে, অপরটা হাঁটুর পিছনে, সিধে হ'লো ধীরে ধীরে। শিশুর মতো ওকে আঁকড়ে ধরলো সারা।

জেকের এই নড়াচড়া গম্ভীরমুখ মেজরের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো, ওর দিকে রাইফেল তাক করে কঠিন সুরে একটা নির্দেশ দিলো সে। ভাষাটা ইতালিয়ান, বলছে এক চুল নড়লেই গুলি করবে। মুহূর্তের জন্যে ভাবলো জেক, না বোঝার ভান করবে কি না। প্রথমে রাইফেল মাজ্‌ল, তারপর লোকটার চোখ দেখলো ও–না, লোকটা কথা রাখবে। জেক তার নির্দেশ অমান্য করুক, এটাই যেনো চাইছে সে, গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। লোকটার অনড়–অটল পাথুরে ভাব এমনই ভীতিকর, যেনো অদৃশ্য একটা অশুভ প্রভা ছড়াচ্ছে। সারাকে বুকের কাছে ধ'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো জেক, হার্টবিট বেড়ে গেলো, কথাগুলো গুছিয়ে নিলো মনে মনে।

'আমি একজন আমেরিকান,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো ও। 'আমেরিকান ডাক্তার।' নতুন কোনো উপলব্ধির ছাপ মেজরের চেহারায় পড়লো না, তবে ঘাড় ফিরিয়ে অপর অফিসারের দিকে তাকালো সে। সিভিল ড্রেস পরা অফিসার নড়ে উঠলো, সিট থেকে মাত্র খানিকটা নিতম্ব তুললো, তারপর আবার কী ভেবে ডুবে গেলো নরম সিটে। মেজরের দীর্ঘ দেহের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কথা বললো সে।

'আপনি আমার বন্দী,' থেমে থেমে, কাঁপা গলায় শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো সে, বলা যায় আর্তচিৎকার করে উঠলো। 'আমি আপনাকে জিম্মি হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

'আপনি আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছেন,' বলার ভঙ্গিতে কাঠিন্য আর অভিযোগ দুটোই ফোটাতে চেষ্টা কররো জেক, অস্থির পা ফেলে রঙ্গিলার পিছনে খোলা দরজার দিকে খানিকটা এগোলো, যেনো রাগের মাথায় খেয়াল করছে না কোন দিকে যাচ্ছে। 'যদিও সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। কিন্তু আমাকে আটক করার চেষ্টা হলে সেটা জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লংঘন হবে।'

'আপনার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে হবে আমাকে,' বললো লোকটা, অস্বস্তি বোধ কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে সে, সুদর্শন চেহারায় রঙ ফিরে আসতে শুরু করেছে। 'আমি, কর্নেল কাউন্ট আলদো বেলিনি, আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজির করুন।' তার দৃষ্টি ছুটে গেলো বিশাল রঙ্গিলার দিকে। 'এই একটা সশস্ত্র যুদ্ধযান। আপনি রঙ লাগিয়েছেন ধোঁকা দেয়ার জন্যে স্যার।'

কথা বলার সময়, এই প্রথমবারের মতো খেয়াল করলো কাউন্ট, মান্ধাতা আমলের গাড়ি বা মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল নিয়ে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিদেশী লোকটা কোনো অস্ত্র বহন করছে না। গাড়ির টারিটে গান-মাউন্টিং খালি। বাঁধভাঙা পানির মতো সাহস ফিরে এলো তার। এতোক্ষুণে সে লাফ দিয়ে সিধে হলো, সটান দাঁড়িয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে ফোলানো বুক, এক হাত কোমরে, অপর হাতের পিস্তলটা তাক করলো জেকের দিকে। 'আপনি আমার বন্দী,' আবার দাবি করলো সে, তারপর ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে সামনের সিটে বসা জিনোকে ফিসফিস করে বললো, 'জিনো, জলদি। বিদেশী স্পাইকে হাতেনাতে ধরলাম আমি, একটা ছবি তোলো।'

'জ্বে-আজ্ঞে, জ্বে-আজ্ঞে, ইওর এক্সেলেন্সী,' কাউন্ট মনের সাধ প্রকাশ করার আগেই চোখে ক্যামেরা তুলেছে জিনো।

'আমি আপত্তি করছি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলো জেক, আড়াআড়িভাবে আরো খানিকটা এগোলো, রঙ্গিলার খোলা দরজা ব্যাকুলভাবে ডাকছে ওকে।

'নড়বেন না, খবরদার, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। ধমকে উঠলো কাউন্ট, আড়চোখে তাকালো জিনোর দিকে। 'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'মার্কিন ভদ্রলোককে বলুন, একটু যে ডান দিকে সরে দাঁড়ান,' জবাব দিলো জিনো, এখনো তার চোখ ভিউ ফাইন্ডারে।

'ডান দিকে সরুন, স্যার,' ইংরেজিতে বললো কাউন্ট, সেই সাথে পিস্তল নেড়ে দিক নির্দেশ দিলো।

মনের আনন্দ চেহারায় ফুটতে না দিয়ে ডান দিকে সরে গেলো জেক, রঙ্গিলার খোলা দরজার আরেকটু কাছে চলে এলো। আগের মতোই প্রতিবাদমুখর ও। 'আন্তর্জাতিক রেডক্রস আর, মানবিকতার খাতিরে...।'

'আজই আমি জেনেভায় রেডিও মেসেজ পাঠাবো,' পাল্টা চিৎকার করলো কাউন্ট, 'আপনার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইবো...।'

'একটু হাসুন, মাই কাউন্ট, ইওর এক্সলেন্সী,' বললো জিনো।

ক্যামেরার দিকে মুখ খানিকটা ঘুরিয়ে এক গাল হাসলো কাউন্ট। 'তারপর গুলি করে মরবো আপনাকে!' জেককে বললো সে, বিরামহীন হাসিতে কোনো ছেদ পড়লো না।

'এই মেয়েটা মারা গেলে আপনাকে দায়ী করা হবে,' কঠিন সুরে বললো জেক। 'আপনি বর্বরের মতো আচরণ করছেন।'

অদৃশ্য হ'লো হাসি, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জেককে ভেঙচালো কাউন্ট। 'আর আপনি, স্যার, হাতেনাতে ধরা পড়েছেন একজন স্পাই। আপনার যথেষ্ট প্যাচাল শুনেছি, এবার আত্মসমর্পণ করুন।' পিস্তল তুলে জেকের বুকের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করলো সে।

মনে মনে প্রমাদ গুণলো জেক, দেখে ফেলেছে রাইফেলের সেফটি ক্যাচ 'ফায়ার' পজিশনে নিয়ে এলো মেজর, ওর পেটের দিকে তাক করা হয়েছে মাজ্‌ল।

সংকট যখন তুঙ্গে, ধাতব ঝন ঝন শব্দে ড্রাইভারের হ্যাচ উন্মুক্ত হলো, সবাইকে চমকে দিয়ে রঙ্গিলার টারিটে মাথা তুললো ভিকি কেমবারওয়েল। তার সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে, চোখে আগুন, রাগে লাল হয়ে আছে মুখ। 'আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আমি,' তার চিৎকারও পুরুষদের চেয়ে কম জোরালো নয়। 'শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এই অন্যায়ের বিশদ বিবরণ বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানানো হবে। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি–,' ভান নয়, নয় কোনো অভিনয়, নির্ভেজাল নির্জলা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সে, স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, উন্মাদিনীর মতো লাফাচ্ছে আর হাত ছুঁড়ছে–বেমালুম ভুলে গেছে যে কোমর পর্যন্ত তার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ।

একই ভুল অবশ্য তার দর্শকদের হ'লো না। হুড তোলা রোলস-রয়েসের প্রতিটি আরোহী এমন একটা দেশের নাগরিক যে-দেশের লোকদের অবসর সময় কাটে সুন্দরী মেয়েদের পিছু ধাওয়া করে। ওদের সবাই এ ব্যাপারে নিজেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ব'লে মনে করে।

উত্তেজনার আর রাগে কাঁপছে ভিকি, তারই সাথে কাঁপছে তার সুডৌল বুক, সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো ইতালিয়ানরা, চোখগুলোয় যতোটা না অবিশ্বাস তারচেয়ে বেশি আনন্দ। উঁচিয়ে ধরা অস্ত্র নামানো হলো, সেই সাথে ভুলে যাওয়া হ'লো সেগুলোর অস্তিত্ব। সম্মান ও ভব্যতা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো মেজর, যদিও তার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে আবার তাকে বসিয়ে দিলো কাউন্ট। ক্লাচ থেকে পিছলে নেমে গেলো ড্রাইভারের পা, ফলে চারপায়ে লাফিয়ে উঠলো রোলস-রয়েস, খকখক করে উঠে বন্ধ হয়ে গেলো এঞ্জিন। জিনোর গলা চিরে বেরিয়ে এলো চাপা গোঙানির শব্দ, প্রশংসাসূচক শপথবাক্যের মতো শোনালো সেটা। ক্যামেরাটা আবার তুললো সে, তাক করলো ভিকির দিকে, পরমুহূর্তে আবার গুঙিয়ে উঠলো–এবার ব্যথায় আর হতাশায়, কারণ ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে। ভিকির ওপর চোখ রেখেই ক্যামেরাটা খুললো সে, আনাড়ি ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ফেলে দিলো হাত থেকে। ক্যামেরার কথা ভুলে গেলো সে, দু'কান বিস্তৃত হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকলো মাখনরঙা সুন্দর দৃশ্যটার দিকে।

মাথা থেকে হেলমেট নামালো কাউন্ট, নিজেকে একজন বীরযোদ্ধা ব'লে ভাবছে সে। সবার চেয়ে উঁচু হবার জন্যে সিটের ওপর দাঁড়ালো, উদ্দেশ্য অর্ধনগ্ন প্রেমের দেবীকে স্যালুট করবে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিলো। তার একহাতে পিস্তল, অপর হাতে হেলমেট, হাতও ওই মাত্র দুটো। অগত্যা এক হাতে দুটো জিনিস ধরতে হ'লো তাকে, এক হাতে নিয়ে বুকের সাথে ঠেকিয়ে রাখলো হেলমেট আর পিস্তল, তারপর কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ভিকিকে স্যালুট করলো। 'ম্যাডাম,' কপাল থেকে হাত নামনোর কোনো লক্ষণ নেই তার। চোখ বিস্ফারিত, কণ্ঠস্বরে রোমান্টিকতার কোমল রেশ। 'মাই ডিয়ার লেডি...।'

এই সময় আবার গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করলো, মেজর, কিন্তু এবারও কাউন্ট তাকে হাঁটুর ঘন ঘন গুঁতোয় ব'সে থাকতে বাধ্য করলো। ওদিকে আগের মতোই একনাগাড়ে রাগ ঝাড়ছে ভিকি, তার লম্ফঝম্ফ আর হাত নাড়ারও কোনো বিরাম নেই।

ইতালিয়ানরা জেকের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। হনহন করে এগোরো ও। লম্বা কয়েকটা পা ফেলে পৌঁছে গেলো রঙ্গিলার পিছনের দরজায়। ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, একটা গড়ান দিয়ে বুক থেকে নামিয়ে রাখলো সারাকে সিটের পিছনে, ক্ষিপ্রতায় কোনো ঢিল পড়তে না দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করলো দরজা, নামিয়ে দিলো লকিং হ্যান্ডেল। 'ড্রাইভ!' ভিকির উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো ও, সিটে দাঁড়িয়ে থাকায় তার শুধু পিছনদিকটা দেখতে পাচ্ছে। 'ভিকি!' এত হাতে তার ট্রাউজার ধ'রে নিচের দিকে টানলো, লেদার সিটের ওপর ধপ্ করে ব'সে পড়লো ভিকি, এখনো অনর্গল চিৎকার করছে শত্রুদের উদ্দেশ্যে। 'ড্রাইভ!' তার কানের কাছে গর্জে উঠলো জেক। 'পালাও!'

ভিকির আকস্মিক অন্তর্ধানে হতাশায় মুষড়ে পড়লো ইতালিয়ানরা, হতাশাজনিত আঘাতের কারণে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড পঙ্গু হয়ে থাকলো তারা।

গর্জে উঠলো আর্মারড্ কারের এঞ্জিন, সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো সেটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘুরে যেতে শুরু করায় ঠিক গুঁতো নয়, ধাক্কা কেলো রোলস-রয়েস। সামনের মার্ডগার্ড তুবড়ে গেলো, ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো হেডল্যাম্পের কাঁচ। ধূলোর ঝড় তুলে ছুটলো রঙ্গিলা, ঝড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হতাশাজনিত পঙ্গুত্ব থেকে সবার আগে মুক্তি পেলো মেজর লুইগি। লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো সে, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধরার জন্যে ছুটলো, ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে এঞ্জিন স্টার্ট দাও। প্রথম বার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিলো রোলস-রয়েস, লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে উঠে পড়লো মেজর।

'ধরো ওদের!' ড্রাইভারের কানে গরম সীসার মতো আওয়াজ ছাড়লো সে। 'ধাওয়া করো!' ঝুঁকে নিজের সিট থেকে রাইফেলটা তুলে নিলো।

সবেগে ছুটলো রোলস-রয়েস, তাল সামলাতে না পেরে নরম গদির ওপর আছাড় খেলো কাউন্ট আলদো বেলিনি, মাথায় সদ্য তোলা হেলমেট হড়কে নেমে এলো চোখের ওপর, পালিশ করা বুট আকাশের গায়ে কিছু আঁকার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, পিস্তল ধরা হাতের অবাধ্য আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারের ওপর।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হ'লো বেরেটা, অল্পের জন্যে জিনোর কান ছুঁলো না বুলেট। সিট থেকে কাউন্টের পায়ের কাছে ক্যামেরার ওপর পড়ে গেলো সে, নিতম্বে ব্যথা আর মনে ভয় নিয়ে কেঁদে ফেললো।

'আরো জোরে!' ড্রাইভারের কানটাকে একাই দখল করে রেখেছে মেজর। 'ধরো ওদের!' আর্মারড্ কারকে পিছনে ফেলে বাঁক নিতে বাধ্য করো ওদের!' প্রতি মুহূর্তে আরো তেজি হ'লো তার কণ্ঠস্বর, সেই পরিমাণে কর্তৃত্বের সুরও বাড়লো। আর্মারড্ কারের দুটো মাত্র জায়গা দুর্বল, ড্রাইভারের ভাইজার আর খোলা গান-মাউন্টিং। দুটোর একটাকে সরাসরি দৃষ্টিপথে পেলেই গুলি করবে সে।

'স্টপ!' আদেশ করলো কাউন্ট। 'এর জন্যে তোমাকে আমি গুলি করে মারবো।'

দুটো গাড়ি পাশাপাশি, ছুটছে, মাঝখানের ব্যবধান দশ ফুটেরও কম।

ভাইজারের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রোলস-রয়েসকে দেখতে পাচ্ছে না ভিকি, ওর চোখের সামনেটা ধরা পড়ছে ছোট্ট খিলান আকৃতি নিয়ে। সেদিকে চোখ রেখে চেঁচালো, 'কোথায় ওরা?'

রঙ্গিলা ছুটতে শুরু করার মুহূর্ত এক কোণে ছিটকে পড়েছিল জেক আর সারা, ভিকির প্রশ্ন শুনে হামাগুড়ি দিয়ে কমান্ড টারিটের দিকে এগোলো ও। পাশের রোলস-রয়েসে তৈরি হ'লো মেজর, শক্ত করলো পেশি, হাতের রাইফেল তুললো রঙ্গিলার দিকে। এতো কাছ থেকেও তার পাঁচটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, আর্মারড্ কারের খোলে লেগে পিছলে গেলো সব ক'টা। মাত্র একটা বুলেট ঢুকলো গান-মাউন্টিংয়ে।

খোলের ভেতর আটকা পড়ে, বুলেটটা ওদের তিনজনকে ঘিরে জ্যান্ত একটা মৌমাছির মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো, যার গায়ে প্রথম বিঁধবে তারই ভবলীলা সাঙ্গ। অবশেষে পিছন থেকে ড্রাইভারের সিটে ঢুকলো ওটা।

টারিট থেকে তুলে জেক দেখলো, ওদের পাশ ঘেঁষে ছুটছে রোলস, ব্যস্ত হ'তে রাইফেলটা রি-লোড করছে মেজর, অন্যান্য আরোহীরা গাড়ির সাথে অসহায়ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ড্রাইভার!' হাঁক ছাড়লো জেক। 'হার্ড রাইট!' সাথে সাথে ভিকি সাড়া দিতে ক্ষণস্থায়ী গর্ববোধ করলো ও, মুহূর্তের জন্যে উথলে উঠলো স্নেহ। এমন আকস্মিকভাবে বিশার আর্মারড্ খোল ঘুরিয়েছে সে, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পায় নি রোলসের ড্রাইভার। সংঘর্ষের আওয়াজটা হ'লো দীর্ঘস্থায়ী বজ্রপাতের মতো, উজ্জ্বল সাদা আগুনের একরাশ ফুলকি ছুটলো।

'মমতাময়ী ঈশ্বরের মা, আমাদের বাঁচাও!' শুকনো চোখে কেঁদে উঠলো কাউন্ট। 'আমরা মারা গেছি।'

পিছিয়ে পড়ছে রোলস-রয়েস, তবে এখনো তার গায়ে প্রায় চড়াও হয়ে রয়েছে রঙ্গিলা। দামী গাড়িটার একটা পাশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, প্রায় চেঁছে তুলে নেয়া হয়েছে সব রঙ, তুবড়ে-তাবড়ে যা-তা অবস্থা।

সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে ঢিলেঢালা একটা লাফ দিয়ে ব্যাক সিটে আশ্রয় নিয়েছে মেজর , সংঘর্ষের পরমুহূর্তে বুঝতে পেরেছে আরেকটু দেরি হলে একটা পা চিরকালের জন্যে হারাতো সে। তবে ইতিমধ্যে সে তার রাইফেলে গুলি ভরা শেষ করেছে।

'দূরত্ব চাই, আমি দূরত্ব চাই।' আবার ড্রাইভারের কানটা দখল করলো মেজর। 'তা না হলে আমি গুলি করতে পারছি না!'

কিন্তু অবশেষে কাউন্ট তার সাহস এবং ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, হেলমেটটা চোখ থেকে মাথার ওপর তুললো সে। 'স্টপ, ইউ ফুল। খচ্চরের বাচ্চা, বাপকে চিনতে ভুল করছিস!' পরিষ্কার গলা তার, অত্যন্ত জরুরি সুর।

পরম স্বস্তির সাথে ব্রেক করলো ড্রাইভার, আজ সারাদিনে এই প্রথম হাসলো।

'গাড়ি ছাড়ো। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ো। এবার শুধু গর্জন নয়, ড্রাইভারের কানে রাইফেলের মাজ্‌ল ঢোকাবার চেষ্টা করলো মেজর। বেচারা ড্রাইভারের হাসি দপ করে

নিভে গেলো, সামনে এগিয়ে যাওয়া আর্মারড্ কারের দিকে চোখ রেখে আবার গাড়ি ছাড়লো সে।

'স্টপ!' বললো কাউন্ট, টলতে টলতে দাঁড়ালো সে, এক হাতে মাথার সাথে চেপে ধ'রে আছে হেলমেট, অপর হাতে ড্রাইভারের খালি কানটায় পিস্তলের মাজ্‌ল ঢোকানোর চেষ্টা করছে। 'আমি, তোমার কর্নেল, আদেশ করছি। থামো!'

'থামলেই গুলি!' হুমকি দিলো মেজর। 'যেতো থাকো।'

দুই কানে ধাতব ছিপি থাকায় কারো কথাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না ড্রাইভার। চোখ বন্ধ করলো সে, যা থাকে কপালে। হাত দুটো স্টিয়ারিং থেকে তুলে নিতে সাহস পেরো না। তীরবেগে ছুটলো রোলস-রয়েস। সামনে পিঠ উঁচু লাল মাটি, ওই প্রায়-খাড়া ঢাল-ই পাহারা দিয়ে রেখেছে নালার মুখটাকে–প্রতি মুহূর্তে ওদের দিকে ছুটে আসছে সেটা।

রোদে পোড়া মাটির পাঁচিলে রোলস-রয়েস ধাক্কা থেকে যাচ্ছে, তবে তার আগেই উভয়সংকট থেকে রক্ষা পেয়ে গেলো ড্রাইভার। গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, সমমনা আরেকজন সঙ্গীর অনুপস্থিতিতে, সে তার যুদ্ধপ্রিয় দাদার গর্ব আর গৌরবের কাছে ব্যাকুল আবেদন জানালো। নাতির আবেদনে সাথে সাথে সাড়া দিলেন প্রাচীন বীরযোদ্ধা, দেহরক্ষীদের নিজের চারদিকে জড়ো করে নির্দেশ দিলেন, সবাই তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। নালা ধ'রে ছোট্ট আরেকটা জনতার ঢল নামতে শুরু করলো, সবার আগে রাস গোলাম আর গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম।

নালা থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন, দেখলো ধুলোর পাহাড় তুলে আর্মারড্ কার আর রোলস-রয়েস সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে। যেকোনো দুঃসাহসী প্রেমিকের জন্যে দৃশ্যটা ভীতিকর, ড্রাইভ দিয়ে লাল মাটির গোড়ায় আশ্রয় নিলো গ্রেগোরিয়াস। কিন্তু রাস গোলাম তার বরাদ্দের সিংহটা অনেক আগেই বধ করেছেন, তাঁর এমনকি চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপলো না। পুরনো বন্ধু মাটিনি হেনরি রাইফেলটা তুলে গুলি করলেন তিনি। কামান দাগার মতো আওয়াজ হলো, নীল ধোঁয়ার বিশাল একটা বেলুন ফুলে উঠলো, ব্যারেল থেকে ছুটলো লম্বা লাল শিখা।

রোলসের উইন্ডস্ক্রীন ভাঙার দৃশ্যটা দেখার মতো হলো, কাচ নয় যেনো বিস্ফোরিত হ'লো এতকাল রুপো, তারই একটা টুকরো কেটে দিলো কাউন্টের একদিকের গাল।

'ঈশ্বরের নিষ্ঠুর মা, আমি মারা গেছি!' হাঁউমাউ করে উঠলো কাউন্ট। যেনো ঠিক এই গুলি আর গালিটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার, চোখ খুলেই বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরালো সে, সগর্জনে বাঁক নিতে শুরু করলো রোলস-রয়েস। যথেষ্ট হয়েছে, মেজরের শতো হুমকিও এখন আর ড্রাইভারকে দ্বিধায় ফেলতে পারবে না, ঘাঁটিতে ফিরবে সে।

'মাই গড!' হাঁপিয়ে উঠে বললো ভিকি, দেখতে পেলো বাঁক ঘুরে ফিরে যচ্ছে তোবড়ানো রোলস-রয়েস। গাড়ির ভেতর আরোহীরা এখনো পরস্পরের সাথে ধস্তাধস্তি করছে, আকাশের দিকে মুখ তুলে রয়েছে রাইফেল আর পিস্তলের মাজ্‌ল, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের চেঁচামেচি।

আবার গর্জে উঠলো রাস গোলামের রাইফেল, ইতালিয়ানদের পলায়ন আরো দ্রুতগতি হলো, তার কাছাকাছি এসে রঙ্গিলার ব্রেক কষলো ভিকি। নিচে নেমে প্রাচীন বৃদ্ধকে গাড়িতে তুলে নিলো জেক, তাঁর চোখ রক্ত ভরা দুটো আঙুল যেন, গা থেকে যে গন্ধটা ছড়াচ্ছে তা শুধু মদ চোলাইয়ের কারখানায় পাওয়া যায়, তবে তাঁর জ্ঞানপাপী পুরনো চেহারা শত সহস্র বলিরেখা নিয়ে উজ্জ্বল তৃপ্তিমাখা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। 'হাউ ডু ইউ ডু?' ভুরু নাচিয়ে পরম আনন্দের সাথে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মন্দ নয়, স্যার,' তাঁকে আশ্বস্ত করলো জেক। 'কোনোভাবেই খারাপ বলা যায় না।'

দুপুরের খানিক আগে, কুয়াগুলোর বিশ মাইল সামনে ঘাস মোড়া খোলা প্রান্তরে আর্মারড্ কারগুলো থামোনো হলো, পিছিয়ে পড়া আদিবাসীরা যাতে ওদের সাথে মিলিত হ'তে পারে। এখানেই প্রথম সুযোগ পেলো ভিকি, সারার শুশ্রূষা করার। গত এক ঘণ্টায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার পা, ক্ষতের ওপর জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত। ক্ষতটা পরিষ্কার করার সময় সারা প্রতিবাদ না করলেও তা চেহরা ম্লান কাদার মতো হয়ে উঠলো, কপাল আর ঠোঁটের ওপর ঘাম ফুটলে বিন্দু বিন্দু। সারার মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্যে উপত্যকার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিলো ভিকি।

চুপ করে শোনার পর সারা বললো, 'রোগশোক, খিদে আর পাহাড়ে যুদ্ধ করে যুগ যুগ ধ'রে আমরা শুধু মারাই যাচ্ছি–না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না কারণ।' দার্শনিকসূলভ বিষণ্ন একটা ভাব ফুটলো তার চোখে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আজ যারা মারা গেলো তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিলো–আমাদের কথা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে গেলো ওরা।' ক্ষতের ওপর ডিজাইন ফেকট্যান্ট জ্বালা করে ওঠায় গুঙিয়ে উঠলো সে।

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বললো ভিকি।

'ও কিছু না,' বললো সারা, তারপর কয়েক সেকেণ্ড কেউ কথা বললো না। এক সময় জিজ্ঞেস করলো সে, 'বিষয়টা নিয়ে তুমি লিখবে, তাই না, ভিকি?'

'অবশ্যই,' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালো ভিকি। 'অবশ্যই লিখবো। আচ্ছা বলতে পারো, টেলিগ্রাফ অফিস পাবো কোথায়?'

'সারডি-তে আছে একটা,' জানালো সারা। 'রেলওয়ে অফিসে।'

ওষুধের বাক্স থেকে ব্যান্ডেজ বের করে ক্ষতটা বেঁধে দিলো ভিকি। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করার পর বললো, 'তোমার পড়নের পা'জামা খুলতে হবে। এতো টাইট পরো কী করে? ঘা হয়ে যায় নি সেটাই আশ্চর্য।'

'এভাবেই পরার নিয়ম,' ব্যাখ্যা করলো সারা। 'নিয়ম নয়, বলতে পারো আইন। আমার দাদার দাদা রাস আবদুল্লাহি আইনটা করে গেছেন।'

'গুড লর্ড।' ভিকি শুধু বিস্মিত নয়, অস্বস্তিও বোধ করলো। 'কিন্তু কেনো?'

'আগেকার দিনে মেয়েরা খুব পাজি ছিলো,' ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে বললো সারা। 'আর আমার দাদার দাদা ছিলেন নিতান্ত ভালো মানুষ। পা'জামা খোলা যাতে সহজ না হয় সেজন্যেই এই আইন তৈরি করেন তিনি।'

হেসে উঠলো ভিকি। 'তার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? মানে, আজকালের মেয়েরা কি কঠিন ব'লে ঘন ঘন পা'জামা খোলার চেষ্টা বাদ দিয়েছে?'

'আস্তে না!' হেসে উঠলো সারাও। 'তবে কাজটা সত্যিই কঠিন।' তার সুরটা এমন, যেনো অভিজ্ঞতা থেকে বলছে। 'অবশ্য খোলার সময় তেমন অসুবিধে হয় না–অসুবিধে হয় তাড়াতাড়ি পরার সময়।'

ওষুধের বাক্স থেকে একটা কাঁচি বের করলো ভিকি। 'তোমার এটা কেটে নামাতে হবে।'

'এতো সুন্দর একটা জিনিস, কাটো–জেক তো আগেই ওটার বারোটা বাজিয়েছে।'

কাঁচি দিয়ে কেট পা'জামাটা সারার কোমর থেকে খসিয়ে আনলো ভিকি। 'এবার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।' তার গায়ে একটা উলেন আলখাল্লা চাপালো সে, কোমর থেকে নিচের দিকটা নগ্নই থাকলো। গাড়ির মেঝেতে, মোটা চটের ওপর শুয়ে আছে সে।

পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভিকি, পিছু ডাকলো সারা, 'চলে যেয়ো না। আমার সাথে আর কিছুক্ষণ থাকো।'

ইতস্তত করে ভিকি বললো, 'কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

'এখানে ব'সে করো। আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না।'

'প্রমিস?'

'আই প্রমিস।'

কেস থেকে বের করে টাইপরাইটারটা কোলে নিলো ভিকি, লম্বা করে একটার ওপর আরেকটা তুলে দিয়েছে পা। মেশিনে নতুন কাগজ ভরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো সে। তারপর তার আঙুল প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে যেতে শুরু করলো কী গুলোকে। প্রায় সাথে সাথেই রাগ আর ভাবাবেগ ফিরে এলো তার মধ্যে, প্রাঞ্জল শব্দের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হ'লো সব হলুদ কাগজের বুকে। তার চেহারায় লালচে আভা ফুটলো, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল সরালো চোখ থাকে।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো সারা, নড়ছে না বা কথা বলছে না। তারপর আরেকটা নতুন কাগজ ভরলো ভিকি মেশিনে, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙলো সে। 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি, ভিকি।'

'করেছো?' ভিকি মুখ তুলে তাকালো না।

'আমার ধারণা লোকটা জেক।'

'জেক?' দ্রুত মুখ তুললো ভিকি, হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কারণ বোধগম্য হ'লো না।

'হ্যাঁ,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সারা। 'তোমার প্রথম প্রেমিকে হিসেবে জেককেই আমরা গ্রহণ করবো।' বলার ঢঙে পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্যাপারটাকে দলীয় আয়োজন হিসেবে দেখছে সে।

'তাই? তোমার বুঝি সেরকম ধারণা?' ধারণাটা আগেই ভিকির মাথায় ঢুকেছে, বলা যায় প্রায় স্পষ্ট রায় আরেকজনের কাছ থেকে আসায় দ্রুত উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা পেয়ে বসলো তাকে।

'সত্যিকার একটা পুরুষ। গায়ে কী জোর! তেমনি সাহস। হ্যাঁ, ওকেই।' ব'লে চলেছে সারা, 'আমার ধারণা, জেককেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।' কথাগুলো বলে, জেকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এক নিমেষে সেটাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিলো সে।

এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নাক টানলো ভিকি, ঝড় তুললো টাইপরাইটারে। আসলে সে স্বাধীনচেতা মেয়ে–যে কিনা ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে।

ঢেউ খেলানো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ঘাস মোড়া মুক্ত প্রান্তর পর্যন্ত পশু আর মানুষ গিজগিজ করছে। গোটা এলাকার ওপর মিহি ধুলো উড়ছে, রোদ লেগে চারদিকে ঝিকমিক করছে বর্শার ফলা আর মাতাল ঢাল। গোত্রে যারা প্রভাবশালী শুধু তারা ঘোড়ায় চেপে আসছে, তাদের প্রায় সবার পড়নে রঙচঙে সিল্কের আলখাল্লা। মালপত্র বয়ে আসছে পশুগুলো, তাদের মধ্যে দূর দিগন্তের কাছে চেনা যাচ্ছে শুধু উটগুলোকে।

প্রিসিলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেক, হেলমেটের ছায়ায় বাইনোকুলারের লেন্স, ধুলোর পাহাড় ভেদ করে দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, বিশৃংখল আদিবাসীদের ঘাড়ে চড়াও হবার জন্যে ইতালিয়রা ধাওয়া করে আসছে কিনা বুঝতে চায়। খারাপ দিকটা কল্পনা করতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো ওর। ইতালিয়রা এখন যদি এসে পড়ে, আবার পাইকারীভাবে মারা পড়বে আদিবাসীরা–শিকার হবে ক্রস ফায়ারের।

হঠাৎ জেকের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। ওদের অস্ত্রগুলো কখন পৌঁছুবে কে জানে। এই জনারণ্যের ভেতর কোথায় সেগুলো লুকিয়ে আছে তাই বা কে বলবে।

কাঁধে হাত পড়ায় ঘাড় ফেরালো ও। দেখলো পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল।

'ধন্যবাদ, মিঃ জেক,' শান্ত গলায় বললো প্রিন্স।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বাইনোক্যুলার তুললো জেক।

'ঠিক কাজটি করেছো তা বলি না, তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

'কেমন আছে ও?'

'এইমাত্র মিস ভিকির সাথে দেখে এলাম, বিশ্রাম নিচ্ছে–তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো, তারপর প্রসঙ্গটা তুললো জেক, 'আমার চিন্তা হচ্ছে, প্রিন্স। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি আমরা। শিফটারা যদি ধাওয়া করে, বীভৎস কাণ্ড ঘটে যাবে। অস্ত্রগুলো কোথায় বলতে পারো? ওগুলো আমাদের এখুনি দরকার।'

জনারণ্যের বাম দিকের শাখাটার দিকে হাত তুললো প্রিন্স। 'ওই তো।'

একদল উটকে এই প্রথম খেয়াল করলো জেক, দূরত্ব আর ধুলোর পাহাড় অস্পষ্ট করে রেখেছে, তবে ওগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা হারারি পরিগুলোর চেয়ে অনেক উঁচু। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায় অচল নয়, এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগবে,' বললো প্রিন্স।

খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো জেক। একটা প্ল্যান তৈরি করলো মনে মনে, ভিকার্স গানগুলো তাড়াতাড়ি আর্মারড্ কারে তুলতে হবে। ইতালিয়রা হামলা করলে পাল্টা জবাব দেয়ার প্রস্তুতি থাকা চাই ওদের। ওর চিন্তায় বাধা দিলো প্রিন্স।

'মিঃ জেক, মেজর সোয়েলস্‌কে কতোদিন থেকে চেনো তুমি?'

চোখ থেকে বাইনোক্যুলার নামিয়ে নিঃশব্দে হাসলো জেক। 'কখনো এমনও মনে হয় যেনো আগের জন্ম থেকে চিনি ওকে,' বলেই বুঝলো ভুল হয়ে গেছে, কারণ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে প্রিন্সের চেহারায়। 'না, ব্যঙ্গ করছি না। ঠাট্টা করছিলাম। ওর সাথে পরিচয় হয়েছে খুব বেশিদিন হয় নি।'

'ওর সম্পর্কে অত্যন্ত ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর এই দায়িত্বটা দিয়েছি ওকে...।'

'দায়িত্ব মানে ফাঁদে ফেলে ভাড়া করেছো, আদিবাসীদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে?'

ক্ষীণ একটু হেসে মাতা ঝাঁকালো প্রিন্স। 'ঠিকতাই,' বললো সে। 'আমরা জেনেছি, বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর লোক সে, নীতির কোনো বালাই নেই, কিন্তু আনাড়ি রিক্রুটদের ট্রেনিং দেয়ার কাজে ভারি দক্ষ। এক্সপার্ট উইপন ইনস্ট্রাকটর। মডার্ন আগ্নেয়াস্ত্রের মেকানিজম আর ব্যবহার সম্পর্কে ভালো জানে।'

'শুধু ভুল করেও তার সাথে তাস খেলতে বসো না।'

'পরামর্শটা মনে থাকবে, মিঃ জেক।' একটু হাসলো প্রিন্স, পরমুহূর্ত আবার গম্ভীর হলো। 'মিস ভিকি কেমবারওয়েল তাকে কাপুরুষ বলেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমার নির্দেশ পালন করছিল গ্যারেথ, একজন সৈনিকের যেমন করা উচিত।'

'কী বলতে চাও বোঝা গেলো,' হাসলো জেক। 'তবে আমি সৈনিক নই, স্রেফ সাধারণ একজন মেকানিক।' তাচ্ছিল্যের সাথে জেকের কথাটা উড়িয়ে দিলো প্রিন্স।

'মানুষ হিসেবে নিজেকে সে যতোটা ভালো ব'লে জানে,' বললো জেক, 'আসলে তারচেয়ে ভালো সে।'

মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স মিখায়েল। 'আমি তার সামরিক অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিই। ফ্রান্সে দারুণ দক্ষতার সঙ্গে লড়েছে সে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে কনভিন্স করতে পেরেছো,' প্রিন্সকে বাধা দিলো জেক। 'সেটাই তো চাইছো, তাই না?'

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলো প্রিন্স। 'আশা করছিলাম তুমি হয়তো কনভিন্স করতে পারবে আমাকে।' দু'জনেই ওরা হেসে উঠলো।

'বললে আমার সম্পর্কে তোমার কৌতূহল নেই, তার মানে কি খোঁজ নেয়ার চেষ্টাও করোনি?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'করি নি,' বললো লিজ মিখায়েল। 'তোমার কথা প্রথম আমি দার-এস-সালামে শুনি। তুমি আর তোমার আর্মারড্ কার–জাদুর একটা বাক্স হিসেবে গ্রহণ করি আমি।' একটু থেমে মুখ তুলে সরাসরি জেকের চোখে তাকালো সে, নিচু গলায় বললো আবার, 'রাগটা তোমার ভেতর এখনো রয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি আমি।'

অবাক হয়ে উপলব্ধি করলো জেক, প্রিন্স ঠিকই বলছে। এ ধরনের অকারণ মানবহত্যার ঘটনা আরও চাক্ষুষ করেছে ও। উপত্যকায় যে নির্মম দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে আজ, কোনোদিন ভুলবে না।

'আমার বিশ্বাস, আমাদের সাথে সাময়িকভাবে হলেও, একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছো তুমি, মিঃ বারটন,' নরম সুরে, বিড়বিড় করে বললো প্রিন্স লিজ মিখায়েল।

তার গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলো না জেক। এ-ব্যাপারে নিজের প্রতি ওর কোনো প্রতিশ্রুতি আছে কিনা এখনো তা পরিষ্কার নয়। আফ্রিকায় পা ফেলার পর নিজের ছাড়া অন্য কারো সমস্যা নিয়ে এই প্রথম বিচলিত বোধ করছে ও। কিন্তু আদিবাসীদের অসহায়ভাবে মরতে দেখার পর এখান ওর উপস্থিতি অন্য এক তাৎপর্য বহন করছে। যতোদিন দরকার, আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে ওকে। অসহায় মানুষকে নির্যাতিত হ'তে দিলে, গোটা মানবকুলকে, জেক বারটনকে সহ, অপমানিত হ'তে দেয়া হবে, সবার সাথে কেড়ে নেয়া হবে তারও খানিকটা স্বাধীনতা।

'নো ম্যান ইজ অ্যান অ্যাইল্যান্ড...' অনেকদিন আগে পড়া একটা বাক্য উচ্চারণ করলো জেক।

'....এন্টায়ার অব ইটসেলফ। এনি ম্যান'স ডেথ ডিমিনিশেস ইন, বিকজ আই অ্যাম ইনভলভ ইন ম্যানকাইন্ড,' মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্ধৃতিটা পূরণ করলো প্রিন্স মিখায়েল। প্রিন্সের গভীর কালো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'হ্যাঁ, মিঃ জেক– জন ডান। তোমাকে পেয়ে সত্যি আমি গর্বিত। তুমি যদি আগুন হও তো গ্যারেথ সোয়েলস্ বরফ। দু'জনেই তোমরা আমার উপকার করবে। আমি বুঝতে পারি, এরইমধ্যে তোমরা দু'জন একটা বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছো।'

'বাঁধন?' হেসে উঠলো জেক, সামান্য কর্কশ শোনালো, নিরেট কোনো সত্য অস্বীকার করতে যাওয়ার ফল কিনা বোঝা গেলো না। তবে হাসি থামিয়ে প্রিন্সের কথাগুলো ভাবলো ও। যতোটুকু আন্দাজ করা যায়, লোকটার উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার চেয়েও বেশি। অচেনা সত্য উন্মোচিত করে দেখানোর একটা অদ্ভুত শক্তি রয়েছে তার ভেতর।

'হ্যাঁ, মিঃ জেক, একটা বাঁধন। আগুন আর বরফ। তুমি দেখো, এক সময় বুঝতে পারবে নিজেই।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা কথা বললো না। প্রিসিলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন, গায়ে রোদ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন।

এক সময় পশ্চিম দিকে তাকিয়ে একটা হাত তুললো প্রিন্স মিখায়েল। 'ওই দেখা যায় ইথিওপিয়ার হৃদয়,' বললো সে। 'পাহাড়।' দুজনেই ওরা আকাশ ছোঁয়া পাহাড়শ্রেণীর দিকে মুখ তুললো।

প্রতিটি মালভূমিকে দু'ভাগ করেছে পাথরের খাড়া পাঁচিল, পাঁচিলের ওপর পরবর্তী মালভূমি, উঁচু আর বহুদূরে ব'লে নীলচে একটা ধোঁয়াটে ভাব ঘিরে আছে, মেঘগুলো যেনো মালভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চড়িয়ে পড়ছে পাহাড়শ্রেণীর মাথার ওপর, পাহাড়ের গায়ে মুখ ব্যাদান করে আছে গিরিসংকটগুলো।

'এই পাহাড়ই আমাদের রক্ষা করে। দু'দিকে একশো মাইল পর্যন্ত এমন কোনো ফাঁক নেই যেটা দিয়ে ঢুকতে পারবে শত্রুরা।' হাত তুলে দক্ষিণ আর উত্তর দিকটা দেখালো প্রিন্স, দিকেই নীলচে অস্পষ্টতার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়শ্রেণী।

'কিন্তু ওই যে, সারডি গিরিসংকট রয়েছে,' বললো জেক, পাহাড়ের গায়ে গভীর চেরা দাগটা পরিষ্কারই দেখতে পেলো, চোঙ আকৃতির একটা গহ্বর। দূরে ব'লে সরু দেখালেও, সবচেয়ে চওড়া অংশটা প্রায় পনেরো মাইলের কম হবে না, তারপর দ্রুত চিকন হয়ে খাড়াভাবে উঠে গেছে, মিলিয়ে গেছে আরো উঁচু অস্পষ্টতার ভেতর।

'হ্যাঁ সারডি গিরিসংকট!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো প্রিন্স মিখায়েল। 'সম্রাটের সম্রাট, হাইলে সেলাসি, তাঁর নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে উত্তরে সৈন্য মোতায়েন করেছেন। ওখান থেকেই ইতালিয় বাহিনীর মূল আক্রমণ আসবে। ইরিত্রিয়া থেকে, আদোয়া হয়ে। দুইপাশ পর্বত দিয়ে সুরক্ষিত তাঁর– কেবল এই সারডি গিরিসংকট ছাড়া। এই স্থান দিয়ে আধুনিক একটা সেনাবাহিনী ইথিওপিয়ার প্রবেশ করতে পারবে। ইতালিয়রা সেরা প্রকৌশলী, সেই সিজারের সময় থেকে ওরা রাস্তা নির্মাণে দক্ষ। গিরিসংকট দিয়ে একবার উঠে আসতে পারলে, এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার সৈনিক জড়ো করে ফেলবে তারা।' নীল পর্বতচূড়ার দিকে মুঠিবদ্ধ হাত উঁচালো সে। 'তার মানে সম্রাটের বাহিনীর পিছনে পৌঁছে যাবে ওরা–সম্রাট আর তাঁর রাজধানী আদ্দিস আবাবার মাঝখানে–শহরে ঢোকার পথটা সম্পূর্ণ খোলা থাকবে তাদের সামনে। এটা যদি ঘটে, শেষ হয়ে যাবো আমরা। ইতালিয়রা তা জানে–ওয়েলস অব চান্ডিতে তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে। আজ আমরা যাদের সামনে পড়েছিলাম তারা ছিলো ছোট্ট অ্যাডভান্স পার্টি। ওদের পিছু পিছু আসছে বিশাল মূল বাহিনী। গিরিসংকট পেরিয়ে এদিকে চলে আসবে ওরা...।'

'হ্যাঁ,' বললো জেক। 'ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সারগি গিরিসংকট রক্ষা করতে হবে। 'অথচ নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমার গোত্র থেকে যোদ্ধাদের পাঠাতে হবে লেক টানা-র তীরে–দুশো মাইল পশ্চিমে, মূল ইথিওপিয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে। কিন্তু যোদ্ধার সংখ্যা এমনিতেই কম আমাদের। আপনাদের দু'জনকে আর আর্মারড্ কারগুলো পাওয়ায় সারডি গিরিসংকট হয়তো রক্ষা করতে পারবো আমরা।'

'তুমি দেখছি খুব বেশি ভরসা করছো আমাদের ওপর,' বললো জেক। 'আর্মারড্ কারগুলো কিন্তু তেমন কোনো কাজে আসবে না...।'

'আমি জানি, মিঃ জেক। সেজন্যেই তো পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই আমি চালিয়ে যাচ্ছি। হারারি গোত্রের চিরশত্রু একটা গোত্র আছে– নাম গালা। পুরোনো বিবাদ ভুলে গিয়ে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছি আমি।

তাদের নেতা লোকটা ডাকাত, বর্বর– শিফটা ওরা। সারডি গিরিসংকটে ইতালিয়দের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তাদের সাথে হাত মেলাচ্ছি আমি। তবে তারা ভালো যোদ্ধা।'

প্রিন্স ওর ওপর অনেক বেশি নির্ভর করছে, এটা বুঝতে পেরে আদিবাসীদের সাথে জেকের বাঁধনটা আরো যেনো জোরালো হয়ে উঠলো। মৃদুকণ্ঠে বললো ও, 'বিশ্বাস করা যায় না এমন বন্ধু কিন্তু শত্রুর চেয়েও খারাপ।'

'কার উদ্ধৃতি?' কৌতূহলে জেকের দিকে ঝুঁকে পড়লো প্রিন্স।

'জেক বারটন, মেকানিক।' হাসলো জেক। 'দেখে শুনে সন্দেহ করার কারণ নেই, কঠিন একটা কাজ পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। আমার কি দরকার সেটা বলি–চালাক-চতুর আর স্বাস্থ্যবান কিছু যুবক। যাদেরকে আমি গাড়ি চালনো শেখাতে পারি বা গ্যারেথ বন্দুকচালানো শেখাতে পারে।'

'হ্যাঁ, বিষয়টা নিয়ে এরইমধ্যে মেজরের সাথে আলোচনা হয়েছে আমার। সে-ও একই পরামর্শ দিয়েছে। বাছাই করা কিছু ছেলে তোমাদের হাতে তুলে দেবো আমি।'

'কম বয়েসী হওয়া চাই,' বললো জেক। 'তাড়াতাড়ি শিখবে।'

একালজ্ঞ প্রাচীন শকুনের আকৃতি নিয়ে গ্যারেথের গাড়ি হেনরিয়েটার ছায়ায় ব'সে রয়েছেন রাস গোলাম, চোখদুটো এমন কুঁচকে আছে, ঠিক যেনো একজন স্লাইপারের চোখ ; তাঁর ঠোঁট নড়লেও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, উত্তেজিত হাঁ করা মখের কোণ থেকে সামান্য লালা ঝরছে। ঝুঁকে পড়ে দাদার কার্ড দেখার চেষ্টা করলো গ্রেগোরিয়াস, কাঁধের ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলেন রাস গোলাম, কার্ডগলো হাত দিয়ে বুকের সাথে সেঁটে ধরলেন। তাঁর সামনে ব'সে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, সে-ও তার কার্ড জ্যকেটের সাথে চেপে রেখেছে।

গ্রেগোরিয়াস অভিযোগ করলো, 'দাদা বলছেন, আমাকে তার আর দরকার নেই। খেলাটা নাকি এরইমধ্যে শিখে ফেলেছেন। এতোক্ষণ দোভাষীর দায়িত্ব পালন করছিল সে।

'ওঁকে বলো, তাস খেলায় উনি সহজাত প্রতিভার অধিকারী।' ঠোঁটের এক কোণে চুরুট চেপে রেখে অপর কোন থেকে নীল ধোঁয়া চাড়লো সে রাস গোলামের মুখ বরাবর। 'বলো, মন্টি কার্লোয় একবার পৌঁছুতে পারলে সেরা জুয়াড়ী হিসেবে বরণ করে নেয়া হবে তাকে।'

প্রশংসা শুনে দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন রাস গোলাম, তারপর গ্যারেথ কী কার্ড ফেলে দেখার জন্যে সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

'বেগম দরকার আছে কারো?' নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো গ্যারেথ, হরতনের বিবি-টা সিধে করে রাখলো অ্যামুনিশন বক্সের ওপর।

তাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন রাস গোলাম, আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করলেন। দুম করে একটা ঘুসি মারলেন বাক্সের গায়ে, তারপর হাতের সব কার্ড সিধে করে মেলে দিলেন দু'জনের মাঝখানে।

'আবার হেরে গেলাম, মাই গড!' গ্যারেথের চেহারা চরম হতাশায় দুমড়েমুচড়ে বিদঘুটে আকৃতি পেলো, আয়না থাকলে নিজের এই বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় দেখে মুর্ছা যেতো সে।

আরো খানিকটা লালা ঝরালেন রাস গোলাম। প্রশ্ন করলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

অদম্য হাসিতে হাড্ডিসার বৃদ্ধকে গড়িয়ে পড়তে দেখে গ্যারেথ বুঝলো, হাঁসের গায়ে যথেষ্ট চর্বি জমেছে, এবার ওটাকে জবাই করা যেতে পারে। 'তোমার ভাগ্যশালী দাদাকে জিজ্ঞেস করো, পরবর্তী খেলায় লেনদেনের ব্যবস্থা থাকবে কিনা। একদম খালি হাতে আর কতোক্ষণ। মারিয়া থেরেসা? জিজ্ঞেস করো, উনি কী দিয়ে খেলতে জানো।' প্রস্তাবটা ভালো করে বোঝাবার জন্যে মানিব্যাগ বের করে টাকা দেখালো সে।

সাথে সাথে সাড়া দিলেন রাস গোলাম। অন্তত দশ গেম জিতেছেন তিনি। মানিব্যাগ নয়, তিনি একটা চামড়ার ছোটো থলে বের করলেন, ভেতর থেকে বেরুলো ইথিওপিয়ান ডলারের গোল পাকানো অনেকগুলো নোট।

লোভে চকচক করে উঠলো গ্যারেথের চোখ। 'তাস বাঁটুন, ওল্ড স্পোর্ট, দেরি কিসের!'

কাউন্ট আলদো বেলিনি নিজের তাঁবুতে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে, মাঝে মধ্যে থেমে হাত নেড়ে শাসাচ্ছে, গালাগালি করছে মেজর লুইগি কে। 'তুমি একটা ইতর, মেজর। তুমি একটা বেজন্মা, একট শূয়োরছানা। তোমার অনেক বেয়াদপি আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমাকে বিশ্বাস করে কমান্ডিং পোস্টে চাকরি দিয়েছি, কাজেই সব দোষ আমার। হ্যাঁ, নিজেকেই আমি দায়ী করি। সেজন্যেই এতোদিন তোমাকে আমি কিছু বলিনি, তোমার সমস্ত অবাধ্যতা মুখ বুজে সহ্য করছি। কিন্তু আজ যা ঘটেছে, এরপর আর তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। আমিও একজন সোলজার, লুইসি, আমার ইউনিফর্মেরও একটা মর্যাদা আছে। কাজেই তোমার অপরাধ আমি দেখেও না দেখার ভান করতে পারি না। তোমার শাস্তি, , মৃত্যুদণ্ড। আর শাস্তিটা তোমাকে আমি নিজের হাতে দেবো। আমার বাহিনীর জন্যে এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আজ সন্ধ্যায়, সূর্য যখন অস্ত যাবে, উপত্যকার কিনারায় দাঁড় করিয়ে আমি নিজের হাতে তোমাকে গুলি করে মারবো। তবেই আমার শান্তি।'

দীর্ঘ বক্তৃতা, তবে অভ্যেস আছে, কাউন্ট হাঁপালো না। বক্তৃতা শেষ করলো সে হাত দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'দিকে মেলে দিয়ে, সামনের আয়নায় পোজ-টা অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলো তাঁবুতে সে একা, কিন্তু কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, হাততালিতে ফেটে পড়ছে আনন্দমুখর জনতা। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হেঁটে এলো সে, তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। 'মেজর লুইগিকে এই মুহূর্তে ডেকে আনো এখানে।'

'এই মুহূর্তে, মাই কর্নেল।' বললো সেন্ট্রি।

পর্দা ফেলে তাঁবুর মাঝখানে ফিরে এলো কাউন্ট।

দশ মিনিট পর তাঁবুতে ঢুকলো মেজর , কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করলো সে। 'আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?'

'মাই ডিয়ার ক্যাস্তেলানি ' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়ালো কাউন্ট, সবটুকু সৌন্দর্যসহ তার মধুরতম হাসিটি ফুটিয়ে তুললো চেহারায়, সাগ্রহে এগিয়ে এলো মেজরের কাঁধে স্নেহের হাত রাখার জন্যে। 'এক গ্লাস ওয়াইন চলবে নাকি, মাই ডিয়ার ফেলো?'

কাউন্ট আলদোর এইটুকু বাস্তব জ্ঞান আছে বৈকি যে মেজর ক্যাস্তেলানিকে বাদ দিয়ে ইতালিয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা তার একার পক্ষে কোনো কালেই সম্ভব নয়। লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কাউন্ট তার মানসিক চাপ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে, এরপর আর মেজরের পতি তার কোনো বিরূপ মনোভাব থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

'বসো, বসো,' বললো সে, ডেস্কের উল্টোদিকে ফেলা ক্যাম্প চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখালো। 'সিগার রয়েছে, ধরাও না। আমি চাই, রিপোর্টটা তুমি পড়ো, পড়ার পর আমার পাশে তুমিও একটা সই করো।'

কাগজগুলো ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলো মেজর , পড়তে পড়তে বুলডগের মতো ভাঁজ হয়ে গেলো তার চেহারা। 'মাই কর্নেল, এখানে আপনি লিখেছেন চল্লিশ হাজার মানুষখেকো জংলী আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার সন্দেহ আছে।'

'মতভেদ থাকতেই পারে। সময়টা ছিলো অন্ধকার। সঠিকভাবে কেউই বলতে পারবে না সংখ্যায় ওরা ক'জন ছিলো।' অমায়িক হেসে আপত্তিটা অগ্রাহ্য করলো কাউন্ট। 'এটা স্রেফ একটা তথ্যভিত্তিক হিসাব–পড়ে যাও। তোমার আচরণ সম্পর্কে ভালো দু'একটা কথাও লিখেছি।'

আবার পড়া শুরু করলো মেজর, কিন্তু আবার হোঁচট খেলো সে। 'কর্নেল, শত্রুরা হতাহত হয়েছে একশো ছাব্বিশজন, বারো হাজার ছশোজন নয়।'

'ভুলটা কলমের। হেডকোয়ার্টারে পাঠাবার আগে ওই জায়গাটা মেরামত করে দেবো।'

'স্যার, আপনি কোথাও বলছেন না যে, শত্রুদের সাথে আর্মারড্ ভেহিকেল রয়েছে।'

বৈঠক শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কাউন্টের বুরু কুঁচকে উঠলো। 'আর্মারড্ ভেহিকেল ? বুঝতে পেরেছি, আসলে তমি অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলতে চাইছো।'

কাউন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অদ্ভুতদর্শন মেশিনটার সাথে তাদের সাক্ষাৎলাভের ঘটনাটা ভুলে যাওয়াই সবদিক থেকে ভালো। গোটা ব্যাপারটায় তাদের, বিশেষ করে তার, কোনো কৃতিত্ব একেবারেই ছিলো না। প্রসঙ্গটা তোলা হলে জেনারেল ডি বোনো'র মনে অকারণ খটকা সৃষ্ট করা হবে, তাছাড়া তার এতো সুন্দর রিপোর্টের সৌন্দর্য আর গুণগত মানও ক্ষুণ্ন করা হবে। 'শত্রুদের সাথে মেডিকেল সাপ্লাই, বাহন ইত্যাদি তো থাকবেই–অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। উল্লেখ করার কোনো দরকার নেই। পড়ে যাও। পড়ে যাও! দেখো না, তোমার পদোন্নতির জন্যেও সুপারিশ করেছি আমি।'

ভিকির প্রস্তাবে রাজি হ'লো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, একটা আর্মারড গাড়িতে করে সারাকে সারডি শহরে পাঠানো যেতে পারে। ওখানে একটা ক্যাথলিক মিশন আছে, পরিচালক ভদ্রলোক জার্মান ডাক্তার। সারার পায়ের ক্ষত ঠিকভাবে সারছে না, পুঁজ কমা তো দূরের কথা বরং বাড়ছে, ফোলাটাও যেনো আগের চেয়ে বেড়েছে। এসব লক্ষণ দেখে ভারি উদ্বিগ্ন বোধ করছে ভিকি।

ন্যারো গেজ একটা রেললাইন আছে সারডি পর্যন্ত, যানবাহনের জন্যে আদ্দিস আবাবা থেকে ফুয়েল এসে পৌঁছেছে সেখানে। কয়েক ড্রাম ফুয়েল গাধা আর উটের পিঠে তুলে গিরিখাদের গোড়ায় ড্রামগুলো অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। ওখানে দিক বদলেছে সারডি নদী, অ্যাকাইশা বনভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেমে গেছে ত্রিভুজ আকৃতির একটা উপত্যকায়। মরুভূমিকে জায়গা ছেড়ে দেয়ার আগে উপত্যকার মুখটা চওড়ায় দাঁড়িয়েছে পনেরো মাইল। উপত্যকার মাথায়, শুকনো মাটিতে শুকিয়ে গেছে নদীটা, ওখান থেকে শুরু হয়েছে তার পাতাল অভিযান, অবশেষে আবার উদয় হয়েছে ওয়েলস অব চাণ্ডির ছড়ানো ছিটানো কুয়াগুলোয়।

ভিকির কারে সারডি পর্যন্ত যাচ্ছে প্রিন্স মিখায়েল, কারণ ওখানেই তার সথে দেখা হওয়ার কথা গালা গোত্রের রাস-এর সাথে। দুই গোত্র এক হয়ে ইতালিয়দের আক্রমণ প্রতিহত করবে, গালাদের সাথে এ-ধরনের একটা চুক্তি হয়ে গেলে উভয় পক্ষেরই লাভ। ওখানে যাবার আরো একটা কারণ রয়েছে প্রিন্সের। আদ্দিস আবাবা থেকে সারডিতে একটা প্লেন পাঠানো হবে, যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা কনফারেন্সে অংশগ্রণের জন্যে লেক টানায় যাবে প্রিন্স–সম্রাটের সাথে বৈঠকে।

রওনা হবার আগে জেক আর গ্যারেথের সাথে নিভৃতে আলাপ করলো লিজ মিখায়েল। এবড়োথেবড়ো রাস্তা ধ'রে তিনজন ওরা হাঁটছে, রাস্তাটা প্রায় খাড়াভাবে গিরিখাদের দিকে উঠে গেছে। পাথরের গা বেয়ে বিপুল বেগে নেমে আসছে সারডি নদীর জলরাশি।

ওদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো প্রিন্স, মুখ তুলে রাস্তার মাথায় থাকলো। প্রথম খাড়া বাঁকটা পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা, পাশেই জলপ্রপাতের আকৃতি নিয়ে সগর্জনে নিচে নামছে নদী। রাস্তার ওপর কুয়াশার মতো ভাসছে জলকণা।

'ঢালটা দেখলেই তো ভয় করে,' বললো জেক। 'গাড়ি নিয়ে ভিকি উঠতে পারবে ব'লে মনে হয়?'

'তোমরা গাড়িগুলো আনছো এই খবর যখন থেকে জানি, সেই থেকে আমার প্রায় এক হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে এই রাস্তার ওপর,' বললো প্রিন্স। 'দুর্গম, তা ঠিক, তবে গাড়ি নিয়ে যেতে কেনো সমস্যা হবে না।'

'তোমার কথা যেনো সত্যি হয়, চকলেট মিখায়েল,' গম্ভীরমুখে বিড়বিড় কলো গ্যারেথ। 'পিছিয়ে এসে যে ফাঁদে আমরা ধরা পড়েছি তা থেকে বেরুবার এই একটাই তো পথ দেখছি। ইতালিয়রা যদি উপত্যকার প্রবেশপথটা বন্ধ করে দেয়,' হাত

উশারায় ওদের নিচে পাহাড় আর প্রান্তরগুলো দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো সে, কথাটা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করলো না, তার বদলে দাঁত দেখিয়ে প্রিন্সের মুখের ওপর হাসলো। 'আমরা শুধু তিনজন রয়েছ এখানে চকলেট, ওল্ড বয়। তোমার বক্তব্য শোনার জন্যে ভয়ানক উদগ্রীব হয়ে আছ। ঠিক কী চাও তুমি আমাদের কাছে? তোমার কী কী কাজ করতে হবে আমাদের? পাওনা টাকা পাবার আগে সমস্ত ইতালিয় বাহিনীকে পরাজিত করতে হবে?'

'না, মেজর সোয়েলস্,' বললো প্রিন্স। 'আমি তো আগেই তোমাদের জানিয়েছি সব কথা। কেবল সম্রাটের বাহিনীর পেছন থেকে যেনো আক্রমণ করতে না পারে ইতালিয়রা, সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। একটা ব্যাপার আমাদের মেনে নিতে হবে, শেষপর্যন্ত এই গিরিসংকট বেয়ে সমতলে উঠে ডেইসি আর আদ্দিসের রাস্তা কবজা করে ফেলবে ইতালিয়রা– ওটা আমরা ঠেকাতে পারবো না। কিন্তু অন্তত দেরি তো করিয়ে দিতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তরের যুদ্ধ একটা রূপ নিচ্ছে। যদি সম্রাট জেতেন, তো ইতালিয়রা চলে যাবে। আর যদি তিনি হারেন, তো সব শেষ।'

'কতোদিন দেরি করাতে হবে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'কেমন করে বলি?'

'চকলেট মিখায়েল, কাজের তুলনায় তুমি বেতন আমাদেরকে নেহাতই কম দিচ্ছো,' অভিযোগ করলো গ্যারেথ।

প্রিন্স ভাব দেখালো তার কথা শুনতে পায় নি। তার পরবর্তী বক্তব্য ওদের মনোযোগ কেড়ে নিলো। 'আর্মারড্ কারগুলো এখানে আমরা গিরিখাদের সামনে খোলা গ্রাউন্ডে কাজে লাগাবো, আর আমার বাবার ট্রুপস তোমাদের সাপোর্ট দেবে।' থেমে নিচে তাকালো সে, বিশাল জায়গা জুড়ে অ্যাকাইশা গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পগুলোর দিকে তাকালো ওরাও। রাস গোলামের বাহিনী সবাই এখনো পৌঁছুতে পারে নি ওরাও, এখনো ওয়েলস অব চান্ডির কিনারা থেকে গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু লোক, বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে বা মন্থরগতি গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে। তবে পদাতিক যোদ্ধারা একত্রিত হয়ে কয়েকটা ঝাঁক বেঁধেছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘোড়সওয়ার পদস্থ সর্দাররা। 'গালা-রা যদি আমাদের সাথে হাত মেলায়, আমাদের বারো হাজারের সাথে যোদ্ধার সংখ্যা পাঁচ হাজার বাড়বে। স্কাউট পাঠিয়ে ইতালিয়দের সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছি–কমবেশি এক হাজার। জানি ওদের অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক, তবু এখানে ওদেরকে আমরা বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারবো।'

'যদি না ওদের সংখ্যা আরো বাড়ে, বাড়বে ধ'রে নেয়াই ভালো,' বললো গ্যারেথ। 'কিংবা যদি না আর্মার পৌঁছায় ওদের হাতে, পৌঁছুবে ধ'রে নেয়াই ভালো।'

'সেক্ষেত্রে গিরিখাদে পিছিয়ে যাবো আমরা, পিছু হটায় সময় রাস্তা ধ্বংস করে দেবো। উপযুক্ত জায়গায় থেমে বাধা দেবো ওদেরকে। যতোক্ষণ না সারডিতে পৌঁছাই, আর্মরড্ কার আর ব্যবহার করতে পারবো না। তবে ওদিকটায় পাহাড়ের পেটে খোলা জমি আছে, নড়াচড়ার প্রচুর জায়গা পাওয়া যাবে। ওটা শেষ একটা পয়েন্টও বটে, যেখানে ইতালিয়দের বাধ্য দেয়ার জন্যে জুৎসই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।'

প্রিন্স থামতেই এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এলো। ওরা দেখলো, আর্মারড কার গিরিখাদের গোড়ায় পৌঁছুলো। ধীরগতিতে, সগর্জনে উঠে আসছে খাড়া ঢাল বেয়ে। রাস্তাটা সোজা উঠে আসে নি, পাথরের গায়ে চওড়া কার্নিস কোথাও কোথাও চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিয়েছে।

'একটা কথা তোমাদেরকে না বললেই নয়,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো প্রিন্স। 'আমার বাবা আগের দিনের যোদ্ধা। ভয় কাকে ব'লে তিনি জানেন না। আধুনিক অস্ত্র তাঁর ভালো জানা নেই। বিশেষ করে একটা মেশিনগান পদাতিক বাহিনীর কী সর্বনাশ করতে পারে, তাঁর কোনো ধারণা নেই। আমি আশা করবো, তিনি অযৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা তাঁকে ঠেকাবে।'

গাড়িটা উঠে এলো, সাদা গায়ে এখনো লাল ক্রস জ্বলজ্বল করছে। হ্যাচে ভিকির মাথা দেখা গেলো। নিশ্চয়ই গোসল করার সুযোগ হয়েছে তার, সদ্য ধোয়া চকচকে চুল মাথার পিছনে সিল্ক রিবনের সাথে আটকালো। চুলের সোনালি রঙ রোদ লেগে সামান্য সাদাটে দেখালো, পাকা আপেলের মতো গোলাপি আভা ফুটে রয়েছে মুখে। সাথে সাথে জেক আর গ্যারেথ দ্রুত সামনে বাড়লো, ভিকির সাথে কেউ কাউকে যেনো মুহূর্তের জন্যেও একা থাকতে দিতে রাজি নয়।

কিন্তু ভিকি ব্যস্ত। সারাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন সে। নরম চামড়া আর কম্বল দিয়ে ক্যাবের মেঝেতে একটা বিছানা তৈরি করা হয়েছে, তাতে শুয়ে রয়েছে সারা। দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলো ভিকি, অল্প দু'একটা কাজের কথা বললো শুধু। পিছনের দরজা দিয়ে রঙ্গিলার ভেতর ঢুকলো প্রিন্স মিখায়েল, হ্যাচ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো ভিকির মাথা।

খাড়া রাস্তা ধ'রে আবার রওনা হয়ে গেলো আর্মারড্ কার। সামনে একদল ঘোড়সওয়ার রয়েছে, সবাই তারা প্রিন্সের দেহরক্ষীর চেহারা আর হাবভাব দেখে পিশাচতুল্য বর্বর ব'লে মনে হয়। পাহাড়ী ঘোড়াগুলোর গা থেকে অ্যামুনিশন ভরা ব্যাগ, তয়োয়ার, বর্শা আর রাইফেল ঝুলছে। তাদের পিছু নিয়ে রঙ্গিলাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলো জেক। তারপরও সেদিকে তাকিয়ে থাকলো ও।

ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে কাঁধ দিয়ে জেকের বাহুতে মৃদু একটা ধাক্কা দিলো গ্যারেথ সোয়েলস্। 'মনটাকে কাছাকাছি কোথাও ফিরিয়ে আনো, ওল্ড চ্যাপ,' ব্যঙ্গ ঝরলো তার কণ্ঠে। 'ওটা এখন তোমার ইতালিয়দের জন্যে দরকার হবে।'

গিরিখাদের গোড়া থেকে পাহাড় গর্ভের সমতল জমিটুকুর ঠোঁট পর্যন্ত দূরত্ব হবে মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ মাইল, কিন্তু রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠেছে পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত কাজেই ওখানে, অর্থাৎ সারডি শহরে পৌঁছুতে ছ'ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হ'লো ভিকিকে।

প্রিন্সের শ্রমিক বাহিনী রাস্তার ওপর এখনো কাজ করছে। ধুলো আর কাদা মেখে ভূতের মতো হয়েছে তাদের চেহারা, সবার পড়নে ঢোলা আলখাল্লা। পাথুরে কার্নিস যেখানে সরু হয়ে আছে সেখান থেকে বোল্ডার সরিয়ে ফেরে দিচ্ছে নিচের গভীর খাদে,

আবার কোথাও শাবল দিয়ে খুঁড়ে সমান করছে খানিকটা বিস্তৃতি। দু'জায়গায় কার্নিসের ঢাল এতো খাড়া, ভিকির নির্দেশে রশি দিয়ে বাঁধা হ'লো রঙ্গিলাকে, শ্রমিকরা ধীরে ধীরে টেনে তুললো ওটাকে, এখশো গজ নিচে খরস্রোতা নীর টগবগ করে ফুটছে। কিনারা থেকে খসে পড়তে পড়তেও পড়লো না গাড়ি, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো।

বিকেলের দিকে আকাশ-ছোঁয়া পাথুরে প্রাচীনের আড়ালে পড়ে গেলো সূর্য, গিরিখাদে নেমে এলো গাঢ় ছায়া, ভ্যারি আর্মারড্ কারের কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্যাঁতসেঁতে একটা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করে শিউরে উঠলো ভিকি। এঞ্জিনের মতিগতি বিশেষ সুবিধের নয়, ওটার আওয়াজে প্রায়ই কোনো ছন্দ বজায় থাকছে না, বিকট বিস্ফোরণের মতো শব্দ তুলে ব্যাকফায়ার করছে মাঝে মধ্যে। আড়ষ্ট দুটো হাতার পিঠের পেশিগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে একবার থামলো ভিকি, সারার খবর নিয়ে গিয়ে দেখলো জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার গা। চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে, কালো চোখে অদ্ভুত একটা চকচকে ভাব। বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে আবার গাড়ি ছাড়লো ভিকি।

সামনে এক সময় হঠাৎ সরু হ'তে শুরু করলো গিরিখাদ, ফলে মাথার ওপর আকাশ সরু নীল পথের আকৃতি পেলো, দু'পাশের প্রাচীর যেনো পাথুরে চোয়াল, হাঁ করে গিলতে চাইছে গাড়িটাকে। প্রায় অসম্ভব ব'লে মনে হলেও, সামনের রাস্তা আরো খাড়াভাবে বাঁক নিয়েছে, ফলে বড় বড় কালো চাকাগুলো পিছলাতে শুরু করলো ঘন ঘন, খসিয়ে দিলো মুঠো আকৃতির পাথরে টুকরো–কামানের গোলার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো সেগুলো, একেবারে কাছ থেকে যারা অনুসরণ করছে ছিটকে সরে যেতে হ'লো তাদেরকে।

তারপর অকস্মাৎ গাড়ি নিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এলো ভিকি, খিলান আকৃতির পাথুরে প্রবেশপথ থেকে বেরুতেই সামনে দেখা গেলো চওড়া আর খোলা সমতল মাঠ, চারদিকে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় প্রাচীরগুলো বিশ মাইল দূরে। স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের ভেতর এই ফাঁকা জায়গাটাকে প্রকৃতির গর্ভ বলে। কোথাও কোথাও চাষাবাদও করা হয়েছে, গাছের পাতা আর বাঁক দিয়ে তৈরি কৃষকদের গোলাকার কুঁড়েঘর রয়েছে অনেকগুলো। সারডি নদীর কিনারায় প্রচুর ঘাস জন্মেছে, ছাগল আর গরু চরছে সেদিকে।

ইটের তৈরি সাদা চুনকাম করা বেশ কিছু বাড়িঘর নিয়ে শহর, প্রতিটি বাড়ির ছাদ গ্যালভানাইজড করোগেটেড টিন দিয়ে ছাওয়া। পশ্চিম গিরিখাদের ভেতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ছাদে, রুপোর মতো জ্বলছে সেগুলো।

শুধু পশ্চিমেই পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে পাহাড়গুলো, একটানা দু'হাজার ফুট উঠে গেছে ঢাল, তেমন খাড়া নয়, মিলিত হয়েছে হাইল্যান্ডের সমতল মালভূমির সাথে। লুপ আকৃতির অসংখ্য বাঁক নিয়ে সরু ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে রেলওয়ে লাইনটা সমতল মাঠের এক জায়গায় অনেকগুলো দোচালা আর খোয়াড়ের মাঝখানে এসে থেমেছে।

শহরের আরো সামনে, পশ্চিম ঢালের ওপর ক্যাথলিক মিশনটা। ওটাও উটের তৈরি একটা বাড়ি, মাথায় টিনের ছাদ। চার্চটাই একমাত্র বাড়ি, যেটায় সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় ভিকি দেখলো, শক্ত কাঠের বেঞ্চিগুলো খালি পড়ে রয়েছে, তবে বেদির ওপর মোমবাতি জ্বলছে, ফুলদানিতে তাজা ফুলও দেখা গেলো।

বারান্দায় প্রায় পঞ্চাশজন লোক মেঝের ওপর উবু হয়ে ব'সে রয়েছে, এরা সবাই চিকিৎসা পাবার জন্যে এসেছে এখানে। তাদের নিচে গাড়ি থামালো ভিকি, কেউ তেমন আগ্রহ নিয়ে তাকালো না।

ডাক্তার ভদ্রলোক মোটাসোটা। কাঁচাপাকা চুল ছোটো করে ছাঁটা, গোঁফ নেই, ম্লান নীল চোখ। তিনি ইংরেজি জানেন না, ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সারাকে নিয়ে। ডাক্তারের দু'জন সহকারী স্ট্রেচারে তুললো সারাকে, বারান্দায় নিয়ে এসে নামালো। পিছু নিতে যাচ্ছিলো ভিকি, তাকে বাধা দিলো প্রিন্স মিখায়েল।

'ভালো লোকের হাতে পড়েছে সারা, আর কোনো চিন্তা নেই–এদিকে আমাদেরও তো কাজ আছে।'

রেল স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেলো টেলিগ্রাফ অফিসে তালা ঝুলছে, তবে প্রিন্সের চেঁচামেচি শুনে লাইন ধ'রে কোত্থেকে যেনো ছুটে এলো স্টেশন মাস্টার, দেখার সাথে সাথে লিজ মিখায়েলকে চিনতে পারলো সে।

ভিকির রিপোর্টটা দীর্ঘ, টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সেটা পাঠানো স্টেশন মাস্টারের জন্যে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিলো। এর আগে যেসব মেসেজ পাঠিয়েছে সে, কোনোটারই শব্দ সংখ্যা দশ-বারোটার বেশি ছিলো না। অনেক শব্দই সে বুঝলো না, ঘন ঘন মাথা চুলকালো, বিড়বিড় করলো সারাক্ষণ, ভুরুটা স্থায়ীভাবে কুঁচকে থাকলো। তার পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের সাথে ভাবলো ভিকি, নিউইয়র্কে তার সম্পাদকের ডেস্কে না জানি কি এলোমেলা চেহারা নিয়ে পৌঁছুবে রিপোর্টটা।

ওকে টেলিগ্রাফ অফিসে রেখে দেহরক্ষীদের সাথে সরকারী বাসভবনে চলে গেছে প্রিন্স মিখায়েল। শহরের এক প্রান্তে সেটা। বিরোট পাঠানো শেষ করতে রাত ন'টা বেজে গেলো, ইতিমধ্যে পায়চারি করতে করতে পায়ে ব্যথা ধ'রে গেছে ভিকির। পাঁচ হাজার শব্দের রিপোর্ট, স্টেশন মাস্টারকে দোষ দিতে পারলো না সে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো পাহাড়ী রাত আলকাতরার মতো কালো।

আকাশ কোনো তারা নেই, ডেহলাইট জ্বেলে শহরের ভেতর দিয়ে সরকারি ভবন খুঁজতে বেরুলো ভিকি। প্রিন্সের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ নেয়া ছিলো, খুঁজে পেতে অসুবিধে হ'লো না। বেশ বড় একটা বাড়ি, বারান্দাটা লম্বা আর চওড়া, চুনকাম করা দেয়াল আর টিনের ছাদ। বাড়িটার চারদিকে ঘন গাছপালা, অন্ধকার ডাল থেকে ডানা ঝাঁপটে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ পেলো ভিকি। উঠানের একধারে গাড়ি থামালো সে, গাড়ির চারদিকে অন্ধকারের ভেতর নেকগুলো ছায়ামূর্তি দেখতে পেলো, সবাই সশস্ত্র এবং সতর্ক। এরা যে প্রিন্সের দেহরক্ষী নয়, দেখার সাথে সাথে টের পেয়েছে ভিকি। হারারি গোত্রের লোক নয় এরা।

উঠানে অনেক ঘোড়াও রয়েছে। ঝোপ-ঝাড়ের ওদিক থেকে নারীকণ্ঠ আর শিশুদের গলাও ভেসে এলো। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি আসলে একটা নয়, অনেকগুলো–এঞ্জিন বন্ধ করার সাথে সাথে চারদিক থেকে বহু লোকের ভারি একটা গুঞ্জন ঘিরে ধরলো ভিকিকে। একটু ভয় ভয় লাগলো ওর। এতো লোক কোত্থেকে এলো!

গাড়ি থেকে বেরুলো সে, সামনে ভিড় অথচ অন্ধকারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। সাবধানে এগোলো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলো লোকগুলো। বারান্দায় উঠে এলো ভিকি।

বারান্দায় কোনো আলো নেই, তবু বোঝা যায় লোক গিজগিজ করছে। সামনের ঘরটায় ঢুকলো ভিকি, ভেতরে প্যারাফিন ল্যাম্প জ্বলছে, প্রতিটি ল্যাম্প থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে হু-হু করে। ঘরের ভেতর পুরুষমানুষের ঘাম, তামাক, রান্না করা মাংস আর মশলা ও তেজের গন্ধ।

ভিকি ঢুকতেই বিপজ্জনক একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর, দোরগোড়ায় অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। চোখে নগ্ন সন্দেহ আর মারমুখো ভাব নিয়ে হুলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই সময় কামরার একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে সিধে হ'লো প্রিন্স মিখায়েল।

'মিস কেমবারওয়েল,' ব'লে ভিড় ঠেলে হন হন করে এগিয়ে এলো সে, ভিকির সামনে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরলো। 'তোমার কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছিলো। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে?' আবার ভিড় ঠেলে নিজের জায়গায় নিয়ে এলো তাকে সে, পাশে বসালো, তারপর হাত-ইশারায় সামনে বসা লোকটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। 'গালা গোত্রের প্রধান ও, রাস কুল্লাহ।'

ক্লান্ত আর খানিকটা সন্ত্রস্ত হলেও, লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখলো ভিকি। উঠানে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখে যেমন ভয় ভয় লেগেছিল, এই লোকটাকে দেখেও সেই ভাবটা ফিরে এলো মনে। লোকটার চেহারায় উৎকট শত্রুতার ভাব ফুটে আছে, লুকিয়ে বা চেপে রাখার কোনো চেষ্টা নেই। সরীসৃপের মতো ঠাণ্ডা চোখ, বড়বড় হলেও নেশাগ্রস্তের মতো ঢুলঢুলু, নিস্পলক। পথম দর্শনেই লোকটাকে নীচ, ইতর আর নির্দয় ব'লে মনে হ'লো ভিকির।

লোকটার বয়স বেশি নয়, তিরিশের কোঠা এখনো পেরোয় নি। তবে হয় রোগ নয়তো লাম্পট্যের কারণে তার মুখ আর শরীর কেমন যেনো চুপসে আছে, গায়ের চামড়ার নিচে মাংস যেনো নরম কাদা। চামড়ার রঙ ও অনুজ্জ্বল সাদাটে, লোকটা যেনো কখনো রোদে বোরোয় নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মতো লালচে, ত্বকের সাথে একেবারেই বেমানান।

লোকটার দৃষ্টি একদম সহ্য করতে পারলো না ভিকি। ভব্যতার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। নিজের কুৎসিত ভাব সে গোপন রাখতে অভ্যস্ত নয়। শুধু যে ভিকির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন দৃষ্টি বুলালো তাই নয়, বুকের ওপর আর তলপেটের নিচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় ধ'রে তাকিয়ে থাকলো। ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো ভিকির সারা শরীর।

খক করে একবার কাশলো প্রিন্স, তারপরও দীর্ঘ এক মিনিট ভিকির ওপর চোখ বুলালো রাস কুল্লাহ। অবশেষে লিজ মিখায়েলের দিকে ফিরলো সে, হরিণের শিং দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড পাইপটা লালচে ছোটে তুলে ঘন ঘন টান দিলো, কটুগন্ধী তামাকের ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেলো। গন্ধটাই ভিকিকে ব'লে দিলো লোকটার চেহারা অমন চুপসে আছে কেনো। মারিজুয়ানা খাচ্ছে সে।

'সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয় নি,' বললো প্রিন্স, চাকরবাকরদের ডেকে খাবার পরিবেশন করার নির্দেশ দিলো সে। 'আমাদের ক্ষমা করতে হবে, মিস কেমবারওয়েল,' ভিকির দিকে ফিরে আবার বললো সে। 'রাস কুল্লাহ ইংরেজি বোঝে না, তাছাড়া আমাদের আলোচনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে–খেয়ে নিয়ে তুমি নিজের ঘরে চলে যাও, তোমার ঘুম দরকার।'

'কোথায় শোবো আমি?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

'তোমার জন্যে একটা কামরা ঠিক করা হয়েছে, কোনো ভয় নেই,' ভিকির মনের ভাব বুঝতে পেরে আশ্বস্ত করলো প্রিন্স। 'আমাদের আলোচনা সারারাত ধ'রে চলবে,' ক্ষীণ হাসলো সে। 'কথা হবে প্রচুর, সিদ্ধান্ত হবে কিনা বলা মুশকিল–শতো বছরের শত্রুতা ভুলে রাতারাতি এক হওয়া সহজ কথা নয়।'রাস কুল্লাহ'র দিকে ফিরলো সে।

গরম, মশলাবহুল খাবার ভিকির পেটের ফাঁপা আর ঠাণ্ডা বাধ ভ'রে তুললো, সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিলো এক গ্লাস তরল আগুন অর্থাৎ তেজ। সাহস পিরে আসার সাথে সাথে সাংবাদিকসুলভ কৌতূহল পেয়ে বসলো তাকে। নিজের চারদিকে কী ঘটছে জানার আগ্রহে ওঠার নামটিও মুখে আনলো না।

পালা করে কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে। রাস কুল্লাহ যখন কথা বলছে,তার শুধু ঠোঁট নড়তে দেখলো ভিকি। শরীর স্থির, হাত অনড়, চোখ নিষ্পলক। থেমে থেমে কথা বললো সে, প্রচণ্ড ঝাঁঝের সাথে, মাঝে মধ্যে দু'একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করলো, দু'একটা শব্দ বেরিয়ে এলো বিস্ফোরণের মতো সগর্জনে। আর প্রিন্স কথা বললো ঠাণ্ডা, মৃদু স্বরে। মাঝে মধ্যে হাত নাড়লো সে, ভুরু কপালে তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দু'চার সেকেন্ড করে বিরতি নিলো, কিন্তু রাস কুল্লাহ প্রশ্নের উত্তর না দেয়ায় শুরু করলো আবার।

রাস কুল্লাহ'র দু'পাশে ব'সে আছে দুই যুবতী গালা। কালো, তবে চেহারায় লাবণ্য আছে। চুলে বোধহয় কখনো চিরুনি পড়ে নি, জটা পড়ে গেছে। মেয়েগুলোর চোখ অস্বাভাবিক সরু, এবং আড়চোখে তাকানোর প্রবণতা ভারি অস্বস্তিকর। চেহারায় কোনো ভাব নেই, শান্ত পুতুলের মতো ব'সে আছে তারা। অন্যমনস্কভাবে দু'জনের যেকোনো একজনকে আদর করছে রাস কুল্লাহ–অনেকটা প্রিয় কুকুরের গায়ে হাত বুলানোর ঢঙে। মাঝখানে একবার অসভ্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেলো রাস কুল্লাহ'র আচরণ–একটা মেয়ের ব্লাউজের ভেতর হাত গলিয়ে চাপ দিলো সে। মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলো, ব্যথা পেয়ে একবার শুধু গাল কোঁচকালো, তাছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া হ'লো না তার, এমনকি রাস কুল্লাহ'র দিকে তাকালোও না, ব্লাউজের ভেতর থেকে তার হাতটা সরিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করলো না। গা ঘিন ঘিন করে

উঠলো ভিকির, কারণ মেয়েটার ব্লাউজ ভিজে দাগ ফুটে উঠেছে। বোঝা গেলো, দুধে ভরে আছে মেয়েটার বুক।

ক্লান্তিতে সুস্থ থাকার অনুভূতিটা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে ভিকি। মাথাটা একটু একটু ব্যথা করতে শুরু করছে। ধোঁয়ায় জ্বালা করছে চোখ। দুর্বোধ্য অ্যামহারিক ভাষার একঘেয়ে কথাবার্তা নার্ভের ওপর হাতুড়ির বাড়ি মারতে শুরু করলো। প্রিন্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়বে ব'লে ভাবছে, এই সময় কামরার বাইরে কিসের একটা গোলমাল শুরু হলো। প্রচণ্ড ঘৃণা আর আক্রোশের সাথে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ চিৎকার করছে। কামরার ভেতর কী এক প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠলো লোকগুলো, ঝট্ করে মুখ তুলে ঝগড়াটে গলায় কিছু বললো রাস কুল্লাহ।

দু'জন সশস্ত্র গালা এক যুবককে ধ'রে নিয়ে এলো কামরার ভেতর। যুবকের বয়স আঠারো কি উনিশ হবে। তাড়াহুড়ো করে কামরার মাঝখানটা, রাস কুল্লাহ'র সামনে, খালি করা হলো। রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে যুবকের হাত দুটো, কবজির চামড়া কেটে ভেতরে ঢুকে গেছে রশি। আতংক আর ভয়ে দর দর করে ঘামছে সে, কোটরের ভেতর ছটফট করছে চোখের মণি।

যুবকের পিছু পিছু এলো এক বুড়ি, তারস্বর অবিরাম চিৎকার করছে। তার বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব ব্যাপার। সব চুল সাদা হয়ে গেছে, মাড়িতে একটাও দাঁত নেই, দু'পায়ে দাঁড়ানো বাঁদরের মতো শরীর, কোমরের কাছে পিছনটা অদ্ভুতভাবে বাঁকা। বার বার বুড়ি লাফ দিয়ে যুবকের মুখ খামচানোর চেষ্টা করলো। তার হাত হাড্ডিসার, শিরাগুলো ফুলে আছে, প্রতিটি আঙুলে নোংরা নখ এক দেড় ইঞ্চি করে লম্বা। চিৎকার করার সময় মুখ হাঁ করছে সে, ভেতরটা কুচকুচে কালো আর পিচ্ছিল। তার প্রতিটি হামলা অনায়াসে, সহাস্যে, ব্যর্থ করে দিলো সশস্ত্র প্রহরীরা, ঘন ঘন হাত ঝাপটা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখলো বুড়িকে।

সামরে দিকে ঝুঁকে আগ্রহের সাথে দৃশ্যটা উপভোগ করছে রাস কুল্লাহ, কী এক প্রত্যাশায় চকচক করছে তার চোখ। এতোক্ষণে মাত্র একটা প্রশ্ন করলো সে।

জবাবে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লো বুড়ি তার সামনে। ফাঁকা জায়গাটায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো সে। নিজের মাথার সাদা চুল ছিঁড়ছে, দাঁতহীন মাড়ির সাহায্যে হাত কামড়াচ্ছে, চড় মারছে নিজের গালে, আর এসবের সাথে সমানে চলেছে আর্তচিৎকার। স্তব্ধ বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেও, হঠাৎ করে ভিকি উপলব্ধি করলো, বুড়ি আসলে রাস কুল্লাহ'র কাছে কিছু একটা চেয়ে আবেদন করছে।

রাস কুল্লাহ সিধে হলো। তার মানে প্রত্যাখ্যান করলো সে।

ব্যস, পাগল হয়ে গেলো বুড়ি। প্রথমে সে আরো দ্রুতবেগে গড়াগড়ি খেলো রাস কুল্লাহ'র পায়ের সামনে, ফলে তার পড়নের ঢোলা আলখাল্লা উরুর ওপর উঠে গেলো। ফড়ফড় করে ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেললো সে, শেষ একটা গড়ান দিয়ে চলে এলো রাস কুল্লাহ'র পায়ের ওপর। পালা করে গালাপ্রধানের পায়ে চুমো খেলো আর মাথা ঠুকলো। হেসে উটে বুড়ির পেটে লাথি মারলো রাস কুল্লাহ, দূরে ছিটকে পড়লো বুড়ির হালকা শরীর, রাস কুল্লাহ'র চোখে নেচে উঠলো অশুভ একটা আলো।

দাঁড়ালো বুড়ি, আবার ডাইভ দিয়ে পড়লো রাস কুল্লাহ'র পায়ের সামনে। বারবার একই দৃশ্য–লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে বুড়ি, আবার ফিরে এসে রাস কুল্লাহ'র পায়ে মাথা ঠোকে। মাঝে মধ্য দু'একটা প্রশ্ন করলো গালাপ্রধান, জবাব এলো কখনো গার্ডদের কাছ থেকে, কখনো বুড়ির কাছ থেকে।

'মিস কেমবারওয়েল,' বিড়বিড় করে বললো প্রিন্স। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, এখুনি তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এরপর যা ঘটছে তা তুমি দেখে সহ্য করতে পারবে না।'

'কেনো, কী ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইলো ভিকি, তার ভেতর সাংবাদিকসুলভ আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। 'কী করছে ওরা?'

'বুড়ির অভিযোগ, যুবক তার ছেলেকে খুন করেছে। গার্ড দু'জন ঘটনার সাক্ষী। আর রাস কুল্লাহ বিচার করবে। এখুনি রায় দেবে সে। শাস্তিও দেয়া হবে সাথে সাথে।'

'এখানে?' হতচকিত দেখালো ভিকিকে।

'হ্যাঁ, মিস কেমবারওয়েল। আমি অনুরোধ করছি, তুমি চলে যাও। এ ধরনের অপরাদের শাস্তি বাইবেলে লেখা আছে তাই হবে–ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে রায় নেবে রাস কুল্লাহ। ব্যাপারটা হবে দাঁতের বদলে দাঁত।'

প্রিন্সের পরামর্শ মেনে নিতে ইতস্তত করলো ভিকি। সম্ভাব্য সবরকম অভিজ্ঞতাই একজন সাংবাদিকের থাকা দরকার, তা সে যতোই না কেনো ভীতিকর বা বীভৎস হোক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার আর সময় পাওয়া গেলো না।

হাসতে হাসতে বুড়ির উন্মুক্ত বুকে একটা লাথি মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দিলো রাস কুল্লাহ, অভিযুক্ত যুবককে ধ'রে থাকা গার্ডদের কী যেনো একটা নির্দেশ দিলো সে। রায় শুনে অকস্মাৎ বোবা মাছের মতো খাবি খেতে শুরু করলো বুড়ি। মনের আশা পূরণ হওয়ায় আনন্দে কী করবে ঠাহর করতে পারলো না। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলো সে, জ্বরাগ্রস্ত মুখে কুৎসিত হাসি। তারপর রোমহর্ষক একটা চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো, পারলো না, অগত্যা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো যুবকের দিকে। গার্ডরা আবার তাকে হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিলো, যুবকের গা থেকে সব কাপড় ঘন ঘন হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে তারা। দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়লো যুবক, শুধু হাত দুটো এক করে বাঁধা রয়েছে।

ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর এতো লোক ঢুকেছে যে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। সব ক'টা দরজা আর জানালায় উপচে পড়ছে মানুষের মাথা। উত্তেজনার হাঁপাচ্ছে লোকজন, চিৎকার করে কথা বলছে। এমনকি ভাবলেশহীন যুবতী গালা, রাস কুল্লাহ'র পাশে যারা ব'সে আছে, তারাও যেনো কিসের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, চুপিচুপি হাসছে, সরু চোখে নগ্ন উল্লাস।

অভিযুক্ত যুবক নরম গলায় ফাঁপাচ্ছে। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকালো সে, যেনো পালানের পথ খুঁজলো। তার নগ্ন শরীরে ফুটে রয়েছে সুগঠিত পেশি, ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে মধু-রঙা ত্বক, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার ওপর থেকে দৃষ্টি ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করলো ভিকি, কিন্তু পারলো না, সম্মোহিতের মতো নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলো।

বন্দীর সামনে বারবার লাফ দিলো বুড়ি, হুপ হুপ আওয়াজ করলো, কখনো ব'সে কখনো দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে উপভোগ করলো অসহায় শিকারের প্রতিক্রিয়া। বিড়াল যেনম ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, সে-ও তেমনি সন্তানের হত্যাকারীকে নিয়ে খেলছে। যুবকের মুখে থুথু ছিটালো সে, তার দিকে পিছন ফিরে কাপড় তুলে নিতম্ব নাচালো। যুবকের নাকের পাশে পড়া থুথু গড়াতে গড়াতে নেমে এলো উদোম বুকে, ঘন কালো চুলের ওপর।

'প্লিজ, মিস কেমবারওয়েল! এবার তুমি যাও! প্লিজ!' আবেদন জানালো প্রিন্স।

দাঁড়াবার চেষ্টা করলো ভিকি, কিন্তু নড়লো না। চোখের সামনে যা ঘটছে তা বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হ'লো না, আরো অবিশ্বাস্য লাগলো তার নিজের উপস্থিতি।

ভিকির উল্টোদিকে বসা গালা যোদ্ধাদের একজন কোমরের ঝোলা থেকে একটা ড্যাগার বের করলো। খাপ থেকে মুক্ত করার পর দেখা গেলো ফলাটা সরু আর হাতলটা বুনো ষাঁড়ের শিং থেকে চেঁছে তৈরি করা হয়েছে, বাঁধা হয়েছে তার দিয়ে। ফলার মাথা সামান্য একটু বাঁকা আর অসম্ভব ধারালো, লম্বায় প্রায় এক হাত। বুড়ির দষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে চিৎকার করলো সে, তারপর ড্যাগারটা মেঝের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো তার দিকে।

বুড়ির পায়ের কাছে স্থির হ'লো ড্যাগার। আনন্দের আতিশয্যে আবার বোবা মাছের মতো খাবি খেতে শুরু করলো সে। তারপর গায়ে কাঁটা দেয়া একটা চিৎকার ছেড়ে তুলে নিলো সেটা।

ড্যাগার উঁচিয়ে যুবকের দিকে ছুটে গেলো ডাইনি বুড়ি। কোপ মারলো, কিন্তু না, শুধু ভয় দেখালো–যুবকের বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো চকচকে ফলা। এভাবে বারবার যুবকের শরীরের বিভিন্ন গেলো চকচকে। এভাবে বারবার যুবকের শরীরের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্যস্থির করলো সে, ছুটে গেলো, কোপ মারার ভঙ্গি করলো, কিন্তু লাগালো না। সারাক্ষণ হাসছে সে, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে লালা গড়াচ্ছে। প্রতিবার ছুটে যাওয়ার সময় দর্শকরা একযোগে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিলো তাকে।

আবার আগের মতোই ড্যাগার উঁচিয়ে ছুটে এলো বুড়ি। এবার যুবকের হৃৎপিণ্ড বরাবর লক্ষ্যস্থির করেছে সে। কোপ মারলো, সত্যি মারলো, কিন্তু বুড়ির গায়ে জোর কম বলে ভেতরে খুব একটা ঢুকলো না ফলা, হাড়ে লেগে পিছলে স্থানচ্যুত হলো।

যুবকের পাঁজরের কয়েকটা সাদা হাড় বেরিয়ে পড়লো। পরমুহূর্তে হাড়গুলো লাল তাজা রক্তে ঢাকা পড়ে গেলো। উল্লাসে মুখর হয়ে উঠলো গালারা। যুবকের উদ্দেশ্যে ডাক ছাড়লো তারা। শিস দিলো কেউ কেউ। মানুষ নগ্ন, আক্ষরিক অর্থেই ওরা যেনো একদল পশু।

বারবার চেষ্টা করলো বুড়ি। আর একবারও সে মিথ্যে ভান করছে না। দুই প্রহরীর মাঝখানে হাত বাঁধা যুবক ধস্তাধস্তি করছে, আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে প্রহরীরা। ইতিমধ্যে বুড়ির ড্যাগার ধরা গোটা হাত আর মুখ রক্তে ভিজে গেছে। ড্যাগারের ডগা হৃৎপিণ্ড ভেদ করতে পারছে না দেখে আক্রোশ বাড়ছে বুড়ির, রগের সাথে আরো জোরে ড্যাগার চাললো সে, কিন্তু আগের মতো হৃৎপিণ্ডের চার ধারে শুধু গভীর অগভীর দাগ আর গর্ত সৃষ্টি হলো, বুক ভেদ করতে পারলো না।

বুকে ঢোকাতে না পেরে এবার বুড়ি যুবকের মুখের দিকে মন দিলো। প্রথমকোপে যুবকের নাক আর ওপরের ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে গেলো। পরবর্তী কোপ চিরে দিলো একটা চোখ, কোটরটা এক নিমেষে হয়ে উঠলো গাঢ় রক্ত ভরা গর্ত। প্রহরীরা ছেড়ে দিতেই মেঝেতে পড়ে গেলো যুবক।

সাথে সাথে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে তার বুকে চেপে বসলো বুড়ি, ঠিক যেনো একটা কালো ভ্যাম্পায়ার। বুকে ব'সে যুবকের গলা কাটতে চেষ্টা করলো সে। করাতের মতো ড্যাগার চালালো কণ্ঠনালীর ওপর। অবশেষে এক সময় ক্যারটিড ধমনী বিস্ফোরিত হলো, লাফিযে বেরিয়ে এলো রক্তের মোটা ধারা, ভিজে একাকার হয়ে গেলো বুড়ির কালো আলখাল্লা আর চারদিকের মেঝে, সেই পিচ্ছিল মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো শিকার আর শিকারী, দর্শকরা উন্মত্ত উল্লাসে নাচতে শুরু করলো।

এতোক্ষণে নড়ে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েল। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো সিধে হ'লো সে, মানুষের নিরেট পাঁচিল ফুটো করে দরজার দিকে ছুটলো। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে কীভাবে সে বেরিয়ে এলো, বলতে পারবে না। রাতের অন্ধকার, ঠাণ্ডা উঠানে নেমে হাঁপাতে লাগলো সে, যেনো পাঁচ মাইল দৌড়ে এসেছে। বুঝতে পারছে ঘামেভিজে গেছে তার ব্লাউজ, বমিটা গলায় উঠে আটকে আছে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কেঁদে ফেললো সে। ধীরে ধীরে ব'সে পড়লো গাছের গোড়ায়। তারপর বমি করলো।

বমি করার পরও কয়েক ঘণ্টা কষ্ট পেলো ভিকি, আতংকটা কোনোমতে ছাড়লো না তাকে, চোখে ঘুম আসেত দিলো না। তার জন্যে বরাদ্দ করা ঘরে একা শুয়ে থাকলো সে, ড্রাম পেটানোর আওয়াজ আর গালাদের কর্কশ গলার একঘেয়ে গান শুনলো। আর খানিক পরপর শিউরে উঠলো।

ঘুম এলো এক সময়, কিন্তু একটু পরই ছারপোকার কামড়ে জেগে উঠলো ভিকি। গা-হাত চুলকাতে গিয়ে দেখলো, চামড়া ফুলে গেছে। বাকি রাতটা রঙ্গিলার ভেতর কুঁকড়ে ব'সে থেকে কাটিয়ে দিলো সে। গাড়ির হ্যাচ আর তলা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকে কাঁপিয়ে দিলো ওকে। গায়ে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কখন ভোর হবে তার আশায় ব'সে থাকলো সে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতে ইমার্জেন্সি রেশন ব্যাগ থেকে রান্না করা শুকনো মাংস আর বিয়ার বের করে খেলো ভিকি। পশ্চিম খাদের ঢাল বেয়ে রওনা হ'লো গাড়ি, সারার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে। ওখানে পৌঁছে রাতের আতংকটা সামান্য হলেও ছেড়ে গেলো তাকে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জার্মান ডাক্তারের চিকিৎসায় এরই মধ্যে সুফল ফলতে শুরু করেছে, সারার ক্ষতটা আগের মতো ভীতিকর লাগলো না। তবে এখনো দুর্বল সে, যদিও জ্বর ছেড়ে গেছে; রীতিমতো উৎফুল্ল দেখালো তাকে, ভিকিকে বাস্তব জ্ঞান দান করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

লম্বা একটা দোচালার ভেতর অনেকগুলো লোহার বেড, নারীপুরুষ সব ধরনের রোগী রয়েছে আশাপাশে। চারদিকে কাশি আর যন্ত্রণার শব্দ। বেডের কিনারায় ব'সে সারার একটা হাত ধ'রে রয়েছে ভিকি, কাল রাতের দুঃস্বপ্নটার বর্ণনা দিয়ে হালকা করছে মন।

'রাস কুল্লাহ,' ভিকি থামতে ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করলো সারা, 'একটা মড়াখেকো। গাভীগুলো তার সাথে ছিলো, তাই না?'

গাভী? বুঝতে পারলো না ভিকি। তারপর তার মনে পড়লো দুই যুবতীয় কথা।

সারা বললো, 'বুক ভরা দুধ আছ এমন যুবতী মায়েদের খুঁজে বের করার জন্যে রাস কুল্লাহ'র লোকেরা পাহাড় চষে বেড়ায়।' বমি করার ভাব দেখালো সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিউরে উঠলো। 'ও একটা পশু, ভিকি। তার প্রজারাও জানোয়ার। সেই রাজা সলোমনের যুগ থেকে ওরা আমাদের শত্রু। ওদের সাথে হাত মেলাতে হচ্ছে আমাদের, সত্যি এরচেয়ে লজ্জার আর কিছু হ'তে পারে না।' এরপর সে তার স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যের সথে প্রসঙ্গ বদল করলো। 'আজও কি তুমি খাদ বেয়ে নামবে ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সারা। 'ডাক্তার বলেছেন, তোমার সাথে আমি যেতে পারবো না। আরো বেশক'টা দিন।

'তুমি সুস্থ হও, তোমাকে আমিই এসে নিয়ে যাবো,' বললো ভিকি।

'আরে না, তার দরকার কী,' বললো সারা। 'ঘোড়ার পিঠে আরাম বেশি, শর্টকাট রাস্তাটাও ব্যবহার করা যাবে। চিন্তা করো না, খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের মাঝখানে দেখতে পাবে আমাকে। তবে ইতিমধ্যে একটা কাজ করো–আমার পক্ষ থেকে গভীর ভলোবাসা জানিয়ো গ্রেগোরিয়াসকে। তাকে বলবে, তার জন্যে আমার হৃদয় ফোঁপাচ্ছে। বলবে, কল্পনায় আমার কাছে তাকে আসতে হয়। আরো বলবে, আমার চিন্তায়-চেতনায় তার হাঁটার শব্দ পাই আমি।'

হাসি চেপে গম্ভীর হ'লো ভিকি। 'ঠিক আছে, বলবো।'

এই সময় দীর্ঘদেহী এক যুবক ঢুকলো দোচালায়, তরুণ ফারাও সম্রাটের মতো চেহারা। পড়নে বাদামি জ্যাকেট। অত্যন্ত সুদর্শন, চলাফেরায় স্মার্ট একটা ভাব। সোজা ওদের দিকে এগিয়ে এলো সে।

এক নিমেষে বদলে গেলো সারা। ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ আধবোঁজা করে গোঙাতে লাগলো সে। যুবক এগিয়ে এসে অ্যামহারিক ভাষায় সান্ত্বনা দিলো সারাকে, তার জ্বর আর পালস্ রেট দেখলো।

যুবক চলে যাবার সাথে সাথে আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলো সারা। চাপা হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠলো তার শরীর। ভিকির মাথাটা ধ'রে নিচের দিকে টানলো সে, কানে কানে বললো, 'ঠিক পাহাড়ী ভোরের মতো সুন্দর ও, তাই না? ডাক্তারী পড়ছে, কিছু দিনের মধ্যে বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হ'তে যাবে। কাল রাত থেকে আমার প্রেমে পড়েছে ও। আমার পায়ের ব্যথা একটু কমলেই ওকে আমি প্রেমিক

হিসেবে গ্রহণ করবো।' ভিকির চেহারায় স্তম্ভিত বিস্ময় দেখে আবার তাড়াতাড়ি বললো, 'আরে না, স্থায়ী ভাবে না। দু'চার দিনের জন্যে। যতোদিন না ঘোড়ায় চড়ে গ্রেগোরিয়াসের কাছে ফিরতে পারি আর কি।'

দেহরক্ষীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এলো প্রিন্স লিজ মিখায়েল। ওরা বাইরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকলো, মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে ভেতরে ঢুকলো প্রিন্স। তার গম্ভীর থমথমে মুখ মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে নরম হ'লো মেয়েকে আলিঙ্গন করার সময়। প্রিন্স দেখলো সারা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছে। এরপর সে কথাটা বলল ওদেরকে।

'আমার গুপ্তচর খবর এনেছে, ইতালিয়রা যেকোনো মুহূর্তে হামলা করবে।'

'আর ঠিক এই সময় আমি পড়ে আছি বিছানায়।'

প্রিন্স বললো, 'মিস কেমবারওয়েল, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাওয়া দরকার তোমার। গিরিখাদের গোড়ায় বাবা অপেক্ষা করছেন, তুমি তাকে খবরটা দিয়ে সাবধান হ'তে বলবে।' পকেট থেকে সোনালি পকেট-ওয়াচ বের করে সময় দেখলো সে। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা প্লেন ল্যান্ড করবে এখানে, সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে। খুশি হতাম তুমি যদি আমার সাথে ল্যান্ডিং ফিল্ড পর্যন্ত যেতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হ'লো ভিকি।

'ওখানে রাস কুল্লাহ'র লোকেরা জড়ো হয়েছে,' ব'লে চললো প্রিন্স। 'পনেরো শো ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা পাঠাতে রাজি হয়েছে সে। তারা তোমার পিছু নিয়ে যাবে...,' তাকে বাধা দিলো সারা।

'রাস কুল্লাহ'র ওই হায়েনাগুলো সাথে একা থাকবে ভিকি? কী বলছো। ওরা তো ওদের আপন মাকেও খেয়ে ফেলবে।'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো প্রিন্স, মৃদু হাসলো। আমার নিজের বডি গার্ড থাকবে মিস কেমবারওয়েলের সাথে। তারা ওরা নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রাখবে–প্রতিটা মুহূর্ত।'

'ব্যাপারটা আমার প্রছন্দ হ'লো না,' প্রতিবাদ করলো সারা, ভিকির হাত ধ'রে মৃদু চাপ দিলো সে।

'আমার কিছু হবে না, সারা।' ঝুঁকে তার মিখায়েল চুমু খেলো ভিকি, পাহাড়ী মেয়েটা মুহূর্তের জন্যে আলিঙ্গন করলো ওকে।

'আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি,' ফিসফিস করে বললো সারা। 'আমি না যাওয়া পর্যন্ত কিছু করো না। শেষ পর্যন্ত হয়তো গ্যারেথকেই প্রথম সুযোগ পাওয়া উচিত।'

অসহিংস একটা শব্দ করে ভিকি বললো, 'তুমি আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে। একবার এর কথা বলো, একবার ওর কথা বলো।'

'হ্যাঁ,' অভিযোগ স্বীকার করলো সারা। 'দু'জনেই ওরা অত্যন্ত যোগ্য প্রেমিক। সেজন্যেই তো তোমাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে কাছাকাছি আমার থাকা দরকার।

আর্মারড কারের মাথায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল আর ভিকি কেমবারওয়েল, চোখের ওপর হাত দিয়ে রোদ ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে জোড়া পাহাড়চূড়ার মাঝখানে–হঠাৎ করে সেখানে উদয় হ'লো প্লেনটা।

একজন পাইলট হিসেবে ভিকি বুঝতে পারে, পাহাড়ের গর্ভ নামে পরিচিত সারডি-তে প্লেন নিয়ে আসা ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ। চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে আছে ঘন কুয়াশার মতো মিহি জলকণা। পাহাড় প্রাচীরে বাধা পেলেও, গিরিখাদ আর প্রতি জোড়া চূড়ার মাঝখানে ফাঁকগুলোর বাতাস প্রবাহিত হয় বিদ্যুগতিতে, হালকা একটা প্লেন নিয়ে আসা, আর পচা সুতোর মাথায় ঘুড়ি ওড়ানো প্রায় একই কথা।

দেখার সাথে সাথে প্লেনটা চিনতে পারলো ভিকি। খুব বেশিদিন হয় নি, এই একই মডেলের একটা প্লেন নিয়ে ট্রেনিং পর্ব শেষ করেছে সে, প্লেন চালানোর লাইসেন্স পেয়ে গেছে। ওটা একটা পুস মথ, নীল রঙের ছোট্ট মনোপ্লেন। দ্য হাভিল্যান্ড ফোর-সিলিন্ডার অ্যারো এঞ্জিন। বসার আয়োজন সীমিত, পাইলট ছাড়া ঘেরা কেবিনে।

চূড়ার নিচে, পশ্চিম খাদের ভেতর দিয়ে এলো পাইলট; হঠাৎ করে খাড়া নামতে শুরু করে দ্রুত বাঁক নিলো, ছুটে এলো উপত্যকার একমাত্র খোলা জায়গাটার দিকে–শুধু এদিকটাতেই কোনো গর্ত, ঘাস বা পাথর নেই। পশুর হাঁ, জিমখানা বা পোলো গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয় জায়গাটা, যখন যেমন দরকার। ফাঁকা মাঠের কিনারায় অবশ্য সবুজ ঘাস রয়েছে, ছাগলও চরছে গোটা পঞ্চাশ, তবে এই মুহূর্তে রাস কুল্লাহ'র ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা খেদিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে। প্লেন মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে গালা বাহিনী সেটাকে ধাওয়া করলো, তারপর ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে। পিছনের দু'পায়ে ভর করে খাড়া হ'লো ঘোড়াগুলো, ওগুলোর পিঠে ব'সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির সাথে নাচতে শুরু করলো গালারা, রাইফেলের মাজ্‌ল আকাশের দিকে তুলে শুরু করলো এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ।

আর্মারড কারের পাশেই প্লেন থামালো পাইলট, পাশের জানালা খুলে বের করলো মাথাটা। আফ্রিকান তরুণ, গোলগাল চেহারা, খুলি কামড়ে থাকা কোঁকড়ানো চুল মাথায়। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বললো সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো তার কণ্ঠস্বর, 'আপনিই কি মিঃ লিজ মিখায়েল?'

প্লেনে ছোট্ট কেবিনে গিয়ে উঠলো প্রিন্স। এতোক্ষণ পাশের জানালা দিয়ে ভিকিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল পাইলট, ভিকি তার দিকে তাকাতেই মনভোলানো হাসিতে ভরে উঠলো তার মুখ, বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে অনুমোদন আর প্রশংসার আন্তর্জাতিক সংকেত একটা বৃত্ত তৈরি করলো সে। তার নিঃসঙ্গ হাসিতে এতো আন্তরিকতা, চেহারা এতোটাই সরল আর নিষ্পাপ যে পাল্টা ভিকিকেও হাসতে হলো। 'আরো একজনের জায়গা হবে!' চেঁচিয়ে বললো পাইলট।

হেসে উঠে ভিকিও চিৎকার করলো, 'পরের বার, যদি সুযোগ হয়।'

'ইট উইল বি আ প্লেজার,' ব'লে মাথা টেনে নিলো পাইলট, বাঁক নিলো, খোলা মাঠের দীর্ঘতম সমতল বিস্তৃতির দিকে তাক করলো মনোপ্লেনের নাক।

ভিকি দেখলো, অলসভঙ্গিতে পাহাড়চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে পুস মথ, মাত্র দু'জন আরোহীও যেনো ওটার জন্যে অনেক ভারি বোঝা। এঞ্জিনের আওয়াজ ব্যস্ত মৌমাছির গুঞ্জন, ক্রমশ মিলিয়ে গেলো দূরে, সেই সাথে অদৃশ্য কিন্তু নিরেট একটা নিঃসঙ্গ ভাব চারদিক থেকে চেপে ধরলো তাকে। কুৎসিতদর্শন প্রকাণ্ডদেহী ঘোড়সওয়ারদের ওপর চোখ বুলালো সে, আর্মারড কারটাকে ঘিরে অশ্লীলভঙ্গিতে নাচানাচি আর ছুটোছুটি করছে তারা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। হঠাৎ উপলব্ধি করলো ভিকি, এতো লোক অথচ একজনও তার ভাষা বোঝে না। শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, কী এক অজানা আশংকা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো মনে, তলপেটের ভেতর ভয়ের ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠলো।

জেক আর গ্যারেথ, দু'জনেরই অভাব বোধ করলো ভিকি। বড় কোনো ঝুঁকি নিয়ে হলেও সভ্য দুনিয়ার সাথে যদি যোগাযোগ করা যেতো। টেলিগ্রাফ অফিসে একবার যাবে নাকি? কেনো যেনো জংলী গালাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে তার। ওর পাঠানো রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার করে নিউ ইয়র্ক থেকে কোনো মেসেজ এসে থাকতে পারে, গিয়ে দেখে এলে হয়। কিন্তু ধারণাটা বাতিল করে দিলো সে। তার সম্পাদক এখনো পায় নি ওটা।

চারদিকে তাকিয়ে প্রিন্স লিজ মিখায়েলের দেহরক্ষীদের খুঁজলো ভিকি। চিনতে অসুবিধে হ'লো না, কারণ গালাদের সাথে তাদের চেহারায় কিছু অমিল আছে। দেহরক্ষীদের গায়ের রঙ কালো নয়, তামাটে। তারাও দীর্ঘদেহী, হিংস্র ডাকাত বা খুনীর মতো দেখতে, তবে কুৎসিত নয়। গালাদের তুলনায় সংখ্যায় তারা নগণ্য, এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তারা ভিকির মনে কোনো রকম নিরাপত্তা বা স্বস্তি বোধ ফিরিয়ে আনহে পারলো না, ড্রাইভারের হ্যাচ গ'লে তাড়াতাড়ি রঙ্গিলার পেটে নেমে এলো সে, স্টার্ট দিলো এঞ্জিন।

উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে হেলে-দুলে এগোলো রঙ্গিলা। খানিক পরই ট্র্যাক-টা খুঁজে পেলো ভিকি, নদীর কিনারা ঘেঁষে গিরিসংকটের ধূসর পাথুরে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেছে। সে জানে, ঘোড়সওয়ারদের দীর্ঘ মিছিল পিছু নিয়েছে। কিন্তু এক লাফে তার মন চলে গেছে গিরিখাদের নিচে, ওখানে অপেক্ষা করছে জেক আর গ্যারেথ। হঠাৎ করে যেনো ওরা দু'জন তার গোটা অস্তিত্বের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। দু'জনকে, কিংবা দু'জনের যেকোনো একজনকে নিজের পাশে পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো মনটা, ব্যাকুল ভাবটুকু স্টিয়ারিং-হুইল ধরা আঙুলের মাথায় সাদা হয়ে ফুটে উঠলো।

গিরিখাদ বেয়ে ওঠায় চেয়ে নামাটা আরো বেশি আতঙ্কের অভিজ্ঞতা। প্রায় খাড়া বিস্তৃতির এক মাথা থেকে আর্মারড কার খসে পড়লো আরেক মাথায়, প্রতিবার সিউরে উঠলো তলপেটের ভেতরটা। একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় হাঁপিয়ে উঠলো ভিকি, ঠাণ্ডা ঘামে নেয়ে উঠলো সে। সামনে আরেকটা চাল, মাথায় উঠে একদিকে কাত হয়ে গেলো আর্মারড কার, কিনারা খানিকটা দূরে থাকতেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ব্রেক করলো ভিকি, কারণ কিনারার পর কী আছে দেখতে পাচ্ছে না সে। কিন্তু দেরি করে

ফেললো, সামনের চাকা দুটো নেমে গেলো কিনারা থেকে। উল্টে যাচ্ছে আর্মারড কার, ডিগবাজি খাবে। কিনারা থেকে প্রায় চার ফুট ঝপ্ করে নেমে গেছে পাথুরে পাঁচিল, তারপর আবার শুরু হয়েছে আরেকটা ঢাল। ওঠার সময় কোনো সমস্যা হয় নি, কারণ ঢাল আর নিচু পাঁচিলের গোড়ায় প্রিন্সের শ্রমিকরা মাটি ফেলে রেখেছিল। জলপ্রপাতের একটা দিকভ্রান্ত ধারা কখন কে জানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব।

উল্টে পড়লো না আর্মারড কার, পিছনের চাকাগুলোও প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাথে পাঁচিল থেকে নিচের ঢালে নামলো। আর তারপরই শুরু হ'লো নিয়ন্ত্রণহীন পতন। পাঁচিলের নিচে ঢাল খুব বেশি খাড়াভাবে নেমে গেছে, পাথরের ওপর ভেজা মাটিতে পিছলে গেলো চাকা। মরিয়া হয়ে ব্রেক করলো ভিকি, চাকা না ঘুরলেও পিছলে নেমে যাওয়া বন্ধ হ'লো না। স্টিয়ারিং ঘুরিয়েও লাভ হ'লো না, খুব একটা সাড়া দিলো না সামনের চাকা।

সামনের বাঁকে পৌঁছে গেলো রঙ্গিলা, সামনাসামনি সংঘর্ষ হ'লো পাথুরে দেয়ালের সাথে। একেবারে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে দুহাত তলে মাথাটাকে চারপাশ থেকে বেড় দিয়ে রাখলো ভিকি, ফলে ইস্পাতের সাথে ঠুকে গিয়ে খুলিটা ফাঁটালো না। দাঁড়িয়ে পড়েছে আর্মারড কার, সেটাকে পিছিয়ে এনে বাঁক ঘুরলো সে। বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

দুপুরের খানিক পর গিরিসংকটের বেশির ভাগটা পেরিয়ে এলো ভিকি। মনে আছে, বাকি অংশটুকু আরও বিপজ্জনক। এখান থেকে সগর্জনে ধাবিত নদীর অনেক উঁচুতে পাথুরে পাহাড় প্রাচীরের গায়ে ঝুলে আছে পথটা। স্টিয়ারিং হুইল যেনো জ্যান্ত একটা প্রাণী, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, শক্ত করে ধ'রে রাখতে গিয়ে তার হাত আর পিঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, যেনো লোহার হাত দিয়ে খামছে ধরেছে কেউ। ভিজে চুল আর কপাল থেকে নেমে এসে চোখে পড়লো ঘামের ফোঁটা। হাদের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে নতুন আরেকটা ঢালে নামার জন্যে জোরে ব্রেক করলো ভিকি, সেই সাথে ত্রিশ ডিগ্রি বাঁকটা ঘুরতে শুরু করলো।

পাথর আর আল্‌গা মাটি ঝাঁক ঝাঁক পাখির মতো বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড চাকাগুলোর পিছন থেমে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো আর্মারড কার। খানিকটা পথ নামার পরই আতংকের সাথে উপলব্দি করলো সে, গাড়ির ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ধীরে ধীরে একপাশে সরে যাচ্ছে রঙ্গিলা। সামনের চাকা কার্নিসের মাঝখানেই রয়েছে এখনো, কিন্তু পিছন দিকটা কার্নিসের কিনারা ছোঁয় ছোঁয়।

বিপদটা টেরে পেলো ভিকি আরো পরে, যখন পিছনের একটা চাকা কার্নিসের কিনারা থেকে সামান্য নেমে গেলো একশো ফুট নিচে ক্ষরস্রোতা নদীর দিকে। আতংকে কেঁদে ফেললো সে, কারণ সামনের ঢাকা গাড়ির পিছনের অংশকে কিনারা থেকে টেনে তুলতে পারছে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ভিকি বুঝতে পারলো কী ঘটছে। খসে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নগণ্য ভারসাম্যের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে আর্মারড কার, ইতস্তত করছে। পুরোপুরি ভারসাম্য হারাতে আর হয়তো এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ই যথেষ্ট। সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই প্রাণ বাঁচানোর শেষ

চেষ্টা করলো ভিকি। ব্রেক পেডাল থেকে পা সরালো সে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যে দিকে গড়াতে চাইছে চাকা সেদিকেই গড়াতে দিলো, পরমুহূর্তে পা'টা বিদ্যুৎবেগে নামিয়ে আনলো থ্রটলের ওপর।

একটা চাকা ঝুলে থাকলো শূন্যে, ফুল পাওয়ার পেয়ে এঞ্জিন গর্জে ওঠার সাথে সাথে দ্বিতীয় চাকা পাথর কামড়ে ঘুরতে শুরু করলো, ইস্পাতের খোলটা সন্ত্রস্ত হরিণের মতো লাফ দিলো, ঝাঁকি খেয়ে উঠে এলো পাহাড়-প্রাচীনের কিনারা থেকে। সরাসরি উল্টোদিকের পাঁচিলে ধাক্কা খেলো রঙ্গিলা, মাটি আর পাথরে বাড়ি খেয়ে ঘুরে গেলো নাক, ভোজবাজির মতো পথের ওপর সিধে হয়ে গেলো আবার ওটা।

কার্নিস থেকে উঠে আসার পর আর তেমন কোনো অসুবিধে হ'লো না। চওড়া একটা ঢালের মাথায় গাড়ি থামালো ভিকি, হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে দেখে অপ্রতিভ বোধ করলো সে। কিছুক্ষণের জন্যে নিরিবিলি একটা জায়গা দরকার ওর, রাস্তা থেকে দূরে কোথাও। অসহ্য আতংকের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, ফলে শারীরিক নিয়ন্ত্রণগুলো দুর্বল আর শিথিল হয়ে পড়েছে–যেমন, বমি চেপে রাখা খুব বেশিক্ষণ সম্ভব হবে না।

গালাদের অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে ভিকি। হাত পা, হাঁটু ও কনুইয়ের সাহায্যের খাদের গা বেয়ে ওঠার সময় তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন শুনতে পেলো সে। পাথুরে ট্র্যাকে অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে হেঁটে আসছে ঘোড়াগুলো। খানিকটা ওঠার পর বড় আকারের কয়েকটা সীডার গাছ দেখতে পেলো সে, নিচে কাঁটাঝোপও রয়েছে–ওখানে তার একটা হওয়ার একটা সুযোগ আছে।

গাছগুলোর ভেতর স্বচ্ছ মিষ্টি পানির একটা ঝর্ণা রয়েছে। বমি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার পর পাথুরে কিনারায় উবু হয়ে বসলো ভিকি, আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখ আর ঘাড় ধুলো। কয়েক মুহূর্তে পানিতে হাত দিলো না, স্থির পানির গায়ে নিজের চেহারা দেখলো, আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক করে নিলো সোনালি চুল, বোতাম লাগলো ব্লাউজের।

চরম ভীতির প্রতিক্রিয়ায় মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, বাস্তবতা আর বর্তমান থেকে একটু যেনো দূরে সরে রয়েছে সে। সীডার বন থেকে বেরিয়ে এলো, নেমে এলো ট্র্যাকের ওপর যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্মারড কার। অশ্বারোহী গালারা পৌঁছে গেছে, গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, পিছনে ট্র্যাকে আধ মাইল পর্যন্ত লম্বা গোড়সওয়ারদের বিশৃঙ্খল মিছিল। আর্মারড কারটাকে ঘিরে মানুষ আর ঘোড়ার নিরেট একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে।

গাড়ির সবচেয়ে যারা কাছে, ইতিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে তারা। ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগোলো ভিকি, পথ না পেয়ে বারবার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সে এগোতে চাইছে বুঝতে পেরেও গালা সৈনিকরা সহজে সরলো না, শেষ পর্যন্ত যদিও বা সামান্য সরলো, সদ্য তৈরি সরু ফাঁক গ'লে একজন মানুষের পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। দুই কাঁধে ধাক্কা খেতে খেতে কোনো রকমে এগোতে চেষ্টা করলো ভিকি।

বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে, প্রিন্সের হারারি দেহরক্ষীরা কাছে পিঠে কোথাও নেই বুঝতে পেরে হৃৎপিণ্ড জোরে ঢাকা পিটাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়লো সে, পায়ে জোর পাচ্ছে না, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকালো।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো গিরিখাদের ভেতর। ভিকির চারপাশে গালারাও কেউ নড়লো না বা শব্দ করলো না। অসহায় একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষর একদল জংলী যোদ্ধা। ভিকি দেখলো, তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা গালাদের মধ্যেও কেমন উত্তেজনার ভাব। কুৎসিত শকুনের তীব্র প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে আছে তারা। কাল রাতে বুড়িটা যখন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছিলো, তখনো তাদের চোখে ঠিক এই দৃষ্টিই দেখেছে ভিকি।

দেহরক্ষীরা কোথায় ? তারা আসছে না কেনো? দিশেহারা ভিকি এবার উন্মত্ত অস্থিরতার সাথে চারদিকে তাকাতে শুরু করলো পরিচিত একটা মুখের খোঁজে। আর ঠিক তখন গিরিখাদের অনেক নিচে থেকে ভেসে এলো একটা শব্দ। অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে বুঝলো ভিকি, তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে দেহরক্ষীরা। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হ'লো না। চিরশত্রু গালারা সংখ্যায় বারোশো, আর দেহরক্ষীরা গোটা পঞ্চাশ। গালারা তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছে তাদের।

সে একা, বুঝতে পেরে কান্না পেলো ভিকির। মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়ালো সে, ফিরে যাবে। কিন্তু দেখলো খাদের গা বেয়ে ওঠার রাস্তাও বন্ধ। পিছনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, নিশ্চিদ্র ভিড় ঘিরে ফেলেছে তাকে। বৃত্তটা এবার ছোটো করে আনছে গালারা, দীর্ঘ বিরতি নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তারা। সবার চেহারায় সেই একই নগ্ন লালসা ফুটে আছে।

পিছু হটার উপায় নেই, সামনেই এগোতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগোতে বাধ্য করলো সে নিজেকে। একটা করে পা ফেলে ভিকি, আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন গালা তার সামনে চলে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। সে ভয় পেয়েছে, এটা বুঝতে দেয়া চলবে না, জানে ভিকি। ওর চেহারায় ও আচরণে দুর্বলতা প্রকাশ পেলে শেষ মানসিক বাধাটা কাটিয়ে উঠবে লোকগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর, টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যাবে। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো–তার ফর্সা নগ্ন শরীর পাথুরে মাটিতে লম্বা হয়ে আছে, হাজারটা লোকের খেলার সামগ্রী। ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলে ধীরে ধীরে এগোলো ভিকি। প্রতিবার, একবারে শেষ মুহূর্তে, প্রতিটি দীর্ঘদেহ সরে গেলো সামনে থেকে, কিন্তু তার পিছনে সব সময় আরেকজন আছে জায়গটা দখল করার জন্যে। ভিড়টা চারদিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় ওর ঘাড়ের ওপর। বছরে এক-আধবারও বোধহয় গোসল করে না গালারা, পাঁঠা পাঁঠা গন্ধে বমি পেলো ভিকির। তাদের উগ্র কামনার আঁচ সারা শরীরে উত্তপ্ত ছ্যাঁকার মতো অনুভব করলো সে। উত্তেজনায় গালারা হাঁপাচ্ছে, ঘামে ভেজা চকচকে মুখগুলোয় নিঃশব্দ হাসি, সরু চোখের নির্লজ্জ দৃষ্টি ভিকির শরীরে ধারালো নখের মতো বিঁধছে।

হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখলো ভিকি, সামনে পা ফেলার জায়গা নেই। এ লোকটা যেনো সবার চেয়ে লম্বা, চেহারায় মারমুখো ব্যঙ্গ, স্যাঁৎ করে ভিকির একেবারে মুখের সামনে চলে এলো সে, কোমরে হাত দিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে পথরোধ করে দাঁড়ালো। লোকটাকে আগেও দেখেছে ভিকি, গালাদের একজন সর্দার। গাঢ় নীল আলখাল্লা গলা পেঁচিয়ে নেমে এসেছে পায়ের পাতায়। মাথার চুল আঁকাবাঁকা তার, ফুলে-ফেঁপে কাকের বাসা হয়ে আছে, প্রায় ঢেকে রেখেছে সরু পাষাণ মুখটাকে, ডান চোখের বাইরের দিকের কোণ থেকে চোয়াল পর্যন্ত নেমে এসেছে শুকনো ক্ষতচিহ্ন।

নোংরা একটা ইঙ্গিত করে নিজের ভাষায় কিছু বললো লোকটা, খসখসে গলা। একটা শব্দও বুঝলো না ভিকি, তবে অর্থটা পরিষ্কার। তার চারদিকের ভিড় নড়ে উঠলো, যেনো মোচড় খেলো বিশাল একটা অজগরের দেহ। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেলো ভিকি, ওকে ঘিরে থাকা বৃত্তটা আরো ছোটো হয়ে এলো। তার কানের কাছে হেসে উঠলো এক লোক, আওয়াজটার মধ্যে কুৎসিত এমন একটা কিছু রয়েছে, প্রচণ্ড ঘুসির মতো লাগলো ভিকিকে।

চিৎকার করতে ইচ্ছে হ'লো তার। ইচ্ছে হ'লো ঘুরে দাঁড়ায়, হাত পা ছুঁড়ে আর নখ দিয়ে খামচে মুক্ত করে নিজেকে। কিন্তু জানে, সেই অপেক্ষাতেই আছে লোকগুলো। সামান্য উসকে দিলেই সাথে সাথে তার ওপর চড়াও হবে ওরা। সমস্ত মনোবল আর অবশিষ্ট আত্মবিশ্বাস জড়ো করে গলায় তুললো সে, 'পথ ছাড়ো।' স্পষ্ট, দৃঢ়কণ্ঠে বললো। সামনের লোকটা আধবোজা চোখে হেসে উঠলো।

হাসতে হাসতেই, তার একটা হাত আলখাল্লার ভেতর গলিয়ে দিলো লোকটা, তলপেটের নিচে। একটা ফিতে ধ'রে টান দিলো সে, আলখাল্লা ফাঁক হয়ে যাওয়ায় কোমরের নিচেটা উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। হাত দিয়ে এমন অশ্লীল একটা ভঙ্গি করলো সে, কুঁকড়ে যেনো অর্ধেক হয়ে গেলো ভিকি, চামড়া পুড়িয়ে মুখে আর গলায় উঠে এলো গরম রক্তস্রোত। তার গলা কেঁপে গেলো, আগের সেই দৃঢ়তা নেই, 'ইউ বাস্টার্ড। ইউ ফিলদি বাস্টার্ড!' হাত বাড়ালো লোকটা, তার আলখাল্লা এখনো খোলা। ভিকির হাঁটু আর শির দাঁড়া সামান্য বাঁকা হয়ে গেলো, কুঁজো হয়ে পিছিয়ে এলো সে, কিন্তু পিছনের ভিড় থেকে কয়েক জোড়া হাত পিঠে ধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠালো আগের জায়গায়।

এই সময় আরেকটা গলা ভেসে এলো। কথাগুলো নগণ্য, কিন্তু লোহার ওপর করাত চালানোর মতো সুর। 'ঠিক আছে, খতম করো। যথেষ্ট বেয়াদপি হয়েছে!'

ভিকি অনুভব করলো তার চারদিকে ভিড়ের চাপ শিথিল হলো। ঝট করে ঘাড় ফেলালো সে, গলা বেয়ে উঠে এলো অদম্য একটা কান্না।

খাদের ঢাল বেয়ে হেঁটে আসছে গ্যারেথ সোয়েলস্, তার সামনে মানুষের নিরেট পাঁচিল ভোজবাজির মতো ফাঁক হয়ে গেলো। তার আচরণে কোনো রকম মারমুখো ভাব নেই, হেঁটে আসছে প্রায় অলস ভঙ্গিতে, বুকখোলা সাদা শার্টের সাথে গলায় বহুরঙা একটা রুমাল জড়িয়েছে সে। কিন্তু তার মুখের ভাব জীবনে কখনো ভুলবে না ভিকি। গ্যারেথের নাকের দুই ফুটো বরফের মতো সাদা, নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বলছে দুই চোখে।

ভাব দেখে বোঝা গেলো গ্যারেথের দিকে ছুটবে ভিকি, ফুঁপিয়ে উঠবে পরম স্বস্তিতে, এই সময় আবার তার কর্কশ গলা শুনতে পেলো সে, 'ধীরে। বিপদ এখানো কাটে নি।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো ভিকি, চিবুক উঁচু করলো, সবেগে বেরিয়ে আসার আগে দমন করলো কান্নাটাকে।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বললো গ্যারেথ, নীল আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী গালা সর্দারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সরল একটা রেখা ধ'রে সোজা তার দিকে হেঁটে আসছে। কাছাকাছি এসে ভিকির বাহু ধরলো সে। তার হাতের ছোঁয়া ব্লাউজের নরম কাপড় ভেদ করে সঞ্জীবনী সুধার উষ্ণ স্রোত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ভিকির সারা শরীরে, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ আর মনোবল ফিরে পেতে শুরু করলো সে, জোর পেলো হাঁটুতে।

ঘাড় ফিরিয়ে গালা সর্দারের দিকে তাকালো গ্যারেথ, তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরলো। নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়লো না লোকটা। ভিকির মনে হলো, যুগ যুগ ধ'রে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কারো চোখে পলক পড়ছে না। কিন্তু ওদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি আর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষামাত্র পাঁচ সেকেণ্ড স্থায়ী হলো। চোখের পাতা কেঁপে উঠলো সর্দারের, আড়চোখে পাশে তাকালো সে, দুর্বল গলায় ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলো, ঘুরে গিয়ে হেঁড়ে গলায় কি যেনো জিজ্ঞেস করলো পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে।

কোনো রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে সদ্য তৈরি ফাঁকটা গ'লে আর্মারড কারর সামনে চলে এলো গ্যারেথ। 'গাড়ি চালাতে পারবে তো?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো সে; ভিকির কোমরে হাত রাখলো, তুলে দিলো তাকে রঙ্গিলার মাথায়।

'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বললো ভিকি, ব্যাপারটা এইমাত্র খেয়াল করলো সে। স্টার্ট দেয়ার জন্যে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরানোর ঝুঁকি এখন ওরা নিতে পারে না।

'ঢালের মাথায় রয়েছে গাড়ি,' বললো গ্যারেথ, ঘুরে গিয়ে গালাদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো, ঠেকিয়ে রাখলো ভিড়টাকে। 'গড়িয়ে দিলেই স্টার্ট নেবে।'

ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে নিচে নামছে ভিকি, দুই ঠোঁটের মাঝখানে সাবলীল ভঙ্গিতে একটা চুরুট ঢোকালো গ্যারেথ, বারুদে ঘষে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো। তার ছোট্ট এই আচরণটুকু অল্প দু'এক সেকেন্ডের জন্যে বৈরী গালাদের মনোযোগ কেড়ে নিলো, তারা তাকিয়ে থাকলো ওর হাতের দিকে। চুরুট ধরালো গ্যারেথ, মুখ থেকে বেরিয়ে এলো নীলচে ধোঁয়ার লম্বা একটা টিউব, ভিড়টার কাছে পৌঁছে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। নাক টেনে তামাকের গন্ধ নিলো লোকগুলো।

গ্যারেথের পিছনে গড়াতে শুরু করলো আর্মারড কার, না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিলো সে, শরীরটা ঘুরে যাচ্ছে। আর্মারড কারের একটা লোহার আঙটা ঠেকলো হাতে, মুঠোর ভেতর নিলো সেটা, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো গাড়ির মাথায়, চুরুট কামড়ে ধ'রে এখনো তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো রঙ্গিলা, গতি দ্রুত বাড়ছে, তাল সামলে নিয়েই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কপালে একটা হাত তুলে গালাদের স্যালুট করলো গ্যারেথ। বিরতিহীন দু'মাইল নামলো আর্মারড কার, দু'জনের মধ্যে কোনো কথা হ'লো না।

ভিকির পিছনে আর ওপরে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ; সামনের ট্র্যাকের ওপর চোখ রেখে ভিকি বললো, 'তুমি এমনকি ভয়ও পাও নি।'

'নীল হয়ে গিয়েছিলাম, ওল্ড গার্ল। চারদিকে শুধু সর্ষে ফুল দেখছিলাম।'

'আর আমি কিনা তোমাকে কাপুরুষ বলেছি।'

'তাও সত্যি।'

'এতো তাড়াতাড়ি ওখানে তুমি পৌঁছুলে কীভাবে?'

'ইতালিয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তো, কি? পাহাড়ে উঠেছিলাম ডিফেন্সিভ পজিশন খুঁজতে। দেখলাম তোমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা পালিয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবলাম দেখি তো কী ব্যাপার।'

ভিকির সামনের ট্র্যাকে চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেলো, অকস্মাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামাতে বাধ্য হ'লো সে। কীভাবে কী ঘটলো বলতে পারবে না, হঠাৎ দেখলো গ্যারেথের গায়ে চেপে ধরেছে নিজেকে, অনবরত ফোঁপাচ্ছে আর থরথর কাঁপছে। 'ওহ্ গড, গ্যারেথ! জানি না তোমার এই ঋণ কীভাবে শোধ করবো আমি!'

'আমি নিশ্চিত, দু'জন মিলে একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলবো,' বিড়বিড় করে আশ্বাস দিলো গ্যারেথ, অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সাথে উষ্ণ আলিঙ্গনের ভেতর টেনে নিয়েছে ভিকিকে, পুলকের উৎস আর নিরাপদ আশ্রয় বুকের সাথে চেপে ধরেছে তাকে। ভিকি উপলব্ধি করলো, গ্যারেথের এই দৃঢ় বাহুবন্ধন কখনোই সে এড়িয়ে যেতে চায় নি। গ্যারেথের ঠোঁটের দিকে ঠোঁট তুললো সে, মৃদু বিস্ময়ের সাথে দেখতে পেলো পরিচিত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টির বদলে এমন একটা স্নেহকোমল ভাব ফুটে রয়েছে গ্যারেথের চোখে, যা কখনো সম্ভব ব'লে আশা করে নি সে।

গ্যারেথের ঠোঁট আরো একটা চমক–গরম আর কোমল, পুরুষ-পুরুষ স্বাদ, তার সাথে মিশে আছে তামাকের কড়া সৌরভ। আগে কখনো বোঝে নি সে, গ্যারেথ এতোটা লম্বা আর তার শরীর লোহার মতো শক্ত বা হাত দুটো এতো শক্তিশালী। শেষ একবার ফুঁপিয়ে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো ভিকি, ঢিল দিলো পেশিতে শক্ত বাঁধনের ভেতর কেঁপে উঠলো নরম তুলতুলে শরীর, রোমাঞ্চ আর পুলকের উৎসমুখ বিস্ফোরিত হলো–আলিঙ্গনের ভেতর নেতিয়ে পড়লো ভিকি, ভালোবাসা আর আদর পাবার জন্যে কাঙাল শরীরটা অবশ হয়ে গেলো।

মাত্র এক কি দুই মুহূর্তের জন্যে হলেও, শারীরিক চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করার সন্ধিক্ষণে, রিপোর্টার মেয়েটা তার এই আকস্মিক আবেগের কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো। তার মনে হলো, নিদ্রাহীন গতরাতের চরম বীভৎসতা, ক্লান্তি ও দিনের আতংকই এই প্রচণ্ড আবেগের উৎস। এরপর আর কারণ অনুসন্ধানে তার আগ্রহ থাকলো না, আবেগটাকে স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়তে দিলো সারা শরীরে।

সারডি গিরিসংকটের পাদদেশে, অ্যাকাইশা বনভূমির চার মাইল পরিধি নিয়ে তাঁবু ফেলেছে বৃদ্ধ রাস গোলামের বাহিনী, পাহাড়চূড়া থেকে দেখে মনে হবে গোটা এলাকা যেনো পিঁপড়ে ভর্তি বিশাল একটা পিরিচ, জ্বালানি কাঠের নীলচে ধোঁয়ায় এরইমধ্যে নিজেদের আড়াল করেছে তারা, মানুষ আর পশুর বর্জ্যপদার্থের দুর্গন্ধ ভারি করে তুলেছে পাহাড়ী বাতাস।

জেক আর গ্যারেথের ক্যাম্প খানিকটা তফাতে, আলাদাভাবে চেনা যায়। এদিকে বনভূমি আরো গভীর, ফলে ছায়াও ঘন। ক্যাম্পের মাথার ওপর পাথুরে জলপ্রপাত, নিচের সমতল প্রান্তরে নামার আগে এটাই সারডি নদীর সর্বশেষ খাড়া পতন। ক্যাম্পের কাছে ছোট্ট, অস্থির একটা ডোবা তৈরি হয়েছে, এই ডোবায় ডুব দিয়ে শরীরের সমস্ত ধুলো ময়লা ধুয়ে মনটাকে তাজা করে নিলো ভিকি কেমবারওয়েল।

ভিজে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে, ঢালু পাড় বেয়ে যখন সে ক্যাম্পে ফিরলো, চারদিক অন্ধকার করে সন্ধ্যে নেমেছে। ক্যাম্প ফায়ারের গনগনে আগুনের পাশে একটা কাটের গুঁড়ির ওপর ব'সে রয়েছে গ্যারেথ। সদ্য চামড়া ছাড়ানো একটা বাচ্চা ষাঁড় কয়লার আগুনে ভাজা হচ্ছে। সরে ব'সে ভিকিকে জায়গা করে দিলো সে, হাতে ধরিয়ে দিলো পানি মেশানো হুইস্কির মগ। কৃতজ্ঞচিত্তে সেটা গ্রহণ করলো ভিকি, চুমুক দেয়ার পর মনে হ'লো হুইস্কির স্বাদ আর কখনো এতো ভালো লাগে নি তার।

নিস্তব্ধতার মধ্যে একসাথে ব'সে থাকলো ওরা, পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে অথচ ঠিক ছুঁয়ে নয়, নরম শান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে উপভোগ করলো পরস্পরের সান্নিধ্য আর আফ্রিকান রাত্রির দ্রুতগতি আগমন। ওরা একা, ওদের নিচে আদিবাসীদের তাঁবুগুলো থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কলগুজন ওদের একাকীত্বকে আরো যেনো অর্থময় আর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুললো।

জেক, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান রাস গোলাম আর গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম দুটো আর্মারড কার নিয়ে শত্রুপক্ষের গতিবিধি জানার জন্যে ওয়েলস অব চান্ডিতে ফিরে গেছে। উট আর গোঁড়ায় চড়ে কিছু আদিবাসীও গেছে ওদের সাথে। সময় কম, একসাথে দুটো কাজ সারবে জেক—আদিবাসী যুবকদের ভিকার্স মেশিনগান চালানো শেখাবে। গ্যারেথ, সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে, গিরিখাদ সার্ভে করার দায়িত্ব নিয়ে রয়ে গেছে। আদিবাসীরা যদি পিছু হটতে বাধ্য হয়, গিরিসংকটে ওঠা ছাড়া তাদের কোনো পথ নেই, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য দীর্ঘ একটা সময় ইতালিয়দের ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সমতল প্রান্তরে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা না হলে পালাতে গিয়ে শয়ে শয়ে মারা পড়বে আদিবাসীরা। পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে কলাকৌশল স্থির করছিল গ্যারেথ, এই সময় প্রিন্স মিখায়েলের দেহরক্ষীদের পালাতে দেখে সে।

ওদের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাহাড়গুলো, মাথার ওপর হঠাৎ অত্যন্ত কালো হয়ে ওঠা আকাশটাকে প্রায় অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। সামনে আগুন, পাশে শক্তিশালী পুরুষ, ভিকির মনে পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়ার ও নিজেকে নিঃশর্তে সঁপে দেয়ার যুক্তিগ্রাহ্য একটা অনুভূতি জাগলো, যেনো ভাগ্য স্বয়ং এই বিশেষ মুহূর্তটি আয়োজন করেছে, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ।

নির্জন নিরিবিলিতে একা হ'তে চেয়েছে বলেই ওরা একা, দু'জনের একান্ত ইচ্ছার ফসল। গালাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর গ্যারেথের স্পর্শে যে শারীরিক উত্তেজনা আর আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা জেগেছিল তা এখনো ভিকির দেহ-মনে বাসা বেঁধে আছে।

ভাজা মাংস অল্পই খেলো ভিকি, প্রায় কোনো স্বাদই পেলো না, একবারও তাকালো না পাশে বসা পুরুষটির দিকে, স্বপ্নভরা চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়ালো গাঢ় চূড়াগুলোর মাথায় মুক্তোর মতো সাদা দ্যুতি নিয়ে জ্বলতে থাকা নক্ষত্রগুলোর ওপর, যদিও পাশে তার উপস্থিতি আর নৈকট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন–এতো কাছে যে পরস্পরকে এখনো তারা স্পর্শ না করলেও গ্যারেথের গায়ের আঁচ ভিকির বাহুতে যেনো মরুবাতাসের কোমল আদর বুলিয়ে দিলো। গ্যারেথও চুপচাপ, তাকিয়ে আছে ভিকির দিকে, আর ভিকি তার দৃষ্টি নিজের শরীরে অনুভব করতে পারছে। গ্যারেথের দৃষ্টি এতোই প্রখর আর এমনই গভীরভাবে ছুঁয়ে গেলো, সে সচেতন নয় এই ভান করা আর সম্ভব হ'লো না। মুখ ফেলালো ভিকি, স্থির দৃষ্টিতে তাকালো গ্যারেথের চোখে।

গনগনে আগুনের গাঢ় আভায় বয়সের ছাপগুলো গ্যারেথের চেহারায় ফোটে নি, লালচে-সোনালি চুলে চকচকে ভাব এসে দিয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ভিকির, তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'লো এতো সুন্দর পুরুষমানুষ জীবনে কখনো দেখে নি সে। মনের জোর খাটিয়ে চোখ সরাতে হলো।

উঠে দাঁড়ালো ভিকি, ধীরে পায়ে হেঁটে এলো, অনুভব করলো বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, যেনো খাঁচা ভেঙে পালাতে চাইছে উন্মত্ত একটা পশু, দুই কানে রক্তের গর্জন শুনতে পাচ্ছে সে।

তার তাঁবুর ভেতর ক্যানভাস ভেদ করে ঢুকে পড়েছে ক্যাম্প ফায়ারের কোমল আভা। ল্যাম্প জ্বালালো না, আধো অন্ধকারে কাপড় ছাড়লো, অবহেলার লাথে ছুঁড়ে দিলো সেগুলো প্রবেশপথের পাশে ফোল্ডিং চেয়ারটার দিকে। সরু খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে শুলো সে, নগ্ন পিঠ আর নিতম্বে কর্কশ লাগলো উলেন চাদরটা। প্রতিটি নিঃশ্বাস এখন কষ্টকর অভিজ্ঞতা, শরীরের দু'পাশে মুঠো করা শক্ত হাত নিয়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে পড়ে থাকলো সে–ভয় ভয় করছে, আবার উল্লসিতও বটে–নিঃসঙ্গ বালিশ থেকে মাথা তুলে নিজের শরীরটা দেখলো, যেনো এর আগে কখনো এটার ওপর এতো সচেতন মনোযোগ ছিলো না তার।

আসতে দেরি করলো গ্যারেথ, আবার এতো দেরি করলো না যাতে অধৈর্য হয়ে ওঠে ভিকি। তার পায়ের শব্দ পেলো ভিকি, কাঁকরের ওপর দিয়ে হেঁটে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। দম বন্ধ হয়ে এলো, আকস্মিক আতংকের সাথে ভাবলো নিঃশ্বাস আটকে মারা যেতে পারে সে। এই সময় তাঁবুর পর্দা এক ঝটকায় ফাঁক হয়ে গেলো, ঝুঁকে ভেতরে ঢুকলো গ্যারেথ, পিছনে আবরণ ঝুলে পড়লো পর্দাটা।

স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে ঢাকলো ভিকি, একটা হাত উঠে এলো বুকের ওপর, অপর হাতটা নেমে গেলো তলপেটের নিচে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো গ্যারেথ, আগুনের আভায় আলোকিত ক্যানভাসের গায়ে মানুষের একটা কাঠামো। আবার নিয়মিত হ'লো ভিকির নিঃশ্বাস, তবে দ্রুতগতি আর সংক্ষিপ্ত। তার মনে হ'লো অনন্তকাল ধ'রে ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেথ, বোবা ও সতর্ক প্রহরী। তার বাহু আর উরুতে ধীরগতি দৃষ্টি অনুভব করলো সে, কাঁটা দিয়ে উঠলো গায়ে। তারপর বোতাম খুলে শার্টটা মেঝেতে ফেলে দিলো গ্যারেথ, আগুনের ম্লান আভায় ভিজে মার্বেল পাথরের মতো লাগলো নগ্ন পেশিগুলো।

অবশেষে ভিকির বিছানার কাছে সরে এলো গ্যারেথ, তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকলো। দুই হাত তুলে গ্যারেথকে ধরলো ভিকি, টেনে আনলো নিজের ওপর।

গভীর রাতে একবার মাত্র ঘুম ভাঙলো ভিকির, দেখলো তাঁবুর বাইরে নিভে গেছে আগুন, তবে পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে উঠে এসেছে উজ্জ্বল সাদা বড় একটা চাঁদ, ওদের মাথার ওপর ক্যানভাস ভেদ করে নেমে এসেছে ম্লান রুপালি শীতল আলো।

অদ্ভুত আলোটা গ্যারেথের চেহারা থেকে সব রঙ নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। মুখটা এখন ম্লান, অনেকটা যেনো মর্মরমূর্তি বা মড়ার মতো। ভিকির অনুভূতি আর উপলব্ধির জগতে আকস্মিক একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। মনের গভীর তলদেশে ছোট্ট ভোঁতা একটা ভার অনুভব করলো সে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার পর চিনতে পারলো–অপরাধবোধ। আর ওই অপরাধবোধের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজকে অভিসম্পাত দিলো সে। চাবুকের তীব্র কষাঘাত ব্যতীত একজন পুরুষকে ভোগ করতে পারবে না সে, প্রকৃতি যেভাবে চায় সেভাবে সে তার শরীরটাকে ব্যবহার করতে পারবে না।

একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হ'লো সে–পাশের ঘুমন্ত লোকটাকে যাতে বিরক্ত করা না হয় সে-ব্যাপারে সচেতন, ঝাড়া প্রায় দশ মিনিট ধ'রে খুঁটিয়ে দেখলো মুখটা–অপরাধবোধের নতুন অনুভূতিটার গুরুত্ব আর গভীরতা বোঝার চেষ্টা করলো, মাপজোক করলো গ্যারেথের প্রতি তার ভালোবাসার পরিধি। ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করলো, দু'জন ওরা পরস্পরের সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে।

গ্যারেথের প্রতি তার আবেগ আর অনুভূতিগুলোয় সত্যিকার কোনো গভীরতা নেই। ভয় আর আতংকের জোয়ারে দিশেহারা বোধ করায় উদ্ধারকর্তা হিসেবে সামনে যাকে পেয়েছে তাকে সব দিয়ে ফেলার বিশ্বাসঘাতক একটা প্রবণতাই এর জন্যে দায়ী। দিশেহারা আর বিষণ্ন বোধ করলো সে।

গ্যারেথের দীর্ঘ শরীরের পাশে শুয়ে পড়লো আবার ভিকি; তবে এবার সামান্য সরে গেছে সে, যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। তার জানা আছে, প্রেম করার পর জগতের সব প্রাণীই বিষণ্ন বোধ করে–কিন্তু তার বিষণ্নবোধ করার পিছনে আরো কী যেনো একটা কারণ আছে, যে-জন্যে বেদনার একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধছে বুকে।

হঠাৎ, সঠিকভাবে জানে না কেনো, জেক বারটনের কথা ভাবলো সে। আর সেই সাথে দুঃখ-বেদনার শীতলতা ও গভীরতা অনেক গুণ বেড়ে গেলো। আবার ঘুম আসতে অনেক দেরি হলো, জেগে উঠে দেখলো ক্যানভাসে কড়া রোদ, বাইরে আর্মারড কার আর বহু লোকজনের আওয়াজ।

তাড়াহুড়ো করে উঠে বসলো ভিকি, চোখে এখনো ঘুম লেগে রয়েছে, ছোঁ দিয়ে চাদর তুলে বুক ঢাকলো। চোখ-মুখ ফুলে আছে তার, শরীরে অদ্ভুত এক অলস ভাব। খাটিয়ায় একা সে, গ্যারেথ কখন যেনো চলে গেছে। পাশের উলেন চাদরটায় হাত রাখলো ভিকি, গ্যারেথের গায়ের ছোঁয়ায় এখনো গরম হয়ে রয়েছে ফাঁকা জায়গাটা। আর রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যথা, ভিকির হৃদয়ের গভীরে।

ব্যস্ত হাতে কাপড় পরে তাঁবু থেকে রোদে বেরিয়ে এলো ভিকি, হাত দিয়ে তখনো মাথার চুল ঠিকঠাক করছে, শোক মিছিলটাকে পৌঁছুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সামনের গাড়িটা জেকের, প্রিসিলা দ্য পিগ। চকচকে সাদার ওপর গাঢ় লাল ক্রসচিহ্ন উধাও হয়েছে গা থেকে, তার বদলে অনুজ্জ্বল ধূসর রঙের ওপর কালচে-সবুজ ক্যামোফ্লেজ দাগ টানা হয়েছে। মাউন্টিং থেকে তির্যকভাবে খাড়া হয়ে আছে ভিকার্স মেশিনগানের মোটা ব্যারেল। টারিটের ওপর পতপত করে উড়ছে ইথিওপিয়ার জাতীয় পতাকা, পাশে তিনরঙা আরেক পতাকা রাস গোলাম বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন বহন করছে–গাঢ় নীল মাঠের ওপর সিংহের ঝলমলে সোনালি মাথা।

প্রিসিলার ঠিক পিছু পিছু আসছে টোলাইনে বাঁধা, ভরসা–গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের আর্মারড কার–রঙ বদলানোর পর প্রিসিলার মতোই চেহারা পেয়েছে ওটা, জোড়া পতাকা বাতাসে উড়ছে, প্রতিটি গান পোর্ট ভ'রে আছে আগ্নেয়াস্ত্রে। সব মিলিয়ে ওটাকে যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত সামরিক যান ব'লে মনে হলেও, পরিত্যক্ত আর বাতিল ভাবটুকু গোপন করা যায় নি। প্রিসিলা ওটাকে টেনে নিয়ে আসছে ক্যাম্পে, ওটার পিছন থেকে কর্কশ ধাতব যে আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে তা কানের পর্দা ফাটানোর জন্যে যথেষ্ট, টিকতে না পেরে নিজের তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো গ্যারেথ সোয়েলস্, কাপড় পরা তখনো শেষ করে নি, ড্রাইভারের হ্যাচে জেকের মাথাটা উঁচু হতেই রাগতস্বরে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো সে।

'ঘটনাটা কী?'

রাগে লাল আর বিকৃত হয়ে আছে জেকের মুখ। 'বুড়ো–' উপযুক্ত বিশেষ খুঁজে না পেয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারলো না ও, আঙুল তাক করে গোত্রপ্রধান রাসকে দেখিয়ে দিলো।

তোবড়ানো, ভাঙাচোরা গাড়ির টারিটে সগর্বে ব'সে আছেন রাস গোলাম, চেহারায় কোনো ক্ষোভ বা খেদের লেশমাত্র নেই, দাঁতহীন মাড়ি বের করে বেসুরো গলায় হাসছেন, তাকিয়ে আছেন গ্যারেথের দিকে।

'ভিকার্স গানের এক হাজার গুলি ছুঁড়েও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি,' বললো জেক। 'ড্রাইভারের সিট থেকে গ্রেগোরিয়াসকে লাথি মেরে সরিয়ে দেন, তারপর আমাদেরকে দেখান কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়।'

'ওহ্ মাই গড!' গুঙিয়ে উঠলো গ্যারেথ।

'হাউ ডু ইউ ডু?' বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, গ্যারেথের আর্তনাদটাকে প্রশংসাসূচক ব'লে ধ'রে নিয়েছেন।

'তুমি ওকে থামাও নি কেনো?' ব্যাখ্যা দাবি করলো গ্যারেথ।

'থামাবো? ঈশ্বর! তেড়ে আসা গণ্ডারকে তুমি কখনো থামাতে পেরেছো? উপকূলেরর দিকে অর্ধেক পথ ধাওয়া করে তারপর নাগাল পাই ওঁর–– ।'

'ক্ষতি?'

'গিয়ারবক্স গেছে, ক্ল্যাচ পুড়েছে–এখনো ভালো করে দেখার সাহস হয় নি আমার।' হ্যাচ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামলো জেক, চোখ থেকে খুললো ডাস্ট গগলস। ক'দিনের না কামানো দাড়ি আর মাথার চুল লাল হয়ে আছে ধুলোয়, চোখের চারপাশের চামড়া শুকনো সাদাটে ঘায়ের ম্লান আর নগ্ন দেখালো, চেহারায় বিস্ময়াভিভূত ও নিরীহ একটা ভাব এনে দিয়েছে। হাত দিয়ে শার্ট আর ট্রাউজারের ধুলোর ঝাড়ছে ও, এখনো খেপে আছে বুড়ো রাস গোলামের ওপর। 'শুয়োরের ছানাকে কাদায় গড়াগড়ি খেতে দেখেছো? উনি ঠিক তাই করেছেন! শত্রুদের অবস্থান দেখার জন্যে এভাবে কেউ দলবল নিয়ে যায় কখনো? হাসিটা চিনতে পারছো? বদ্ধ একটা উন্মাদ! বলতে পারো একা সার্কাস পার্টির সাথে গিয়েছিলাম।'

এতোক্ষণে ভিকির ওপর চোখ পড়লো জেকের, আর সেই সাথে সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেলো ওর, আনন্দে ঝিক করে উঠলো চোখ দুটো। ধীরে ধীরে কালো মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো চেহারায়। সবই লক্ষ্য করলো ভিকি, কী ঘটছে বুঝতে পারার আগেই মন জুড়ে ফিরে এলো অপরাধবোধটা, তলপেটের ভেতর ঠাণ্ডা অসুস্থ একটা অনুভূতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো।

'ভিকি!' ডাকলো জেক। 'গড, তোমার জন্যে চিন্তায় ছিলাম আমি।'

আগুনের পাশে কফি বানাতে বসলো ভিকি, কাজে ব্যস্ততার কারণে অপরাধবোধ থেকে খানিকটা মুক্তি পেলো। বাসি ভাজা মাংস গরম করে পরিবেশন করলো সে, তারপর কেক বানাতে বসলো। সকালের রোদ এখনো তেতে ওঠে নি, টেবিলটা ফেলা হ'লো গাছের ছায়ায়। চুলোর ধারে নিজের কাজে ব্যস্ত ভিকি, টেবিলে ব'সে রিকনিসন্স্ এর ফলাফল ব্যাখ্যা করছে জেক।

যাভার পথে ভিকার্স মেশিনগান দিয়ে গাছ, নদী, পাখি ইত্যাদি সামনে যা পড়েছে সবগুলোর ওপর গুলি ছুঁড়েছেন রাস গোলাম। সাথে গুলি ছিলো প্রচুর, প্রায় শেষ করে ফেলেছেন তিনি। ঘুরপথ হদয়ে উত্তর দিকে পৌঁছায় ওরা, ধুলো এড়াবার জন্যে কলামের গতি কমিয়ে রাখে। উপত্যকার ওপর চমৎকার একটা একটা জায়গা দেখতে পায় ওরা, ওখান থেকে মাসাওয়া আর ওয়েলস অব চান্ডির মাঝখানের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। রাস্তায় কিছু যানবাহন ছিলো, বেশিরভাগ মালামাল পরিবহনে ব্যস্ত, কিন্তু ওখানে বেশিক্ষণ ওরা থাকতে পারে নি–কারণ, রাস গোলাম জেদ ধরেন গাড়িগুলোর ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করবেন তিনি। তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হলেও, ব্যাপারটা যুদ্ধজয়ের মতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। জেকের নেতৃত্বে পিছিয়ে আসে ওরা, পশ্চিম দিকে থেকে কুয়ার দিকে এগোয়।

কফির মগে চুমুক দেয়ার জন্যে থামলো জেক, আর গ্যারেথ ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে তাকালো। আগুনের ধারে মাথা নিচু করে ব'সে আছে মেয়েটা, গোলাপি মুখে কী ভাব বোঝার উপায় নেই।

'আজকের ব্রেকফাস্ট কেমন আসছে, বলো তো, মাই ডিয়ার ওল্ড চ্যাপ?' হঠাৎ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

শব্দগুলো নয়, নয় সম্বোধনও, গ্যারেথের বলার ভঙ্গি আর গলার সুরে এমন কিছু রয়েছে, ঝট্ করে ভিকির দিকে তাকালো জেক। এই সুর একজন পুরুষ শুধু তার স্ত্রী বা তার মেয়েমানুষ প্রসঙ্গে ব্যবহার করে। এক সেকেন্ডের জন্যে জেকের চোখে স্থির হয়ে থাকলো ভিকির দৃষ্টি, তারপরই মাথা নামিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে, আর জেক চিন্তিতভাবে ধুমায়িত মগের ভেতর তাকালো, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাস।

'কতোটা কাছে যেতে পেরেছো তোমরা?' সহজ সুরে জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। জেক আর ভিকির দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ্য করেছে সে। তার হাবভাবে কোনো উদ্বেগ নেই, পেশি শিথিল, মনে তৃপ্তি–চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে দু'আঙুলের মাঝখানে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা চুরুট।

ধীরে ধীরে, প্রায় ফিসফিস করে ব'লে গেলো জেক। অসমতল প্রান্তরে গাড়িগুলোকে রেখে পায়ে হেঁটে এগোয় ওরা। রাস গোলাম যাতে ইতালিয়দের খুব কাছাকাছি যেতে না পারেন সে-ব্যাপারে সতর্ক ছিলো ও। একটানা প্রায় দু'ঘণ্টা ইতালিয়দের বাহিনীর ওপর নজর রাখা হয়। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে তারা। পাহাড়-শ্রেণী বরাবর তাদের মেশিনগান আর মর্টারের পজিশনও সুরক্ষিত। তাদের প্রস্তুতি আপাতত প্রতিরক্ষামূলক, কাজেই ওখানে তাদের ওপর হামলা করা ওদের জন্যে নেহাতই বোকামি হবে। যতোক্ষণ তারা না এগোয় ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সদ্য তৈরি কেক নিয়ে টেবিলের পাশে উঠে এলো ভিকি, সে ঝুঁকে পড়তেই তার নিরাবরণ বাহুতে স্বাভাবিক আদরের একটা হাত রাখলো গ্যারেথ। তাড়াতাড়ি সিধে হ'লো ভিকি, দ্রুত পিছিয়ে গেলো সেদ্ধ ডিম আনার জন্যে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো জেক, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে কোনো রকম উত্থান-পতন ঘটলো না।

ও চেয়েছিল গোটা এলাকাটা চারদিক থেকে একবার ঘুরে আসবে, তাহলে ইতালিয়দের পজিশনের ওপর পিছন থেকে আক্রমণ করা সম্ভব কিনা জানা যেতো। কিন্তু হঠাৎ করে বৃদ্ধ রাস গোলাম একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়েন, জেদ ধরেন কীভাবে গাড়ি চালাতে হয় তা তিনি ওদেরকে দেখিয়ে ছাড়বেন। 'মাই গড, খিদেতে মরে যাচ্ছি।' কেকে কামড় লাগালো ও। 'তোমার এদিকের খবর কী, গ্যারেথ?'

'গিরিখাদের বাইরে নয়, ভেতরে চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশন দেখতে পেয়েছি আমি' বললো গ্যারেথ। 'চালের ওপর মাটি খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি একটা দলকে। ভেতর দিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ইতালিয়দের কচুকাটা করবো আমরা।'

'ইতালিয়দের ওপর নজর রাখার জন্যে কিছু লোককে স্কাউট হিসেবে রেখে এসেছি আমরা,' বললো জেক। 'প্রায় একশোর মতো, গ্রেগোরিয়াসের বাছাই করা। কুয়ার ওপর থেকে ইতালিয়রা এগোলেই খবর পেয়ে যাবো। কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা এগোবার আগে কতোটা সময় পাচ্ছি আমরা। প্রস্তুতি নিতে আরো সময় দরকার আমাদের, তাহলে রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো, হারারি আর রাসটাদের ট্রেনিংও শেষ হয়ে আসবে।'

চুলোর কাছ থেকে উঠে এসে ওদের সাথে টেবিলে বসলো ভিকি। 'সময় তুমি পাবে না,' বললো সে। 'প্রস্তুতি তোমার যা নেয়ার এখুনি নিতে হবে।'

'তারমানে ? এ-কথা বলছো কেনো?'

'গতকাল দুপুরে মারিব নদী অতিক্রম করেছে ইতালিয়রা। পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা, বোমা মেরে রাস্তাঘাট উড়িয়ে দিচ্ছে। পুরোদস্তুর যুদ্ধ এখন ওখানে।' বললো ভিকি।

ঠোঁট গোল পাকিয়ে শিষ দিলো জেক, নরমস্বরে বললো, 'হিয়ার উই গো।' গ্যারেথের দিকে ফিরলো ও। 'খবরটা তুমিই বরং রাস গোলামকে দাও। একমাত্র তুমিই ওকে সামলাতে পারো।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে একটা ধাক্কা খেলাম,' মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

'রাস গোলামের কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারি। ছুটে গিয়ে সরাসরি আঘাত করতে চাইবেন তিনি। জানা কথা, সুযোগ দেয়া হলে নিজের বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন। ওঁকে তোমার শান্ত রাখতে হবে।'

'কীভাবে তা সম্ভব বুদ্ধি দাও–মরফিন ইঞ্জেক্ট করবো, নাকি লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারবো মাথায়?'

'রামি খেলতে বসাও,' পরামর্শ দিলো জেক। সেদ্ধ একটা ডিম মুখে পুরে চেয়ার ছাড়লো ও। 'নাস্তার জন্যে ধন্যবাদ, ভিকি। যাই, দেখি, ভরসার কী অবস্থা করেছেন রাস গোলাম।'

একটানা দু'ঘণ্টা কাজ করলো জেক। ভরসা'র গোটা গিয়ারবক্স খুলে আনতে হবে। বিশ গজ দূরে নিজের তাঁবুর বাইরে টেবিলে ব'সে রয়েছে ভিকি, আপনমনে দ্বিতীয় রিপোর্টটা টাইপ করছে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও, একজন আরেকজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তবে প্রকাশ্যে নয়। ভুলেও কেউ একবার কারো দিকে তাকালো না।

অবশেষে কঠিন কাজটা শেষ করলো জেক, সেটিং থেকে বের করে আনলো গিয়ারবক্স। পিছিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে হাতের গ্রিজ মুছলো, বললো, 'কফি ব্রেক।' হেঁটে আগুনের পাশে চলে এলো ও, দুটো মগে কালো কফি ফেলে টেবিলের সামনে থামলো। 'কেমন হচ্ছে তোমার রিপোর্ট?' জিজ্ঞেস করলো ভিকিকে, টাইপরাইটারের সচল কাগজটার ওপর চোখ বুলালো একাবর। 'পুলিটজার আশা করা যায়।

হেসে উঠলো ভিকি, হাত বাড়িয়ে কফির মগটা ধরলো। 'পুরস্কার কখনো সেরা লোকটি পায় না।'

'কিংবা সত্যি যার দরকার,' সায় দেয়ার সুরে বললো জেক, ভিকির উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসলো।

জেক এমন নৈপুণ্যের সাথে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ায় রাগের চেয়ে বরং বিরক্তই বোধ করলো ভিকি। 'দেখো, জেক। তোমাকে বা আর কাউকে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই,' মৃদু, নরম সুরে বললো সে।

'ঠিক,' বললো জেক, 'ঠিক কথা। তুমি এখন আর ছোট্ট খুকিটি নও। কেবল মনে রেখো, বড়োদের সাথে খেলছো এখন, আর এদের কারো কারো খেলার ধরন বেশ কর্কশ বটে।'

'আমার বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ আছে, ধর্মাবতার?' দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান নিয়ে মুখ তুলে তাকালো ভিকি, কিন্তু জেকের চোখের ভাব দেখে তার ভেতর ফণা তোলা রাগ মাথা নোয়ালো।

'তোমার সাথে কোনো রকম ঝগড়া ঝাটির মধ্যে যেতে চাই না, ভিকি,' শান্ত গলায় বললো জেক। 'একটা কথা তো ঠিক, তোমার যা ভালো মনে হবে তাই তুমি করবে।' শেষ চুমুক দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখলো ও। 'উঠি, কাজ পড়ে আছে।'

'একটুতেই হাল ছেড়ে দাও, তাই না?' ভিকির মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলো কথাটা, শব্দগুলো বেরুবার আগে বোঝে নি কী ব'লে ফেলেছে। ইচ্ছে হ'লো ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু ঢিল ছোঁড়ার পর আর কি সেটা ফেরে!

একটা চোখ কুঁচকে ভিকিকে দেখলো জেক, কিশোরসুলভ নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চেহারা। 'হাল ছেড়ে দিয়েছি?' হা-হা করে হেসে উঠলো এবার। 'ওহ লেডি! তা যদি বিশ্বাস করো, আমার প্রতি অন্যায় করা হবে–ভয়ানক অবিচার করা হবে।' টেবিল ঘুরে ভিকির দিকে এগিয়ে এলো ও, ঝুঁকলো তার দিকে। চোখ থেকে হাসিটা নিভে গেলো, ফিসফিস করে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব সুন্দর।'

'জেক,' ভিকির চোখে পলক পড়লো না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেকের মুখে। 'ইচ্ছে হয় সব তোমাকে ব্যাখ্যা করি–কিন্তু নিজেকে আমি বুঝতে পারি না।' আরো একটু ঝুঁকে ভিকির চিবুক স্পর্শ করলো জেক। 'না, জেক, প্লিজ–না...,' বললো ভিকি, যদিও ঠোঁট সরাবার কোনো চেষ্টা করলো না, বরং জেকের দিকে তুলে ধরলো একটু। ওরা চুমো খাবার ঠিক আগ মুহূর্তে, হঠাৎ শোনা গেলো ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ, বনভূমির ভেতর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেলো ওরা, এখনো দু'জনের দৃষ্টি এক হয়ে আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পের সামনে চলে এলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, লাগাম টেনে পনি থেকে লাফ দিয়ে নামলো, রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'জেক, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মারিব নদী পেরিয়ে ইতালিয়দের বাহিনী রওনা হয়ে গেছে। দাদাকে বলেছে গ্যারেথ।'

'ঠিক সময়টিতে ভগ্নদূতের আগমন ঘটলো,' বিড়বিড় করে বললো ভিকি, ব্যঙ্গ আর কৌতুকের সুরে বলতে চেষ্টা করলেও, তার গলা সামান্য কেঁপে গেলো, হাসিটা আড়ষ্ট।

'আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে, জেক। আমার গাড়িটা মেরামত করা দরকার। ওটা ছাড়া আমি লড়বো কীভাবে?' তার পিছু নিয়ে আসা একজন আদিবাসীর হাতে লাগামটা ধরিয়ে দিলো গ্রেগোরিয়াস। 'দাদা তাঁর সব ক'জন সর্দারকে নিয়ে

পরামর্শসভা ডেকেছেন দুপুরে, ব'লে পাঠিয়েছেন আপনাকেও থাকতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ভরসা'র দিকে হনহন করে এগোলো সে।

এক মুহূর্ত ভিকির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো জেক, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।

'মনে রেখো– সহজে হাল ছাড়ি না আমি,' নরমস্বরে ব'লে গ্রেগোরিয়াসের পিছুপিছু চ'লে গেলো সে।

এক ঘণ্টা পর, গিয়ারবক্স খুলে পার্টস-গুলো পরিষ্কার একটা ক্যানভাসে রাখলো ওরা। পিছিয়ে এলো জেক, বললো, 'না, সম্ভব নয়। তোমার দাদা তাঁর হাঁস জবাই করে ফেলেছেন, এ আর ডিম পাড়বে না।'

'হ্যাঁ,' বললো গ্রেগোরিয়াস, কালো হয়ে গেছে তার চেহারা, 'কী বলবো, দাদা একটা।' সময়মতো নিজেকে সামলে নিলো সে। 'দাদার উৎসাহ আর প্রাণশক্তি আরেকটু কম হলে খুশি হতাম।'

'দুপুর তো হয়ে এলো,' আড়মোড়া ভেঙে বললো জেক। 'চলো দেখি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ভদ্রলোক কী বলেন।'

রাস বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে আস্তানা গেড়েছেন রাস গোলাম। তাঁর সাথে শুধু সর্দার, প্রভাবশালী মাতবর, আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ঠাঁই পেয়েছে। বেড়া, প্যারাফিন টিন, গাছর পাতা ইত্যাদি দিয়ে তাড়াহুড়োর সাথে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু কুঁড়েঘর, সব মিলিয়ে দুই একর জায়গার ওপর ছোটোখাটো একটা গ্রামই বলা যায়। গলিগুলোর ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা ঘুর ঘুর করভে, গোটা এলাকার অবাধে চরছে ছাগল, নেড়ি কুত্তা, গাধা আর উট।

গ্রামের মাঝখানে রাস গোলামের তাঁবু। তাতে এতো বেশি তালি পড়েছে, প্রথম যে ক্যানভাস দিয়ে ওটা বানানো হয়েছিল সেটার প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেহরক্ষীরা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

গোত্রপ্রধানের তাঁবুর আরো সামনে বড় একটা খোলা মাঠ, অপেক্ষারত আদিবাসী যোদ্ধারা সেটা প্রায় ভ'রে ফেলেছে।

'মাই গড,' বিস্ময় প্রকাশ করলো জেক। 'পরামর্শসভায় দেখছি সবাই উপস্থিত।'

'সেটাই নিয়ম,' ব্যাখ্যা করলো গ্রেগোরিয়াস। 'সবাইকে হাজির থাকতে হবে, তবে কথা বলতে পারবে শুধু মাতবর আর সর্দাররা।

মাঠে গালা আর রাসটা বাহিনীর মাঝখানে রয়েছে এক চিলতে ফাঁকা জমিন। একটা হাত তুলে জেককে দেখিয়ে ভিকি, বললো, 'ওরা গালা গোত্রের লোক, হারারি আর রাসটাদের সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

'একদল জল্লাদ,' বিড়বিড় করলো জেক। 'এ-ধরনের বন্ধু থাকলে, শত্রুর দরকার কী?'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে সরাসরি রাস গোলামের তাঁবুতে নিয়ে এলো গ্রেগোরিয়াস, সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলো দেহরক্ষীরা। ভেতরটা তন্দুরের মতো গরম, প্রায় অন্ধকার: ঝাঁঝালো মশলা আর তামাকের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো ওদের। তাঁবুর শেষ প্রান্তে একদল লোক বৃত্ত রচনা করে ব'সে আছে, মাঝখানে একজোড়া মূর্তি, মূর্তি দুটোর দিকে আগ্রহের সাথে যতোটুকু সম্ভব ঝুঁকে আছে তারা। মূর্তি দুটোকে চিনতে পারলো জেক–একজন গাঢ় রঙের আলখাল্লায় মোড়া রাস গোলাম, অপরজন হালকা নীল সিল্ক শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরা গ্যারেথ সোয়েলস্।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত জেক ভাবলো, ওরা দু'জন সারডি গিরিসংকটের প্রতিরক্ষা বিষয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। তারপর ওর চোখে পড়লো টাকা আর খুচরো পয়সার স্তূপ। সোনালি একটা কম্বরের ওপর বসে আছে ওরা, দু'জনের সামনে তাস।

'মাই গড,' বললো জেক। 'কথার কথা বলেছিলাম, গ্যারেথ দেখছি গুরুত্বে সাথে নিয়েছে।'

দু'হাতে ধরা তাসের আড়াল থেকে মুখ বের করলো গ্যারেথ। 'থ্যাঙ্ক গড!' জেককে দেখে স্তস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। 'আরো আগে আসতে পারলে না।'

'সমস্যা কী?'

'বুড়ো বেজন্মটা আমাকে একা পেয়ে চুরি করছে,' বললো গ্যারেথ। 'মার্কিন ডলারের হিসাবে শালা আমার কাছ থেকে দুইশো ডলার ছিনিয়ে নিয়েছে! আমি হতভম্ব, জেক। আমি স্তম্ভিত! এরা দেখছি মানুষের জাতই নয়! চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে ছুরি চালায়, মানে চুরি করে' আড়চোখে তাকিয়ে গ্রেগোরিয়াসকে দেখতে পেলো সে, তারপর সরাসরি তাকালো। 'নো অফেন্স মেনট্, অফকোর্স। তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তোমার দাদা আমাকে খুন করেছে।'

গ্যারেথের প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের সাথে একবার করে সবেগে মাথা ঝাঁকালেন রাস গোলাম, বিপুল উৎসাহে হাসছেন তিনি, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে বিজয়ের উল্লাস। জেক আর ভিকির উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন, ইঙ্গিতে নিজের পাশে খালি গদিটা দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

'উনি যদি চুরি করেন, ওঁর সাথে না খেললেই পারো তুমি,' বললো ভিকি।

আহত হ'লো গ্যারেথ। 'তুমি বুঝতে পারছো না, ওল্ড গার্ল। এখনো আমি ঠিক ধরতে পারি নি কীভাবে অপকর্মটি করছে সে। আমার দৃঢ় সন্দেহ, বিজ্ঞান আর জুয়ার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করছে সে। আদিকালের বুড়োটা যে ভণ্ডসাধু তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে এ-কথাও ঠিক যে অদ্ভুত এক ধরনের প্রতিভা তাকে সাহায্য করছে। তার পদ্ধতিটা কী তা না জানা পর্যন্ত খেলে যেতে হবে আমাকে, এর কোনো বিকল্প নেই।' হঠাৎ তার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। 'এবার বাছাধনকে আর দান মারতে হচ্ছে না,' একটা কার্ড ফেললো সে, স্পেডের ছয়।

কার্ডটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন রাস গোলাম, কোমর আর নিতম্ব গদি থেকে তুলে অবিশ্বাস্য এক দেহ-ভঙ্গিমায় নাচতে শুরু করলেন তিনি, হাতের সব কার্ড মেলে দিলেন দামী উলেন কম্বলের ওপর।

'হে ঈশ্বর আঁতকে উঠলো গ্যারেথ। জোচ্চোরটা আবার জিতেছে।'

হুমড়ি কেয়ে থাকা বয়স্ক সর্দার আর মাতবররা উল্লাসে বিস্ফোরিত হলো, উলু-ধ্বনির মতো লু-লু আওয়াজ বেরিয়ে এলো গলা চিরে। তাদের অভিনন্দনের জবাবে আহ্লাদে আটখানা রাস গোলামের নর্তন-কুর্দনের গতিবেগ বেড়ে গেলো। কম্বলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, বোমা ফাটানোর আওয়াজ তুলে গর্জে উঠলেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?' সেই সাথে খেলাচ্ছলে ঘুসি মারলেন গ্যারেথের বাহুতে।

ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে হাত বাহুটা ডলতে শুরু করলো গ্যারেথ। 'যতোবার জিতবে এই ঘুসি খেতে হবে আমাকে। হাতে মাংস নেই, শুধু হাড়, কাঁটা লাগানো হাড়–জেক, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' আবার হাঁক ছাড়লেন রাস গোলাম, আগের চেয়ে জোর গলায়, মুঠো পাকিয়ে তাক করলেন গ্যারেথের বাহু লক্ষ্য করে।

তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ বের করলো গ্যারেথ। ইতিমধ্যে তাঞ্জানিয়ান মুদ্রা যা ছিলো সব সে হেরে গেছে। মানিব্যাগ দেখে রাস গোলাম হাত নামিয়ে নিলেন।

'যতোক্ষণ না টাকা দেই, একের পর এক মারতেই থাকে।' টাকা গুণে কম্বলের ওপর রাখলো গ্যারেথ। রাস গোলাম সেগুলো তুলে নিয়ে নিজের থলেতে ভরলেন। 'খেলাটায় আমি কোনো মজা পাচ্ছি না,' মুখ হাঁড়ি করে বললো গ্যারেথ। 'নিজে হারবো, তার ওপর আবার মারও খাবো, হাতটা যদি ভেঙে যায়? শালার বুড়ো আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে,' আড়চোখে গ্রেগোরিয়াসের দিকে তাকালো সে। 'নো অফেন্স, অফকোর্স। বেজন্মা বুড়ো আমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না–সম্ভত নিজের মাকেও করে না, সঙ্গত কারণেই। সত্যি আমি বজ্রাহত!' হঠাৎ থামলো সে, কারণ তাস গুছিয়ে নিয়ে আবার বাঁটার জন্যে তৈরি হচ্ছেন রাস গোলাম।

'হাউ ডু ইউ ডু?' তার মানে আরো খেলার জন্যে গ্যারেথকে উৎসাহ দিচ্ছেন বৃদ্ধ।

গ্রেগোরিয়াসের দিকে তাকালো গ্যারেথ, 'তোমার দাদাকে বলো, বিনা চ্যালেঞ্জে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না, পরে এক সময় শোধ নেবো আমি। তবে এখন তার খানিকটা মেধা উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সময় হয়েছে। ইতালিয়দের বাহিনী অপেক্ষা করছে দোরগোড়ায়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের তাস একপাশে সরিয়ে রাখলেন রাস গোলাম, তীক্ষ্ণ গলায় অ্যামহারিক ভাষায় কিছু বললেন–পরামর্শসভা শুরু হয়ে গেলো। জেকের দিকে ফিরলেন তিনি।

'আমার দাদা তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইছেন, জেক', বললো গ্রেগোরিয়াস। 'গাড়িগুলো তাঁর উৎসাহউদ্দীপনা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে, তাঁর ধারণা ওগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ইতালিয়দের মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যাবে।'

'তাঁকে বলো, উনি তাঁর আর্মারড স্কোয়াড্রনের সিকি ভাগ যুদ্ধ না করেই ধ্বংস করে ফেলেছেন। আমাদের হাতে এখন মাত্র তিনটে গাড়ি আছে।'

জেকের কথায় রাগা তো দূরের কথা, উত্তেজনায় সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন রাস গোলাম, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন ভরসা'র ড্রাইভার হিসেবে কী রকম

বীরত্ব আর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সর্দাররা মুহুর্মুহু উল্লাসে পেটে পড়লো। বেশ কয়েক মিনিট পর আবার তিনি জেকের দিকে ফিরলেন।

'দাদা বলছেন, ইতালিয়দের বাহিনীকে মাটির সাথে শুইয়ে দেয়ার জন্যে তিনটে গাড়িই যথেষ্ট।'

'তাঁর আত্মবিশ্বাসের বহর দেখে আমি মুগ্ধ,' ব্যঙ্গ করলো গ্যারেথ।

জেক বললো, 'আরো সমস্যা আছে–ড্রাইভার আর গানারের অভাব রয়েছে আমাদের। তোমাদের লোককে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে নিতে দু'এক হপ্তা সময় লাগবে।'

রাস গোলাম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, যেনো জেকের বক্তব্য অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারছেন। তাঁকে সমর্থন করে সর্দার আর মাতবররাও চেঁচামেচি শুরু করলো।

'দাদা চাইছেন, ওয়েলস অব চান্ডিতে ইতালিয়দের পজিশনে হামলা চালাবেন। তাঁর ইচ্ছে, এই মুহূর্তে হামলা চালাতে হবে।'

গ্যারেথের দিকে তাকালো জেক, গ্যারেথ তাঁবুর মাথার দিকে মুখ তুলে চোখ ঘোরালো।

'নির্মম সত্যটা ফাঁস করো, ওল্ড চ্যাপ।'

মাথা নাড়লো জেক। 'তোমার কথা উনি শুনবেন ব'লে মনে হয়। বুঝিয়ে দেখো।'

বড় করে শ্বাস টানলো গ্যারেথ, তারপর শুরু করলো। আর্মারড সাপোর্ট সত্ত্বেও সামনে থেকে আক্রমণ করা আত্মহত্যার সামিল হবে, কারণ শত্রুদের কমান্ডিং পজিশনে ট্রেঞ্চের ভেতর রয়েছে মেশিনগান আর মর্টার।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর সে বললো, 'নিজেদের গরজেই সামনে বাড়তে হবে ইতালিয়দের। তখন আমরা সুযোগ পাবো।'

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আর প্রাণশক্তির অর্ধেকটা ব্যয় করার পর রাস গোলামকে রাজি করাতে সমর্থ হ'লো গ্যারেথ। ইতালিয়দের বাহিনী ওয়েলস অব চান্ডির মাথা থেকে নিজেদের পজিশন না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। ইতালিয়রা খোলা প্রান্তরে নেমে এলেই আক্রমণ করা হবে। এরপর আবার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তিনটে গাড়ির জন্যে যথেষ্ট ড্রাইভার ও গানার নেই।

'আমি ড্রাইভ করতে পারি,' মাঝখান থেকে বললো ভিকি, হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছে তার কথা কেউ বিবেচনাতেই আনছে না।

জেক আর গ্যারেথ দৃষ্টি বিনিময় করলো, সাথে সাথে দু'জনেই সম্পূর্ণ একমত হলো, তবে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বললো গ্যারেথ, 'শখের ড্রাইভার হিসেবে আর্মারড কার চালানো এক কথা, আর ওটা নিয়ে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা, মাই ডিয়ার। এখানে তুমি আছো যুদ্ধের রিপোর্ট লেখার কাজ নিয়ে, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।'

কটমট করে গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে থাকলো ভিকি, তারপর সমর্থনের আশায় ঝট করে জেকের দিকে ফিরলো। 'জেক!' শুরু করলো সে।

'গ্যারেথ ঠিক বলেছে,' ভিকিকে থামিয়ে দিলো জেক। 'ওর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

চুপসে গেলো ভিকি, রাগটা দমন করার চেষ্টা করলো, জানে এই মুহূর্তে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না। সে যে ওদের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়, সেটা সময় মতো দেখিয়ে দেয়া যাবে, ভাবলো সে।

আবার আলোচনা শুরু হলো। রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেক বললো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিকার্স গানসহ আর্মারড কারগুলো ইতালিয় বাহিনীর সাথে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায়। যেকোনো মূল্যে ইতালিয়দের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ফাঁক তৈরি করতে হবে, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকবে রাস গোলামের অশ্বারোহী সৈনিকরা।

গ্রেগোরিয়াস বললো, 'দাদা এখন বলছেন, চান্ডির গুহা পেরিয়ে এলেই ইতালিয়দের ওপর হামলা করতে হবে। হারারি আর গালা, দুই গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধারা এই আক্রমণের দায়িত্ব নেবে, নেতৃত্বে থাকবে দুটো আর্মারড কার। পদাতিক, ভিকার্স গান আর অবশিষ্ট আর্মারড কার এখানে, এই সারডি গিরিসংকটে রিজার্ভ হিসেবে থাকবে।'

'গাড়িগুলোর ড্রাইভার থাকবে কারা?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'আপনি আর আমি একটা গাড়িতে, দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভার থাকবেন মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্, গানার থাকবেন দাদা।'

'আমার কপালে এতো বড় অভিশাপ নেমে আসছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' গুঙিয়ে উঠলো গ্যারেথ। 'আদ্যিকালের বুড়োটা স্রেফ একটা উন্মাদ। নিজের জন্যে, এবং তার চারপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাকি সবার জন্যে সে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা।'

'ইতালিয়দের জন্যে,' সায় দিলো জেক। হাসছে।

'তুমি তো হাসবেই,' অভিযোগ করলো গ্যারেথ। 'তোমাকে তো আর একটা টিনের কৌটার ভেতর ম্যানিয়াকটার সাথে থাকতে হচ্ছে না। গ্রেগোরিয়াস, শোনাও ওকে....।'

'না, মেজর সোয়েলস্।' মাথা নাড়লো গ্রেগোরিয়াস, তার চেহারা নির্লিপ্ত। 'আমার দাদা অর্ডার যা দেয়ার দিয়ে ফেলেছেন, তাঁর কথার ওপর আর কোনো কথা চলবে না। আপনার প্রতিবাদ আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাবো না–তবে আপনি যদি জেদ ধরেন, এইমাত্র তাঁর সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো উচ্চারণ করলেন সেগুলো অনুবাদ করে।'

'মাই ডিয়ার চ্যাপ,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে গ্রেগোরিয়াসকে থামিয়ে দিলো গ্যারেথ। 'তোমার দাদা আমাকে নির্বাচিত করায় ব্যাপারটাকে আমি দুর্লভ সম্মান হিসেবে নিচ্ছি। মন্তব্য যেগুলো করেছি, স্রেফ কৌতুক ছিলো, বিলিভ ইট। নো অফেন্স, ওল্ড চ্যাপ, নো অফেন্স অ্যাট অল।' সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো, তাস তুলে নিয়ে পরবর্তী দান বাঁটতে শুরু করেছেন রাস গোলাম। 'এখন আমার একটাই প্রার্থনা–তাড়াতাড়ি মুভ করুক ইতালিয়রা। তাসের পরাজয় আর আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবো না।'

তাঁবুর মুখ থেকে স্যালুট করলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?'

বিশার আয়নায় চোখ রেখে ছোট্ট করে মাথা, ঝাঁকালো কাউন্ট আলদো বেলিনি, পরমুহূর্ত আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মনোযোগ দিলো। 'জিনো!' ধমক মারলো সে। 'আমার বাঁ বুটের ডগায় ওটা কি ময়লার দাগ?'

সার্জেন্ট জিনো সাথে সাথে হাঁটু মুড়ে বসলো কাউন্টের পায়ের কাছে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো বুটের ওপর, বুটের গায়ে তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ায় চকচকে ভাটা ম্লান হয়ে গেলো–তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের হাতা দিয়ে বুটটা পালিশ করলো সে।

চোখ তুলে তাকিয়ে কাউন্ট দেখলো এখনো প্রবেশপথের কাছে ইতস্তত করছে মেজর ক্যাস্তেলানি। তার চেহারা এমনই সীসার মতো ভারি আর নিরস, কাউন্ট অনুভব করলো তার রাগ ফিরে এসেছে। 'গু-মুত খেয়েছো নাকি, ক্যাস্তেলানি, তোমার চেহারা অমন তেতো হয়ে আছে কেনো?'

'আমার আশংকার কথা আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মাই কর্নেল।'

'বটে!' হুংকার ছাড়লো কাউন্ট। 'সেজন্যেই কি তোমাকে আমি যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও এখনো তুমি রওনা হও নি?'

'মাই কর্নেল, আমি কি আরেকবার ব্যাখ্যা করতে পারি কেনো আমাদের পজিশন ছেড়ে নড়া উচিত হবে না?'

'না, পারো না! আরে খচ্চর, এল ডুসে, বেনিটো মুসোলিনি স্বয়ং আমার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন।

'মাই কর্নেল, শত্রুরা....।'

'বাহ্!' ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো কাউন্টের চেহারা। 'বাহ্ ছাড়া আর কী বলার আছে আমার? তুমি বলছো শত্রু, আমি বলি বর্বর! আমি বলি জংলী, তুমি বলো সৈনিক। বাহ্!'

'আমার কর্নেল যা বলেন, কিন্তু আর্মারড কার–।'

'না! ক্যাস্তেলানি, না! ওটা কোনো আর্মারড ভেহিকেল ছিলো না–ছিলো একটা অ্যাম্বুলেন্স।' কাউন্ট নিজেকে সত্যিই তাই বুঝিয়েছে। 'বিজয় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, সেটা আমি তোমার কথার হাত ছাড়া করতে পারি না। ভীতু মেয়েমানুষের মতো গর্তের ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকতে অস্বীকার করছি আমি। ভয় পাওয়া আমার স্বভাব নয়, তুমি ভালো করেই জানো। আমি অ্যাকশন, ডিরেক্ট অ্যাকশন পছন্দ করি।'

হাল ছেড়ে দিয়ে মেজর বললো, 'কর্নেল যা বলেন।'

'আমি কী বলি সেটা বড় কথা নয়, ক্যাস্তেলানি। বড় কথা হ'লো ঈশ্বর এই গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমি পালন করবো।'

এর কোনো জবাব হয না। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে তাঁবু থেকে কাউন্টকে বেরুবার পথ করে দিলো মেজর ক্যাস্তেলানি। কাউন্টের চিবুক উঁচু হয়ে আছে, দৃঢ় পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

সেই ভোর অন্ধকার থাকতে মেজর ক্যাস্তেলানির স্ট্রাইক ফোর্স তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। এর লাইনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশটা ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্টার। সামনে বাড়ার আদেশ দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মেজর ক্যাস্তেলানি।

ইতিমধ্যে রণকৌশল স্থির করে ফেলেছে সে। ওয়েলস অব চান্ডির মাথার ওপর, ট্রেঞ্চের ভেতর পুরো একটা কোম্পানি রেখে যাওয়া হবে, একজন ক্যাপটেনের অধীনে। বাকি সব ট্রুপস-কে নিয়ে গিরিখাদের দিকে এগোবে তারা, প্রবেশপথ দখল করবে, লড়তে লড়তে উঠে যাবে হাইল্যান্ডের দিকে।

লাইনের প্রথমে পাঁচ ট্রাক ভর্তি রাইফেলম্যান রয়েছে, তার ঠিক পিছনে মেশিনগান সেকশন–কয়েক মিনিটের নোটিসে অ্যাকশনে যেতে পারবে ওগুলো। মেশিনগানের পিছনে বিশটা ট্রাকে রয়েছে পদাতিক বাহিনী, আর লাইনের একেবারে শেষ মাথায় রয়েয়ে আরো দশটা ট্রাক। ফিল্ড আর্টিলারিকে নিজের চোখ আর হাতের নিচে রেখেছে মেজর ক্যাস্তেলানি।

কলাম যদি ঘোরতর কোনো বিপদে পড়ে, কলাম খুলে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে যে মূল্যবান সময় দরকার হবে তার জন্যে পদাতিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করছে সে। কাউন্ট যে তাদেরকে বিপদের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই, তবে কামানের সুরক্ষিত মাজলের ছত্রছায়ায় থেকে বিপদ মোকাবিলা করা কঠিন হবে না।

প্রতিটি স্থির ট্রাকের পাশে বালি মেশানো মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে ক্রু আর ড্রাইভাররা–খালি মাথা, শার্টের বোতাম খোলা, হাতে সিগারেট।

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস টানলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, তার নির্দেশ বজ্রনির্ঘোষের মতো ছড়িয়ে পড়লো মরু প্রান্তরে। 'ফল ইন!'

সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠলো লোকজন, ব্যস্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ইউনিফর্ম ঠিকঠাক করলো, প্রতিটি ট্রাকের পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো তারা।

উত্তেজিতভাবে লাইনের সামনে পায়চারি শুরু করলো কাউন্ট বেলিনি। 'তোমাদের রক্ত চাই, বীর সেনারা আমার? জানি, আমি জানি রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছো তোমরা।' পিছনের বাতাসে হেলান দিয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসলো সে। 'বাছারা, তোমাদের আমি বালতি বালতি রক্ত দেবো। আজ তোমরা মনের আশ মিটিয়ে পান করতে পারবে!'

যারা শুনতে পাবার কাছাকাছি রয়েছে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলো, অস্বস্তির সাথে মাথা চুলকালো কেউ কেউ। মদ খেয়েছে সবাই, তার প্রভাবে আচ্ছন্ন।

অল্পবয়েসী এক ভাড়াটে সৈনিকের সামনে দাঁড়ানো কাউন্ট, হেলমেটের বাইরে তার লম্বা চুল ঝুলে রয়েছে। 'ব্যাম্বিনো,' বললো কাউন্ট। ছোকরা মাথা নত করে অপ্রতিভ ভাবটুকু লুকানোর চেষ্টা করলো। 'তোমাকে আজ আমরা একজন বীরযোদ্ধা বানাবো। রাইফেলম্যান সৈনিকটিকে আলিঙ্গন করলো সে। 'তোমাকে শত্রুর হাতে নিহত হয়ে প্রমাণ করতে হবে, কাউন্ট বেলিনির নির্দেশ পেলে হাসতে হাসতে মরতে পারো তুমি।' সৈনিকের লাজুক হাসি দপ করে নিভে গেলো, মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুললো সে।

'গাও, ব্যাম্বিনো, গাও!' চেঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট, নিজেই হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করলো 'লা গিওভান্নেজা'। লাইনের সামনে মার্চ করতে করতে গেয়ে চললো সে, তার পায়ের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো, লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছুবার পর তার গান থামলো। মেজর ক্যাস্তেলানির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো সে, মেজর আবার একটা হুংকার ছাড়লো।

'মাউন্ট আপ।'

কালো শার্ট পরা ট্রুপারদের ঝাঁকটা ভেঙে গেলো, যে-যার ট্রাকের দিকে ছুটলো সবাই।

কলামের মাথায় সম্মানসূচক জায়গাটি দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টের রোলস-রয়েস, ড্রাইভারের সিটে আগেই উঠে বসেছে গুইসেপ্পি, তার পাশে জিনো, হাতে ক্যামেরা।

রোলস-রয়েসের এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া রয়েছে, কাউন্টের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রে পিছনের সিট ভর্তি। স্পোর্টস রাইফেল, শর্টগান, ট্র্যাভেলিং ব্যাগ, পিকনিক বক্স, বেতের তৈরি ওয়াইন ক্যারিয়ার, বাইনোক্যুলার, টেবিল ঘড়িসহ আরো কতো কী! গাড়িতে চড়ে প্যাড লাগানো নরম সিটে হেলান দিলো কাউন্ট, তাকালো মেজরের দিকে। 'মনে রেখো, ক্যাস্তেলানি, আমার রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য হ'লো গতি আর চমক। শত্রুর হৃৎপিণ্ডে বজ্রাঘাত হানো–কাউন্ট বেলিনির নামে।'

কলামের সর্বশেষ ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে ব'সে রয়েছে মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, সামনের ঊনপঞ্চাশটা ট্রাকের ধুলো খাচ্ছে আর দরদর করে ঘামছে। হাতঘড়ি দেখলো সে। 'সর্বনাশ, এরইমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে। দ্রুত এগোতে হবে আমাদের, না হলে–'

এই সময় কাকে যেনো অভিশাপ দিয়ে কষে ব্রেক করলো ড্রাইভার, ট্রাক পুরোপুরি থামার আগেই লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে বেরিয়ে এলো মেজর, সেখান থেকে আরেক লাফে উঠে পড়লো ক্যাবের ছাদে। 'কী ব্যাপার?' সামনের ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'কী জানি, মেজর, কিছু বুঝতে পারছি না,' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিলো লোকটা।

তাদের সামনে গোটা কলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হ'তে মাথা নিচু করে নিলো মেজর, তার ধারণা হলো, সরাসরি একটা অ্যামবুশের ভেতর এসে পড়েছে তারা। চারদিক থেকে প্রশ্ন আর মন্তব্য শোনা গেলো। প্রায় সব ট্রাক থেকেই নেমে এলো ড্রাইভার আর হেলপাররা। সামনে কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ হয়েছে।

চোখে বাইনোক্যুলার তুলে তাকালো মেজর ক্যাস্তেলানি। মরু বিস্তৃতি পেরিয়ে আবার ভেসে এলো গুলির শব্দ। এতোক্ষণে রোলস-রয়েসটাকে বাইনোক্যুলারের লেন্সে ধরতে পারলো সে।

কলাম থেকে বেরিয়ে বাম দিকের খোলা প্রান্তর ধ'রে ছুটছে রোলস-রয়েস। ব্যাক সিটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, তার হাতে শটগান। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মেজর ক্যাস্তেলানিও তাকালো। পাখির পালক উড়ছে বাতাসে, নিহত পাখিটা ডিগবাজি খেতে খেতে রোলস-রয়েসের খানিকটা সামনে পড়লো। পাখির ঝাঁকটা এখনো রয়েছে এগোলো মধ্যে। কাউন্টের শটগান আবার গর্জে উঠলো। নীল আগুনের ফুলকি বেরুলো মাজল থেকে। আকাশে বিস্ফোরিত হ'লো আরো দুটো পাখি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো পালকগুলো। ব্রেক করলো ড্রাইভার।

জিনোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেজর, গাড়ি থেকে নেমে নিহত পাখি নিয়ে কাউন্টের কাছে ফিরে এলো সে। জিনোর হাত থেকে পাখি নিয়ে পোজ দিলো কাউন্ট, হাঁটু গেড়ে ব'সে চোখে ক্যামেরা তুললো জিনো। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হ'লো কাউন্টের ঠোঁট।

'গাধাটা ডোবাবে!' দাঁতে দাঁত চেপে ঝাল ছাড়লো মেজর ক্যাস্তেলানি।

•

আদিবাসী যোদ্ধাদের মধ্যে বিপজ্জনক একটা অস্থিরতা মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই সকাল থেকে খুলি ফাটানো রোদের মধ্যে ব'সে অপেক্ষা করছে তারা অথচ যুদ্ধ শুরুর কোনো আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

সকাল দশটার দিকে স্কাউটরা এসে রিপোর্ট করে গেছে, ইতালিয়রা পজিশন ছেড়ে রওনা হয়েছে। সাথে সাথে রাস গোলামের আদিবাসী বাহিনী সতর্কতার সাথে নির্বাচিত পজিশনে চলে এসেছে, কিন্তু তারপর আর কোনো খবর নেই।

ইতালিয়দের প্রথম আক্রমণটা কোথায় ঠেকানো হবে গ্যারেথ আগেই তা ঠিক করে রেখেছিল, সম্ভাব্য ভালো পজিশন খুঁজে বের করার জন্যে তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। আদিবাসীদের অশ্বারোহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃংখল, অল্প সময়ের

ভেতর যতোটা সম্ভব ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাদের, সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে, চোখ-কান খোলা না রাখলে অ্যামবুশের ফাঁদে পড়তে হবে।

নির্বাচিত জায়গাটা দুই গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে–সরু সারডি গিরিসংকট যেখানে চওড়া হ'তে শুরু করে একটা ফানেল-এর সৃষ্টি করেছে, তার মুখের কাছে। জানা কথা, ইতালিয়দেরদের সামনে এটাই একমাত্র খোলা পথ, দৈর্ঘ্যে সেটা প্রায় বারো মাইলের মতো।

আক্রমণকারীদের কোনোভাবে দক্ষিণ শৃঙ্গের কাছাকাছি টেনে আনতে হবে, ওদিকে পাথুরে ঢালের ওপর ভিকার্স মেশিনগানগুলো বসানো হয়েছে, ওখান থেকে পাথুরে ঢাল বেয়ে ছোট্ট একটা পানিপথও নেমে গেছে খোলা প্রান্তরে। নালাটা এখন শুকনো, এঁকেবেঁকে পাঁচ মাইল এগিয়ে মরুভূমির সাথে মিশে গেছে, তবে গালা আর হারারি অশ্বারোহী সৈনিকদের লুকিয়ে থাকার জন্যে যথেষ্ট গভীর আর চওড়া ওটা।

নালার মেঝেতে বালি যেনো সাদা চিনি, পাশে ঘোড়া নিয়ে সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করলো বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী। বুদ্ধি করে দুটো দলকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে–গালা আর হারারি রা পজিশন নিয়ে আছে ফাঁদের মাথায়, পাহাড়ের পাথুরে ঢালের সবচেয়ে কাছাকাছি, ওখানে বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে ভিকার্স গানার-রা। আর গালারা পজিশন নিয়েছে নালার আরো সামনে, নালাটা যেখানে খোলা প্রান্তরে বেরুবার পর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে শুকনো ঘাসজমির দিকে। ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে গালা। গালা অশ্বারোহীদের পড়নে নীল আলখাল্লা।

নালার বাঁকটার কাছে। পাড় এতো উঁচু যে পনেরোশো অশ্বারোহীকে লুকিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। রাস গোলামের নিজস্ব সৈন্য প্রায় তিন হাজার, সবমিলিয়ে সংখ্যায় একেবারে কম নয় ইথিওপিয়রা। বিজয় বা পরাজয় নির্ভর করছে দুটো প্রশ্নের ওপর, শৃংখলা আর ধৈর্যের সাথে কতোক্ষণ নালার ভেতর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারবে ওরা। সন্দেহ নেই, খোলা মরু ধ'রে এগিয়ে আসার সময় ইতালিয়রা বিশৃংখল আর এলোমেলো অবস্থায় থাকবে, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। সারাদিন সূর্যের অত্যাচার সহ্য করে সবাই ক্লান্ত আর মেজাজী হয়ে উঠেছে, দানা-পানির অভাবে ছটফট করছে ঘোড়াগুলো।

অদৃশ্য একটা জাল ফেলে রেখেছে গ্যারেথ সোয়েলস্, সেই জালে ইতালিয়দের বাহিনীকে আটকাতে চায় সে। জালের মুখ হিসেবে বেছে নিয়েছে নালার চওড়া একটা বাঁক, তার আশা টোপ গিলিয়ে এখানে তাদেরকে আনতে পারবে সে। খোলা প্রান্তরের আরো দু'মাইল সামনে, মাটির একটা চওড়া আর উঁচু ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অশ্বারোহীদের ছোট্ট একটা দল, গ্যারেথের টোপ। এই মুহূর্তে ভাঁজটার কাছ থেকে খানিকটা পিছনে, হেনরিয়েটার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ। আজ সকালে প্রথম যখন খবর এলো ইতালিয়রা মুভ করছে, সেই থেকে ওখানে পজিশন নিয়েছে ছোট্ট

দলটা। আর সবার মতো তারাও অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একঘেয়েমির শিকার। ওরা স্বাধীনচেতা, উচ্ছৃঙ্খল, বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী, এখনো যে ওরা জোট ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নি সেটাই আশ্চর্য লাগলো গ্যারেথের। যে-কোনো মুহূর্তে ধুত্তোরি ব'লে বাড়ির পথ ধরলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

নিজের কাজে ব্যস্ত এবং খুশি, এমন লোক মাত্র একজনকেই দেখতে পেলো গ্যারেথ। চোখ থেকে বাইনোক্যুলার নামিয়ে অকারণ অস্বস্তির সাথে ভদ্রলোকের দৃশ্যমান অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। প্রিসিলার এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের ভেতর কোমর থেকে ওপরের অংশ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে জেকের, বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু পা আর ঊরুর পিছনটা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিরতিহীন 'টাইগার র‍্যাগ'-এর শিস।

'ওখানে তোমার সাফল্যের পরিমাণ কি উল্লেখ করার মতো?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, স্রেফ শিসটা থামানোর জন্যে।

এলোমেলো চুলসহ মাথাটা বের করলো জেক, একদিকের গালে কালো তেলের দাগ। 'সমস্যাটা বোধহয় ধরতে পেরেছি,' বললো ও। 'কার্বন রডে খানিকটা ময়লা ঢুকে পড়েছে।' গ্রেগোরিয়াসের হাত থেকে ন্যাকড়া নিয়ে হাত মুছলো। 'ইতালিয়দের মতলবটা কি বুঝতে পারছো কিছু?'

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওল্ড চ্যাপ।' চোকে বাইনোক্যুলার তুলে চারদিকটা আবার একবার দেখে নিলো গ্যারেথ, চেহারায় গাম্ভীর্য আর উদ্বেগ। 'স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভেবেছিলাম মরার জন্যে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে শালারা, সামনে-পিছনে ভুলেও তাকাবে না।'

ধীর পায়ে হেঁটে এলো জেক, হেনরিয়েটার টারিটে গ্যারেথের পাশে উঠে পড়লো। নালা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কার দুটো, খানিক সামনেই সীমাহীন ঘাস আর ঢেউতোলা বালির পাহাড়ের ভেতর অস্তিত্ব হারিয়েছে নালাটা। এখানে নালার পাড় খুব কম উঁচু, কার দুটোর খোল আড়াল করা গেলেও, টারিটের ওপরের অংশ পাড়ের কিনারা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। গাছপালার শুকনো ডাল দিয়ে ঢাকা হয়েছে ওগুলো, ক্রুদের অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে কাজ করছে।

জেকের হাতে বাইনোক্যুলারটা ধরিয়ে দিলো গ্যারেথ। 'আমার ধারণা, শত্রুদের কমান্ডার লোকটা কুঁড়ের বাদশা অথবা ভীতুর ডিম। দু'পা এগোয় তো এক পা পিছোয়।' উদ্বেগের সাথে মাথা নাড়লো সে। 'ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।'

'আবার থেমেছে দেখছি,' বললো জেক, দূরের ধূলিমেঘ দেখে কলামের মাথার পজিশন ঠাহর করলো ও। ধুলোর পাহাড় সামনে এগোচ্ছে না, ধীরে ধীরে ছোটো হচ্ছে আকারে।

'ওহ্ মাই গড!' গুঙিয়ে উঠলো গ্যারেথ, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো বাইনোক্যুলার। 'শালার ব্যাটা শালা নির্ঘাৎ কোনো ফন্দি এঁটেছে! এবার নিয়ে সাতবার থামলো অথচ সহজবোধ্য কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্লভ কোনো সামরিক প্রতিভার খপ্পরে পড়েছি আমরা—নেপোলিয়ানের আধুনিক সংস্করণ। আক্রমণ না করেই শালা আমার নার্ভের দফারফা করে দিয়েছে!'

স্মিত হেসে জেক পরামর্শ দিলো, 'তোমার আসলে যা দরকার তা হ'লো খানিকটা অবসর সময়, জিন-রামি খেলার জন্যে। রাস গোলাম অপেক্ষা করছেন, সে খবর রাখো?' যেনো অনুবাদ ছাড়াই জেকের কথা বুঝতে পারলেন. চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে হেনরিয়েটার পাশ থেকে ওদের দিকে মুখ তুললেন গোত্রপ্রধান রাস গোলাম। আর্মারর্ড কারের পাশে সামান্য ছায়া পড়েছে, সেখানে একটা অ্যামুনিশন বক্স রাখা হয়েছে, চাকনির ওপর তাস সাজিয়ে ব'সে আছেন তিনি। তাঁর পিছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা, তারাও আগ্রহের সাথে মুখ তুললো।

'ওরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে,' হাঁসফাঁস করে উঠলো গ্যারেথ। 'জানি না কোন দল বেশি বিপজ্জনক–বেজন্মা বুড়োটা, নাকি কুঁড়ের বাদশা ইতালিয়দের কমান্ডার!' আবার চোখে বাইনোক্যুলার তুললো সে, পাহাড়শ্রেণীর লম্বা পাদদেশের ওপর দৃষ্টি বুলালো। ধুলোর কোনো চিহ্নমাত্র দেখলো না সে। 'শালারা করছে-টা কী?'

সপ্তম যাত্রাবিরতির নির্দেশটা কাউন্ট বেলিনির তরফ থেকেই এলো। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার আদৌ কোনো উপায় ছিলো না।

যেকোনো বিচারে যাত্রাবিরতির কারণটাকে জরুরি ব'লে অভিহিত করা যায়। কাউন্টের পোর্টেবল কমোড অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে একটা ট্রাক থেকে নামানো হলো, ওটাতেই তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বহন করা হচ্ছে। ওদিকে রোলস-রয়েসের পিছনের সিটে মোচড় খাচ্ছে কাউন্টের শরীর, গোঙাচ্ছে সে, প্রকৃতির ডাকে এখুনি সাড়া দিতে না পারলে তার শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়বে, লেজে-গোবরে হয়ে যাবে আভিজাত্য আর প্রাইভেসী। 'আরেকটু ধৈর্য ধরুন, মাই কাউন্ট,' পাশ থেকে তাকে সান্ত্বনা দিলো জিনো, কাউন্টের দুর্দশা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। 'জানি,' এর কারণ কী আমি জানি,' ধরা গলায় বললো সে। 'কুয়ার পানি, মাই কাউন্ট! কুয়ার দূষিত পানি।'

কমোড-টা এমনভাবে বসানো হলো, ব্যক্তিগত কাজটি সারার মুহূর্তে কাউন্ট যাতে একই সাথে পাহাড়শ্রেণীর সৌন্দর্য অবলোকনের সুযোগ পায়। কমোডের তিন দিকে ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো হলো, পাঁচ শো পদাতিক সৈনিকের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আসনটি আড়াল করার জন্যে।

আয়োজন শেষ হ'লো একেবারে চরম মুহূর্তে। তিনজন লোকের ঘাড়ে চেপে রোলস-রয়েস থেকে নামলো কাউন্ট, অবিরাম কাতরাচ্ছে সে। গোটা কলাম স্থির হয়ে গেলো, শ্রদ্ধা ও আগ্রহসূচক নিস্তব্ধতা নেমে এলো সৈনিকদের মধ্যে। তিনজন লোক কাউন্টকে কমোডের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লো সে, এমনভাবে ছুটলো যেনো অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'তে চায়। চোখের পলকে ক্যানভাস পর্দার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। মাত্র দু'এক সেকেণ্ড পরই ভেতর থেকে হুংকার ভেসে এলো।

'ডাক্তারকে ডাকো।'

রহস্যে ভরপুর ছায়াছবির শেষ দৃশ্যে দর্শকরা যেমন উত্তেজনাবোধ করে, সম্মোহিত হয়ে পড়ে, পাঁচশো যোদ্ধারও সেই একই অবস্থা হলো। কাউন্ট চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়লো, এক কান থেকে আরেক কান হয়ে শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছুলো মেজর লুইগির কানে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে ছুটে এলো সে, ব্যাপারটার তদন্ত হওয়া দরকার।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে সে দেখলো, কাউন্ট আর তার মেডিকেল অ্যাডভাইজার-রা কমোড-টাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কমোডের মাঝখানে পড়ে থাকা পদার্থ সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছে। কাউন্টকে ম্লান দেখালো, কিন্তু তবু সে সদ্য মাতৃত্ব অর্জনকারিণীর মতো গর্বিত, যার সন্তান সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

দোরগোড়ায় নড়াচড়া লক্ষ্য করে সেদিকে তাকালো কাউন্ট, মেজর ক্যাস্তেলানিকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর হলো। তাকেও কমোডে পড়ে থাকা পদার্থ পরীক্ষার জন্যে ডাকা হ'তে পারে, এই ভয়ে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো মেজর। তাড়াহুড়োর সাথে স্যালুট করলো সে, পিছিয়ে গেলো এক পা। 'ইওর এক্সেলেন্সী, আমাকে কি তলব করেছেন?

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ, ক্যাস্তেলানি,' বলেই একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেললো কাউন্ট–শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেলো, আলগাভাবে দুলতে লাগলো মাথা। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধ শক্ত করলো সে, উঁচু করলো চিবুক। টান পড়লো ঠোঁটে, দুর্বল হাসি ফুটলো সামান্য। 'কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়। আমরা অগ্রসর হবো, ক্যাস্তেলানি। শত্রুর দুর্জয় দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো। আমার বাহিনীকে বলো, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। সত্যি কথাটা তাদের কাছে গোপন করে যাও। আমি অসুস্থ জানলে ওদের মনোবল ভেঙে যাবে, ওরা আতংকিত হয়ে পড়বে।'

আবার স্যালুট করলো মেজর। 'আপনি যা বলেন, মাই কর্নেল।'

'আমাকে সাহায্য করো, ক্যাস্তেলানি,' নির্দেশ দিলো কাউন্ট। 'আমি গাড়িতে ফিরবো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউন্টের একটা হাত ধরলো লুইগি ক্যাস্তেলানি, তার কাঁধের ওপর মাথার ভার চাপিয়ে দিলো কাউন্ট। ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা, মেজরের কাঁধ থেকে মাথা তুলে অপেক্ষারত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে সহাস্যে হাত নাড়লো কাউন্ট। 'বাছারা!' বিড়বিড় করে বললো সে। 'আমার অসুস্থতার কথা জানতে পারলে কেঁদে বুক ভাসাবে ওরা। না, ওদেরকে জানানো চলবে না। ওদেরকে আমি বিজয়ের পথে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যাবো।'

'ওখানে ছাই ঘটছেটা কী, বলবে আমাকে?' টারিটে দাঁড়ানো জেকের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, উদ্বিগ্ন।

'কিচ্ছু না,' আশ্বস্ত করলো জেক। 'কোনো নড়াচড়া নেই।'

'লক্ষণটা ভালো মনে করছি না।' গম্ভীর হ'লো গ্যারেথ, আর ঠিক তখনই বিজয়ীর উল্লাস বেরিয়ে এলো রাস গোলামের গলা থেকে, কোমর আর নিতম্ব তুলে নৃত্য শুরু

করলেন, গ্যারেথের সামনে মেলে দিলেন হাতের সব ক'টা তাস। 'এটা আরো খারাপ লক্ষণ,' ব'লে ঘুসি খাওয়ার আগেই পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করলো, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ আবার তাস ফাঁটতে শুরু করেছেন। 'ভিকির ব্যাপারটা, তার কী খবর?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ছায়া পর্যন্ত দেখছি না,' আবার আশ্বস্ত করলো জেক। 'দেখবো ব'লে আশাও করি না।'

'তার আচরণ আমার ভালো লাগে নি। নিষেধটা অমন শান্তভাবে নিলো কেনো? আমার হিসেবে বলে, অনেক আগেই তার উদয় হওয়ার কথা ছিলো।'

'ধরে নাও হিসাবে ভুল করেছো,' বললো জেক, চোখে বাইনোক্যুলার তুলে ফাঁকা দিগন্তে দৃষ্টি বুলালো।

'আমার হিসাবে সাধারণত ভুল হয় না বলেই তো চিন্তা হচ্ছে,' ব'লে তাসগুলো তুলে নিলো গ্যারেথ। 'যেকোনো মুহূর্তে তার গাড়িটা আমরা দেখতে পাবো। ক্যাম্পে অলস সময় কাটাবে, তেমন মেয়েই সে নয়, বিশেষ করে এখানে যখন পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধ লাগতে যাচ্ছে। কোথাও কিছু ঘটলে, সামনের সারিতে থাকা তার স্বভাব।'

'তা ঠিক,' একমত হ'লো জেক। 'গিরিখাদে থাকতে রাজি হ'লো বটে, কিন্তু তার ভাবসাব আমারও ভালো ঠেকে নি। তাই এমন ব্যবস্থা করে এসেছি, রঙ্গিলা নড়বে না একচুল।'

'মানে?'

'তেমন কিছু না,' বললো জেক। 'ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রড খুলে নিয়ে এসেছি।'

ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করলো গ্যারেথ। 'সারাদিনে এই একটাই সুখবর পেলাম। বাঁচা গেলো, দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে ভিকিকে দেখা যাবে না।'

'ইতালিয়ানদের কপাল মন্দ,' মন্তব্য করলো জেক। দু'জনেই হেসে উঠলো।

'মাঝে মধ্যে তুমি আমাকে সত্যিই অবাক করে দাও, তা জানো কি, ওল্ড চ্যাপ?' পকেট থেকে চুরুট বের করে জেকের দিকে ছুঁড়ে দিলো গ্যারেথ। 'আমার সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকটায় তুমিও লক্ষ্য রাখছো, সেজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ,' বললো সে। 'সত্যি, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগলো।'

চুরুটের গোড়া কামড়ে ছিঁড়লো জেক, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেটা ধরাবার সময় চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথের দিকে। 'র‍্যাঞ্চের নিয়ম দেখছি কিছুই তুমি জানো না হে,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো ও। 'মালিকানার ছাপ না মারা পর্যন্ত সব গরুই বেওয়ারিস।'

তাগড়া যোয়ান দেখে আদিবাসী পাঁচজন যুবককে বেছে নিলো ভিকি কেমবারওয়েল, এরা সবাই রাস গোলামের ক্যাম্প পাহারা দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে। প্রত্যেককে এক ডলার করে মজুরি দিলো, খাটিয়ে নিলো গাধার খাটনি।

প্রতিবার একজন করে রঙ্গিলার ক্র্যাঙ্কহ্যাণ্ডেল ঘোরালো তারা, পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উৎসাহ দিলো ভিকি, রাগ আর হতাশায় টকটকে লাল হয়ে আছে তার চেহারা।

এভাবে এক ঘণ্টা কাটার পর সে বুঝলো, তাকে নিরাপদ দূরত্বে আটকে রাখার জন্যে স্যাবোটাজ করা হয়েছে, অর্থাৎ রঙ্গিলার এঞ্জিনে কোথাও কলকাঠি নাড়া হয়েছে। ভিকি কেমবারওয়েল হ'লো সেই দুর্লভ প্রজাতির মেয়ে যে কিনা কোথায় কী ঘটছে জানার জন্যে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে বা যেকোনো ঝুঁকি নিতে সদা প্রস্তুত। সে তার অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক মেটানোর জন্যে সারাটা জীবন অসংখ্য বন্ধু, মেকানিক, আর ইন্সট্রাকটরদের অজস্র প্রশ্ন করে শুধু যে বিরক্ত করেছে তাই নয়, শিখেছেও প্রচুর। বোতাম টিপে একটা মেশিন বা এঞ্জিন চালু করতে পারাই তার জন্যে যথেষ্ট নয়। ড্রাইভার আর পাইলট হয়েই সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি সে, গাড়ি আর প্লেনের এঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তা-ও সে শিখেছে। 'ঠিক আছে, মিঃ বারটন, দেখা যাক তোমার কুকীর্তি ধরতে পারি কিনা,' গাম্ভীর্যের সাথে বিড়বিড় করে বললো সে। 'প্রথমে পরীক্ষা করা যাক ফুয়েল সিস্টেম।'

চুলগুলো এক করে মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধলো সে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়লো। প্রকাণ্ডদেহী পাঁচজন হেলপার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো। এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে কাউলিং-টা তুলে ফেললো ভিকি। পাঁচজনই তারা এবার ভিড় করে এগিয়ে এলো পরামর্শ আর সাহায্য নিয়ে। কাজ শুরু করার আগে তাড়া করে তাদের খেদাতে হ'লো ভিকির। একবার কাজ শুরু করার পর চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আর কোনো খেয়ালই থাকলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফুয়েল সিস্টেম টেস্ট করা হয়ে গেলো, নিশ্চিতভাবে বুঝলো ট্যাংক থেকে কোনো বাধা ছাড়াই কারবুরেটর আর সিলিন্ডারে পৌঁছুচ্ছে ফুয়েল, পাম্পটাও কাজ করছে সুষ্ঠুভাবে।

এরপর ইলেকট্রিক সিস্টেম পরীক্ষা করা দরকার। শুরু করতে যাবে তার শার্টের প্রান্ত ধ'রে টান দিলো কেউ। বিরক্ত হ'লো ভিকি, কিন্তু তাকালো না, বললো, 'হ্যাঁ, শুনছি, বলো কী বলতে চাও।'

কোনো জবাব না পেয়ে রাগের সাথে ঘাড় ফেরালো সে, অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো। 'সারা!' দুষ্ট মেয়েটাকে জড়িয়ে ধ'রে বুকে টেনে আনলো ভিকি। 'ফর গড'স সেক, এখানে তুমি এলে কীভাবে!'

'পালিয়েছি, মিস ভিকি। হাসপাতাল তো একটা কয়েদখানা, আমার মতো ছাগলছানা ওখানে কী করে থাকে, বলো?'

'মাই গড! কিন্তু এলে কীভাবে?'

'বাবার এক লোককে বললাম, একটা ঘোড়া চাই আমার। জানালা দিয়ে বেরিয়ে ওটার পিঠে চড়লাম। তারপর গিরিখাদ বেয়ে নামা, সে তো আমার জন্যে পানি।'

'তোমার সেই বন্ধুর কী হলো? যুবক ডাক্তার?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো ভিকি, এখনো সারার হাত ধ'রে আছে, মেয়েটির প্রতি তার দরদ আর ভালোবাসা উপলব্ধি করে মনে মনে নিজেই খানিকটা বিস্মিত।

'ও, সে!' সারার স্বরে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা। 'গোটা হাসপাতালে সে-ই ছিলো সবচেয়ে নিরস আর একঘেয়ে। ডাক্তার! হুঁহ্! একটা মেয়ে কি চায় তাই সে জানে না! আমি শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এমন কী শেখার আগ্রহও তার নেই।'

হাসি চেপে ভিকি জিজ্ঞেস করলো, 'আর তোমার পা? পা কেমন আছে?'

'ও কিছু না, ঠিক হয়ে গেছে।' জখমটাকে কোনো গুরুত্বই দিলো না সারা, যদিও ভিকি লক্ষ্য করলো আগের চেয়ে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। দীর্ঘ, দুর্গম গিরিখাদ বেয়ে নামতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। ওকে জড়িয়ে ধ'রে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো ভিকি, একটা গাছের নিচে ছায়ায় বসালো।

'শুনলাম যুদ্ধ শুরু হ'তে যাচ্ছে,' বললো সারা। 'সেজন্যেই চলে এলাম।' চেহারাই ব'লে দেয় তার পায়ে এখনো ব্যথা আছে, কিন্ত সেটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে সে। 'ইতালিয়রা নাকি মুভ করেছে?' চারদিকে চোখ বুলালো একবার। 'জেক, গ্যারেথ, ওদের দেখছি না যে। গ্রেগোরিয়াসই বা কোথায়?'

'ওরা যুদ্ধে গেছে.' মৃদুকণ্ঠে বললো ভিকি।

'যুদ্ধে গেছে? আর আমরা? আমরা এখানে কী করছি, মিস কেমবারওয়েল?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো সারার।

'আমরা যাতে যেতে না পারি তার ব্যবস্থাও করে গেছে....।'

'কী?'

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো ভিকি। সব শোনার পর মাথায় হাত দিলো সারা।

'পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করেছো কি মরেছো।' অবশেষে মন্তব্য করলো সে। 'তবে আমাদেরও ওরা চেনে না–দাঁড়াও, ভেলকি দেখিয়ে ছাড়বো। খানিকক্ষণ চিন্তা করলো সে, ধীরে ধীরে হতাশার ছায়া নামলো চেহারায়। 'কিন্তু আমার মাথায় যে কোনো বুদ্ধি আসছে না! তবে কি ওরা শুধু একাই মজা লুটবে? আমরা যুদ্ধে যাবো না?'

'যাবো, অবশ্যই যাবো!'

সারাকে পাশে নিয়ে আর্মারড কারের এঞ্জিন পরীক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার, না চাইতেই সাহায্য করতে গিয়ে সে শুধু কাজে বিঘ্নই সৃষ্টি করলো। ছয়বারের বার কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়ার পর ভিকি জিজ্ঞেস করলো, 'কীভাবে ভিকার্স মেশিনগান চালাতে হয় জানো তুমি?'

'আমি পাহাড়ী মেয়ে, মিস কেমবারওয়েল,' সগর্বে বললো সারা। 'আমার জন্মই হয়েছে হাতে বন্দুক আর দু'পায়ের মাঝখানে ঘোড়া নিয়ে।'

'দ্বিতীয়টা অবশ্য ঘন ঘন বদলাও,' ফিসফিস করে বললো ভিকি, শুনতে পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো সারা। 'না, আমি জিজ্ঞেস করছি, ভিকার্স মেশিনগান কখনো চালিয়েছো কিনা।'

'না,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করলো সারা, পরমুহূর্তে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'কিন্তু কীভাবে চালাতে হয় শিখতে এক মিনিটও লাগবে না আমার! অন্তত কীভাবে কাজ করে সেটা ব'লে দিতে পারবো....।'

'ওই যে!' টারিটে খাড়া হয়ে থাকা ক্যারেলটা ইঙ্গিতে দেখালো ভিকি। 'চেষ্টা করে দেখো!'

আঁচড়া আঁচড়ি করে রঙ্গিলার টারিটে উঠে পড়লো সারা, এতোক্ষণে মন দিয়ে কাজ করার সুযোগ পেলো ভিকি। আধঘণ্টা পর সবিস্ময়ে বললো সে, 'সারা, পেয়ে গেছি! ডিসট্রিবিউটর থেকে কার্বন রডটা খুলে নিয়ে গেছে ও। ব্যাটা শয়তান।'

টারিট থেকে মাথা তুলে তাকালো সারা। 'কে? গ্যারেথ?' জানতে চাইলো সে।

'না,' জবাব দিলো ভিকি। 'জেক।'

'জেক?' ভুরু কুঁচকে উঠলো সারার। 'তার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি।'রঙ্গিলার টারিট থেকে নেমে এসে ভিকির পাশে দাঁড়ালো সে, কতোটুকু কী ক্ষতি হয়েছে বুঝতে চায়।

'ওরা সবাই সমান।'

'খুলে নিয়েছে, বলছো? তার মানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রাখতে পারে ব'লে তোমার ধারণা?'

কাঁধ ঝাঁকালো ভিকি। 'সম্ভবত নিজের পকেটে।'

'আমরা তাহলে কী করবো এখন?' হতাশায় হাত ছুঁড়লো সারা। 'যুদ্ধটা তো আর বাদ দিতে পারি না।'

'তা পারি না,' ভিকি অন্যমনস্ক। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করার পর আবার মুখ তুললো সে। 'তাঁবুর ভেতর, আমার ব্যাগে, একটা এভার-রেডি ফ্ল্যাশলাইট আছে। আর আছে একটা কসমেটিক কেস। দুটোই নিয়ে এসো, প্লিজ।'

সারার কোমর থেকে ড্যাগারটা টেনে নিলো ভিকি, বাঁকা ফলা দিয়ে একটা ড্রাই-সেল ব্যাটারী কূলে ভেতর থেকে বের করলো কার্বন রড। কসমেটিক কেস থেকে বেরুলো নেইল-ফাইল, সেটা দিয়ে সাবধানে ঘষে রডটাকে সরু করলো, তারপর ঢুকিয়ে দিলো ডিসট্রিবিউটরের শ্যাফটে–প্রথমবার ক্র্যাঙ্ক-হ্যান্ডেল ঘোরাতেই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন।

'তুমি দেখছি ভারি চালাক, মিস কেমবারওয়েল!' সারার বলার সুরে এমন আন্তরিক প্রশংসা ফুটলো, সারা শরীরে কোমল আদরের মধুর স্পর্শ অনুভব করলো ভিকি, চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক নিয়ে মুখ তুললো সে। ড্রাইভারের সিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সারা, মাথা আর কাঁধ টারিটে, হাঁটু জোড়া ঠেকে আছে সিটের পিঠে।

'মেশিনগান কিভাবে কাজ করে শেখা হলো?' জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

অনিশ্চিতভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সারা, সরু একটা হাত রাখলো মেহগনি পিস্তল গ্রিপে, পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে চোখ রাখলো সাইটে। 'তুমি শুধু ওদের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও, মিস কেমবারওয়েল।'

ক্লাচ ছেড়ে দিলো ভিকি, গাছের ছায়া থেকে বাঁক নিয়ে পাথুরে ঢালের দিকে ছুট দিলো রঙ্গিলা। ঢালা নেমে গেছে ফানেল-এর ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তরে।

'জেকের ওপর আমি খুব রেগে আছি,' ঘোষণা করলো সারা, এবড়োঘেবড়ো পাথুরে পথের ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে রঙ্গিলা, একবার এটা

একবার ওটা ধ'রে স্থির থাকার চেষ্টা করছে সে। 'দেখা হোক, মজাটা টের পাওয়াবো! আমি তার কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার আশা করি না। কি? না, কার্বন রড খুলে নিয়েছে। ছি-ছি। হ্যাঁ, গ্যারেথের পক্ষে কাজটা শোভা পায়।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা তাকে আমাদের শায়েস্তা করা উচিত।'

'কিভাবে?'

'খুব সহজেই বিচার করা যায় ওর। তুমি গ্যারেথকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করো,' গম্ভীর সুরে পরামর্শ দিলো সারা। 'আমার ধারণা, এভাবেই আমরা জেককে শাস্তি দিতে পারি।'

ভারি স্টিয়ারিংটাকে বুকের সাথে প্রায় সেঁটে রেখেছে ভিকি, গ্যাসপেডাল আর ক্লাচের ওপর নাচছে তার পা, এতো ব্যস্ততার মধ্যেও জেক সম্পর্কে সারার কথাটা নিয়ে চিন্তা করলো সে। ভাবতে গিয়ে বারবার বাধা পেলো, কারণ চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো কিশোরসুলভ আন্তরিক হাসি নিয়ে জেকের পুরুষালি কাঁধ আর পেশিবহুল শরীর, মাথা ভর্তি কালো চুল আর টিকালো নাক। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো, এই মুহূর্তে একটা জিনিসই তার চাওয়ার আছে, আর তা হ'লো জেকের সঙ্গ। উপলব্ধি করলো, গিয়ে যদি দেখে জেক নেই, চলে গেছে, হতাশায় দম আটকে মারা যেতে পারে সে।

'প্রেমিক বাছাইয়ের কাজটা আমার হয়ে তুমি করে দেয়ায়, সারা, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ,' বললো সে। 'মানলাম, এ ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা।'

'ও কিছু না, মিস কেমবারওয়েল,' পাল্টা চিৎকার করলো সারা। 'এসব ব্যাপার আমি ভালো বুঝি, এই আর কি।'

বিকেলের দিকে বিদ্যুতের চমক আর গর্জন নিয়ে পশ্চিম দিকে উদয় হ'লো ঘন কালো মেঘ, অথচ খোলা প্রান্তরের মাথার ওপর ঝকঝকে ইস্পাতকঠিন নীল আকাশে সূর্য গনগনে আগুন জ্বেলে রেখেছে, তাকিয়ে থাকা যায় না। প্রখর রোদে পুড়ছে মাটি, চারদিক থেকে ভাপ উঠছে, তাপ-তরঙ্গের ভেতর প্রতিটি বস্তু নাচছে, দূরে দৃষ্টি চলে না। এক পর্যায়ে পাহাড়গুলোকে এতো কাছে মনে হলো, ওগুলো যেনো আকাশ ছুঁয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে নির্ঘাৎ কাত হয়ে পড়ে যাবে লুকিয়ে রাখা জোড়া আর্মারড কারের ওপর, পরমুহূর্তে দূরে সরে গেলো, সেই সাথে ছোটো হয়ে গেলো আকারে।

রোদ লেগে গরম হয়ে আছে আর্মারড কারের খোল, ছুঁলে ফোস্কা পড়বে চামড়ায়। যারা অপেক্ষা করছে, জেক আর গ্যারেথ বাদে, বড় কোনো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া

আহতদের মতো হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার সন্ধানে ব্যস্ত, রোদ হয়ে উঠেছে অত্যাচারী শত্রু।

প্রচণ্ড গরমের কারণে অনেক আগেই রামি খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লান্ত একজোড়া কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে জেক আর গ্যারেথ, লোমকুফ থেকে বেরুবার সাথে সাথে গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, সাদা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আর মিহি লবণের প্রলেপ জমছে চামড়ায়।

পশ্চিম পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে মেঘের ওপর চোখ বুলালো গ্রেগোরিয়াস, বিড়বিড় করে বললো, 'একটু পরই বৃষ্টি হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে জেকের দিকে তাকালো সে, প্রিসিলার টারিটে নিষ্প্রাণ মর্মরমূর্তির মতো ব'সে আছে ও।

সাদা একটা লম্বা কাপড় দিয়ে মাথা, বুক আর কাঁধ জড়িয়ে নিয়েছে জেক, বাইনোক্যুলারটা রেখেছে কোলের ওপর। কয়েক মিনিট পর পর চোখে তুলছে সেটা, নজর বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে সামনের প্রান্তর, তারপর আবার জড় পদার্থের মতো স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে আর্মারড কারগুলোর নিচ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এলো ছায়া, শ্চিম দিকে ঢলে পড়লো সূর্য, হারাতে শুরু করলো চোখ-ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতা, রোদে যোগ হ'লো লালচে আর হলদেটে ভাব। বাইনোক্যুলার লেন্সে দূরবর্তী আকাশের গায়ে সেঁটে থাকা কালো মেঘ মোচড় খেলো। আরো নিচে ম্লান আকাশ, তার নিচে দূসর দিগন্তরেখা–সবই অস্পষ্ট, আন্দাজ করে নিতে হয়। মনে হ'লো ধুলোর একটা মেঘ ধীরে ধীরে ছোটো হচ্ছে।

ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধ'রে দেখলো জেক, তাপ-তরঙ্গের খামগুলো বাধা হয়ে আছে, আরো দূরে কী আছে দেখার কোনো উপায় নেই।

চোখ থেকে বাইনোক্যুলার নামালো জেক, কপালের চুল থেকে ঘামের স্রোত নেমে এসে চোখে পড়লো, লবণ লেগে জ্বালা করে উঠলো চোখ। লিনেনের কাপড়টা দিয়ে চোখ ডললো ও, ঘন ঘন চোখপিটপিট করলো, তারপর আবার গ্লাস তুললো চোখে। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক, ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেলো চুল।

উত্তপ্ত বাতাসের খেয়ালি ঘূর্ণি হঠাৎ করে অদৃশ্য হলো। মাত্র ক'মিনিট আগে ধুলোর যে মেঘটাকে বহু দূরে ছোটো দেখাচ্ছিল, এখন সেটা এতো কাছে আর স্পষ্ট আকৃতি নিয়েছে যে লেন্সটা প্রায় ভরে উঠলো। দ্বিতীয়বার ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক–সচল ঢেউয়ের মতো ধুলোর নিচে সচল যানবাহনগুলো যেনো কালো পোকা। এক নিমেষে আবার দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো তাপ-তরঙ্গ, সেই সাথে অগ্রসরমান কলামের আকৃতি বদলে গেলো, হয়ে উঠলো দানবীয়, ঝুলে আছে ধুলোর কুয়াশার ভেতর–কাছে, প্রতি মুহূর্তে আরো কাছে চলে আসছে।

জেকের চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে পাশে চলে এলো গ্যারেথ।

'পাগল হয়েছো! এক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের ধ'রে ফলবে!' হাঁপিয়ে উঠলো গ্যারেথ, প্রতিবাদ জানালো সে।

'স্টার্ট দাও!' আবার কড়া ধমক দিলো জেক। 'যা বলছি করো।' হড়কে ড্রাইভারের হ্যাচ গ'লে নিচে নামলো ও।

গাড়ি দুটোর চারপাশে ছুটোছুটি পড়ে গেলো। ক্র্যাঙ্ক ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখা গেলো প্রতিবাদমুখর এঞ্জিন ব্যাকফায়ার করছে, কারণ বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ায় ফুয়েল সাপ্লাই যথেষ্ট নয়। অক্লান্তভাবে বারবার চেষ্টা করার পর অবশেষে স্টার্ট দেয়া গেলো।

সশস্ত্র ছ'জন দেহরক্ষীর কাঁধে চড়ে গ্যারেথের আর্মারড কারে উঠলেন রাস গোলাম, তাঁকে নামানো হ'লো ভিকার্স গানের পিছনে। কাজ শেষ করে নিজেদের পনিগুলোর কাছে ফিরে গেলো তারা, লাফ দিয়ে পিঠে চড়লো, এই সময় রাস গোলাম আর্তনাদ করে উঠলেন।

সবাই ঘাড় পিফিয়ে তাকালো। রাস গোলাম হাঁ করে আছেন, তর্জনী দিয়ে নিজের মুখের ভেতরটা দেখাচ্ছেন ওদেরকে। হাঁ-টা দাঁতহীন, এতো বড় যে, ছোটোখাটো একটা সিংহের বাচ্চা অনায়াসে ঢুকে যাবে ব'লে মনে হলো।

দেহরক্ষীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলো, সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর প্রবীণদের মধ্যে থেকে একজন তার স্যাডেল ব্যাগ থেকে চামড়া মোড়া একটা বাক্স বের করলো, সেটা নিয়ে ছুটে এলো আর্মারড কারের দিকে। বাক্সটা খুলে উঁচু করে মাথার ওপর তুললো সে, আহ্লাদে আটখানা চেহারা নিয়ে রাস গোলাম বাক্সের ভেতর হাত গলিয়ে বের করে নিলেন একপ্রস্থ কৃত্রিম দাঁত–প্রতিটি দাঁত মুক্তোর মতো সাদা আর কোদাল আকৃতির, লাল মাড়ি সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দাঁতগুলো মুখে ফিট করতে সামান্যই ঝামেরা হলো, এবার তাঁর হাসিটা দেখতে হ'লো ঠিক ভূতের মতো–কালো তোবড়ানো ফুটবল আকৃতির মুখের মাঝখানে ঝকঝকে সাদা দাঁত।

গোত্রপ্রধানের ভক্তরা উল্লাসে ফেটে পড়লো, আর গ্রেগোরিয়াস জেককে জানালো, 'দাদা শুধু যুদ্ধ আর নতুন বিয়ে করার সময় দাঁত ব্যবহার করেন।' ছুটে আসা ইতালিয়দের কলামের দিক থেকে মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ ধাঁধানো দন্ত প্রদর্শনীর ওপর জেক একবার চোখ বুলালো।

'দাঁত থাকার ওঁর বয়স অনেক কম দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করলো ও। 'নব্বুইয়ের চেয়ে একদিনও বেশি মনে হচ্ছে না।' আর্মারড কার পিছিয়ে এনে গর্তের আরো নিচে নেমে এলো, এখন শুধু উঁকি দিলে খোলা প্রান্তরে দেখতে পাবে ইতালিয়দের। অপর গাড়িটাকে পাশে আনলো গ্যারেথ, খোলা হ্যাচ থেকে জেকের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো সে। দুষ্টলোকের সকৌতুক হাসি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সমাগতপ্রায় সংঘর্ষ চুটিয়ে উপভোগ করার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে সে।

এখন আর বাইনোক্যুলার ব্যবহার করার দরকার নেই। ইতালিয়দের কলাম মাত্র দু'মাইল দূরে, ছুটে চলেছে শুকনো নালার সাথে সমান্তরাল একটা পথের দিকে, যে পথটা অ্যামব্যুশের বাঁকা শৃঙ্গ ছাড়িয়ে, পাহাড়গুলোর মাঝখানে খোলা অরক্ষিত সমতল প্রান্তরে নিয়ে যাবে তাদেরকে। এই গতিতে এগোতে থাকলে আর পনেরো মিনিটের মধ্যে রাস গোলাম বাহিনীর নাগালের বাইরে দিয়ে পাশ কাটাবে তারা, কোনো বাধার সামনে না পড়েই পৌঁছে যাবে গিরিসংকটের মুখে।

নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে উদ্বেগের সীমা নেই জেকের। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বারোহীরা একবার যদি ঝাঁক ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরকে আবার এক জায়গায় জড়ো করা অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাদের ওপর আস্থা আছে জেকের বিশাল জনারণ্যের স্রোত তাদেরকে সামনের দিকে ঠেলে দিলে এক একজন অসুরের মতো লড়বে, কিন্তু একবার যদি স্রোতের গতি রুদ্ধ হয় বা পিছু হটে, গোটা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, যে-যার প্রাণ নিয়ে ছুটবে পাহাড়ের দিকে আশ্রয় পাবার আশায়, কারো বাপের সাধ্য নেই তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে।

উরুর ওপর একটা ঘুসি মারলো জেক, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টোপটা পরিবেশন করা না হলে ওদের রণকৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে, আদিবাসীরা মারা পড়বে পাইকারী হারে।

আদিবাসীদের পাইকারী হারে মরতে দেখেছে জেক, কিন্তু ওদেরকে যুদ্ধ করতে দেখে নি। ওরা একা, কারো সাহায্য পাবার আশায় না থেকে, যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত; যুদ্ধের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন এড়িয়ে চলে। কিন্তু যেকোনো সুযোগ সৃষ্টি হওয়া মাত্র তা ছিনিয়ে নিতে ওস্তাদ, ক্রোধান্ধ সাপের মতো ক্ষিপ্র।

একা যুদ্ধ করে বলেই প্রতিটি লোক তার নিজের কমান্ডার, সাধারণত নিজেকে নির্ভুল নির্দেশ দিতে তারা কখনো ব্যর্থ হয় না। জেকের উদ্বেগের কোনো কারণ এই জন্যেও নেই যে আদিবাসী যোদ্ধারা অ্যামব্যুশ পাতার বা ফাঁদে ফেলার কৌশল ছোটবেলা থেকেই শেখে, প্রথম যখন তাদের হাতে রাইফেল আসে।

দূর থেকে দেখে মনে হ'লো সামনের সারির ইতালিয়দের যানবাহনের চাকা থেকে মাথাচাড়া দিচ্ছে ছুটন্ত একদল রাসটা ঘোড়সওয়ার, মাটির ওপর এক ঝাঁক পাখির মতো ভাসছে, কাঁপা কাঁপা আর ভোঁতা আকৃতি, ধুলোর ম্লান আবরণে মোড়া। তারপর দেখা গেলো, ইতালিয়দের লাইনের সামনে রয়েছে ঘোড়সওয়াররা, তির্যক একটা পথ ধ'রে ঝড়ের বেগে ছুটছে লুকিয়ে থাকা আদিবাসী বাহিনীর মধ্যভাগ লক্ষ্য করে।

প্রায় সেই মুহূর্তে কলামের মাথা থেকে একটা গাড়ি আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো, উড়ন্ত ঘোড়সওয়ারদের সামনের পথ লক্ষ্য করে ছুটলো। গাড়িটার গতি ভীতিকর, এতো দ্রুত কাছে চলে এলো যে অশ্বারোহীরা দিক বদলাতে বাধ্য হলো, বাধ্য হ'লো লুকিয়ে রাখা আর্মারড কার দুটোর দিকে সরে আসতে।

তীব্রগতি নিঃসঙ্গ গাড়িটার পিছনে ইতালিয়দের কলাম তার নিখুঁত আকৃতি হারালো। সামনের অর্ধেক বিচ্ছিন্ন হলো, দীর্ঘ অগোছার একটা রেখার আকৃতি নিয়ে ধাওয়া করলো ঘোড়সওয়ারদের। ওগুলো সব ক'টা ভারি যান, ক্যানভাসে মোড়া মাথা আর ছাদ, গতি মন্থর–এতোই মন্থর যে ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর নাগাল পাবার সাধ্য নেই।

তবে ছোটো গাড়িটা মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমিয়ে আনলো। ভালো করে দেখার জন্যে একটু উঁচু হ'লো জেক, বাইনোক্যুলার তুললো চোখে। প্রথমবার ওয়েলস অব চান্ডিতে দেখেছিল ও, রোলস-রয়েসটাকে চিনতে অসুবিধে হ'লো না। পালিশ করা গা চকচক করছে রোদে, পিছনের চাকায় ধুলোর ঘূর্ণি যেনো টগবগ করে ফুটছে।

হঠাৎ ব্রেক করলো ড্রাইভার, চাকা পিছলে যাওয়ায় জেকের দিকে আড়াআড়ি হয়ে গেলো রোলস-রয়েস, ধুলোর পাহাড় তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো, পিছনের সিট থেকে নিচে ঢলে পড়লো একটা শরীর।

লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখলো জেক, ক্ষিপ্রতার সাথে পরপর সাতটা গুলি করলো সে।

অশ্বারোহীরা দ্রুত রোলস-রয়েস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ধুলোর পর্দা বা দূরত্ব মার্কসম্যানকে বিভ্রান্ত করতে পারলো না। প্রতিটি গুলির শব্দের সাথে একটা করে ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, আকাশের দিকে পা তুলে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো, গড়াগড়ি খেলো মাটিতে, অবশেষে স্থির হয়ে গেলো।

রাফ দিয়ে রোলস-রয়েসে উঠে পড়লো লোকটা, আবার শুরু হ'লো ধাওয়া, বেঁচে যাওয়া অশ্বারোহীরা নাগালের মধ্যে চলে আসছে, গাড়ির পিছনে ঝুলে আছে অতিকায় ট্রাক আর ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্টার বহর–মানুষ, ঘোড়া, গাড়ি সমস্ত কিছু নিয়ে অব্যাহত গতিতে গড়াতে জেক ও গ্যারেথ সেবারসের রচিত নিধনক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে।

'বাস্টার্ড!' রাগে কেঁপে উঠলো জেক, রোলস-রয়েসটাকে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে দেখলো। ইতালিয়ান লোকটা অশ্বারোহীদের খুব বেশি কাছে যাবার ঝুঁকি নেয় না। আদিবাসীদের মান্ধাতা আমলের রাইফেল-রেঞ্জের বাইরে থাকছে সে, প্রতিবার একজন করে লোককে ফেলছে, পাখি শিকারের মতো অলস ভঙ্গিতে, প্রায় কৌতুকের সাথে। জেকের কাছ থেকে কম করেও হাজার গজ দূরে, তবু ইতালিয়ান মার্কসম্যানের নড়াচড়ার মধ্যে রক্ত পান করার একটা ব্যাকুলতা পরিষ্কার অনুভব করতে পারলো ও। স্রেফ আনন্দ পাবার জন্যে খুন করছে সে, খুন করার রোমাঞ্চ আর উত্তেজনাটুকু সারা শরীরে উপভোগ করার নেশায়।

এখন যদি বাধা দেয় ওরা, এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা বিশৃংখল কলামের পাশ থেকে, পলায়নপর অশ্বারোহীদের বেশ ক'জনকে বাঁচানো সম্ভব হবে। কিন্তু ইতালিয়দের কলাম এখনো পুরোপুরি ফাঁদের ভেতর ঢোকে নি। বাইনোক্যুলার ঘুরিয়ে তাপ-তরঙ্গ আর ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট প্রান্তরের দিকে চোখ বুলালো জেক, এই প্রথম লক্ষ্য করলো একেবারে পিছন দিকে ইতালিয়দের দশটা ট্রাক রয়েছে, অশ্বারোহীদের পিছু ধাওয়ায় অংশগ্রহণ করে নি।

ছোট্ট একটা গ্রুপ, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কে যেনো ওগুলোকে খুব কড়া নিয়ন্ত্রণের ভেতর আটকে রেখেছে, ধুলোর পাহাড়ের ভেতর অস্পষ্ট ভারি যানবাহনগুলো থেকে দু'মাইল পিছনে।

গ্রুপটার দিকে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারলো না জেক, কারণ এদিকে আবার পাখি শিকার শুরু হয়েছে–ইতালিয়ান মার্কসম্যান একটা করে গুলি ছোঁড়ে, অশ্বারোহীদের একজন বাহন নিয়ে ধরাশায়ী হয়, সেই পুরনো দৃশ্য।

বাধা দেয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা এবার অস্থির করে তুললো জেককে। নিজের সাথে তর্ক করছে ও। জানে, এখনো সময় হয় নি। কিন্তু নিজেকে বোঝালো, সময় হয় নি

ব'লে লোকগুলোকে অসহায়ভাবে মরতে দেয়া যায় না। ডান পা সজোরে চেপে ধরলো থ্রটলে, সাথে সাথে গর্জে উঠলো এঞ্জিন, কিন্তু গ্যারেথ ওকে দেরি করিয়ে দিলো। জেককে আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল সে, ওর চেহারায় ভাবাবেগ ফুটে উঠতে দেখে তৈরি ছিলো মনে মনে। প্রিসিলা রওনা হবার প্রায় সাথে সাথেই হেনরিয়েটাও স্টার্ট নিলো, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জেকের সামনে চলে এসেছে গ্যারেথ, এগোবার রাস্তা বন্ধ।

'মরার খুব শখ, কি?' চিৎকার করে বললো সে। 'তোমার ভেতর হিংস্র পশুটাকে দমন করো, ওল্ড চ্যাপ। পুরো অনুষ্ঠানটা তুমি ভণ্ডুল করতে চাইছো।'

'ঘোড়ার পিঠে ওরা– তুমি দেখতে পাচ্ছো না?' রাগের সাথে পাল্টা চিৎকার করলো জেক।

'যায় যা ঝুঁকি তাকে তা নিতেই হবে,' জেককে থামিয়ে দিলো গ্যারেথ। 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, তোমার সেকেলে সেন্টিমেন্ট আমাদের দু'জনকেই বিপদে ফেলবে।'

এই পর্যায়ে তর্কযুদ্ধে আরো একজন নাম লেখালো। গ্যারেথের ওপর টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাস গোলাম। জিহাদের অস্ত্র হিসেবে তিনি একটা তলোয়ার বেছে নিয়েছেন—ফলাটা লম্বা আর অসম্ভব চওড়া, কোপ মারার সময় দু'হাতে ধরতে হয়। উত্তেজনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এরপর আর তাঁর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হ'লো না। বুকের রক্ত ছলকানো বিকট রণোল্লাস বেরিয়ে এলো তাঁর গলা চিরে, মাথার পিছনে তলোয়ারটা বনবন করে ঘোরালেন—তলোয়ারের ফলা আর কৃত্রিম দাঁত, দুটোই ঝিক করে উঠলো রোদ লেগে।

তিনি তাঁর উন্মত্ত রণহুংকারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়লেন, প্রতিটি লাথি তাঁর ড্রাইভারকে লাগলো। তাকে তিনি কাপুরুষ ইত্যাদি ব'লে গালিগালাজ করছেন আর সাহস দিয়ে বলছেন, ভয় নেই, আমি একাই শত্রু নিধন করবো, তুমি শুধু ওখানে পৌঁছে দাও আমাকে। তার উড়ন্ত পা থেকে বাঁচার জন্যে মাথা সরিয়ে নিলো গ্যারেথ।

'উন্মাদ!' ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিলো সে। 'আমি একদল উন্মাদের খপ্পরে পড়েছি!'

'মেজর সোয়েলস্,' হাঁক ছাড়লো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, তারও তর সইছে না। 'আমার দাদা আপনাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'

'তোমার দাদাকে বলো জাহান্নামে...' কিন্তু পাঁজরে আরেকটা লাথি খেয়ে জবাবটা শেষ করতে পারলো না গ্যারেথ।

'অ্যাডভান্স!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো গ্রেগোরিয়াস।

'ঈশ্বরের দোহাই, পথ ছাড়ো!' দাঁতে দাঁত চাপলো জেক।

'ইয়া-আ-আ-হু!' গর্জে উঠলেন রাস গোলাম ট্যারিটে আধপাক ঘুরে তাঁর দেহরক্ষীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে আদেশ দিলেন শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। আর কিছু জানার বা বোঝার ইচ্ছে হ'লো না, গোত্রপ্রধানের নির্দেশ পেয়ে তারাও বিকট রণহুংকার ছাড়লো, গুঁতো মারলো পনির পাঁজরে, পাথুরে নালার মেঝেতে খটাখট

খটাখট পায়ের আওয়াজ তুলে ঝড়ের বেগে আর্মারড কার দুটোর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘোড়াগুলো। আরোহীরা মাথার ওপর হাতে ধরা রাইফেলগুলো নাচাচ্ছে, বাতাসে পত পত করে উড়ছে আলখাল্লার প্রান্ত, নালার প্রায় খাড়া পাড় টপকে উঠে পড়লো খোলা প্রান্তরে, তীরবেগে ছুটলো ইতালিয়দের কলামের এলোমেলো একটা পাশ লক্ষ্য করে।

'ওহ, মাই গড!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো গ্যারেথ। 'সব শালা এক একজন জেনারেল....।'

'দেখো! ওদিকে দেখো!' হাত তুলে নালার পিছন দিকটা দেখালো জেক, পরমুহূর্তে সবাই ওরা স্তব্ধ হয়ে গেলো।

দেখে মনে হ'লো মাটি যেনো দু'ফাঁক হয়ে গেছে, উগরে দিচ্ছে সারির পর সারি ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার। পাহাড়ের নিচেটা একটু আগে যেখানে খাঁ খাঁ করছিল, এখন সেখানে মানুষ আর ঘোড়া গিজগিজ করছে, শয়ে শয়ে, সামনে মাথা দিয়ে নাক বরাবর সোজা ছুটে যাচ্ছে ইতালিয়দের কলামের দিকে।

গোটা দৃশ্যের ওপর ঝুলে আছে ধুলোর পাহাড়, মোচড় খাচ্ছে, ঢেকে দিচ্ছে সূর্যটাকে, ফলে ঘোড়া আর বাহনগুলো থমথমে মেঘের নিচে কালো কাঠামো মাত্র, ম্লান রোদ লেগে রাইফেল আর তলোয়ার ঝলসে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

'তোমরাই জিতলে,' তিক্ত কণ্ঠে রাজি হ'লো গ্যারেথ, প্রিসিলার সামনে থেকে হেনরিয়েটাকে পিছিয়ে আনলো সে, তারপর নালার খাড়া পাড়ের দিকে নাক ঘোরালো।

পাড় বেয়ে একসাথে উঠে এলো দুটো গাড়ি, সামনের দু'জোড়া চাকা পাশাপাশি থাকলো।

ওদের সামনে কোনো বাধা নেই, দূরে রয়েছে আড়াআড়িভাবে ইতালিয় কলাম–এক লাইনে বহু যানবাহন, প্রতিটির গা নরম ধাতুর তৈরি–অত্যন্ত লোভনীয় টার্গেট। দুই লৌহমানবী সগর্জনে সামনে ছুটলো, এঞ্জিনের শব্দে নতুন একটা সুর শুনতে পাচ্ছে ব'লে মনে হ'লো জেকের–ওগুলোও যেনো অনেকদিন পর আবার নিজেদের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। চট করে একবার হেনরিয়েটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো ও। প্রিসিলার চেহারা গাঢ় রঙ মেখে আগের চেয়ে কুৎসিত হয়েছে, তবে তার চাকাগুলোয় যোগ হয়েছে নতুন প্রাণশক্তি।

'আগে বাড়ো, আয়রন লেডিস!' জোর গলায় চেঁচিয়ে বললো জেক, হেনরিয়েটার হ্যাচ থেকে মাথা তুলে ওর দিকে ঘাড় ফেলালো গ্যারেথ। তার মুখের কোণে সদ্য ধরানো একটা চুরুট ঝুলছে, ওটা যেনো আপন গুণেই লটকে আছে ওখানে, চারধারে ফুটে আছে নিঃশব্দ হাসি।

'কচুকাটা করো শালাদের,' অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো জেক, গ্যারেথের শেষ কথাটা এঞ্জিন আর বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ে গেলো। ওর সামনে অকস্মাৎ আলোড়ন আর গতিবিধির প্যাটার্ন-টা বদলে গেলো। নিঃশঙ্কচিত্তে ধাওয়ারত ইতালিয়দের যোদ্ধারা হঠাৎ করে টের পেয়েছে, সুনিপুণ কৌশলের সাথে পাল্টে দেয়া হয়েছে ভূমিকা।

রাইফেল তুললো কাউন্ট বেলিনি, অশ্বারোহীদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিশানা স্থির করলো, দম আটকে রেখেছে, টেনে দিলো ট্রিগার। ম্যানলিকার হাই-ভেলোসিটি রাইফেল, দূরত্ব একশো মিটারের বেশি নয়।

লেগেছে, পরিষ্কার দেখতে পেলো সে। লোকটা ঝাঁকি খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘোড়ার ঘাড়ে, কিন্তু ফিট থেকে খসে মাটিতে পড়লো না। হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেলো, মাটিতে ডিগবাজি খেলো সেটা, অথচ লোকটা ঠিকই কেশর আঁকড়ে ধ'রে শুয়ে থ মুয়ে থাকলো ঘোড়ার পিঠে, তার নোংরা সাদা আলখাল্লা দ্রুত রাঙা হয়ে উঠলো।

'কি! এতো বড় স্পর্ধা। আমাকে অপমান করে!' হাঁসফাঁস করতে করতে আবার রাইফেল তুললো কাউন্ট, লক্ষ্যস্থির করলো ঘোড়ার কাঁধ আর ঘাড় যেখানে মিলিত হয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লো ঘোড়া, ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে পড়লো আরোহীর গায়ের ওপর, এতো দূর থেকেও আরোহীর ফুসফুস ফেটে যাওয়ার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো সে।

হেসে উঠলো কাউন্ট, উত্তেজনায় উন্মাদ। 'ক'টা জিনো? এটা নিয়ে ক'টা হলো?'

'আটটা, মাই কর্নেল!'

'লিখতে থাকো, লিখতে থাকো,' বাধা দিয়ে আবার রাইফেল তুললো কাউন্ট, সাইটে চোখ রেখে পরবর্তী টার্গেট খুঁজছে। হঠাৎ স্থির পাথর হয়ে গেলো সে, রাইফেলের ব্যারেল নড়ে গেলো, নেমে এলো মাটির দিকে, মাজলটা তার জুতোর চকচকে ডগার দিকে হাঁ করে থাকলো। যেনো কবজা খুলে পড়ার তার নিচের চোয়াল ঝুলে পড়লো, রাইফের ব্যারেলের সাথে সহানুভূতিসূচক প্রতিক্রিয়ায়। ধাওয়া করার উত্তেজনায় সে ভুলেই গিয়েছিলো ভয় কাকে বলে, অকস্মাৎ প্রবল বন্যার তোড়ের মতো ফিরে এলো সেটা দেহ-মনে। অনুভব করলো, পেটে পানি ছাড়া কিছু নেই, পা দুটো রাবারের। 'ঈশ্বরের মা!' বিড়বিড় করে উঠলো সে।

গোটা দিগন্তরেখা জ্যান্ত আর সচল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিসীমার এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন একটা রেখা সবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। কী দেখছে, বুঝতে অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেলো তার। আগে ছিলো বারজন ঘোড়সওয়ার, তাদের ধাওয়া করছিল সে, এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার অশ্বারোহী আদিবাসী, আর ধাওয়া করে এমন দুর্বার গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে যে, চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। চোখ ফেরানোর সাধ্য নেই, সে দেখতে পেলো সারির পর সারি শত্রুরা যেনো তার সামনের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে, ধুলোর পাতলা একটা আবরণ ভেদ করে। সূর্যের লাল রোদে তলোয়ারের নগ্ন ফলাগুলো রক্তমাখা লাগলো, আর ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর পায়ের আওয়াজ বজ্রপাতের মতো শোনালো। অস্পষ্টভাবে কানে এলো অসংখ্য মানুষের রণহুংকার।

'গুইসেপ্পি! গুইসেপ্পি!' আর্তনাদ করে উঠলো কাউন্ট। 'তোমার হাতে আমার প্রাণ, আমার হাত তোমার প্রাণ! এখান থেকে নিয়ে চলো আমাকে–জলদি!' এ-ধরনের আবেদন সরাসরি ড্রাইভারের হৃদয় স্পর্শ করে, কোনো দিকে না তাকিয়ে গাড়ি ঘোরালো সে, ঝাঁকি খেয়ে কাউন্টের দুর্বল পা ভাঁজ হয়ে গেলো, ধপাস করে ব্যাকসিটের নরম গতিতে পড়ে গেলো সে। 'সময়মতো নিরাপদ জায়গায় ফিরতে না পারলে তোমাকে আমি গুলি করবো!'

রোলস-রয়েসের পিছনে আর দু'পাশে সিকি মাইল ব্যাপ্তি নিয়ে ত্রিশটা ধূসর রঙের ফিয়াট ট্রুপ-ক্যারিয়ার ছুটে আসছিল মরিয়া হয়ে চেষ্টা করার পরও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল ড্রাইভাররা, রোলস-রয়েসকে ধরতে পারে নি, শেষ পর্যায়ে দূরত্ব থেকে যায় এক হাজার গজের মতো। তবে ধাওয়া করে শিকার বধের উত্তেজনা ইতালিয়দের সৈনিকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, কাউন্ট বেলিনির প্রতিটি সাফল্য তাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলে, ট্রাকের ওপর ধেই ধেই করে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দেয় তারা।

ট্রাক বহরের এই নিরেট মিছিল, যেনো ডাকার সাথে লেগে আছে চাকা, এমন প্রবলবেগে ছুটছে যে ফিয়াট কোম্পানির স্বত্বাধিকারী দেখতে পেলে নির্ঘাৎ মূর্ছা যাবে। ঠিক এই সময়, গতি না কমিয়ে উল্টোদিকে ছোটার জরুরি একটা তাগাদা অনুভব করলো ড্রাইভাররা।

সামনের সারির দু'জন ট্রাক ড্রাইভার বাকি সবার চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাকুল মনের ডাকে সাড়া দিলো, বনবন করে ঘুরিয়ে লক করে দিলো হুইল, একজন বাঁ দিকে এবং অপরজন ডান দিকে, ফলে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধাবমান দুটো ট্রাক পরস্পরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হলো। সগর্জনে মাথাচাড়া দিলো বাষ্প, আর কাচের গুঁড়ো। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ধাক্কায় কর্কশ যে আওয়াজ উঠলো তাতে ভয় পেয়ে পাহাড়ের গর্তে মুখ লুকালো ইঁদুর আর শিয়ালের দল। দুই ট্রাকের আরোহীরা, যারা প্রথম ধাক্কায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়নি, গমের দানার মতো ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে, যারা পড়লো না তারা বাহনের গায়ে খাড়া হয়ে থাকা ইস্পাতের খুঁটি বা অন্য কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারালো বা মারা পড়লো। ট্রাক দুটোকে এখন আর আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই, জোড়া লেগে গেছে, সবটুকু ধুলো সরে যাবার আগেই হুপ করে বিকট একটা আওয়াজের সাথে পায়ের তলায় কেঁপে উঠলো মাটি, বিস্ফোরিত হ'লো তোবড়ানো ফুয়েল ট্যাংক, টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে উঠলো আগুন আর কালো ধোঁয়া।

বাকি ট্রাকগুলো বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনায় পড়লো না, দিক বদলে নিজেদের তৈরি ধুলোর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটলো, রণহুংকার তুলে পিছু ধাওয়া করে আসছে আদিবাসী অশ্বারোহী বাহিনী।

শত চেষ্টা করেও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকানোর সাহস হ'লো না কাউন্টের, নিশ্চিতভাবে জানে, তাকালেই সে দেখতে পাবে তার কুঁকড়ে থাকা নিতম্বের দিকে তাক করা হয়েছে ধারালো আর লম্বা একটা তলোয়ার। তার ঘুসি হাতুড়ির বাড়ির মতো, অনবরত পড়ছে ড্রাইভারের ঘাড়, কাঁধ আর মাথায়।

'জোরে! আরো জোরে! না হয় গুলি করে মারবো!' প্রলাপ বকছে কাউন্ট। 'জোরে! আরো জোরে! তা না হলে তোকে আগুনে পোড়াবো!'

এতোক্ষণে তার মনে হলো, এবার পিছনে তাকানো নিরাপদ, কারণ হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেছে দৌড় প্রতিযোগিতায় যেকোনো অশ্বারোহীকে হারিয়ে দেবে রোলস-রয়েস। চোখে-মুখে রক্ত আর মনে সাহস ফিরে আসার গরম একটা অনুভূতি হ'লো তার।

'আমার রাইফেল, জিনো!' হাঁক ছাড়লো কাউন্ট। 'রাইফেলটা দাও আমাকে!'

কিন্তু পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহীদের ছবি তোলার কাছে অত্যন্ত ব্যস্ত জিনো।

কাউন্ট তার হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারলো সার্জেন্টের কোমরে। 'খচ্চরের বাচ্চা, এটা যুদ্ধ!' গর্জে উঠলো সে। 'আর আমি একজন বীরযোদ্ধা। দে, রাইফেল দে!'

কথাটা শুনে ড্রাইভার গুইসেপ্পির ধারণা হলো, কাউন্ট বোধহয় আশা করছে গাড়ির গতি কমানো হবে, তা না হলে সে যোদ্ধাসুলভ বীরত্ব কিভাবে প্রদর্শন করবে। কিন্তু গাড়ির গতি একটু কমতেই, আবার তাকে কাউন্টের ঘুসি খেতে হলো।

'খচ্চরের বাচ্চা! মরার ইচ্ছে হলে তুই মর, আমাকে নিয়ে কেনো!'

অঢেল স্বস্তি অনুভব করলো ড্রাইভার, থ্রটলে পা চেপে ধরলো সে, লাফ দিয়ে আবার সামনে ছুটলো রোলস-রয়েস।

কাউন্টের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে জিনো, রাইফেলটা খুঁজে পেয়ে সিধে হ'লো সে। তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিলো কাউন্ট।

'লোড করা, মাই কাউন্ট।'

'সাহসী বালক, ধন্যবাদ।' নাভির নিচে বাঁট ঠেকিয়ে রাইফেলটা খাড়া করে রাখলো কাউন্ট, গুলি করার জন্যে লক্ষ্যবস্তু খুঁজছে।

ইতিমধ্যে আদিবাসী অশ্বারোহীরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে, রোলস-রয়েসও প্রায় সব ক'টা ট্রুপ-ক্যারিয়ারকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এসেছে–ক্যারিয়ারগুলো এখন অশ্বারোহী আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে। ড্রাইভারকে একপাশে সরে যাবার নির্দেশ দেবে কিনা ভাবলো কাউন্ট, তাহলে শত্রুদের দিকে গুলি করার জন্যে সুযোগ পাবে সে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে অশ্বারোহীদের গুলি করে ফেলে দিতে কি যে মজা, মনে পড়ে গেলো তার। ব্যাকসিটের পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে, তাকালো সেদিকে।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো কাউন্ট। অদ্ভুত একজোড়া আকৃতি, পিঠে কুঁজ, খোলা ঘাসজমির ওপর দিয়ে ধেয়ে আসছে। বিকলাঙ্গ দুটো উটের মতো লাগলো ওগুলোকে, এমন ভারসাম্যহীন আলগা একটা বিদঘুটে ভাব নিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে যে একাধানে কৌতুককর এবং ভীতিকর মনে হলো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে একটা ঝাঁকি খেলো কাউন্ট, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেলো, ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে সে উপলব্ধি করলো, কিন্তু কিম্ভুতকিমাকার মেশিন দুটো তির্যক পথ ধ'রে তার পালানোর পথ বন্ধ করতে আসছে।

'গুইসেপ্পি!' করুণসুরে কেঁদে উঠলো কাউন্ট বেলিনি, ম্যানলিকারের বাঁট দিয়ে ড্রাইভারকে মারলো। জোরালো কোনো আঘাত নয়, স্রেফ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই

উদ্দেশ্য, তবে ইতিমধ্যে আরো অনেক মার খেয়ে ঘোরের মধ্যে আছে বেচারা। শক্ত করে হুইল ধ'রে থাকলো সে, আঙুলের গাঁট আর ডগা সাদা হয়ে আছে, সরাসরি নবাগত শত্রুদের দিকে সগর্জনে ছুটে চললো রোলস-রয়েস।

'গুইসেপ্পি!' কান্না ভুলে গেলো কাউন্ট, আর্তনাদ করে উঠলো সে, সামনের আর্মারড কারের মাথায় লম্বাটে আর মোটা কী যেনো একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে সে, সিলিন্ডারের মতো, পাইপ আকৃতির মাজল ভারি ওয়াটার-জ্যাকেট থেকে বেরিয়ে আছে।

'ও আমার ঈশ্বরের দয়াবতী মা!' আর্মারড কার সামান্য ঘুরে গেলো, সেই সাথে ভিকার্স মেশিনগানের মাজল সরাসরি কাউন্টের দিকে হাঁ করলেন। 'ইউ ফুল!' ড্রাইভার গুইসেপ্পিকে আবার রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারলো সে। 'ঘোরো! বাঁক নাও! ঘোরো!'

গুইসেপ্পি আসলে মার খেয়ে কাঁদছে, তার চোখে পানি, দৃষ্টি ঝাপসা। অশ্রুমুক্ত হবার জন্যে চোখ পিটপিট করলো সে, সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, ভীষণ আতংকের সাথে দেখতে পেলো উট সদৃশ্য একটা বিশাল বাহন ঝুলে রয়েছে তার সামনে। বন বন করে হুইল ঘোরালো গুইসেপ্পি, ঠিক যখন বিস্ফোরিত হ'লো ভিকার্স মেশিনগানর মাজল। পরমুহূর্তে রোলস-রয়েসের চারদিকের বাতাস হিসহিস শব্দে ছিঁড়তে শুরু করলো, মনে হ'লো শতো শতো চাবুকের বাড়ি মেরে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে প্রকৃতিকে।

একটা ট্রাকের ক্যাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, চোখে বাইনোক্যুলার, চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে বহুদূর প্রান্তরে আলোড়িত ধুলোর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে–ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া কিছু আকৃতি আপাতদৃষ্টিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দশটা ট্রাককে আটকে রাখার জন্যে শারীরিক উপস্থিতি আর কর্তৃত্বের সবটুকু কাজে লাগাতে হয়েছে মেজর ক্যাস্তেলানিকে। ওগুলোয় আর্টিলারির লোকজন রয়েছে, প্রতিটির পিছনে জুড়ে দেয়া হয়েছে চাকা লাগানো ফিল্ড পীস। আর সবার মতো শত্রুপক্ষের ছোট্ট অশ্বারোহী দলটার দিকে ছুটে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আর্টিরারির লোকজন, অনেক কষ্টে তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে।

ধুলোর ভেতর কি ঘটছে পরিষ্কার নয়, মেজর ভাবলো মাউন্ট আপ-এর অর্ডার দেবে কিনা। এই সময় আবার চোখে বাইনোক্যুলার তুললো সে। মনে হলো, ধুলোর ভেতর ছুটোছুটির নকশা-টা বদলে গেছে। ধুলোর কিনারায় বেরিয়ে আসা একটা আকৃতি হঠাৎ চিনতে পারলো সে, ফিয়াট ট্র্যান্সপোর্টার, সবেগে তার দিকে ফিলে আসছে সেটা, ক্যানভাস ছাদে উপচে পড়ছে লোকজন, সবাই তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

বাইনোক্যুলার আরেক দিকে ঘোরালো মেজর। ধুলোর রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এলো আরেকটা ট্রাক, সরাসরি তার দিকেই ছুটে আসছে। ওটার ছাদ থেকে এক সৈনিক তার পিছনের ধুলোর লক্ষ্য করে গুলি করছে, আশপাশে ছাদের কিনারা ধ'রে ঝুলে রয়েছে তার সঙ্গী-সাথীরা, ঝুলে থাকার ভঙ্গি আড়ষ্ট, তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

একটা আওয়াজ শুনলো মেজর, চিনতে পেরে তার চামড়ার নিচে ভয়ের অনুভূতি কিলবিল করে উঠলো। ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না, ব্রিটেনে তৈরি ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ চেনে সে। শব্দের উৎসের দিকে ছুটলো তার দৃষ্টি। ডান দিকে প্রসারিত ইতালিয়দের কলাম ও এখন লেজ তুলে পালিয়ে আসছে, সম্পূর্ণ দিশেহারা আর বিশৃংখল। কুঁজ বিশিষ্ট আকৃতিটা দেখতে পেলো সে, হেলেদুলে অথচ তীব্রবেগে সরাসরি ইতালিয়দের ট্র্যান্সপোর্টার বহরের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ছুটছে। ওটা একটা আর্মারড কার, জানে সে। জানে ফিয়াট ট্রাকগুলোর গা ওঠার তুলনায় নরম তুলতুলে।

'কামানের ঢাকনি খোলো!' অকস্মাৎ নির্দেশ দিলো মেজর ক্যাস্তেলানি। 'শত্রুর আর্মার মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হও!'

আর্মারড কারের টারিটে ভিকার্স মেশিনগানের রয়েছে বল-টাইপ মাউন্টিং। ব্যারেল তোলা বা নামানো যায়, কিন্তু ডান বা বাম দিকে দশ ডিগ্রির বেশি ঘোরানো যায় না–বল-টাইপ মাউন্টিংয়ের এটা একটা দুর্বলতা। তাই ড্রাইভারকে গানলেয়ার-এর ভূমিকাও পালন করতে হয়, অস্ত্র তাক করার জন্যে তাকে প্রয়োজন মতো গাড়ি ঘোরাতে হবে।

ব্যাপারটা রাস গোলামের জন্যে সহ্যসীমার বাইরে উৎকট একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। প্রতিবার একটা করে টার্গেট নির্বাচন করে সে, বিশুদ্ধ অ্যামহারিক ভাষায় ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে হুংকার ছাড়ে, ওদিকে ড্রাইভার গ্যারেথ সোয়েলস্ অ্যামহারিক ভাষার কিছুই বোঝে না, ইতিমধ্যে নিজেই অন্য একটা টার্গেট বাছাই করেছে। টার্গেটের দিকে নিশানা স্থির করছে সে, কিডনিতে দমাদম লাথি খেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দশা হ'লো তার, রাস গোলাম বোঝাতে চাইছেন তাঁর টার্গেটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ফলশ্রুতিতে হেনরিয়েটা তার সমস্ত গুণাগুণ বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠলো উন্মাদিনী, ইতালিয়দের কলামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রত্যাশিত পথ ধ'রে ছুটলো, মাঝে মধ্যে পাক খেলো, তিক্ত ভাষায় ক্রুরা পরস্পরের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মুতুল গুলিবর্ষণ এক রকম প্রায় গ্রাহ্যই করলো না।

ওদিকে প্রিসিলা রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে। রোলস-রয়েসকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলির প্রথম ঝাঁকটা কাজে লাগে নি, ধুলো আর অস্থির ট্রাক বহরের আড়ালে হারিয়ে গেছে গাড়িটা। কিন্তু তার পর থেকে জেক আর গ্রেগোরিয়াস পারস্পরিক সমঝোতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে সাফল্য।

'বাঁ দিকে, জেক! বাঁ দিকে!' চেঁচিয়ে বললো গ্রেগোরিয়াস, ভিকার্সের সাইটে চোখ, সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ইতালিয়দের একটা ট্রাক, মাত্র একশো গজ দূরে।

'হয়েছে, ব্যাটাচ্ছেলে আমার নাক বরাবর সামনে।' ভাইজরে ট্রাকটা উদয় হতেই পাল্টা চিৎকার করলো জেক। ভাইজরটা সরু, গায়ে কয়েকটা ফুটো নিয়ে ইস্পাতের একটা পাত, শুধু সামনের খানিকটা দেখা যায়, তবে টার্গেটকে একবার দেখতে পেলে পিছু ছাড়ার নাম করে না জেক, ধাওয়া করে বিশ গজের মধ্যে চলে আসে–এবারও তাই হলো।

ট্রাকের গা থেকে কালো শার্ট পরা পদাতিক সৈনিক উপচে পড়েছে, তাদের কেউ কেউ প্রিসিলাকে লক্ষ্য করে গুলি করলো। ইস্পাতের খোলে লেগে পিছলে আরেক দিকে বেরিয়ে গেলো বুলেটগুলো। ট্রাকের ভেতর যতো না সৈনিক, তারচেয়ে বেশি ঝুলে আছে গায়ে। ট্রাকের কিনারায় দু'হাত, আড়ষ্ট ভঙ্গি, রক্তহীন সাদা মুখে তাকিয়ে আছে পিছনে, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা অথবা ঝাঁঝরা হবার অপেক্ষায় আছে।

'শূট, গ্রেগোরিয়াস!' অনুমতি দিলো জেক। গ্রেগোরিয়াসের প্রতি খুশি ও, নির্দেশ না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত একটাও গুলি করে নি। একেবারে শেষ মুহূর্তে নির্দেশ পাওয়ায় গ্রেগোরিয়াসের একটা গুলিও অপব্যয় হ'লো না, টার্গেট এতো কাছে যে সব ক'টা ট্রাকে লাগলো–ক্যানভাস, মাংস, হাড় আর ইস্পাত ভেদ করে ভেতরে ঢুকলো মিনিটে সাতশো রাউন্ড।

অকস্মাৎ ঘুরে গেলো ট্রাকটা, ধসে পড়লো সামনের অংশ, কাত হয়ে উল্টে গেলো, ডিগবাজি খেলো বারবার, প্রতিবার গা থেকে ছিটকে চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো মানুষ, যেনো একটা কুকুর পুকুর থেকে পাড়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে পানি ঝরালো।

'জেক, ডান দিকে।' সাথে সাথে বললো গ্রেগোরিয়াস। 'আরেকটা ট্রাক, ডান দিকে, আরো একটু ডানে–হয়েছে!' আতংকিত সৈনিকে ভর্তি আরেকটা ট্রাকের পিছু ধাওয়া করলো ওরা।

ওদের পাশে একশো গজ দূরে হেনরিয়েটা তার প্রথম সাফল্যের মুখ দেখলো। রাস গোলামের অসম্মানজনক লাথি খেতে আর রাজি নয় গ্যারেথ সোয়েলস্, রাজি নয় দুবোর্ধভাষার নির্দেশ মানতে, ছুটন্ত আর্মারড কারের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে গোত্রপ্রধানকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারলো সে।

'তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, ওল্ড চ্যাপ,' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'ভুলে গেছো আমরা একই দলে?'

নিয়ন্ত্রণহীন আর্মারড কার আপন খুশিতে ছুটলো, প্রায় পাশাপাশি একই সাথে ছুটছে একটা ফিয়াট ট্রাক, ইতালিয়দের পদাতিকে ভর্তি, কিন্তু ড্রাইভার টের পায় নি পিছু ধাওয়ারত অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়াও অন্য আরেক শত্রুর অস্তিত্ব আছে। তার ঘাড় অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে আছে, মাথাটা যেনো ঘাড়ের ওপর উল্টো করে বসানো, তাকিয়ে আছে পিছিয়ে পড়া অশ্বারোহীদের দিকে, ট্রাক কোন দিকে যাচ্ছে জানে না বা আরেক পাশে কী রয়েছে দেখে নি।

নিয়ন্ত্রণহীন দুটো গাড়ি তির্যকভাবে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছুটলো চারদিকে, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে দুটো গাড়িই কাত হ'তে শুরু করলো, উল্টে পড়ছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হ'লো হেনরিয়েটাও উল্টে পড়বে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কাত হওয়ার গতি রুদ্ধ হলো, একপাশের দুটো চাকা ফিরে এলো মাটিতে, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হ'লো আর্মারড কার, ভেতরের ক্রুরা ইস্পাতের দেয়ালে ঘন ঘন বাড়ি খেয়ে রক্তাক্ত হলো। এঞ্জিন বন্ধ হয় নি, আবার ছুটলো হেনরিয়েটা, নাকে রক্ত নিয়ে কন্ট্রোল সামলানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো গ্যারেথ।

ফিয়াট ট্রাকটা তুলনায় হালকা ও উঁচু, আর্মারড কার ওটার ক্যাবেল নিচে ধাক্কা মেরেছে, এক ধাক্কাতেই চিৎ, মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো, চারটে চাকা তারপরও বনবন করে ঘুরছে। ক্যাব আর ক্যানভাস ঢাকা হুড ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, ওগুলোর নিচে যারা ছিলো সবক'টা ইস্পাত আর শক্ত মাটির মাঝখানে পড়ে ছাতু হয়ে গেছে।

রাস গোলামের জন্যে পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠলো। গরম ধাতব বাক্সের ভেতর বন্দী থাকবে সে, বাইরে কী ঘটছে তার প্রায় কিছুই দেখতে পাবে না, নাকের ডগা দিয়ে শয়ে শয়ে জন্মশত্রু কোনো বাধা না পেয়ে পালিয়ে যাবে, তা কী করে হয়। টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুললো সে, সবেগে মাথা আর কাঁধ বের করে খাড়া হলো। রক্তপিপাসায়, রাগে, দুঃখে হতাশায় আর উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো সে।

এই সময় খোলা একটা নীল আর কালো রোলস-রয়েস হেনরিয়েটার সামনে দিয়ে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানির মতো ছুটে গেলো। পিছনের সিটে রয়েছে ইতালিয়দের একজন শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসার, ইউনিফর্মে পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি, সাথে সাথে গোত্রপ্রধান আর গ্যারেথের মধ্যে মতের মিল ঘটে গেলো আবার। দু'জনের জন্যেই ভয়ানকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা টার্গেট পেয়েছে ওরা।

'সেই চিৎকারটা ছাড়ছো না কেনো, ওল্ড চ্যাপ?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, অপেক্ষায় না থেকে নিজেই অনুকরণ করলো, 'হাউ ডু ইউ ডু!'

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়ছে আর গালিগালাজ করছে কাউন্ট বেলিনি, কারণ পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ড্রাইভার। আরো মার খেয়ে ক্ষতের সংখ্যা বেড়ে গেছে শরীরে, ডান দিকে বাঁক ঘুরে সরাসরি পলায়নপর ইতালিয়দের কলামের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে সে। বোকামিটা অসংখ্য আইসবার্গের ভেতর দিয়ে ফুলস্পীডে জাহাজ চালানোর মতো। আলোড়িত ধুলোর পাহাড় দৃষ্টিসীমা কমিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ ফুটে, আর এই খয়েরী রঙের কুয়াশা ভেদ করে বিনা নোটিসে হেলেদুলে বেরিয়ে আসছে বিশালকায় ট্রুপ-ক্যারিয়ার, একজন ড্রাইভারেরও সময়মতো দিক বদলানোর বা

ব্রেক করার মানসিক অবস্থা নেই, তাছাড়া সবাই তারা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

রোলস-রয়েসের সামনে দানবীয় আরো দুটো আকৃতি ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এলো–একটা নিজেদের ট্রাক, অপরটা উটের মতো কুঁজ নিয়ে কিম্ভুতকিমাকার একটা বাহন, টারিটে উড়ছে দুটো পতাকা, তার মধ্যে একটা ইথিওপিয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। টারিট থেকে আরো একটা জিনিস বেরিয়ে আছে, সেটা হ'লো ভিকার্স মেশিনগানের ব্যারেল।

হঠাৎ করে আর্মারড কার ঘুরে গেলো, প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো ট্রাকের গায়ে, উল্টে পড়লো ট্রাক। আবার ঘুরে গিয়ে সরাসরি রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এলো আর্মারড কার। চোখের পলকে এতো কাছে চলে এলো সেটা, ওদের ওপর এখন হুমকির ভাব নিয়ে ঝুলে রয়েছে, এমনকি সীমিত দৃষ্টিসীমার ভেতর গুইসেপ্পিও সেটাকে দেখতে পেলো।

ভোজবাজির মতো প্রতিক্রিয়া হলো। সিটের ওপর ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মতো টান টান হ'লো গুইসেপ্পি। অবিরাম হুইল ঘোরালো। মাত্র দু'চাকার সাহায্যে দিক বদলালো রোলস-রয়েস, আর্মারড কারের সামনে দিয়ে, প্রায় নাক ছুঁয়ে, নিপুণভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে টারিটের হ্যাচ দড়াম করে খুলে গিয়ে বেরিয়ে এলো বাদামী একটা প্রাচীন চেহারা, মুখ ভরে আছে বিশাল হাসিতে–এমন শুভ্র আর চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হাসি জীবনে কখনো দেখে নি কাউন্ট। আর্মারড কারের সামনে থেকে রোলস-রয়েসে সরে আসার আগেই প্রাচীন চেহারা থেকে বিদায় নিলো হাসিটা, তার পরিবর্তে গলা চিরে বেরিয়ে এলো এমন রক্ত পানি করা রণহুংকার, যে কাউন্টের পেটের ভেতর থলিগুলো ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে শুরু করলো।

সবেগে রোলসের দিকে ঘুরলো ভিকার্সের ব্যারেল, গানার রাস গোলাম টারিটের নিচে নামিয়ে নিয়েছেন মাথাটা, ব্যারেল খানিকটা উঁচু হলো, সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করছেন তিনি। আয়নায় চোখ রেখে সবই দেখলো গুইসেপ্পি, আবার স্যাঁৎ করে দিক বদলালো সে, ভিকার্সের গুলি রোলস-রয়েসের বাঁ দিকে লাগলো, ধুলো আর পাথরের ঘূর্ণি ঝর্ণার মতো লাফিয়ে উঠলো শূন্যে।

ঘুরে গেলো আর্মারড কারও, তারই সাথে ঘুরলো ধাবমান ধুলোর মেঘ, দুই গাড়ির মাঝখানের ফাঁক চোখের পলকে ছোটো হয়ে আসছে। আবার গুলি হবে, দেখতে পেলো গুইসেপ্পি, অনিবার্য মৃত্যু এড়াবার জন্যে ভীষণ এক ঝুঁকি নিয়ে ফেললো সে—সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রেক করলো। ব্যাকসিটে উল্টে গেলো কাউন্ট বেলিনি, প্রতিবাদমুখর, কালো কাপড়ে ঢাকা তার নিতম্ব আমাদের দিকে উঁচু হয়ে থাকলো, চকচকে বুট সহ পা দুটো অনবরত ছুঁড়ছে।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট রোলস-রয়েসের মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে উড়ে গেলো, আবার উল্টোদিকে অবিরাম ঘুরিয়ে হুইল লক করে দিলো গুইসেপ্পি, ব্রেক রিলিজ করলো, পায়ের চাপে মেঝের সাথে সেঁটে ধরলো থ্রটল। খানিকটা জায়গা লাফ দিয়ে

পেরিয়ে গেলো রোলস-রয়েস, বনবন করে ঘুরছে চাকা, মাটির স্পর্শ পেয়ে এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকির সাথে দ্রুতগতি লাভ করলো যে, আবার পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হ'লো কাউন্ট, পিছরে লেদার সিটে কেউ যেনো ঠুকে বসিয়ে দিলো তাকে, খটাখট বাড়ি খেলো হাড়গুলো পরস্পরের সাথে, মাথার হেলমেট নেমে এলো চোখের ওপর।

'তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলাম,' হাঁপিয়ে উঠে বললো কাউন্ট, হেলমেট ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এতো ব্যস্ত, তার কথা শোনার সময় নেই গুইসেপ্পির। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিলো সে, জানে হয় কাউন্টেস ঘুসি খেতে হবে, নয়তো ভিকার্স মেশিনগানের বুলেট। তবু কর্তব্যের কথা ভোলে নি লোকটা, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধ'রে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে রোলস-রয়েসেকে, সাফল্যের সাথে পালাচ্ছে। রোলসের গতি আর্মারড কারের চেয়ে বেশি, মাঝখানের ফাঁকটা ক্রমশ বাড়লো। গুলি হলেও রোলস-রয়েসের গায়ে একটাও লাগলো না।

দুটো গাড়ির খানিক সামনে আরেকটা উঁচু ট্রুপ-ট্র্যান্সপোর্টারের কাঠামো ধুলোর ভেতর ঝুলে রয়েছে রয়েছে, ওদের সথে সমান্তরাল রেখায়, তবে গায়ে-গতরে সৈনিকদের বোঝা থাকায় গতি মন্থর।

ঘনঘন হুইল ঘুরিয়ে ঝাঁকঝাঁক বুলেট এড়াবার চেষ্টা করলো গুইসেপ্পি, তারপর আবার একটা ভয়াবহ ঝুঁকি নিলো। ট্রুপ-ক্যারিয়ারের নাকের সামনে বাঁক নিয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিলো, একটুর জন্যে সংঘর্ষ বাঁধলো না, আর্মারড কারের ঘাতক মেশিনগান ওটাকে এখন আর ছুঁতে পারবে না। তবে এক শিকার হারিয়ে বৃদ্ধ রাস গোলাম আরো মরিয়া হয়ে উঠলেন, আরেক শিকার দেখতে পেয়ে বিকট রণহুংকার ছাড়লেন তিনি, টেনে ধ'রে থাকলেন ভিকার্সের ট্রিগার।

ট্রাকের ক্যানভাস শতোচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেলো বাতাসে, ক্যানভাসের নিচে মানুষের নিরেট ভিড় ফুটোয় ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে গেলো, ট্রাকের আড়ালে দ্রুত দূরে সরে গেলো রোলস-রয়েস। হঠাৎ করে ধুলোর রাজ্য ভেদ করে স্ফটিক-স্বচ্ছ মরু বাতাসে বেরিয়ে গেলো সেটা, সামনে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তর। বোঝার ভারে ধুঁকতে থাকা ট্রুক্যারিয়ারগুলো পিছনে পড়ে থাকলো। এই মুহূর্তে কাউন্ট বেলিনির যা মনোভাব, ওয়েলস অব চান্ডির ওপর ডিফেন্সিভ পজিশনে না পৌঁছে থামবে না রোলস-রয়েস। তারপর হঠাৎ করেই, তার সামনে খোলা প্রান্তরে সাজানো কামানগুলোর দিকে চোখ পড়লো। তিনটে কামান প্রতিটির পিছনে গানার-রা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরম আনন্দে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কাউন্ট, সদ্য দেখা দুঃস্বপ্ন ভুলে গেলো, বুকের সাহস ফিরে আসার সাথে সাথে শত্রুনিধনের তীব্র লালসা জেগে উঠলো তার অন্তরে।

'গুইসেপ্পি, তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছো,' আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, 'তোমাকে আমি একটা মেডেলও দেবো।' মৃত্যুদণ্ড সম্ভবত বাতিল করা হয়েছে।

এতোক্ষণে, কথাবার্তা শুনে যখন বুঝলো বিপদ কেটে গেছে, কাউন্টের পায়ের নিচ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুললো সার্জেন্ট জিনো, ভয়ে ভয়ে রোলস-রয়েসের কিনারা

থেকে পিছন দিকে উঁকি দিলো। সে যা দেখলো, নিজেকে সামলানোর সময় পেলো না, তার গলা চিরে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, চোখের পলকে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলো সে।

ওদের পিছনে ধুলোর পাহাড় ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে আদিবাসীদের আর্মারড কার, সবেগে ছুটে আসছে রোলস-রয়েসের দিকে।

কাউন্টও একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো, গুইসেপ্পির ঘাড়ে-গর্দানে ঘুসি মারলো দমাদম। 'জোরে, গুইসেপ্পি, জোরে!' হুংকার ছাড়লো সে। 'এখন যদি মারা পড়ি, তোমাকে আমি নিজের হাতে গুলি করবো।'

তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে কামানগুলোর দিকে ছুটলো রোলস-রয়েস।

'শান্ত থাকো, বাছারা,' একঘেয়ে সুরে একই কথা বারবার আওড়ে যাচ্ছে মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। 'হোল্ড ইওর ফায়ার। হোল্ড ইওর ফায়ার!'

গোলন্দাজবাহিনীর অস্থিরতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে, কামান দাগার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে প্রত্যেকটি লোক।

'ট্রেনিংয়ের কথা মনে করো,' ব'লে চলেছে সে। দৃঢ় পায়ে হেঁটে এসে থামলো একজন গান-লেয়ারের পাশে, চোখে বাইনোক্যুলার তুলে সামনের প্রান্তরে চোখ বুলালো। 'শান্ত থাকো! হোল্ড ইওর ফায়ার!'

ধুলোর মেঘ গড়াতে গড়াতে দ্রুত এদিকে সরে আসছে, কিন্তু ভেতরে কী ঘটছে পরিষ্কার নয়।

'তোমার কামানে হাই-এক্সপ্লোসিভ লোড করা?' গান-লেয়ারকে জিজ্ঞেস করলো মেজর। মস্ত একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকালো ছোকরা।

'মনে রেখো, প্রথম শট-টাই শুধু মনোযোগ দিয়ে তাক করার সময় পাবে তুমি।'

'স্যার!' ছোকরার গলা কেঁপে গেলো, লক্ষ্য করে রাগ আর ঘৃণায় গা জ্বালা করে উঠলো মেজরের। আনাড়ি, রক্ত দর্শন করে নি কখনো, এমন সৈনিকদের অবস্থা কী হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। নার্ভাস, নার্ভাস, সবাই বড়বেশি নার্ভাস।

ঝট করে ঘুরে পরবর্তী ব্যাটারির দিকে এগোলো সে।

'স্টেডি, স্টেডি! সময় না হওয়া পর্যন্ত শান্ত থাকো!'

একজন গানারকে দেখে মনে হলো, ছোকরা কেঁদে ফেলবে।

'তোমরা শুধু একজনকে ভয় পাবে–আমাকে,' হেঁড়ে গলায় সতর্ক করলো মেজর। 'আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যদি ফায়ার ওপেন করো, আমি তার– ।'

চিৎকার হলো, বাধা পেয়ে থেমে গেলো মেজর ক্যাস্তেলানি। একজন লোডার হাত তুলে প্রান্তরের দিকটা দেখালো।

'লোকটার নাম জেনে রাখো!' কঠিন সুরে বললো মেজর, আচরণে ব্যস্ততার বদলে মর্যাদা আর কর্তৃত্ব ফোটবার জন্যে মাথা নিচু করে বিনোকিউলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করলো, তারপর সেটা চোখে তুললো।

নিজের বাহিনীকে পিছনে ফেলে পালিয়ে আসায় এতোই উৎসাহী কাউন্ট বেলিনি, পিছন ফিরে তাকাবার কথা তার মনে থাকলো না। ইতিমধ্যে ইতালিয়দের কলাম আর রোলস-রয়েসের মাঝখানে আধ মাইলের একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে সেটা। সরাসরি আর্টিলারি ব্যাটারির দিকে গাড়ি চালাচ্ছে গুইসেপ্পি। এই মুহূর্তে পিছনের সিটে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, হাত দুটো এতো ঘনঘন নাড়ছে যে মনে হ'তে পারে এক ঝাঁক মৌমাছি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

গাঢ় রঙের ধুলোর পাহাড় ভেদ করে আরো একটা কিম্ভুতকিমাকার বাহন ছিটকে বেরিয়ে এলো, দেখার সাথে সাথে কাঠামোটা চিনতে পারলো মেজর ক্যাস্তেলানি, নতুন রঙ বা টারিটে বসানো নতুন অস্ত্র তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। টারিটে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বুড়োটা যে শত্রুপক্ষের একজন, তাও তাকে ব'লে দিতে হ'লো না।

'ভেরি ওয়েল, ল্যাডস,' শান্ত সুরে বললো মেজর। 'হিয়ার দে কাম। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যান্ড ওয়েট ফর দা অর্ডার। নট আ মোমেন্ট বিফোর।'

ছুটন্ত আর্মারড কার থেকে গুলি হলো, বিরতি ছাড়া দীর্ঘ বিস্ফোরণের শব্দ। বড় বেশি দীর্ঘ, ভাবলো মেজর, হাসলো নিঃশব্দে। সন্দেহ নেই মেশিনগানটা গরম হয়ে উঠছে, যেকোনো মুহূর্তে জ্যাম হয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞ একজন গানার থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করবে—তার মানে শত্রুপক্ষও অনভিজ্ঞ, উপলব্ধি করলো সে।

'শান্ত থাকো, ধৈর্য ধরো,' ধমকে উঠলো মেজর, নিজের লোকদের অস্থিরতা অনুভব করতে পারছে সে। পরস্পরের দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘনঘন তাকাচ্ছে তারা।

আর্মারড কার আবার গুলি করলো, রোলস-রয়েসের চারদিকে লাফিয়ে উঠলো পাথুরে মাটি–এবারও দীর্ঘ বিস্ফোরণের একটানা শব্দ শোনা গেলো। শব্দটা হঠাৎ করে থেকে গেলো, তারপর আর শোনা গেলো না।

'হাহ!' মেজরের গলা থেকে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো। 'ওদের মেশিনগান জ্যাম হয়ে গেছে!' তার নার্ভাস গানাররা শত্রুপক্ষের কোনো গুলি খাবে না। স্বভাবতই সাহস বেড়ে যাবে তাদের।

'স্টেডি, মাই বয়েজ। অল স্টেডি। নট লং ওয়েট। নাইস অ্যান্ড স্টেডি! ইজি!'

কি ঘটেছে বুঝতে পারলেন না রাস গোলাম। পিস্তল গ্রিপ আর ট্রিগার ধ'রে টানাটানি কম করলেন না, কিন্তু হঠাৎ থেমে যাওয়া মেশিনগান থেকে আর কোনো শব্দ বেরুলো না। খেপে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করলেন তিনি, এমনই অশ্রাব্য

যে, কোনো মানুষকে করা হলে সাথে সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন না করে উপায় থাকতো না, আর দু'জনের একজনকে অবশ্যই মরতে হতো।

তাতেও যখন কাজ হ'লো না, তলোয়ার হাতে টারিটের ওপর উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ, সামনে পিছনে না তাকিয়ে মাথার ওপর বনবন করে ঘোরালেন সেটা, সেই সাথে রণহুংকার তো আছেই।

একশো মিলিমিটার ফিল্ড গান কী জিনিস সে-সম্পর্কে রাস গোলামের কোনো ধারণা নেই, ধারণা যদি থাকতোও, এই মুহূর্তে তিনি ওগুলোকে দেখকে পাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে রোলস-রয়েসের দিকে, বিদেশী আরোহীদের নিয়ে তাঁর সামনে দিয়ে পালাচ্ছে সেটা।

তাঁর নিচে ভাইজরের দিকে ঝুঁকে সামনেটা দেখার চেষ্টা করলো গ্যারেথ সোয়েলস্। সরু ভাইজর, খুব বেশি কিছু দেখার উপায় নেই, তাছাড়া করডাইটের ধোঁয়ায় চোখ ভরে উঠেছে পানিতে, ফলে দৃষ্টিও ঝাপসা। চোখ পিটপিট করে রোলস-রয়েসটাকে দেখতে পেলো সে, সেটাকেই অনুসরণ করলো। 'গুলি করো, বুড়ো খচ্চর!' হাঁক ছেড়ে বললো সে। 'ওটা চলে যাবে যে!' কিন্তু না, আগের মতোই স্তব্ধ হয়ে থাকলো মেশিনগান।

ইস্পাতের খোলের ভেতর গ্যারেথের সিট-টা নিচের দিকে, আর মেজর ক্যাস্তেলানি বুদ্ধি করে মাটির একটা ভাঁজে কামানগুলো বসানোয় আর্মারড কার থেকে ওগুলোকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। সগর্বে কামানের দিকে ছুটে চললো হেনরিয়েটা, গ্যারেথের চোখের সামনে টোপ হিসেবে রয়েছে রোলস-রয়েস। অবধারিত মৃত্যুর কতো কাছে চলে এসেছে, তার জানা নেই।

'চমৎকার!' তুমুল গতিতে আর্মারড কারটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তৃপ্তির সাথে বললো মেজর ক্যাস্তেলানি। এরইমধ্যে সেটা অভিজ্ঞ একজন গানারের জন্যে লোভনীয় নাগালের ভেতর চলে এসেছে। তবে এখন যে দূরত্ব, তার আরো অর্ধেকটা ওটাকে পেরিয়ে আসতে দেবে সে, তাহলে তার অনভিজ্ঞ ক্রুরা টার্গেট প্র্যাকটিসে অবশ্যই সাফল্যের পরিচয় দেবে ব'লে আশা করা যায়।

কামানের দুশো মিটার সামনে রয়েছে রোলস-রয়েস, ছুটে আসছে কমকরেও ঘন্টায় ষাট-সত্তর মাইল বেগে। তিনটে আতংক নীল মুখ তার দিকে আবেদনভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, প্রাণ বাঁচানোর আকুল আর্তনাদের প্রতিযোগিতায় তিনটে কণ্ঠস্বরই প্রথম হ'তে চায়। তাদেরকে অগ্রাহ্য করে ঝট্ করে শত্রুপক্ষের দিকে তাকালো মেজর ক্যাস্তেলানি। আর্মারড কার এখনো দু'হাজার মিটার দূরে, তবে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। অস্থির গানারদের শান্ত থাকার জন্যে কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে, এই

সময় ফাঁক ফাঁক করে বমিখায়েলা কামানগুলোর মাঝখান দিয়ে সবেগে ভেতরে ঢুকে পড়লো রোলস-রয়েস।

রোলসের পিছনে সিটে দাঁড়িয়ে কাউন্ট, এক হাত দিয়ে মাথার ধ'রে আছে হেলমেট, অপরহাত দিয়ে শাসাচ্ছে গানারদের। 'ওপেন ফায়ার! এই মুহূর্তে ফায়ার ওপেন করো, তা না হলে তোদের সব ক'টাকে আমি গুলি করে মারবো!' দুই কামানের মধ্যবতী সরু পথে চলে এলো রোলস-রয়েস, হঠাৎ কাউন্টের খেয়াল হ'লো গানারদের উৎসাহ দেয়া উচিত, যাতে তারা যার যার পোস্ট ছেড়ে না পালায়, পালালে আর্মারয় কারটাকে তার পিছনে ঠেকাবে কে! 'পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়!' গর্জে উঠলো সে। কামান আর গানারদের পিছনে ফেলে এখনো ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল গতিতে ছুটছে রোলস-রয়েস, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত খাঁ খাঁ করছে প্রান্তর।

কাউন্টের নির্দেশটাকে বাতিল ঘোষণা করার জন্যে গলার সমস্ত জোর একত্রিত করলো মেজর ক্যাস্তেলানি, কিন্তু তিনটে ফিল্ড গানের সম্মিলিত গর্জনের তুলনায় তার কণ্ঠস্বর পিঁপড়ের কান্নান মতো, কেউ শুনতে পেলো না। তিনটে কামান একসাথে গর্জে উঠলো, শতো চেষ্টাতেও গানারদের এই সাফল্য ট্রেনিংয়ের সময় অর্জিত হয় নি। কর্নেলের 'এই মুহূর্ত'-টাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে তারা, দ্রুত গোলবর্ষণের স্বার্থে লক্ষ্যস্থির বা ভুল সংশোধনের কথা ভুলে গেছে।

এই যখন পরিস্থিতি, দিকভ্রান্ত গোলাগুলোর একটা গুদি টার্গেট খুঁজে পায়া তাহলে সেটাকে ভাগ্যগুণই বলতে হবে। ওটা একটা ফিয়াট ট্রুপ-ক্যারিয়ার, আর্মারড কারের সিকি মাইল পিছনে এই মাত্র ধুলোর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওটার রেডিয়েটর চুরমার করে দিয়ে ভেতর ঢুকলো গোলা, গুঁড়িয়ে দিলো এঞ্জিন ব্লক, ছিন্নভিন্ন করলো ড্রাইভারকে, তারপর বিস্ফোরিত হ'লো ক্যানভাস হুডের নিচে পদাতিক সৈনিকদের নিরেট ভিড়ের ঠিক মাঝখানে। এঞ্জিন আর সামনের চাকা কয়েক সেকেণ্ড সচল থাকলো, সামনের এবড়োথেবড়ো মাটিতে এসে উল্টে গেলো, শুরু করলো ডিগবাজি খেতে–মাটিতে নাক দিয়ে সটান খাড়া হ'লো ট্রাক, যন্ত্রদানব যেনো শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করছে প্রথম পুরস্কারটি পাবার আশায়।

শত্রুপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছুলো মাত্র একটা শেল। হেনরিয়েটার দশ ফুট সামনে বিস্ফোরিত হ'লো সেটা, হলুদ মাটি আর আগুনের শিখা নিয়ে মাথাচাড়া দিলো একটা টাওয়ার, মাটিতে তৈরি হ'লো গোলাকার একটা গভীর গর্ত, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ফুট চারেকের কম নয়, ওই গর্তে পড়ে অচল হয়ে গেলো আর্মারড কার।

টারিট থেকে বেরিয়ে আছে রাস গোলামের মাথা, মুখ আর চোখ বিস্ফারিত, শরীরের এই তিনটে জায়গাই শেল বিস্ফোরণজনিত ধুলো আর কাঁকরে ভরে উঠলো, গলা চিরে বেরিয়ে আসা রণহুংকার থেমে গেলো মাঝপথে। বাতাসের অভাবে হাঁপাতে লাগলেন তিনি, দু'হাতে রগড়াচ্ছেন ভেজা চোখ।

আগুন আর মাটির টাওয়ার গ্যারেথের দৃষ্টিপথেও বাধা হয়ে দাঁড়ালো, অন্ধের মতো গর্তের ভেতর গাড়ি নিয়ে পড়লো সে। প্রচণ্ড ধাক্কায় সিট থেকে ছিটকে পড়লো,

স্টিয়ারিং হুইলের সাথে ঠুকে গেলো বুক, নিচের মেঝেতে ঢলে পড়ার আগে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এলো সমস্ত বাতাস।

আরেকটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে গর্তটা থেকে উঠে এলো হেনরিয়েটা, ওটার চারদিকে আগুন আর গুঁড়ো মাটি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো। আর্মারড কারের স্প্রিং ছিঁড়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে আছে গাড়ি, সামনের চাকা দুটো এমন ভঙ্গিতে বাঁকা আর কাত হয়ে পড়েছে যে আর কোনো দিন সিধে হবে ব'লে মনে হয় না, যদিও এঞ্জিন সগর্জনে চালু রয়েছে, ফলে ট্রেনিং পাওয়া সার্কাসের পশুর মতো ডান দিকে ঘুরছে হেনরিয়েটা, বিরতিহীন পাক খাচ্ছে।

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে ড্রাইভারের সিটে সিধে হয়ে বসলো গ্যারেথ, দেখলো স্টিয়ারিং কলামের কোনো অস্তিত্বই নেই, আর থ্রটল এমনভাবে আটকে গেছে যে, দু'হাতে ধ'রে ঝাঁকালেও এক চুল নড়ে না। মাথাটা পরিষ্কার হবার অপেক্ষায় দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড ব'সে থাকলো চুপচাপ, এখনো হাঁপাচ্ছে, কারণ খোলের ভেতরটা ভরে আছে ধোঁয়া আর ধুলোয়।

আরেকটা শেষ বিস্ফোরিত হ'লো খোলের কাছাকাছি কোথাও। উঠতে যাচ্ছিল, সিটের ওপর ঠুকে বসিয়ে দেয়া হ'লো তাকে। নিতম্বে ব্যথা নিয়ে মাথার ওপর হাত তুললো সে, হ্যাচের ঢাকনি খুলে মাথা তুললো ফাঁকটায়, তাজা বাতাস বুক ভরে নিলো। তারপর চোখ মেললো গ্যারেথ, দেখলো তিনটে কামান সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করছে।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠলো গ্যারেথ, দ্রুত বৃত্ত রচনায় ব্যস্ত আর্মারড কারের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হ'লো শেষগুলো, প্রতিটি বিস্ফোরণের সাথে ঝাঁকি খেলো মাথা, দু'সারি দাঁতের সাথে সংঘর্ষ হলো।

'চলো বাড়ি ফিরি!' সরু হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আসছে গ্যারেথ। পা দুটো কাটায় কাটায় ঠিক সময়ে ইস্পাতের মেঝে ত্যাগ করলো, তা না হলে দুটো পায়েরই হাঁটু থেকে নিচের সব ক'টা হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতো।

দু'হাজার গজ দূরে অন্য আরেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, কাউন্ট বেলিনি গানারদের মধ্যে যে আতংক ছড়িয়ে গেছে সেটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছে সে। গানাররা যন্ত্রচালিতের মতো লোডিং আর ফায়ারিংয়ে এতোই ব্যস্ত যে কামান দাগার বাকি সব সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত নিয়ম বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে। লেয়ার-রা এমনকি টার্গেটের নিশানা স্থির করার ভানও করছে না, ব্রিচ ব্লক সশব্দে বন্ধ হওয়া মাত্র হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে ল্যানিয়ার্ডে।

ক্যাস্তেলানির হুংকার গর্জন তাদের বন্ধ কানে ঢুকলোই না, ইতিমধ্যে তারা কি এক নেশায় যেনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কাউন্টের মুখ থেকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি

শোনার পর তাদের স্নায়ু একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সহজবোধ্য যুক্তি বা বিচার-বিবেচনা বোধ হারিয়ে বসেছে সবাই।

একজন লেয়ারকে তার সিট থেকে হিঁচড়ে টেনে আনলো মেজর, হাদের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মুঠো থেকে ছাড়ালো ল্যানিয়ার্ড-টা। অযোগ্য লোকদের অভিশাপ দিলো সে, সুনিপুণ দক্ষতার সাথে কামানের হ্যান্ডেলগুলো দ্রুত ঘোরালো। মোটা ব্যারেল নিচে নামালো, স্যাঁৎ করে সরে এলো একপাশে, বড়সড় ম্যাগনিফাইং গানসাইটে ছোট্ট পোকার মতো আর্মারড কার হঠাৎ বিশাল হয়ে দেখা দিলো। উন্মত্ত একটা গতিবেগের সাথে পাক খাচ্ছে ওটা, বোঝাই যায় কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পাক খাওয়ার ছন্দটা লক্ষ্য করলো মেজর, কাজির কঠিন আর সংক্ষিপ্ত একটা ঝাঁকিতে ল্যানিয়ার্ড টানলো।

সবেগে পিছিয়ে এলো ব্যারেল, শক অ্যাবজরবার-এর হাইড্রলিক পিস্টনে বাধা পেয়ে অবেশেষে রুদ্ধ হ'লো ওটার গতি, পনেরো পাউন্ড ওজনের ইস্পাত শেল প্রান্তরে ওপর দিয়ে প্রায় সরল একটা পথ ধ'রে ছুটলো বিদ্যুৎবেগে।

সামান্য একটু নিচে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছিল। দুই সামনের চাকার মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকলো শেল, আঘাত করলো সরাসরি ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টের নিচের মাটিতে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় খোলের নরম তলপেট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, সেটিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো এঞ্জিন ব্লক, প্রকাণ্ড সামনের চাকা জোড়া গাড়ির গা থেকে রোস্ট করা মুরগির ডানার মতো ছাড়িয়ে নেয়া হ'লো যেন, খোলের মোটা ইস্পাতের মেঝে ফুলে গম্বুজ আকৃতি পেলো।

ড্রাইভারের হ্যাচে ঝুলছে গ্যারেথ। অর্ধেক ওপরে, অর্ধেক নিচে। বিস্ফোরণের ধাক্কাটা উঠে এলো সদ্য খোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো—গ্যারেথ যেনো একটা ছিপি, হ্যাচ থেকে ছুঁড়ে দেয়া হ'লো তাকে, পা দুটো তখনো ছন্দহীন নাচানাচি করছে।

একই অবস্থা হ'লো রাস গোলামের। টারিট থেকে ছিটকে নিক্ষিপ্ত হলেন তিনি, শূন্যে উত্থানের শেষ সীমায় পৌঁছে গ্যারেথের সাথে মিলিত হলেন। দুটি দেহ একসাথে নেমে এলো মাটিতে, প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়, ডিগবাজি খেতে খেতে। মাটিতে পড়ার পর দেখা গেলো গ্যারেথের পিঠে, শোল্ডার, ব্লেডের মাঝখানে আয়েশ করে ব'সে রয়েছেন বৃদ্ধ–সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটি হলো, দু'জনের কাউকেই তলোয়ারের সামান্য একটু আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি, অথচ ওদের সাথেই ছিলো সেটা, নেমে এসে গ্যারেথের কানের লতি থেকে এক ইঞ্চি দূরে গভীরভাবে গেঁথে গেছে মাটিতে।

দুর্বল গ্যারেথ আস্ত ধীরে পিঠ থেকে নামাতে চেষ্টা করলো রাস গোলামকে। 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওল্ড চ্যাপ,' বললো সে, গলায় জোর কম। 'এভাবে যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকো, বসার সময় যদি হুঁশ না থাকে, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

কিন্তু বসার পর মাংসের নরম গতিতে আরাম পেয়ে গেছেন গোত্রপ্রধান, ওঠার কোনো ইচ্ছে নেই তাঁর।

'ওহ্, মাই হড!' হাঁপিয়ে উঠলো গ্যারেথ, হামাগুড়ি দিয়ে বিধ্বস্ত হেনরিয়েটার আড়ালে আশ্রয় নিলো, এখনো আর্মারড কারের গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কুঁকড়ে শরীরটাকে ছোটো করে আনছে গ্যারেথ, এই সময় খেয়াল হ'লো আশপাশে কোথাও রাস গোলামকে দেখা যাচ্ছে না।

'গোলাইম্মা, ও-ই ধাড়ি বজ্জাত–ফিরে এসো বলছি!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো গ্যারেথ।

বকের মতো সরু, কাঁপা কাঁপা পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন রাস গোলাম। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া থেকে এখনো তিনি মুক্ত হ'তে পারেন নি, মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে, কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রক্তে পুরোপুরি অটুট রয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা। তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারলো গ্যারেথ। তিনি একাই গোটা ইতালিয়দের কলামকে এক হাত দেখিয়ে দিতে চান, সেদিকেই হিংস্র ভঙ্গিতে এগোচ্ছেন তিনি, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিৎকার করছেন, দু'হাতে ধ'রে মাথার ওপর বন বন করে ঘোরাচ্ছেন তলোয়ারটা।

ছুটে এলো গ্যারেথ, তলোয়ারের নিচে মাথা নামিয়ে জাপটে ধরলো রাস গোলামকে, টেনে হিঁচড়ে বৃদ্ধ যোদ্ধাকে ফিরিয়ে আনলো হেনরিয়েটার আড়ালে, অগোছালো একটা স্তূপের মতো ফেলে রাখলো মাটিতে। গ্যারেথের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন তিনি, ভাঙ্গা স্টীল খোলের ভেতর একটা হিংস্র বাঘের সাথে লড়তে হরো গ্যারেথকে। ওদের পাশ ঘেঁষে ইতালিয়া কলামের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন তিনি, ভাঙ্গা স্টীল খোলের ভেতর একটা হিংস্র বাঘের সাথে লড়তে হ'লো গ্যারেথকে। ওদের পাশ ঘেঁষে ইতালিয়দের কলামের প্রথম ট্রাকটা বেরিয়ে গেলো।

আতংকিত ইতালিয়দের সৈনিকরা ওদের দিকে ভালো করে একবার তাকালোও না, নিজেদের কর্নেলকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

'চুপ! চুপ বলছি! গর্জে উঠলো গ্যারেথ, যদিও তাতে কোনো কাজ হ'লো না, অ্যামহারিক ভাষায় গ্যারেথকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে চলেছেন রাস গোলাম। ভাগ্যিস একটারও কোনো অর্থ করতে পারছে না গ্যারেথ, তা গদি পারতো, প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মুহূর্তে এখানে একটি খুনোখুনী হয়ে যেতো। শুধু গালিগালাজ নয়, সেই সাথে হাত-পা ছুঁড়ছেন বৃদ্ধ, অগত্যা বাধ্য হয়ে গ্যারেথ তাঁর মাথার চারদিকে ঢোলা আলখাল্লার খানিকটা জড়িয়ে দিলো, তারপর বসলো ওটার ওপর। ওদিকে মিছিলের মতো ইতালিয়দের ট্রাকগুলো পাশ কাটাচ্ছে হেনরিয়েটাকে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো।

ধুলোর আলোড়ন একটু কমার পর, গ্যারেথের মনে হলো, দূরে কিন্তু তকিমাকার আকৃতিটা সম্ভবত প্রিসিলার। রাস গোলামের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নেমে চিৎকারের সাথে হাত নাড়লো সে, কিন্তু গাড়িটা চোখের পলকে আবার হারিয়ে গেলো ধুলোর ভেতর, একটা ফিয়াট ট্রাকের পিছু নিয়ে। ভিকার্স মেশিনগানের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেলো গ্যারেথ, চারদিকে অসংখ্য এঞ্জিনের শব্দ সত্ত্বেও।

তারপর হঠাৎ করে ট্রাক মিছিল শেষ হলো, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেলো এঞ্জিনের আওয়াজ, হালকা হয়ে এলো ধুলো। খানিক পরই আরেকটা শব্দ ভেসে এলো–অস্পষ্ট কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে।

হারারি এবং গালা গোত্রের বেশিরভাগ অশ্বারোহী যোদ্ধাই অনেকক্ষণ হ'লো আর পলায়নরত শত্রুদের কিছু ধাওয়া করছে না, তারচেয়ে অনেক উপভোগ্য ও লাভজনক একটা কাজে এই মুহূর্তে ব্যস্ত তারা। উল্টে পড়া অথবা অচল ইতালিয়দের ট্রাকগুলো লুট হয়ে যাচ্ছে, তবে কিছু অশ্বারোহী সৈনিক লুটপাটে অংশগ্রহণ না করে এখনো ধাওয়া করে আসছে ইতালিয়দের।

বিধ্বস্ত ট্রাক থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া অনেক ইতালিয়দেরই ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে, অশ্বারোহীরা তাদেরকে কচু-কাটা করতে করতে ছুটে আসছে।

'কি বলছি শোনো, গোলাইম্মা,' গোত্রপ্রধানের মাথা থেকে আলখাল্লার প্যাঁচ ছাড়ালো গ্যারেথ। 'দয়া করে এবার বেরিয়ে এসো। তোমার লোকদের ডাকো, এখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে বলো।'

তিনটে কামানের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো দিয়ে ইতালিয়দের কলাম ঢুকে পড়লো, এই সযোগে এক কামান থেকে আরেক কামানে ছুটে গিয়ে ক্রুদের মন থেকে আতংক দূর করার শেষ চেষ্টা চালালো মেজর লুইগ ক্যাস্তেলানি। অনেক কষ্টে গানারদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলো সে, আর ঠিক তখনই ধুলোর মেঘ ভেদ করে বেরিয়ে এলো আদিবাসীদের দ্বিতীয় আর্মারড কার।

ওটার আকস্মিক আগমন গান ক্রুদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত বোধ বুদ্ধি আর সুস্থতা ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। নাক ঘুরিয়ে আর্মারড কার সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু করলো। লোডাররা হাতের শেষ ফেলে দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলো, সিট থেকে ধাক্কা দিয়ে পেলে দিলো লেয়ারদের ডাইভ দিয়ে পড়লো কামানের আর্মার শিল্ডের পিছনে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সবাই তারা গাদাগাদি করে পড়ে থাকলো সেখানে। এরপর আর্মারড কারের গানার আর মাত্র এক পশলা গুলি করলো, গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে ফিরে এলো ধুলোর আড়ালে। গানাররা যেমন হতচকিত হয়ে পড়েছিল, তেমনি আর্মারড কারের ভেতর জেকের–একটা ফিয়াই ট্রাককে ধাওয়া করছিল ও, হঠাৎ তার বদলে সামনে তিন তিনটে কামান দেখতে পেলে আঁতকে ওঠাই স্বাভাবিক।

'মাই গড, গ্রেগোরিয়াস, কামানের একেবারে মুখে গিয়ে পড়েছিলাম!'

'ভোলীড অ্যান্ড থানডারড–কবিতাটা মনে আছে আপনার, জেক?' পাল্টা চিৎকার করলো গ্রেগোরিয়াস।

'কবিতা, এই সময়?' জেকের গলা থেকে কাতর একটা ধ্বনি বেরিয়ে এলো, পা চেপে ধরলো প্রিসিলার অ্যাকসিলারেটরে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো গ্রেগোরিয়াস।

'ঘরের ছেলে ঘরে, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়–ওগুলো আমাদের দিকে আগ্নেয়গিরি তাক করে রয়েছে, গ্রেগোরিয়াস।'

' জেক–' প্রতিবাদে মুখর হ'তে চাইলো গ্রেগোরিয়াস, কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো, এমনকি ধুলোর ঘন মেঘের ভেতরও মুহূর্তের জন্যে এক ঝলক আগুন দেখতে পেলো ওরা, একশো মিলিমিটার শেলটা উঁচু টারিটের মাথার পাশ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলো। বাতাসের চড় খেলো ওরা, কানের ভেতর ঝড় উঠলো, শেলের তীক্ষ্ণ শব্দে কুঁকড়ে গেলো শরীর। আধমাইল দূরে বিস্ফোরিত হ'লো সেটা, আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠলো মাটি আর আগুন।

'কী বলছি বুঝতে পারছো, বৎস?' প্রশ্ন করলো জেক।

'জ্বী-জ্বী, হ্যাঁ।'

ধুলোর মেঘ নিরাপত্তার একটা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছিল, হঠাৎ সেটা আকারে ছোটো হয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় কামানগুলোর লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হ'লো প্রিসিলা। শুধু প্রিসিলা নয়, উপাদেয় আরো একটা টার্গেট দেখতে পেলো ইতালিয়দের ভড়াটে মেজর। আদিবাসী অশ্বারোহীরা তখনো ছুটে আসছে।

আর্মারড কারকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গোলা ছুঁড়ে যখন কাজ হ'লো না, মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি তখন টার্গেট বদল করলো। 'শ্র্যাপনেল্,' হুংকার ছাড়লো সে। 'লোড উইথ শ্র্যাপনেল, ফিউজ ফর এয়ার বাস্ট!'

ইথিওপিয়ার পনি আকারে ছোটোখাটো, গায়ে প্রচুর পশম, পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠা-নামায় ভারি দক্ষ, তবে খোলা প্রান্তরে তীরবেগে শত্রুর পিছু ধাওয়া করা তার জন্যে অস্বস্তিকর। তাছাড়া কয়েক হপ্তা ধ'রে সমতল মরুর শুকনো ঘাসজমিতে আটকে রাখা হয়েছে ওগুলোকে, ফলে ইতিমধ্যে তাদের শক্তি-সামর্থ্য সব খরচ হয়ে গেছে।

প্রথম সারির অশ্বারোহীদের মাথা থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে বিস্ফোরিত হ'লো শ্র্যাপনেল। ঘন নীল আকাশের গায়ে ভীতিকর একটা উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়লো, আওয়াজটা শুনে মনে হ'লো গোটা আকাশে ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর, সেই সাথে উড়ন্ত ছুরির মতো অসংখ্য শ্রাপনেলের বিদ্যুৎগতি ছুটোছুটিতে হিসহিস আওয়াজ উঠলো বাতাসে।

প্রথম বিস্ফোরণে বারোটা ঘোড়া ধরাশায়ী হলো, মাটিতে মাথা দিয়ে সামনের দিকে আছাড় খেলো ওগুলো, পিঠ থেকে ছুঁড়ে দিলো আরোহীদের। পরমুহূর্তে আকাশ ভরে উঠলো ভয়াবহ আগুনে গোলায়। অবিরাম বিস্ফোরণের আওয়াজে চিঁহিহি ডাক ছেড়ে দিকভ্রান্ত ঘোড়াগুলো গা ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে আরোহীদের ফেলে দিতে চেষ্টা করলো, আরোহীরা প্রাণপণে কেশর ধ'রে ঝুলে থাকলো। আহত গোড়াগুলোর নিচে চাপা পড়লো আরোহীরা। দু'একজন অতি সাহসী ঘোড়সওয়ার লাগাম টেনে নিচের

দিকে ঝুঁকলো, আহত সৈনিককে তুলে নিলো ঘোড়ার পিঠে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, অশ্বারোহীদের নিয়ে, পিছু হটলো। যুদ্ধক্ষেত্র রয়ে গেলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানির গোলন্দাজ বাহিনীর দখলে, আর মাঝখানে অচল পড়ে থাকলো ক্রুদের নিয়ে হেনরিয়েটা।

বিধ্বস্ত খোলের আশ্রয় থেকে, চোখে বিষাদ নিয়ে, আদিবাসী বাহিনীর পলায়ন চাক্ষুষ করলো গ্যারেথ সোয়েলস্। দ্রুত উদ্ধার পাবার শেষ আশাটা কেরোসিন ফুরিয়ে আসা কুপির মতো ধীরে ধীরে নিভে গেলো।

'ওদের কোনো দোষ দেই না, সত্যিই দেই না', রাস গোলামকে বললো সে, আর তারপরই তার চোখ পড়লো দ্রুতগতি আর্মারড কারের ওপর। অশ্বারোহী বাহিনীকে ছাড়িয়ে আগে চলে যাচ্ছে জেকের প্রিসিলা।

'ওর কথা আলাদা,' বিড়বিড় করে আবার বললো গ্যারেথ। 'ও আমাদের দেখেছে–আমি জানি দেখেছে।' এ পর্যায়ে প্রিসিলা ওদের সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছিল। শুধু তাই নয়, নাক ঘুরিয়ে ওদের দিকে রওনাও হয়েছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, তারপর আবার বাঁক নিয়ে দূরে সরে যায় সেটা। 'কি জানো, ভাই রাস গোলাম, এ-কথা বিশ্বাস করার ভুরি ভুরি কারণ দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদেরকে একজোড়া ছাগল হিসেবে উৎসর্গ করে যাওয়া হয়েছে।' আড়চোখে রাস গোলামের দিকে তাকালো সে।

গ্যারেথের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন রাস গোলাম, শিকারী কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘনঘন ওঠা-নামা করছে বুকটা, নাকের ফুটো দিয়ে শিসের শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাসগুলো।

'মুখের ভেতর থেকে ওই সাদা কোদালগুলো বের করে নিলে ভালো করবে, ওল্ড, চ্যাপ–তা না হলে কখন গিলে ফেলবে জানতেও পারবে না। আজকের মতো যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চেষ্টা করে দেখো শান্ত হ'তে পারো কিনা। বাড়ি ফিরতে হলে রাতের অন্ধকারে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার প্রান্তরের দূর প্রান্তে তাকালো গ্যারেথ। এখনো দেখা যাচ্ছে প্রিসিলাকে, অস্পষ্ট। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক কাঁপিয়ে। 'মহৎ প্রাণ জেক বারটন এখানে ফেলে যাচ্ছে আমাদেরকে। ফিরে গিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে...কী খাবে? মধু, মধু! আহ্, মধু! ভাই, গোলাম, তুমিই বলো, ওল্ড টেস্টামেন্টে কী লেখা ছিলো? ইউরিয়া আর হিট্টিকে পাওয়ার জন্যে ডেভিড কি এই উপায়ই অনুসরণ করে নি?' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো গ্যারেথ, সবচেয়ে খারাপটা কী ঘটতে পারে আন্দাজ করে নিয়েছে, চরম পরিণতির জন্যে মানসিকভাবে তৈরি। 'ভাই রাস, ওল্ড চ্যাপ, এক অর্থে জেককে আমি শুধু শুধু দোষ দিচ্ছি, তাই না? মনে রেখো, ওর জায়গায় আমি হলেও সম্ভবত এই-ই করতাম। কিন্তু পার্থক্যটা তোমাকে বুঝতে হবে, ভাই রাস গোলাম। ভদ্রলোক এবং মহৎ হৃদয় জেকের কাছ থেকে এই আচরণ সত্যি আমি আশা করি নি–যাও, মনের কথাটা ফাঁস করে দিলাম।'

গ্যারেথের একটা কথাও শুনছেন না রাস গোলাম। দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার দৃষ্টিতে যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। তিনি শুধু সামান্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন–হঠাৎ আচমকা মস্ত একটা লাফ দিয়ে উঠে তলোয়ার হ'তে সিধে হলেন, রণহুংকার ছেড়ে ছুটলেন মেজর ক্যাস্তেলানির কামাণগুলোর দিকে। হতভম্ব হলে পড়লো গ্যারেথ, কী ঘটছে বুঝতে খানিকটা সময় লাগলো তার। শত্রুর পজিশনে পৌঁছুবার জন্যে প্রয়োজনীয় দু'হাজার গজের মধ্যে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছেন রাস গোলাম, এই সময় তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরার সুযোগ হ'লো গ্যারেথের।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন গানার দুহাতে বাইনোক্যুলার তুলে অচল আর্মারড কারের ওপর চোখ বুলালো।

প্রথম শেলটা হেনরিয়েটার কাছাকাছি পড়লো, আরো সামনে গ্যারেথ পিছন থেকে জড়িয়ে ধরায় রাস গোলাম তখন ধস্তাধস্তি শুরু করছেন। কৃত্রিম দাঁত, ওগুলোর সাহায্যে কামড়ানো যায় না, তাই আঙুলের নখ দিয়ে গ্যারেথের ওপর হামলা চালালেন বৃদ্ধ গোত্র-প্রধান। হার মানলো গ্যারেথ, ছেড়ে দিলো তাকে, ঝুঁকে একটা পাথর তুলে নিলো হাতে। আকারে সেটা ক্রিকেট বলের মতো। তলোয়ার বাগিয়ে ধ'রে আবার ছুটলেন রাস গোলাম, তার পিছু নিলো গ্যারেথ। বুড়ো মানুষ, খুলিটা কী পরিমাণ ভঙ্গুর আন্দাজ পাবার চেষ্টা করলো সে। কানের পিছনে, খানিকটা ওপরে, একটা জায়গা পছন্দ হ'লো তার, ওখানটায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। মারলো প্রায় আদর করার ভঙ্গিতে, আবার এতো আস্তে নয় যে, ব্যথা পাবেন অথচ জ্ঞান হারাবেন না। তা যদি ঘটে, গ্যারেথের কপালে খারাবি আছে। খুলিটা সামান্য ডেবে গেলো ভেতর দিকে, বিনাবাক্য ব্যয়ে ঢলে পড়লেন রাস গোলাম, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই তাকে দু'হাতের মধ্যে ধ'রে ফেললো গ্যারেথ।

গোত্রপ্রধানকে সাথে নিয়ে ফিরে আসছে সে, তার বুকের সাথে লেপ্টে রয়েছে যেনো ঘুমন্ত একটা শিশু। গ্যারেথ ছুটছে, ওদের চারপাশে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে শেলগুলো। বিধ্বস্ত আর্মারড কারের পাশে পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে।

খালি মাঠে কামানের গোলা পড়ে কেনো? ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো জেকের! 'ওহে, গ্রেগোরিয়াস, ব্যাপার কি দেখো তো?'

জেকের চিৎকার শুনে টারিটের আরো ওপরে উঠে পড়লো গ্রেগোরিয়াস, পিছন দিকে তাকিয়ে কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করলো। এতোদূর থেকে বিধ্বস্ত হেনরিয়েটার খোলটা দেখতে পাবার কথা নয়, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথর বা ঘাসের একটা চাপড়া ব'লে মনে হবে। গত কয়েক মিনিটে ওরা দু'জন অন্তত পঞ্চাশ বার ওদিকে তাকিয়েছে, ওটাকে আর্মারড কার ব'লে চিনতে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওটার চারদিকে অসংখ্য শেল বিস্ফোরিত হ'তে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো গ্রেগোরিয়াস। 'আমার দাদা।' প্রায় কেঁদে ফেললো সে। 'ওখানে আমার দাদা রয়েছেন, জেক! হায় খোদা, ওরা গোলা খেয়েছে!'

প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক করলো জেক, উঠে এলো হ্যাচ থেকে, শার্টের প্রান্ত দিয়ে বাইনোক্যুলারের লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করলো। চোখে সেটা তুলতেই লাফ দিয়ে কাছে চলে এলো হেনরিয়েটা, সাথে সাথে ছুটন্ত মূর্তিটাকে চিনতে পারলো সে। টুইডের স্যুট পড়নে, নিশ্চয় গ্যারেথ। বুকের সাথে কাকে যেনো ধ'রে রয়েছে, বাতাসে উড়ছে সাদা আলখাল্লা। তার মানে রাস গোলাম আহত হয়েছেন। নিহত হলে....না, মারা গেলে লাশটা বয়ে আনতো না গ্যারেথ। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো জেক, বিধ্বস্ত হেনরিয়েটার খোলের আড়ালে পৌঁছে গেছে গ্যারেথ।

'ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে, জেক!' ব্যাকুলকণ্ঠে আবেদন জানালো গ্রেগোরিয়াস। 'কেউ সাহায্য না করলে মারা পড়বে ওরা।'

'চলো যাই,' বললো জেক, হ্যাচ গ'লে ঝুপ করে নেমে পড়লো ড্রাইভারের সিটে, থ্রটলে চাপ পড়তেই লাফ দিয়ে ছুটলো প্রিসিলা।

একটা গোলাও ওদের দিকে এলো না, ইতালিয়রা স্থির টার্গেটকে নিয়ে ব্যস্ত। বারবার কামান দাগার ফলে দূরত্বের নিখুঁত হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছে তারা, প্রতিটি গোলা আগেরটার চেয়ে হেনরিয়েটার আরও কাছে বিস্ফোরিত হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে সরাসরি আঘাত খাবে অচল আর্মারড কার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পায়ের চাপে থ্রটলটাকে মেঝের সাথে সমান করে দিলো জেক, কিন্তু ঠিক পিপদের সময়টাতে প্রিসিলা তার আসল স্বভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। আর্মারড কারের ইসস্তত ভাবটুকু অনুভব করলো জেক, মুহূর্তের জন্যে বদলে গেলো এঞ্জিনের আওয়াজ, খক খক করলো, ভাবটা পাঁয়তারা কষার, গোঁ ধ'রে বোঝাতে চাইছে পাওয়ার সাপ্লাই যথেষ্ট নয়। তারপর আবার সমস্ত অভিযোগ ভুলে গিয়ে আগের মতোই তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করলো।

'গুড লিটল ডার্লিং,' ভাইজরে চোখ রেখে সামনে তাকালো জেক, স্যাঁৎ করে সামান্য একটু বাঁ দিকে সরিয়ে নিলো প্রিসিলাকে–বিধ্বস্ত হেনরিয়েটা আর শেলগুলোর বিস্ফোরণকে আড়াল হিসেবে পেতে চাইছে।

নাক বরাবর সামনে বিস্ফোরিত হ'লো একটা শেল, সদ্য তৈরি ধূমায়িত গর্তগুলোকে দক্ষতার সাথে এড়িয়ে গেলো জেক। প্রয়োজনের চেয়ে খানিকটা বেশি এগিয়ে পিছনের চাকাগুলোর ওপর পাক খাওয়ালো প্রিসিলাকে, যে দিক থেকে এসেছে সেদিকে ঘুরে গ'লে আর্মারড কারের নাক, সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, দ্রুত পালানোর জন্যে তৈরি।

পুরোপুরি না হলেও, হেনরিয়েটার খানিকটা আড়াল পেয়েছে প্রিসিলা, ইতালিয়রা ওটার অংশবিশেষ দেখতে পাচ্ছে, রাস গোলামকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকা গ্যারেথের কাছ থেকে মাত্র সাত-আট গজ দূরে।

'গ্যারেথ!' হাঁক ছাড়লো জেক, হ্যাচ থেকে এইমাত্র মাথা তুলেছে।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো গ্যারেথ, চেহারায় হতচকিত ভাব আর অবিশ্বাস। শেল বিস্ফোরণের অবিরাম শব্দে কালা হয়ে ছিলো সে, টেরও পায় নি জেক ওকে উদ্ধার করার জন্যে আবার ফিরে এসেছে।

আবার হাঁক ছাড়তে হ'লো জেককে। 'তুমি শালা নরকে পচে মরো–বলি, আসবে নাকি ওখানে ব'সে থাকবে?'

এতোক্ষণে সংবিৎ ফিরলো গ্যারেথের, রাস গোলামকে কোল থেকে বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, মাথা নিচু করে ছুটলো প্রিসিলার দিকে। একটা গোলা এতো কাছে বিস্ফোরিত হ'লো যে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো গ্যারেথ, অচল আর্মারড কারের গায়ে-মাথায় পাথর আর আগুন বৃষ্টি হলো।

একবার মনে হ'লো রাস গোলামকে বুক থেকে ফেলে দেবে গ্যারেথ। পরমুহূর্তে ব্যাকুল দু'জোড়া হাতে তুলে দিলো অজ্ঞান দেহটাকে। রাস গোলামকে ভালো করে ধরলো গ্রেগোরিয়াস।

'দাদা, আমার দাদা।' গ্রেগোরিয়াস ফোঁপাচ্ছে। 'উনি কি–?'

'চিন্তার কিছু নেই, ছোট্ট একটা পাথর লেগেছে মাথায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো গ্যারেথ, মুহূর্তের জন্যে হেলান দিলো গাড়ির গায়ে, নোংরা গাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের মোটা ধারা। জেকের দিকে তাকালো মুখ তুলে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আর আসছো না,' কর্কশ সুরে বললো সে।

'চিন্তাটা খেলেছিল মাথায়,' হেসে বললো জেক, ঝুঁকে গ্যারেথের হাতটা ধরলো, টেনে গাড়ির মাথায় তুলে আনলো তাকে।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু জেকের হাতটা ছাড়লো না গ্যারেথ, আরো এক সেকেন্ড ধ'রে থাকলো, চাপ দিলো মৃদু। 'আমার কাছে তোমার পাওনা থাকলো, ওল্ড সন।'

'ভেবো না ইতস্তত করবো চাইতে। নিঃশব্দে হাসলো জেক।

'এনি টাইম। এনি টাইম অ্যাট অল।'

ঠিক এই সময় চ্যালেঞ্জের সুরে গর্জে উঠলো প্রিসিলা, ইতালিয়দের কামানের উপযুপরি বিস্ফোরণের জবাবে ব্যাকফায়ার করলো। খক খক করে উঠলো এঞ্জিন, গোঙালো, তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

'ওহ্, ইউ ডটার অব আ বীচ!' রাগে নিজের চুল খামছে ধরলো জেক। 'আর সময় পেলি না।'

'একটা মেয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় পরিচয় হয়েছিল–'

'পরে,' বললো জেক। 'যাও, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলটা ঘোরাও।'

'মাই প্লেজার, ওল্ড বয়,' বললো গ্যারেথ, একটুর জন্যে লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ একটা গোলার বিস্ফোরণ আর্মারড কারের মাথা থেকে নিচে ফেলে দিলো তাকে। টলতে টলতে দাঁড়ালো সে, স্যুট থেকে ধুলো-বালি ঝাড়লো, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির সামনে চলে এলো।

ছাড়া এক মিনিট হ্যান্ডেল ধ'রে সংগ্রাম করলো গ্যারেথ, নিঃশেষে ব্যয় করলো ক্লান্ত শরীরের অনশিষ্ট শক্তিটুকু, ফলাফল শূন্য। মাটিতে ঠিক বসলো না, পড়ে গেলো, বেদম হাঁপাচ্ছে। 'আমি শেষ, ওল্ড চ্যাপ।'

হ্যান্ডেলের সামনে থেকে সরে গেলো গ্যারেথ, তার জায়গায় জেক দাঁড়ালো। চারদিকের বিস্ফোরণ ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও, ধেয়ে আসা ধুলো আর ধোঁয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখলো মুখ, চোখ বন্ধ প্রাণপণে ঘোরালো হ্যান্ডেলটা।

আরো এক মিনিট পর চেঁচিয়ে বললো গ্যারেথ, 'ডাইনীটা মারা গেছে।'

প্রচণ্ড রাগে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেললো জেক, মুকের চেহারা লাল হয়ে উঠলো, গলায় ফুটে উঠলো সব ক'টা নীল রগ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকেও হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো, দম ফুরিয়ে গেছে।

এক সেকেণ্ড পর বললো, 'টুলকিট-টা সিটের নিচে, গ্যারেথ।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ। 'কী বলছো? এখানে? এখন? ভাবছো পার্টস খুলে মেরামত করার সময় তোমাকে দেয়া হবে কি?' অস্থির একটা হাত তুলে চারদিক দেখালো সে–রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, ইতালিয়দের কামান, শেল বিস্ফোরণ। 'কী দেখছো চারপাশে?'

'আর কোনো বিকল্প জানা আছে?' ঝাঁঝের সাথে পাল্টা প্রশ্ন করলো জেক।

চারদিকে চোখ বুলালো গ্যারেথ, ঢালু কাঁধ দুটো হঠাৎ উঁচু করলো, ঝুলে পড়া মুখ ফিরে পেলো সুষ্ঠু আকৃতি, ব্যঙ্গাত্মক নিঃশব্দ হাসিতে প্রসারিত হ'লো ঠোঁটের একটা কোণ। 'তুমি জিজ্ঞেস করলে সেটাই ভারি আশ্চর্য, ওল্ড চ্যাপ। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা হ'লো এই যে–,' হাত তুলে জেককে দেখালো সে, জেক সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, আলোড়িত ধোঁয়া আর ধুলোর কিনারা থেকে কিম্ভূতকিমাকার একটা জন্তু হোঁচট খেতে খেতে ওদের দিকে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো রঙ্গিলা, দড়াম করে একযোগে খুলে গেলো দুটো হ্যাচ। একটায় বেরুলো সারার কালো মাথা, অপরটায় ভিকি কেমবারওয়েলের সোনালি চুল।

জেকের দিকে ঝুঁকলো ভিকি, হাত দিয়ে মুখের চারপাশে চোঙ তৈরি করলো, শেল বিস্ফোরণের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো তার চিৎকার, 'প্রিসিলার হয়েছে টা কী?'

মুখ খুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো জেক, চেহারা এখনো টকটকে লাল, দর দর করে ঘামছে। 'যা স্বভাব, হঠাৎ বেঁকে বসেছে।'

'টো রোপ-টা কষে বাঁধো,' বললো ভিকি। 'তোমাদের টেনে নিয়ে যাবো।'

বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে বীরযোদ্ধারা; তাদের সদম্ভ পদচারণা, মনখোলা হাসি আর উল্লাসধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে আদিবাসীদের ক্যাম্প। কিশোরী মেয়েরা প্রচণ্ড ভিড়ের ভেতর ছুটোছুটি করে ভাই-বেরাদারদের খুঁজে বের করলো, গলায় পরিয়ে দিলো বিজয়মাল্য। আরো যারা বড়, কিন্তু এখনো বিয়ে হয় নি, ছোটো ছোট দলে ভাগ হয়ে নাচ আর গানের আসর বসলো। যুবতী স্ত্রীরা, গনগনে আগুনের ধারে ব'সে

রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, ঘন ঘন মুখ তুলে স্বামীদের দেখে নিলো, কথা হ'লো চোখে চোখে, পুরুষদের গর্বে তারাও গর্বিত। রাতে যে ভোজটা হবে তার আয়োজন ব্যাপক, গোটা ক্যাম্প জুড়ে একশোরও বেশি শুধু গরু জবাই করা হয়েছে। তার সাথে আছে খাসী, ভেড়া আর উট। বাতাস ভারি হয়ে আছে মাংস আর মশলার গন্ধে।

টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে নিজের কাজে ব্যস্ত ভিকি কেমবারওয়েল ব'সে আছে নিজের তাঁবুর ফ্ল্যাপের নিচে, কী-বোর্ডের ওপর ব্যস্ত মৌমাছির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে তার আঙুলগুলো– গোত্রদ্বয়ের সাহস আর নৈপুণ্যের বর্ণনা দিচ্ছে সে, প্রায় নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধু আত্মরক্ষার স্বার্থে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইতালিয়দের বাহিনীর বিরুদ্ধে, স্রেফ তলোয়ার আর ঘোড়া সম্বল করে কী বীরত্বের সাথেই না লড়েছে তারা। যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দেয়ার সময় মাঝে-মধ্যেই খুঁটিনাটি ভুলে যায় সে, এই যেমন, আদিবাসীদের সাহায্য করার জন্যে যে আর্মারড কার এবং ভিকার্স মেশিনগান ছিলো– এ কথা বেমালুম ভুলে গেলো ও।

'কিন্তু এই সাহসী, গর্বিত, সাধারণ লোকগুলো কতক্ষণ জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্য-বিস্তারি আধুনিক সংস্করণের বিরুদ্ধে লড়বে? ডানাকিল মরুতে আজ একটা মিরাকল ঘটে গেছে, কিন্তু মিরাকল প্রতিদিন ঘটে না। ইথিওপিয়া শেষ হয়ে যাবে, যদি না বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়; যদি না বিচারের বাণী উচ্চারিত হয়, বর্বরের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না বলা হয়– তোমার কালো ধাবা হটাও– বেনিটো মুসোলিনি।'

'চমৎকার, মিস ভিকি, ভারি চমৎকার।' ভিকির কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে শেষ লাইনগুলো পড়ে ফেলেছে সারা। 'তোমার লেখা পড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, ভাই! তোমার প্রতি আমি, আমাদের গোত্র চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। এতো সুন্দর বর্ণনা।'

'তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম, তবে তুমি আমার সম্পাদক হলে আরো খুশি হতাম।' লেখা শেষ করে কাগজটা টাইপরাইটার থেকে বের করলো ভিকি, পড়ার সময় কলম দিয়ে সংশোধন করলো দু'একটা লাইন, সবশেষে ভাঁজ করা কাগজটা মোটা একটা খয়েরী এনভেলাপে ভরলো, জিভের ডগা দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিলো আঠা, তারপর বন্ধ করলো এনভেলাপের মুখ। জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক জানো তো, সারা, লোকটা বিশ্বস্ত?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, শতকরা একশো ভাগ–বাবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত যারা, তাদের একজন।' ভিকির কাছ থেকে এনভেলাপটা নিয়ে অদূরে অপেক্ষারত ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরিয়ে দিলো সারা, তাঁবুর বাইরে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

প্রচণ্ড আবেগের সাথে, অনলবর্ষী ভাষায় লোকটাকে জ্ঞানদান করলো সারা; রিপোর্টে কী আছে, যথাস্থানে পৌঁছুলে গোত্রগুলোর অনুকূলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, ইত্যাদি বোঝাবার পর যুবক ঘোড়সওয়ারের দুই কাঁধে হাত রেখে কাছে টানলো সে, চুমো খেলো তার কপালে, তারপর কোমরে একটা মৃদু চাপড় মেরে পিছিয়ে এলো। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়লো যুবক, লাগাম টেনে ধরলো, টগবগ

শব্দ করে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করলো ঘোড়া, কলো হয়ে আসা গিরিসংকটের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো–ওদিকে কর্কশ পাহাড়ের পাঁচিল আর এবড়োথেবড়ো শৃঙ্গগুলোকে ঢেকে দিতে শুরু করেছে সন্ধ্যার ধোঁয়াটে নীল ছায়া।

'মাঝরাতের আগেই সারডি শহরে পৌঁছে যাবে ও। ব'লে দিয়েছি, পথে কোথাও যেনো না থামে। তোমার মেসেজ টেলিগ্রাফে চড়বে, এই ধরো, কাল ভোরে।'

'ধন্যবাদ, সারা ডিয়ার।' ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভিকি। টাইপরাইটারটা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ছে, ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো সারা। গোসল করেছে ভিকি, সাথে করে আনা সবেচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরেছে–ম্লান নীল হালকা লিনেন-এর স্কার্ট, কোমরের কাছে আঁটসাঁট হয়ে আছে। হাঁচু পর্যন্ত লম্বা হলেও, হাঁটুর পিছনে সুগঠিত মাংসপেশি উন্মুক্ত হয়ে আছে, পায়ের সিল্ক মোজা ফর্সা মাখন রঙা ত্বকের সাথে মিশে আছে।

'তোমার পোশাকটা ভারি সুন্দর,' মৃদু কণ্ঠে বললো সারা। 'তোমার চুল অত্যন্ত নরম আর হলুদ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'আহা, মিস ভিকি, আমি যদি তোমার মতো সুন্দর হতাম! আমি কালো মেয়ে, আমার গায়ের চামড়া কোনোদিনই তোমার মতো হবে না।'

তোমার চামড়ায় যে উজ্জ্বলতা, তা যদি আমার থাকতো!' একযোগে হেসে উঠলো দু'জন।

'দাঁড়াও, আমাকে আন্দাজ করতে দাও, কার জন্যে সেজেছো আজ। গ্যারেথ। ঠিক? উফ্, আজ তোমাকে দেখে মাথাটা ঘুরে উঠবে ওর। আমি জানি, তোমাকে এই মুহূর্তে খুঁজছে ও। চলো না, ওকে আমরা খুঁজে বের করি।'

'ভুলে গেছো, তোমার একটা জরুরি কাজ রয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ভিকি, হাসিটা গোপন রাখলো। 'গ্রেগোরিয়াসকে খুঁজে বের করতে হবে না? আমি জানি, সে তোমাকে খুঁজছে।'

পরামর্শটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলো সারা। একদিকে কর্তব্য, আরেক দিকে ফুর্তি, উভয়সংকটে পড়ে গেছে। তারপর মুখ তুলে ব্যাকুলকণ্ঠে জানতে চাইলো, 'তুমি ঠিক জানো, এক সামলাতে পারবে? যদি কোনো সমস্যা হয়–'

'আর যদি কোনো সমস্যা হয়ই, তোমাকে তখন ডাকবো।'

'সাথে সাথে চলে আসবো আমি,' আশ্বাস দিয়ে বললো সারা।

জেক বারটনকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, পরিষ্কার ধারণা আছে ভিকি কেমবারওয়েলের। পা টিপে টিপে উঁচু ইস্পাতের খোলের পাশে এসে দাঁড়ালো সে, কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জেককে কাজ করতে দেখলো। নিজের কাজে সম্পূর্ণ নিমগ্ন, ভিকির উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই ওর। নিজেকে তিরস্কার করলো ভিকি মনে মনে, এতোদিনেও কেনো সে জেককে ভালো করে দেখতে পায় নি বা বুঝতে পারে নি বলে; কেনো সে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে ছিল। বালকসুলভ তরতাজা ভাবটুকুও মিথ্যে নয়, কিন্তু সেটা শুধু ওপরের আবরণ, ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে শক্তিশালী একটা পরিণত পুরুষ, যে পুরুষ নিরাপদ আশ্রয় হ'তে পারে, হ'তে পারে

সদয় প্রেমিক। ওর চেহারায় চিরতরুণ ভাবটুকু, ভিকি উপলব্ধি করলো, বুড়ো বয়সেও অম্লান থাকবে। ওর চোখে দৃষ্টির যে গভীরতা, আজ যেনো হঠাৎ করে সেটা দেখতে পেলো ভিকি। নতুন করে লক্ষ্য করলো, চোয়ালের চারধারে ইস্পাতকঠিন দৃঢ় একটা ভাব ফুটে আছে। ওর স্বপ্নের কথা মনে পড়লো ভিকির, নিজের এঞ্জিন আর ফ্যাক্টরি– ও জানে, স্বপ্ন সফল করবার জেদ আর সাহস, দুটোই রয়েছে এই তরুণের। হঠাৎ, ওর সাথে নিজের স্বপ্ন ভাগাভাগি করার ইচ্ছে জাগলো ভিকির মনে, ওর এঞ্জিন আর তার বই, এক সাথে সৃষ্টি করতে পারে ওরা দুজন। পরস্পরের কাছ থেকে সাহস আর শক্তি খুঁজে নিতে পারে। জেক বারটনের মতো মানুষের সঙ্গে স্বপ্ন ভাগাভাগি করা যায়।

প্রেমে পড়লে বোধহয় তৃতীয় একটা নয়ন খুলে যায়, ভাবলো ভিকি। চুপিচুপি জেককে দেখলো সে, অকারণ পুলকে শিহরিত হ'লো সারা শরীর। নাকি, প্রেমে পড়লে আসলে নিজেকে বোকা বানানো সহজ হয়? চিন্তাটা খানিক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো তাকে।

'না,' ভিকি ভাবে, 'এটা ভুয়া নয়। ও শক্তিশালী, সামর্থ পুরুষ– চিরকাল এমনই থাকবে।'

তারপর মনে হলো, সে বোধহয় নিজেকে কনভিন্স করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অতি সাম্প্রতিক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো তার, একজন পুরুষের সাথে রাত কাটিয়েছে সে। দ্বিধা, অনিশ্চিত ভাবটুকু আবার ফিরে এলো মনে। স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। আবিষ্কার করলো, দু'জন পুরুষকে সে দাঁড়িপাল্লায় তুলে ওজন করার চেষ্টা করছে। তুলনা করছে কে তার জন্যে ভালো, কার কি গুণ বা অগুণ।

তারপর আবার লোকটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো সে। তার বিশ্বাস, ওকে সে ভালোবাসে। যদিও জেকের হাতদুটো শক্তিশালী, কালো লোমে ভরা, গাঁটগুলো ভারী– তার বিশ্বাস, ওর ত্বকে অদ্ভুত নরম পরশ বুলিয়ে দিতে সক্ষম ও দুটো। চিন্তাটা যেনো জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে ধরা দেয় ভিকির চোখে। শ্বাস আটকে আসে তার।

শব্দটা শুনে ঝট করে তার দিকে ঘাড় ফেরালো জেক।

জেকের চোখে বিস্ময়, বিস্ময়ের জায়গাটুকু দ্রুত দখল করে নিলো আনন্দ। ভিকির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালো ও, সেই সাথে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো ভুবনভোলানো হাসি। 'এই মেয়ে, আগে যেনো কোথায় দেখেছি তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

কোমরে দু'হাত রেখে পাক খেলো ভিকি, ফুলে উঠলো পোশাকটা। 'পছন্দ হয়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো জেক, জানতে চাইলো, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছো নাকি?'

'রাস গোলাম ভোজ দিচ্ছে, ভুলে গেছো?'

'তাঁর আরেকটা ভোজ আমার সহ্য হবে?' কৃত্রিম ভয়ে শিউরে উঠলো জেক। 'ইতালিয়দের হামলা, নাকি রাস গোলামের দাওয়াত–ঠিক জানি না কোনটা বেশি বিপজ্জনক।'

'কিন্তু ওখানে তোমাকে থাকতেই হবে–মহান বিজয়ের অন্যতম নায়কদের মধ্যে তুমিও তো একজন।'

'হুম।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কাজে মন দিলো জেক, প্রিসিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

'গোলমালটা কোথায় ধরতে পেরেছো?' সরে জেকের পাশে চলে এলো ভিকি।

'না।' হাত নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করলো জেক। 'সমস্ত পার্টস খুলেছি, তারপর আবার নতুন করে জোড়া লাগিয়েছি, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।' দাঁড়ালো জেক, পিছিয়ে এলো এক পা, ন্যাকড়ায় হাত মুছলো। 'কোথায় যে কী হয়েছে, আল্লা মালুম।'

'আবার স্টার্ট দিয়ে দেখেছো?'

'কোনো লাভ নেই–অন্তত যতোক্ষণ না ত্রুটিটা ধরা পড়ে। এখন থাক, পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

'এখুনি একবার স্টার্ট দিয়ে দেখো না।' ঠোঁট টিপে হাসলো ভিকি।

'দূর, বললাম না, কোথায় গোলমাল ধরতে পারি নি।'

'তবু, আমি যখন বলছি, একবার চেষ্টা করে দেখবে না?' আবদার জানালো ভিকি।

'স্রেফ তোমার মন রক্ষার জন্যে' ব'লে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধ'রে ঝুঁকলো জেক সেটা শুধু একবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিলো প্রিসিলা, সাবলীল যান্ত্রিক ছন্দে চালু থাকলো এঞ্জিন। 'মাই গড!' এক পা পিছিয়ে এসে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো ও। 'অযৌক্তিক ছাড়া আর কী বলতে পারি!'

'তোমার লৌহমানবীদের মধ্যে ও-ই একমাত্র ভদ্রমহিলা,' ব্যাখ্যাদান করলো ভিকি। 'আর একজন ভদ্রমহিলা সবসময় যুক্তিসঙ্গত আচরণ করবে –এমন কোনো কথা নেই।

ভিকির দিকে সরাসরি তাকানোর জন্যে ঘুরলো জেক, নিঃশব্দে হাসলো, চেহারায় সবজান্তার যে ভাবটা ফুটে রয়েছে তা দেখে রীতিমতো রাঙা হয়ে উঠলো ভিকি। 'সেটা আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি,' বললো জেক। ভিকির দিকে এগুলো সে, কিন্তু দুই হাত উপরে তুলে পিছিয়ে গেলো মেয়েটা।

'আমার কাপড়ে গ্রীজ লাগাতে চাও–'

'যদি আগে গোসল করে নিই?'

'ঠিক তাই,' নির্দেশের সুরে বললো ভিকি। 'আগে গোসল, তারপর তোমার সাথে কথা বলবো, মিস্টার।'

দিগন্ত থেকে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে যাবার ক'মিনিট আগে গিরিসংকট থেকে নেমে এলো এক ঘোড়সওয়ার, ঢাল বেয়ে ঘোড়াটা ছুটে এলো লাফাতে লাফাতে, তারপর সমতল ভূমিতে নেমে বিদ্যুৎগতি তীরের মতো এগিয়ে এলো ওটা,

ঘোড়সওয়ার লাগাম টানলো রাস গোলামের ক্যাম্পের সামনে। কালো আর সাদা রঙের ঘোড়াটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, ওটার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক, ঘামে চকচক করছে তার মুখ।

তার হাত থেকে মেসেজটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ছুটলো সারা, সার সার তাঁবুর মাঝখান দিয়ে দৌড় দিলো সে, দমকা বাতাসের মতো ঢুকে পড়লো ভিকির তাঁবুতে, হাতের কাগজটা ঘন ঘন নাড়লো, ভেতরে ঢোকার আগে যে সাড়া দিতে সেটা বেমালুম ভুলে গেছে।

জেকের বজ্রকঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিলো ভিকি কেমবারওয়েল। মাত্রই চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো ও। জেকের গায়ে সাবানের গন্ধ, সদ্য ব্যাকব্রাশ করা চুল এখনো ভিজে।

'ওহ্!' বিস্ময় প্রকাশ করলো সারা, প্রকৃতিদত্ত আগ্রহ আর মোহ নিয়ে জন্মসূত্রে একজন ষড়যন্ত্রকারিণী হঠাৎ যেনো একটা গোপন প্রণয়ের কথা জেনে ফেলেছে। 'তোমরা ব্যস্ত!'

'হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছো, আমি ব্যস্ত,' ধমকে উঠলো ভিকি, দুই গালে আগুনের আঁচ অনুভব করলো, চেহারায় দিশেহারা ভাব নিয়ে পিছিয়ে এলো।

'আমি দুঃখিত, মিস ভিকি। ভাবলাম মেসেজটা হয়তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...।'

এতোক্ষণে সারার হাতে কেবলগ্রামটা দেখতে পেলো ভিকি, নিমেষে সমস্ত অস্বস্তি কাটিয়ে উঠলো সে।

'ভাবলাম তুমি বোধহয় দেখতে চাইবে এটা–।'

সারার হাত থেকে কেড়ে নিলো ভিকি কাগজটা, সীল ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে পড়লো। মেসেজটা পড়তে পড়তে তার সব রাগ পানি হয়ে গেলো, পড়া শেষ করে চকচকে চোখে সারার দিকে তাকালো সে। 'ধন্যবাদ, সারা ডিয়ার–তুমি ঠিকই ভেবেছো।' চরকির মতো আধপাক ঘুরলো সে, নাচের ভঙ্গিতে এগোলো, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো জেকের ঘাড়, খিলখিল করে হাসছে।

'হেই!' ভিকির সাথে জেকও হাসছে, আড়ষ্টভঙ্গিতে ভিকির কোমরে হাত রেখে তাল সামলালো, সারার উপস্থিতিতে অপ্রতিভ বোধ করছে ও। 'খুলে বলো কী হয়েছে।'

'আমার সম্পাদক মেসেজ পাঠিয়েছেন,' বললো ভিকি। 'ওয়েলস অব চান্ডিতে ইতালিয়দের হামলার ওপর আমার রিপোর্টটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুমুল আলোড়ন তুলেছে। সারা দুনিয়ার প্রায় সব জাতীয় দৈনিকে হেডলাইন হয়েছে খবরটা। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘ জরুরি অধিবেশন ডেকেছে।

কাগজটা ছিনিয়ে নিলো সারা, এমন গম্ভীর চেহারা নিয়ে পড়তে শুরু করলো যেনো গোটা ব্যাপারটা তাকে নিয়ে।

'তুমি যে এ-ধরনের একটা কিছু আমাদের জন্যে করতে পারবে, সে বিশ্বাস প্রথম থেকেই ছিলো বাবার।' নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো মেয়েটা, হরিণের মতো টানা টানা

চোখ থেকে পানি গড়ালো। 'দুনিয়া এখন জানে ইথিওপিয়ার কয়েক লাখ আদিবাসী কী রকম নির্যাতন সহ্য করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এবার সভ্য দুনিয়া থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য আসবে।' মেয়েটা শিশুর সারল্য নিয়ে বিশ্বাস করছে, মঙ্গলের কাছে অমঙ্গলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। জেকের বাহু থেকে ভিকিকে ছাড়িয়ে আনলো সে, জেকের পরিবর্তে সেই আলিঙ্গন করলো ভিকিকে। 'মিস ভিকি, তোমার এই ঋণ কোনোদিন আমরা শোধ করতে পারবো না।' তার চোখের পানি ভিকির নাক-মুখ ভিজিয়ে দিলো, ঘন ঘন নাক টানলো সে, নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলো ভিকির মুখ। 'তোমার কথা চিরকাল আমরা মনে রাখবো,' বললো সে, কান্নার মাঝখানে হাসলো। 'চলো যাই, দাদাকে খবরটা দেই।'

খবরটা কেনো সুখবর, আদিবাসীদের তাতে কি উপকার বা লাভ, শতো চেষ্টা করলেও বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান রাস গোলামকে তা বোঝাতে পারা গেলো না। লীগ অব নেশনস বা জাতিসংঘের কী ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমই বা কী ভূমিকা রাখতে পারে—এ বিষয়ে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কয়েক পাইন্ট তেজ পেটে পরার পর, নিজের মনের গভীরে তার বিশ্বাস গেড়ে গেছে। ইংল্যান্ডের মহারাণী তাদের সমর্থন দিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেনের সেনাবাহিনী তাদের সাথে ময়দানে লড়বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। গ্রেগ এবং সারা প্রাণপণে চেষ্টা করলো তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার, তার ভুল সংশোধন করার। সবশেষে গ্যারেথকে আলিঙ্গস করে সতীর্থ যোদ্ধার সম্মান দিয়ে অ্যামহারিক ভাষায় যেনো বোমা বর্ষণ করলেন।

এরপর, ভাষণের মাঝপথেই, হঠাৎ অপত্যাশিতভাবে থেমে গেলেন রাস গোলাম, নাটকীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঢলে পড়লেন মাংস ভরা বিশাল এক পাত্রে মুখ দিয়ে। সারাদিনে রযুদ্ধ, মেসেজ শোনার পর উত্তেজনা, আর মাত্রাতিরিক্ত তেজ, সব মিলিয়ে বুড়ো মানুষটার শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকারই কথা। পাত্র থেকে চারজন দেহরক্ষী তুললো তাঁকে, ব'লে নিয়ে গেলো তাঁবুতে, এরই মধ্যে তিনি সশব্দে নাক ডাকতে শুরু করেছেন।

'চিন্তায় কিছু নেই,' সারা তার অতিথিদের আশ্বস্ত করলো। 'দাদা খুব বেশিক্ষণ অনুপস্থিত থাকবেন না—খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিলে আসবেন।'

'তাকে বরং তোমার পরামর্শ দেয়া উচিত, চব্বিশ ঘন্টার আগে যেনো ঘুম থেকে না জাগে,' হেঁড়ে গলায় বললো গ্যারেথ। 'মাই গড, এমন প্রাণ শক্তি নিয়ে গোটা বিশেক লোক থাকলে দুনিয়ার বাকি সব মানুষ বেকার হয়ে যেতো!'

বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েক শো অগ্নিকুণ্ডের আলো লালচে করে তুলেছে আকাশটাকে, পাহাড়চূড়ার মাথায় ভাসছে ম্লান চাঁদ।

চাঁদের ম্লান আরো আর অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা লেগে চকচক করছে দখল করা আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলো। রাস গোলাম আপাতত অনুপস্থিত থাকলেও, তাঁর ভোজসভা পুরোদমে চলছে, সম্মানিত সদস্য আর মেহমানদের সামনে তিনটে স্তূপে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো রাইফেল, পিস্তল আর অ্যামুনিশন।

রাত যতো বাড়তে লাগলো, তেজের গুণে ভোজনরত বীরযোদ্ধাদের কৌতুক আর হাসির মাত্রাও সেই পরিমাণে তুঙ্গে উঠলো।

উপত্যকার আরেক দিকে, গালাদের গোত্রপ্রধান রাস কুল্লাহ বিজয় উৎসব পালন করছে। ওদিকে থেকে মাঝে মধ্যেই মাতালদের চিৎকার বা দখল করা ইতালিয়দের রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ ভেসে আসছে।

গ্যারেথ আর জেকের মাঝখানে বসেছে ভিকি। বসার আয়োজনটা তার নয়, সুযোগ পেলে জেকের সাথে একা বসতো সে—কিন্তু গ্যারেথ সোয়েলস্‌কে যতো সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ব'লে ধারণা করেছিল সে, বাস্তবে দেখা গেলো ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। নাছোড়বান্দা গ্যারেথ যেনো হাল না ছাড়ার পণ করেছে।

গ্রেগোরিয়াসের পাশ থেকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এলো সারা। মেহমানদের ঘাড় আর হাঁটু টপকে, কয়েকজনকে নিতম্বের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে। গড়িমোড়া আসনে ভিকির পাশে বসলো সে, তার আরেক পাশে গ্যারেথকে খানিকটা জায়গা ছাড়তে হলো। ভিকির কানের কাছে ঠোঁট, কথা বললো ফিসফিস করে।

'আমাকে তোমার আগেই জানানো উচিত ছিলো,' গলায় দুঃখ নিয়ে নিয়ে অভিযোগ করলো সারা। 'আমি টেরও পাইনি ভেতরে ভেতরে তুমি দু'জনের মধ্যে থেকে জেককেই প্রথম সুযোগ দেবে ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়েছো। আমাকে যদি খুলে বলতে, আমি হয়তো তোমাকে সৎ কিছু পরামর্শ দিতে পারতাম–।'

এই সময় গালাদের ক্যাম্প থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো ওদের কানে। দূর থেকে এলো, তাছাড়া আদিবাসীরা অনর্গল কথা বলছে আশপাশে, অস্পষ্ট আর ভোঁতা শোনালো শব্দটা। তবু আওয়াজটার মধ্যে বুক ছ্যাঁৎ করা এমন একটা কিছু রয়েছে যে খপ করে সারার কব্জি চেপে ধরলো ভিকি।

ওদের পাশে জেক আর গ্যারেথও আড়ষ্ট হয়ে গেলো, শিরদাঁড়া খাড়া করে তাকালো পরস্পরের দিকে, পরমুহূর্তে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরালো, কান খাড়া। দু'জনই শব্দের ধরনটা বুঝতে পেরেছে—দীর্ঘ, প্রলম্বিত সুরে কেউ যেনো ফুঁপিয়ে উঠলো।

'ইতিমধ্যেই তোমার একটু ভুল হয়েছে, মিস ভিকি,' নিজের প্রসঙ্গ ছাড়তে রাজি নয় সারা, ভাব দেখালো শব্দটা যেনো শুনতে পায়নি সে।

তার একটা কথাও ভিকির কানে যায়নি। 'সারা, কি ওটা?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

ধৈর্য ধ'রে এক সেকেন্ড ভিকির দিকে তাকিয়ে থাকলো সারা, বুঝলো একটা ব্যাখ্যা না পেলে তাকে শান্ত করা যাবে না। 'শোনো তাহলে,' বললো সে, চেহারায়

ফুটে উঠলো ঘৃণা আর আক্রোশ। 'ওখানে কি ঘটছে আন্দাজ করা কঠিন কিছু না। হোঁদল কুতকুত রাস কুল্লাহ তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, বুঝলে? আমরা জিতেছি শুনে গর্ত থেকে মুখ বের করেছে ইঁদুরটা, মালের বখরা পাবার আশায়। এই তো ঘন্টাখানের আগে গাভীগুলোকে নিয়ে এদিক দিয়ে গেলো সে, এখন বোধহয় ভোজ আর উৎসব শুরু হয়েছে।' এক মুহূর্ত থেকে তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, 'বাদ দাও!'

শব্দটা আবার হলো। তীক্ষ্ণ, অমানুষিক একটা চিৎকার, ধারালো নখের মতো আঁচড় কাটলো ভিকির স্নায়ুতে। প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হলো, এক পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে তার ইচ্ছে হলে দু'হাতে কান চেপে ধরে। যখন মনে হ'লো এবার তার স্নায়ু ছিঁড়ে যাবে, এই সময় অকস্মাৎ থেকে গেলো আওয়াজটা।

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে শোনার আগ্রহে টান টান একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, চিৎকারটা থামার পরও কয়েক সেকেন্ড দীর্ঘায়িত হ'লো সেটা, তারপর এদিক ওদিক থেকে নিচু গলার মন্তব্য শোনা গেলো, নড়েচড়ে বসলো লোকজন, চাপা গুঞ্জনের ভেতর থেকে হেসে উঠলো কেউ কেউ, যেনো নিষ্ঠুর হ'তে পারার মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ আছে।

'কি ওটা? তোমরা কেউ কথা বলছো না কেনো? কি করছে ওখানে ওরা?' সারার কাঁধ ধ'রে আবার ঝাঁকি দিলো ভিকি।

'এতো অস্থির হয়ো না তো!' মৃদু তিরস্কার করলো সারা। 'রাস কুল্লাহ বন্দী ইতালিয়ানদের সাথে খেলছে।' নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত সে।

ভিকি উপলব্ধি করলো, আজ যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের কথা ওর মনেই ছিলো না। 'খেলছে, সারা? কি বলতে চাও তুমি?'

ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো সারার চেহারা, এক দলা থুথু ফেললো পায়ের কাছে। 'ওরা জানোয়ার, মিস ভিকি। গালারা সব কয়জন এক একটা হিংস্র পশু। আর রাস কুল্লাহ হ'লো খোদ শয়তান। আজ সারাটা রাত ওদের ক্যাম্পে এই কাণ্ড চলবে। সকলে, যখন সূর্য উঠবে, জানোয়ারগুলো বন্দীদের সেই জিনিসটা কেটে নেবে—মানে পুরুষদের ওটা আর কি—' আবার থুথু ফেললো সে। 'বিয়ের আগে যে-কোনো একজন বন্দীর ওটা কেটে নিতে হয় ওদের—কি বলো তোমরা? চামড়ার থলের ভেতর ডিমের মতো দুটো–?'

'টেসটিক্‌ল্,' কর্কশ সুরে বললো ভিকি, শব্দটা গলায় আটকে যাওয়ায় আরেকটু হলে বিষম খাচ্ছিলো।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো সারা। 'গালাদের রীতি হলো, একজন যুদ্ধবন্দীকে খুন করার পর তার টেসটিক্‌ল্ কেটে নিয়ে কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে হবে। তার আগে, নিয়ম হলো, বিদেশি বন্দীদের নিয়ে খেলবে ওরা।'

'ওদের থামানো যায় না?' জিজ্ঞেস করলো ভিকি, তার গলা কেঁপে গেলো।

'থামাবে?' সারা স্তম্ভিত?' 'ওরা কারা? শত্রু নয়? তাছাড়া, গালারা তাদের বন্দীদের নিয়ে কি করবে তা নিয়ে আমরা কেনো মাথা ঘামাতে যাবো?"

রক্ত ছলকানো শব্দটা আবার শুরু হতেই আদিবাসীদের ক্যাম্প জুড়ে নেমে এলো অটুট নিস্তব্ধতা, যেনো প্রবল আগ্রহের সাথে শব্দটা কখন আবার শোনা যাবে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সবাই। মরুর শুকনো, মৌন বাতাস বিশ্বস্ততার সাথে বয়ে নিয়ে এলো যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ। একবার বাড়ে আওয়াজটা, একবার কমে, প্রতিবার বাড়ার সময় আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ এগোলো কানে, এক সময় বিশ্বাস হ'তে চাইলো না কোনো মানুষের ফুসফুস থেকে এ ধরনের বিকট আর্তচিৎকার বেরুচ্ছে। সর্বাঙ্গে দাউ দাউ আগুন ধ'রে গেছে এমন একজন অভাগাও বোধহয় এভাবে একটানা চিৎকার করতে পারবে না।

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' বিড়বিড় করলো ভিকি, সারার ওপর থেকে চোখ তুলে গ্যারেথের দিকে তাকালো।

স্থির ও নিশ্চুপ গ্যারেথ, ভিকির দিকে তার মুখ খানিকটা ফেরানো, ফলে ঈশ্বরতুল্য ঠাণ্ডা ও ধ্যানময় অবয়বের পাশটা শুধু দেখতে পেলো ভিকি। রক্ত হিম করা চিৎকারটা থেকে যাবার পর সামনের দিকে ঝুঁকলো সে, গনগনে আগুনে একটা কাঠি গুঁজলো, সেটা তুলে আগুন ধরালো দু'সারি সাদা দাঁতের মাঝখানে ধরা কালো চুরুটে।

বড় করে টান দিলো গ্যারেথ, ধোঁয়াটুকু বুকে ধ'রে রাখলো, তারপর ধীরে ধীরে বেরুতে দিলো নাক দিয়ে। অবশেষে ভিকির দিকে ফিরলো সে।

'সারা কি বললো তুমি শুনেছো। গালাদের একটা সামাজিক রীতি।' বলার সময় ভিকির দিকে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ, কিন্তু কথাগুলো আসলে জেককে বলছে, শেষ করার আগেই বার কয়েক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে জেকের চোখে তাকালো সে, ঠোঁটে ঝুলে আছে আধো হাসি।

তারপর দু'জনেই ওরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো, কারো চোখে পলক নেই, চেহারা ভাবলেশহীন।

শব্দটা আবার হ'লো কিন্তু এবার আগের চেয়ে দুর্বল, তীক্ষ্ণ আর্তনাদের বদলে ভোঁতা গোঙানি প্রতিধ্বনি তুললো নিস্তব্ধ রাতের বাতাসে।

ভাঁজ করা হাঁটু সিধে করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটায় কোনো জড়তা বা বিরতি নেই, একই ছন্দ আর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হেঁটে এলো জেক ইতালিয়দের আগ্নেয়াস্ত্রের স্তূপগুলোর সামনে। ঝুঁকলো ও, তুলে নিলো একটা অটোমেটিক পিস্তল, সেভেন এম এম বেরেটা। চকচকে লেদার হোলস্টারে রয়েছে ওটা, ফ্ল্যাপ খুলে অস্ত্রটা বের করলো, হোলস্টার আর ওয়েস্ট বেল্ট ফেলে দিলো। পিস্তরের লোড করা ম্যাগাজিন চেক করলো ও, তালুর এক ধাক্কায় আগের জায়গায় পাঠিয়ে দিলো সেটা, স্লাইড টেনে ব্রিচে একটা রাউন্ড ভরলো, সেফটি ক্যাচ ঠেলে দিয়ে জ্যাকেটের পকেটে ভরলো পিস্তলটা।

কারো দিকে একটিবারও না তাকিয়ে শান্ত, দৃঢ় পায়ে ঘুরলো জেক, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেলো গালা ক্যাম্পের দিকে। চোখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো সবাই। এখন আর ওকে দেখা যাচ্ছে না, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেলো পায়ের শব্দ।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো গ্যারেথ। 'অনেকদিন আগেই ওকে আমি বলেছি যে ভাবাবেগ জিনিসটা গত যুগের বিলাসিতা—এই যুগে অত্যন্ত খরচ আর ঝুঁকিবহুল, বিশেষ করে এই জায়গায়। ভাবাবেগ আর বোকামি, দুটো একই জিনিস, যে-কোনো একটা যদি তোমার ওপর ভর করে, ধ'রে নিতে পারো তুমি খুন হয়ে গেছো,' নিচু গলায় ফিসফিস করে কথাগুলো বললো গ্যারেথ, ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে ছাইটুকু পরীক্ষা করলো।

'ওখানে একা গেলে গালারা ওকে মেরে ফেলবে,' বাহুল্যবর্জিত ভাষা আর সুরে স্রেফ বাস্তব পরিস্থিতিটার বর্ণনা দিলো সারা। 'রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছে ওরা, লুফে নেবে জেককে।'

'আরে ধ্যাত, তুমি শুধু শুধু রঙ চড়াচ্ছো,' দ্বিমত পোষণ করলো গ্যারেথ। যতোটা সিরিয়াস ভাবছো আসলে ততোটা নয়।'

'তুমি গালাদের চেনো না, তাই এ-কথা বলছো। সিরিয়াস নয়? অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে তোমার অজ্ঞতা দেখে হাসতাম আমি।' ঝট্ করে ভিকির দিকে ফিরলো সারা। 'জেককে তাহলে তুমি ওদের ক্যাম্পে যেতে দিচ্ছো? কোথায় যাচ্ছে ও, কাদের বাঁচাতে চায়, ভেবে দেখেছো? ইতালিয়ান বন্দীরা আমাদের শত্রু।'

দুই যুবতী এক মুহূর্ত পরস্পরের চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। প্রথমে নড়ে উঠলো ভিকি, এক লাফে খাড়া হ'লো সে, ছুটলো জেকের পথ ধরে, তার নীল লিনেন পায়ের চারধারে ফুলে উঠলো বাতাসে, অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভা আলোড়িত সোনালি চুলে তরল তামার একটা ভাব এনে দিলো।

গালাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে জেকের নাগাল পেলো ভিকি, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর পাশে চলে এলো। জেক এক পা ফেলে, সমান তাল বজায় রেখে ওর পাশে থাকার জন্যে ভিকিকে ফেলতে হ'লো দুই পা।

'ফিরে যাও,' মৃদুসুরে বললো জেক।

জবাব না দিয়ে ওর পাশেই থাকলো ভিকি, হন হন করে হেঁটে আসায় হাঁপাচ্ছে।

'যা বলছি শোনো।'

'না, আমি তোমার সাথে যাবো।'

দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, সবেগে ভিকির দিকে ফিরলো। ভিকিও চেহারায় জেদ নিয়ে দৃঢ়ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করলো, কাঁধ দুটো উঁচু করে কাত করলো পিছন দিকে, এমন টান টান করলো পিঠ যে লম্বায় খানিকটা বেড়ে গিয়ে জেকের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছলো তার মাথা।

'আমার কথা শোনো–' জেকের চেহারায় কাঠিন্য।

আর ঠিক তখনই রাতের নিস্তব্ধতা চিরে আবার সেই চিৎকার ভেসে এলো ওদের কানে।

ফোঁপানোর আওয়াজ, ভোঁতা আর তরল, তারই সাথে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো শতকণ্ঠের উল্লাস ধ্বনিতে। নির্দয় একদল শিকারী মানুষ রক্ততৃষ্ণায় গর্জে উঠলো।

'ওরা তোমাকে পেলে কি করবে আন্দাজ করতে পারো?' শব্দের উৎসের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে জেক; চোখ জোড়া ক্লান্ত, ঠাণ্ডা।

'তুমি গেলে আমও যাচ্ছি,' ভিকি অটল। যুক্তি বা ভীতি, কোনোটাই তার ওপর প্রভাব ফেলছে না।

আর কিছু না ব'লে নিজের পথে হাঁটা ধরলো জেক। গালা ক্যাম্পের মাথার ওপর গাছপালার শাখা-প্রশাখা অগ্নিকুণ্ডের লালচে আভায় আলোকিত হয়ে আছে, উঁচু গির্জায় ছাদের মতো লাগছে দেখতে।

সেন্ট্রিদের কোথাও দেখা গেলো না, সার সার বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর সামনে দিয়ে হন হন করে এগোলো ওরা কারো চোখে ধরা না পড়েই। ব্যস্ত হাতে খাড়া করা হয়েছে অসংখ্য কুঁড়েঘর আর তাঁবু, সারিগুলোর মাঝখানে সরু গলি, তারই একটা ধ'রে জেকের পিছু পিছু এগোলো ভিকি। ভয় করছে তার, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তবু বিপদের ঝুঁকি নেয়ায় নিজের ওপর একবিন্দু অসন্তুষ্ট বা অনুতপ্ত নয়।

গলির মাথা থেকে হঠাৎ ক্যাম্পের একেবারে মাঝখানে বেরিয়ে এলো ওরা। বিশাল জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে, যতোদূর দৃষ্টি যায় উপচে পড়ছে গালাদের বৃত্তাকার ভিড়—আগুনের আভায় কুৎসিত কদাকার চেহারাগুলো নগ্ন উত্তেজনা আর লোভে চকচক করছে। হাভানায় চাক্ষুষ করা একটা মোরগ লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে গেলো জেকের, রক্তদর্শনের নেশায় দর্শকরা এমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল যে নিজেদের হাত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেও ক্ষান্ত হয়নি, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার না করে পরস্পরকে ছুরি মারতে শুরু করে দেয়।

হিংস্র জন্তুর মতো গর্জে উঠছে গালারা একযোগে।

'ওই, ওই লোকটা রাস কুল্লাহ,' ফিসফিস করলো ভিকি, জেকের আস্তিন ধ'রে মৃদু টান দিলো।

ফাঁকা, গোলাকার জায়গাটার দিকে চোখ ফেরালো জেক। একধারে কার্পেটের ওপর কয়েকটা গদি ফেলা হয়েছে, সেগুলোর ওপর ব'সে রয়েছে রাস কুল্লাহ। দশ কি আরো বেশি উজ্জ্বল রঙের ডোরা কাটা একটা মাল তার কাঁধ আর মাথায় জড়ানো, মসৃণ নরম মুখ ঢাকা পড়ে আছে তারই ছায়ায়, আগুনের প্রতিফলন নিয়ে জ্বলতে থাকা চোখ দুটোয় স্থির ও ঠাণ্ডা ও শ্বাপদের দৃষ্টি।

তার চর্বিবহুল মোটা হাতের রঙ হাতির দাঁতের মতো, শক্ত মুফোর আকৃতি নিয়ে একটা হাত পড়ে আছে কোলের ওপর, অপর হাতের আঙুলগুলো পাশে বসা মেয়েলোকটার কোমর আর পেটে কিলবিল করছে। প্রতিটি আঙুলের যেনো নিজস্ব প্রাণ আছে, পেট বেয়ে পোকার মতো চলছে; ম্লান আর অশ্লীল, বেঢপ আকৃতি নিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে থাকা স্তনের গায়ে চাপ দিলো।

আগুনের সামনে, বৃত্তের দূরপ্রান্তে, খোলা মাঠের কিনারায়, তিনজন ইতালিয়ান বন্দীর একটা দল ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘামে আর আতংকে চকচকে সাদা তাদের মুখ, প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঢোলা, সুতি কাপড়ের পা'জামা পরে আছে তারা, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ খালি, উদোম গায়ে অসংখ্য কাটাকুটির তাজা দাগ। তিন জোড়া নগ্ন পা ফুলে উঠেছে, লাল রক্তের মোটা ধারা গড়িয়ে নামছে

পায়ের পাতায়। পাতাগুলোর কিনারা ক্ষতবিক্ষত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, উঁচু-নিচু দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে আনা হয়েছে তাদেরকে, কিংবা হয়তো ঘোড়ার পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনা হয়েছে, ঘোড়ার সাথে সমান তালে হাঁটতে না পেরে ঘন ঘন আছাড় খেয়েছে লোকগুলো। তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে খোলা মঞ্চের মাঝখানে—ওখানে নারকীয় একটা দৃশ্যে অভিনয় করছে এক মেয়েলোক।

যুবতী মেয়েলোকটাকে চিনতে পারলো ভিকি, সারডি শহরের রেস্ট হাউসে রাস কুল্লাহ'র পাশে তাকে ব'সে থাকতে দেখেছে সে, গালা গোত্রপ্রধানের একজন ভালোবাসার পাত্রী–সারার ভাষায়, গাভী। এই মুহূর্তে মাটিতে ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, বিশাল দুই স্তন ঝুলে রয়েছে নিচের দিকে, নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত।

তার সূর্যমুখী ধাঁচের মুখে ধর্মীয় আবেগ আর মোহ প্রায় পবিত্র একটা আলো ফুটিয়ে তুলেছে। পটলচেরা কালো চোখে নিষ্ঠা, ত্যাগ, একাগ্রতা আর আত্মনিবেদনের গভীর, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, মৃদু হাঁপাচ্ছে সে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মেয়েদের অথবা কসাইদের মতো, তার আলখাল্লার আস্তিন কনই পর্যন্ত গুটানো, কব্জি পর্যন্ত রক্তে ভিজে আছে হাত। একজন দক্ষ সার্জেনের মতোই বাঁকা ডগাসহ ছোরাটা বাগিয়ে ধ'রে আছে সে, ছোরার রূপালি ফলা আগুনের আভায় লালচে আর ম্লান লাগলো দেখতে।

যে জিনিসটাকে নিয়ে ব্যস্ত সে, এখন আর সেটাকে প্রাণী বলা চলে না, যদিও এখনো মোচড় খাচ্ছে সেটা, বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছে, নিঃশ্বাসও ফেলছে, কিন্তু বাধা দিতে বা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এখনো ফোঁপাচ্ছে সে, যদিও আওয়াজটা এখন আর মানুষের ব'লে চেনার কোনো উপায় নেই।

ছোরার কোপ আর গভীরভাবে টানা আঁচড়ে মানুষের পরিচিত আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে সে। বৃত্তের কিনারায় উপচে পড়া ভিড় থেকে জোরালো দাবি উঠলো, যেনো এক সাথে গর্জে উঠলো কয়েক হাজার হায়েনা। ব্যস্ততার ভান করে নিজের কাজে আরো মনোযোগ দিলো মেয়েলোকটা, জিনিসটার বিস্ফারিত তলপেটের গোড়া থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঘন ঘন ছোরা চালিয়ে কি যেনো একটা কেটে বের করে আনার চেষ্টা করছে সে। রক্তে ভেজা আঙুল পিচ্ছিল হয়ে আছে, মুঠো থেকে ছোরার বাঁ বারবার পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। খানিকটা করে কাটছে সে, টানা-হ্যাঁচড়া করছে—মৃত্যুপথযাত্রী ফুঁপিয়ে উঠলো আবার, তবে আওয়াজটা অস্পষ্ট। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হ'লো মেয়েলোকটা, ছোরার ফলা দিয়ে সদ্য কেটে আনা জিনিসটা মাথার উপর তুলে ধরলো সে দর্শকদের দেখানোর জন্যে।

বৃত্তের কিনারা ধ'রে একটা চক্কর দিলো সে, একটা হাত মাথার উপর, আঙুলের ভেতর সদ্য কেটে আনা জিনিসটা। চক্কর দেয়ার সময় খিলখিল করে হাসলো সে, নাচতে নাচতে এগোলো, রক্তের কয়েকটা ধারা হাত বেয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দিলো কাঁধ আর স্তন, পাঁজরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেলো কোমরের নিচে।

'গায়ের সাথে সেঁটে থাকো,' নরম গলায় বললো জেক। আশ্চর্য! ওর এই গলার স্বর আগে কখনো শোনে নি ভিকি। মেয়েলোকটার ওপর থেকে সে তার আতংকিত দৃষ্টি ছিঁড়ে আনলো, তাকালো জেকের দিকে।

জেকের মুখ যেনো নিস্প্রাণ পাথুরে একটা অবয়ব। চোয়াল দুটো কঠিন, চোখ জ্বলছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলো জেক, হাতটা নামিয়ে উরুর পাশে সমান করে রাখলো। ওর হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততার কোনো ভাব পুটলো না, তবে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো প্রতিটি পদক্ষেপে, কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিলো সামনের বাধা প্রতিটি লোককে। জোরালো ধাক্কা খেয়ে ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেলো, আবার জোড়া লাগার আগে সেই ফাঁক গ'লে প্রতি মুহূর্তে ওর পিছনে থাকার সুযোগ হ'লো ভিকির।

কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ভিকির কোনো ধারণা নেই। কয়েক হাজার হিংস্র আর উত্তেজিত গালার বিরুদ্ধে একা জেক কি করতে পারবে, তাও তার অজানা। তবে এসব সমস্যা বা বিপদের কথা তার মাথায় ঢুকলেও তেমন একটা বিচলিত বোধ করলো না।

প্রতিটি গালার অচ্ছেদ্য মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে নৃত্যরত মেয়েলোকটা, এই মুহূর্তে ভূমিকম্প বা বজ্রপাতহলেও বোধহয় তাদের হুঁশ ফিরবে না, ওর উপস্থিতি কেউ টের পাবার আগেই রাস কুল্লাহ কাছে পৌঁছে গেলো জেক।

মোটা, নরম বাঁ হাতের ওপরের দিকটা ধরলো ও, তুলতুলে চর্বি আর মাংসের ভেতর ডেবে গেলো আঙুলগুলো, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করালো তাকে, ভারসাম্য কেড়ে নিয়ে প্রায় ঝুলিয়ে রাখলো হাতের ওপর। ঘুরিয়ে নিজের দিকে মুখ ফেরালো। অপর হাতে ধরা বেরেটার মাজল ঠেকালো ওপরের ঠোঁটে, ঠিক চওড়া নাকের কদর্য ফুটোর নিচে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, জেকের আগুন ঝরা দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেলো রাস কুল্লাহ, পরমুহূর্তে মাংসের ভেতর নখ ঢুকে পড়ার ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো, ইস্পাতের ঠাণ্ডা মাজল ঠোঁটের ওপর ঘষা খাওয়ায় ভয়ে কাঁপ ধ'রে গেলো শরীরে।

অল্প দু'চারটে অ্যামহারিক শব্দ শিখেছে জেক গ্রেগের কাছে, মনে মনে সেগুলো গুছিয়ে নিলো। 'ইতালিয়রা,' হিস হিস করে বললো ও, 'আমার ভাগে।'

জেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাস কুল্লাহ, যেনো ওর কথা শুনতে পায়নি, তারপর একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে। গালাদের সবচেয়ে কাছের ভিড়টা দুলে উঠলো, যেনো বাধা দিতে আসছে।

রাস কুল্লাহ'র ঠোঁটে পিস্তলের মাজল চেপে ধ'রে ঘোরালো জেক, দাঁত আর ইস্পাতের মাঝখানে থেতলে গেলো ঠোঁট, চামড়া ছিঁড়ে মাজলটা ভেতরে ঢুকলো খানিক, রক্ত বেরিয়ে পড়লো।

'মৃত্যু।' একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো জেক। ভোঁতা গলায় শিষ্য যোদ্ধাদের বারণ করলো রাস কুল্লাহ। চেহারায় আক্রোশ নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেলো তারা,

আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে, হিংস্র দৃষ্টি জেকের ওপর স্থির হয়ে আছে, ওর যে-কোনো দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

রক্ত ভেজা হাত নিয়ে মেয়েলোকটা আবার তার শিকারের সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো, বিশাল জনসমূদ্রে নেমে এলো প্রত্যাশায় ভরাট অটুট নিস্তব্ধতা। চারদিকে ভিড় নিরেট নিষ্প্রাণ পাঁচিল, এক চুল নড়লো না কেউ, সবাই জেক আর রাস কুল্লাহ'র দিকে তাকিয়ে আছে। জমাট নিস্তব্ধতার মাঝখানে, আগুনের পাশ থেকে ভাঙাচোরা রক্তাক্ত জিনিসটা আবার ককিয়ে উঠলো—ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলা ধরনের একটা দীর্ঘ আওয়াজ, জেকের স্নায়ুতে যেনো গরম লোহার ছ্যাঁকা দিলো, চেহারা হয়ে উঠলো ক্ষ্যাপার মতো।

'তোমার লোকদের বলো,' নির্দেশ দিলো জেক, নিজের কানেই কর্কশ শোনালো।

কেঁপে গেলো রাস কুল্লাহ'র গলা, যেনো একটা মেয়ে চিৎকার করলো। অর্ধনগ্ন বন্দীদের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

রাস কুল্লাহ'র ঠোঁট থেকে মাজল তুলে নিলো জেক, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিলো নাকের ফুটোয়, দুই ফুটোর মাঝখানের নরম দেয়াল ছিঁড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরুলো। নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করলো জেক। অনিচ্ছার ভাব নিয়ে প্রহরীরা বন্দী তিনজনকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। তিনজনই ঠক ঠক করে কাঁপছে।

'ওর ড্যাগরটা নাও,' শান্ত গলায় ভিকিকে বললো জেক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাস কুল্লাহর চোখে স্থির হয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে, একটু একটু করে সরে এলো ভিকি, রাস কুল্লাহ'র পাশে থামলো। চেহারা দেখে মনে হ'লো রাস কুল্লাহ নড়ে বা ধমকে উঠলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে।

একটা হাত তুলে জেকের কাঁধে রাখলো ভিকি, খামচে ধরলো, শুধু এই স্পর্শ টুকুই সমস্ত আতংক দূর করে দিলো তার মন থেকে। অপর হাত দিয়ে ড্যাগারের কারুকাজ করা হাতলটা ধরলো সে, বিশাল ভূঁড়ির গা থেকে আস্তে করে টেনে নিলো সেটা। কাঠের হাতল, হাতলের মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার ওপর অনেকগুলো দামী পাথর। জিনিসটা সৌখিন হলেও, ফলাটা চকচকে আর ধারালো।

'ওদের মুক্ত করো,' বললো জেক। 'রশি কেটে দাও।'

জেকের পাশ থেকে সরে যেতে হ'লো ভিকিকে। বিপজ্জনক মুহূর্ত, পিস্তল ব্যারেলের ওপর চাপ বাড়িয়ে থেঁতলানো ঠোঁট থেকে আরো খানিকটা রক্ত ঝরালো জেক। রাস কুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে মাথাটা একপাশে ও পিছন দিকে অসম্ভব ভঙ্গিতে কাত করে, আর বুঝি এক চুল কাত হলেই ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। দাঁত বের করে মুখ ভেঙচে থাকার ভঙ্গিটাও যেনো স্থায়ী ও স্থির, কোটরের ভেতর চোখের মণি অনবরত ঘুরছে, মাঝেমধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চোখ জোড়া নিষ্কলঙ্ক সাদা হয়ে উঠলো, গাল বেয়ে নেমে এলো পানির মোটা ধারা, আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে গোলাপের হলুদ পাপড়িতে জ'মে থাকা শিশিরের মতো।

বন্দীদের কব্জি আর কনুই থেকে রশির শক্ত বাঁধন কেটে দিলো ভিকি, হাত ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলো তারা, তিনজন পরস্পরের গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে আছে। প্রত্যেকের ম্লান মুখে ক্ষতচিহ্ন, ঘাম আর শুকনো রক্ত–চেহারায় দিশেহারা ভাব, চোখে নগ্ন আতংক।

ত্রস্ত পায়ে জেকের পাশে ফিরে এলো ভিকি। মিথ্যে সান্ত্বনা কিনা জানা নেই, তবে জেকের গা ঘেঁষে থাকতে পারলে নিকেজে সম্পূর্ণ নিরাপদ ব'লে ভাবতে পারছে সে।

রাস কুল্লাহকে হাঁটতে বাধ্য করলো জেক, প্রতিটি মুহূর্ত সচেতন প্রয়াসের সাথে জেকের পাশে আঠার মতো লেগে থাকলো ভিকি। রাস কুল্লাহকে খোলা মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছে জেক—অত্যন্ত ধীরগতিতে, প্রতিবার এক পা করে, প্রতি পদক্ষেপের পর কয়েক সেকেণ্ড বিরতি নিলো। উপচে পড়া ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে জেকের।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে জিনিসটাকে, নরম ও নোংরা পদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বেদনা প্রকাশের ভাষা আর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়ে মুক ও বধির বানানো হয়েছে তাকে। বেঁচে থাকার আকৃতি বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার অক্ষমতা, কারণটা যাই হোক, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পরও বেঁচে আছে সে—অল্পস্বল্প নড়ছে এখনো, আক্ষেপের সুর নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

রাস কুল্লাহ'র উল্টো দিকে সামান্য ঝুঁকলো জেক, তবে ধ'রে থাকলো তাকে। ভিকি দেখলো, জেকের ঠাণ্ডা পাষাণ চেহারায় করুণা আর সমবেদনার ছায়া ফুটলো মুহূর্তের জন্যে। রাস কুল্লাহ'র মুখ থেকে পিস্তল নামালো জেক, তার আগে পর্যন্ত ভিকি বোঝেনি কি করতে চাইছে ও পিস্তল ধরা হাতটা যতোটুকু পারা যায় লম্বা করলো জেক।

তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরিত হ'লো পিস্তল। মাংসপিণ্ডের গায় শুধু মাথা আর কপালটা চেনা যায়, কপালের মাঝখানে ঢুকলো বুলেটটা। ভুরুর ওপর চকচকে হাড়ের গায়ে নীলচে একটা গর্ত তৈরি হলো। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হাঁসের ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে কেঁপে উঠলো চোখের পাতা, ধনুকের মতো বেঁকে থাকা মাংসপিণ্ড চুপসে গেলো, শিথিল হলো। ছেঁড়া-ফাড়া গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুলো, অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার মতো। তারপর সমস্ত যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেলো সে।

লোকটাকে মুক্তি দিলো জেক, যদিও তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকালো না, হাতের পিস্তলটা আবার রাস কুল্লাহ'র মুখে ঠেকালো, আঙুলের চাপ বাড়িয়ে তার বাহুর মাংসে সেঁধিয়ে দিলো নখগুলো, ঘুরতে বাধ্য করলো তাকে, হাতটা আরো মুচড়ে দিয়ে ধীরগতিতে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো।

সাথে সাথে পিছনের নিরেট ভিড়াটা দুলে উঠলো, পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি।

বন্দীদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো জেক, সংকেত দিয়ে এগোতে বললো। সামনে থাকলো তারা, ধীর পায়ে এগোলো, আগের মতোই পরস্পরের গায়ের

সাথে সেঁটে আছে। ওদের পিছনে থাকলো ভিকি, নিরাপত্তার অনুভূতিটাকে ধ'রে রাখার জন্যে একটা হাত পিছন দিকে লম্বা করা, জেকের কাঁধের ওপর। রাস কুল্লাহ'র হাত এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে জেক যে তার গোটা শরীর কুঁকড়ে ছোটো হয়ে আছে, ইচ্ছে করলেই ভারসাম্য ফিরে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—আঙুলের চাপ আর হাতের ধাক্কা প্রয়োজনে কমিয়ে বা বাড়িয়ে তার হাঁটার গতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ও, এক পা এক পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে।

জেক জানে,তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না, উচিত হবে না দুর্বলতা প্রকাশ করা। ওদের কৌশল বা শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই বলেই এখনো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না গালারা। হিংস্র হায়েনাগুলোকে দমিয়ে রেখেছে গোত্রপ্রধানের নির্দেশ, এরপর কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিন্তু একবার মরিয়া হয়ে উঠলে কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। পরিণতি সম্পর্কেও জানে জেক, জেনে মুনেই ঝুঁকিটা নিয়েছে ও। ওদের মৃত্যু হবে মহা বিশৃংখলার ভেতর—চারদিক থেকে ধেয়ে আসবে ভিড়গুলো, লোমশ কয়েকশো হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলবে ওদের হাত-পা, চুলসহ খুলে নেবে খুলির চামড়া, আঙুল ঢুকিয়ে বের করবে চোখ,বুকে পা দিয়ে মট মট করে ভাঙবে পাঁজর, টেনে ছিঁড়ে নেবে জিভ।

পিছনের ভিড়টা সচল, তবে মধ্যবর্তী দূরত্ব কমলো না। এক পা এক পা করে এগোলো জেক, তাল বজায় রেখে ওর সাথে এগোলো রাস কুল্লাহ। একই ছন্দে ওর সামনে ভিকি, ভিকির সামনে বন্দীরাও হাঁটছে। খানিক পরপরই দীর্ঘদেহী গালারা ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে। প্রতিবার রাস কুল্লাহ'র নরম চামড়ায় পিস্তলের মাজলটা সজোর ঘষলো জেক। গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ফাঁক হয়ে গেলো সামনের ভিড়, কদাকার যোদ্ধারা ঠিক ততোটুকু সরে গেলো যতোটুকু ওদের এগোবার জন্যে দরকার, তারপর পিছন যারা পিছু নিলো তাদের সামনের সারিতে রয়েছে সর্দার আর মাতবররা। এতো কাছাকাছি থাকলো লোকগুলো যে হাত বাড়ালেই তারা তাদের গোত্রপ্রধানকে ছুঁতে পারবে।

কতোক্ষণ সময় লাগলো বলতে পারবে না জেক, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলো সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভেতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, জেকের ইচ্ছে হ'লো ভিকি আর বন্দীদের ছুটতে বলবে, রাস কুল্লাহকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করলো ও, কারণ জানে ওদের সাথে তাহলে গালারাও দৌড়–জনসমুদ্রে চাপা পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাঢ়, ধ'রে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

কতোক্ষণ সময় লাগলো বলতে পারবে না জেক, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলো সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভেতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, জেকের ইচ্ছে হ'লো ভিকি আর বন্দীদের ছুটতে বলবে, রাস কুল্লাহকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করলো ও, কারণ জানে

ওদের সাথে তাহলে গালারাও দৌড় দেবে—জনসমুদ্রে চাপা পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাঢ়, ধ'রে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

'ওদের নিয়ে কি করবো আমরা?'রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো ভিকি। পিস্তলের মুখে এই লোকটাকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না।

জেক জবাব দিলো না। পিছনে গা ঘেঁষে থাকা গালাদের ওপর অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর শুনতে দিতে চায় না। আবার এ-ও চায় না যে ভিকির আচরণে আতংক প্রকাশ পাক।

তবে কথাটা ভিকি মিথ্যে বলেনি, অনুসরণরত গালাদের আচরণে বেপরোয়া একটা ভাব জেকের অনুভব করতে পারছে, একঘেয়ে অনুসরণে তারা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, প্রতিশোধপরায়ণ জনসমুদ্রে মাথাচাড়া দিচ্ছে আত্মহননের অদম্য স্পৃহা। আহ্বানের সুর সম্বলিত কয়েকটা গর্জন শোনা গেলো, পিছন থেকে সামনের সারির যোদ্ধাদের প্ররোচিত করা হলো—ছিঁড়ে ফেলো, মেরে ফেলো, পিষে ফেলো। ঝাঁপিয়ে পড়ো, উদ্ধার করো গোত্রপ্রধানকে!

'গাড়ি!' চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই অনুপ্রাণিত বোধ করলো জেক। 'ওদেরকে গাড়িতে তুলবে তুমি।'

'তারপর?'

'এক এক করে,' মৃদু কণ্ঠে বললো জেক। 'আগে ওদেরকে গাড়িতে তোলো।'

কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে এখনো উঠছে ওরা, আগের চেয়ে আরো কাছে সরে এসেছে গালারা। আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন ধাক্কা দিলো ওকে, বাজিয়ে দেখলো, সেঁটে থাকলো গায়ের সাথে, চাপ বাড়ালো। জেকের গতি সাবলীল ও বিরতিহীন, ঢিল করে দিলো পেশী, সিকি পাক ঘুরলো। এমনই ক্ষিপ্র আর বিদ্যুৎগতি যে ঘুসিটা গালা সর্দার এড়াতে পারলো না। যদি দেখতেও পেতো চারপাশে সঙ্গী-সাথীদের নিরেট ভিড়ের চাপ থাকায় সরে যাবার উপায় ছিলো না তার।

কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতটাকে দা-এর মতো ব্যবহার করলো জেক, কোপ মারার ভঙ্গিতে, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা লাগলো লোকটার মুখে, ওপরের মাড়ি থেকে নিখুঁতভাবে দাবিয়ে দিলো সামনের চারটে দাঁত, ধাক্কাটা সরাসরি সামনের সাইন্যাসগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্রেনে গিয়ে আঘাত করলো। কোনো শব্দ না করে সাথে সাথে পড়ে গেলো লোকটা, পরমুহূর্তে অসংখ্য পায়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, অনুসরণরত গালারা হোঁচট খেলো, কিন্তু গ্রাহ্য করলো না। তবে আগের মতো আর ওদের গা ঘেঁষে থাকলো না তারা। পিস্তলটা আবার রাস কুল্লাহ'র মাথার পাশে ফিরিয়ে এনেছে জেক। রাস কুল্লাহ'র মোচড়ানো হাতে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো সে, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুবার আগেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটে গেছে ঘটনাটা।

তার হাতটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো জেক, সামান্য চাপ বাড়িয়ে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করলো, নিতম্বে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে আরা দ্রুত হাঁটার নিঃশব্দ তাগাদা দিলো।

ওদের সামনে, গাড়িগুলোর কুঁজ আকৃতির মাথা দেখতে পেলো জেক, চাঁদের আলোয় ভাসছে, ছাই চাপা আগুনের গায়ে ফুটে আছে ইস্পাতের ভোঁতা কিনারাসহ কাঠামোগুলো।

'ভিকি, রঙ্গিলাকে ব্যবহার করবো আমরা। প্রিসিলা বাদ, কারণ প্রথমবারই স্টার্ট না নিলে বিপদ হবে,' জেকের দাঁতের ফাঁক গ'লে নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো। 'ড্রাইভারের হ্যাচ গ'লে নামতে হবে তোমাকে। আর সব কিছু ভুলে যাও, তোমার একমাত্র কাজ হইলের পিছনে বসা।'

'কিন্তু বন্দীদের কি হবে?'

'যা বলা হয়েছে তাই করো, প্রশ্ন করো না।'ওদের কাছ থেকে গাড়িগুলো, আর মাত্র বিশ ফুট দূরে। 'তাড়াতাড়ি, ভিকি, যতো তাড়াতাড়ি পারো।'

ছুটতে চাইলেও, পারলো না ভিকি, হন হন করে এগোলো। গালারা কেউ বাধা দেয়ার আগেই রঙ্গিলার সবচেয়ে উঁচু পাশটায় পৌঁছে গেলো সে, আঙ্কটা ধ'রে এক লাফে উঠে পড়লো গাড়ির মাথায়।

'বন্ধ করো!' চিৎকার করলো জেক, কর্কশ ধাতব আওয়াজের সাথে হ্যাচটা বন্ধ হতেই স্বস্থির পরশ অনুভব করলো ও। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ একপাল নেকড়ের মতো গর্জে উঠলো গালারা, পিলপিল করতে করতে সামনে বাড়লো তারা, পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়তে চেষ্টা করলো, চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো গাড়িটাকে।

আকাশের দিকে একটা গুলি করলো জেক, সাথে সাথে কর্কশ কণ্ঠে একটা নির্দেশ দিলো রাস কুল্লাহ। সামান্য পিছিয়ে গেলো গালারা, থেকে গেলো তাদের চাপা গর্জন, চারদিকে নেমে এলো উত্তেজনায় টান টান নিস্তব্ধতা।

'ভিকি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?' ডাকলো জেক, বন্দীদের নিজের নাগালের মধ্যে আগলে রেখেছে ও, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রঙ্গিলার দিকে।

সাড়া দিলো ভিকি, স্টীল প্লেটের পিছন থেকে তার কণ্ঠস্বর ভোঁতা শোনালো, ভেসে এলো যেনো অনেক দূর থেকে।

'পিছনের দরজা,' জরুরি সুরে বললো জেক, 'খুলবে, কিন্তু আমি বলার পর।' ধাক্কা দিয়ে বন্দীদের ঘুরিয়ে পিছনের দরজার সামনে নিয়ে আসছে ও। বন্দীরা আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাগালের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পেয়ে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খেতে লাগলো, দিশেহারা বোধটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলো না, বোকার মতো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে এ জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকালো। ওদের পিঠে ঘন ঘন ধাক্কা দিতে হ'লো জেককে।

'খোলো এবার!' গলার রগ ফুলে উঠলো জেকের, মুঠো করা হাত হাতুড়ির মতো আঘাত করলো দরজার গায়ে। ভুলটা বুঝতে পেরে মুঠোর বদলে পিস্তল ঠুকলো ইস্পাতের গায়ে।

ঝনাৎ শব্দে খুলে গেলো দরজা, স্যাঁৎ করে ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ানো ছোট্ট ভিড়টার গায়ে ধাক্কা খেলো কবাঁ।

'গডড্যাম ইট!' একটা কবাটের গায়ে কাঁধ ঠেকালো জেক, ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুললো সেটা, কবাটের আকস্মিক আঘাতে ছিটকে পড়লো একেবারে কাছে এসে পড়া দু'জন গালা। দেহভঙ্গিমার দ্রুতগতি পরিবর্তনে জেক কোনো বিরতি নিলো না, খপ্ করে ধরেই বন্দীদের একজনকে চুঁড়ে দিলো গাড়ির অন্ধকার গহ্বরে, বাকি দু'জন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে দেখে তাদের পিঠের ওপর বন্ধ করে দিরো দরজা, দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে গালাদের দিকে ফিরলো, শুনতে পেলো খোপে ঢুকে আটকে গেলো বোল্ট-টা।

কদাকার চেহারাগুলোয় ঘৃণা ফুটে রয়েছে, চোখে আক্রোশ আর খুনের নেশা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে গালারা, পিঠে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ নিয়ে সামনের সারির লোকগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে তর্জন-গর্জন শুরু হলো। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপারে, জেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। মুখের বেশিরভাগ গ্রাস কেড়ে নেয়া হয়েছে, এই শেষ শিকারটাকে তারা পালাতে দেবে না।

নিজেকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগলো জেকের, মনে হ'লো কয়েক মাইল দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে, পাঁজরের খাঁচায় অনুভব করতে পারছে হৃৎপিণ্ডের অবিরাম গুঁতো, তবে রাস কুল্লাহকে ছাড়েনি ও, তার বাহুর নরম মাংস ছেড়ে দিলেও মুঠোর ভেতর ধ'রে রেখেছে ঘন কালো চুলের গোছা। চুলগুলো আঙুলে পেঁচিয়ে নিয়ে মাথার পিছনের খুরি চামড়ায় টান দিলো ও, বাঁকা হয়ে নিজের লোকদের দিকে ঘুরে গেলো রাস কুল্লাহ'র মুখ। অপর হাতের পিস্তলটা তুললো জেক গোত্রপ্রধানের কানে, ফুটোর ভেতর ঢুকাতে চেষ্টা করলো মাজলটা।

'ওদের সাথে কথা বলো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো জেক। 'তা না হলে পিস্তলের মাজল আরেক কান দিয়ে বেরুবে।'

শব্দগুলো যদি নাও বুঝে থাকে, সুরটা বুঝলো রাস কুল্লাহ হড়বড় করে অ্যামহারিক ভাষায় কথা বললো সে, থামার আগেই সামনের সারির যোদ্ধারা এক পা পিছিয়ে গেলো। রঙ্গিলার খোলে পিঠ ঘষে, প্রতি মুহূর্তে এক ইঞ্চি করে সরলো জেক,অসহায় রাস কুল্লাহ'র চুল ধ'রে তাকে নিজের সামনে আড়াল হিসেবে রাখলো।

ওরা সরলো, ওদের সথে ভিড়টাও সরলো, গালারা দৃষ্টি আর নাগালের মধ্যে ধ'রে রাখতে চাইছে ওদেরকে। চাঁদের আলোয় গালাদের মুখে চকচক করছে ঘাম, চেহারা নিষ্ঠুর আর ক্রোধোন্মত্ত, খুনের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ার চরম মুহূর্তে পৌঁছে ইতস্তত করছে। অন্ধকার থেকে বাঘের মতো গর্জে উঠলো একজন গালা, গমগমে কর্তৃত্বের সুর, মার মার কাট কাট ধ্বনি উঠলো ভিড়ের চারদিক থেকে—সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো রাস কুল্লাহ'র আর্তচিৎকার। হাঁটু দিয়ে তার কিডনিতে গুঁতো মেরেছে জেক।

আরো আস্তে মারতে চেয়েছিল জেক, চায়নি রাস কুল্লাহ ব্যথা পেয়ে আর্তনাদ করে উঠুক। গোত্রপ্রধানের কষ্ট মাত্রা ছাড়াচ্ছে দেখলে গালারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

ভিড়ের ভেতর চারদিক ঠ্যালা-গুঁতোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। পিছনের সারিগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লো জেক, গলা শুকিয়ে গেছে। বুঝতে পারলো, আর সময় নেই।

'ভিকি, স্টার্ট দিতে পারবে?' ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেক।

ভিকির অস্পষ্ট গলা ভেসে এলো 'রেডি টু স্টার্ট।'

পায়ের পিছনে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের স্পর্শ পেলো জেক, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত শোরগোল ম্লান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের রক্ত হিম করা একটা আওয়াজ শোনা গেলো। চিৎকারটা শেষ দিকে লু-লুউউ-লু-লুউউ উলুধ্বনির সুরে প্রলম্বিত হলো, হঠাৎ নেমে আসা নিস্তব্ধতার ভেতর রক্তপিপাসায় কাতর আধিভৌতিক করুণ আর্তির মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আফ্রিকান যুবকদের যুদ্ধপ্রবণ হৃদয়ে ছলকে উঠলো রক্ত, এই ব্যাকুল আহ্বান চাবুকের মতো বাড়ি মারলো উত্তেজনায় উত্তপ্ত চামড়ায়, গুঙিয়ে উঠলো জনসমুদ্র, পাল্টা জবাবে চারদিক থেকে এলো রণহুংকার।

'জেক, দেখতে চাই কি করো তুমি! ওরা আসছে!' ভাবলো জেক, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাস কুল্লাহকে ধাক্কা দিলো, ফেলে দিলো গালাদের গায়ের ওপর। যোদ্ধাদের পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে পড়লো রাস কুল্লাহ, তারা আছাড় খেলো পিছনের সারির গায়ে।

ইতোমধ্যে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ধ'রে ফেলেছে জেক। এই সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হবে জানতো ও, সেজন্যেই বেছে নিয়েছে নিতম্বিনীকে, জানে লৌহমানবীদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে লক্ষ্মী। কিন্তু প্রথমবার হ্যান্ডেল ঘোরাতে নিতম্বিনীর এঞ্জিন প্রতিবাদের সুরে খক খক করে উঠলো, স্টার্ট নিলো না।

'প্লিজ, মাই ডার্লিং, প্লিজ!' মরিয়া হয়ে আবেদন জানালো জেক, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডেল ঘোরাতেও বিষম খেলো এঞ্জিন, খকখক করলো তারপর হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে সাবলীল ছন্দে সচল থাকলো। লাফ দিয়ে গাড়ির মাথায় উঠে যাবে জেক, ওর মাথার ওপর খাড়া হ'লো একটা তলোয়ার, সবেগে নেমে এলো খুলি লক্ষ্য করে।

বাতাস চিরে নেমে আসছে ফলা, আওয়াজটা শুনতে পেলো জেক, মাথাটা নামিয়ে নিলো ঝট করে। গাড়ির খোলে লাগলো তলোয়ারের ফলা, আগুনের ফুলকি ছুটলো চারদিকে। আবার তলোয়ার তুললো গালা সর্দার, মাটির ওপর পিঠ দিয়ে পড়লো জেক, বেরেটার ট্রিগার টানলো।

মাংসে বুলেট ঢোকার ভোঁতা শব্দটা শুনতে পেলো জেক, পিছন দিকে হেলে পড়লো লোটা, হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূণ্যে ডিগবাজি খেলো তলোয়ার। আলখাল্লা পরা কুৎসিত দর্শন মূর্তিগুলো ধেয়ে এলো চারদিক থেকে, চোখের পলকে ছেঁকে ধরলো জেক আর রঙ্গিলাকে, জনসমুদ্র খেপে গেছে।

'ড্রাইভ, ভিকি, ফর গডস সেক, ড্রাইভ!' আর্তনাদ করে উঠলো জেক, বগলের তরা দিয়ে মুখের সামনে একটা মাথা বেরিয়ে আসছে দেখে খুলিতে ঠেকিয়ে আবার টেনে দিলো ট্রিগার। কাধে একটা হাত পড়লো, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে নিলো শার্টটা। বগলের নিচ দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা পিছন দিকে লম্বা করলো জেক, আবার গুলি করলো। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সচল হ'লো রঙ্গিলা, খোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলো কয়েকজন গালা।

রঙ্গিলার ঝাঁকিতে জেকের হাত থেকে ছুটে গেলো পিস্তল। সে-ও ছিটকে পড়েছে। গালারা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর, সারা শরীরে তাদের নির্দয় আঁচড় অনুভব করলো জেক, শুরু হয়ে গেলো ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। অন্ধকার আর ভিড়ে কিছুই দেখতে পেলো না জেক, শুধু আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো ওর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে রঙ্গিলা। জানে শেষ চেষ্টা, অসুরের শক্তি নিয়ে ডাইভ দিলো জেক। গাড়িটা কতো দূরে পরিষ্কার ধারণা ছিলো না, খোলের সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার ছিটকে পড়লো ও। গাড়ি আর থেঁতলানো শরীরের মাঝখানে দূরত্ব বাড়লো, জেক নিজেও জানে না কিসের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো ও, সন্দেহ হ'লো হাদের জয়েন্টগুলো খুলে গেছে কিনা। একটা আঙটা ধ'রে আছে জেক, রঙ্গিলা ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থ্রটলে ভিকির পায়ের চাপ বাড়তেই থাকলো, সগর্জনে ছুটলো রঙ্গিলা। সামনে মানুষের নিশ্চিদ্র পাঁচিল, ধেয়ে আসা গাড়িটাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হলো। ভিকির চোখের সামনে ধপ ধপ করে পড়লো লোকগুলো, থ্যাচ থ্যাচ শব্দে বাড়ি খেলো গাড়ির সামনের প্লেটের সাথে, রণহুংকারের বদলে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, গালারা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। ভিড়ের শেষ মাথা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় বেরিড়ে এলো আর্মারড কার, সামনের ঢালে পড়ে আরা দ্রুত হ'লো গতি।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড জেককে টেনে এনেছে রঙ্গিলা, তারপর আঙটা ছেড়ে দিয়েছে জেক, গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ে এক লাফে উঠে পড়েছে খোলের মাথায়। টারিটে হেলান দিয়ে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ও, দেখতে না পেলেও শব্দ শুনে বুঝতে পারলো বিপদ এখনো কাটেনি।

গাড়ির কিনারা ধ'রে ঝুলে রয়েছে অনেকে, জেক ঘাড় ফেরাতেই সবচেয়ে কাছের লোকটা রণহুংকার ছাড়লো, বাতাসে তার আলখাল্লা ফুলে উঠেছে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে মাথাটা। খোলের কিনারা দু'হাতে ধ'রে উঠে আসছে সে, ছোরার হাতলটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। তাকে আরো খানিক উঠতে দিলো জেক, কিনারা ছাড়িয়ে কাঁধ দুটো উঁচু হতেই দুই পা এক করে বুকের মাঝখানে লাথি মারলো, শূন্যে সিধে হ'লো লোকটা, পিছন দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়লো মাথা দিয়ে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভয়ার্ত আর্তনাদের শব্দ থেমে গেলো।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো জেক, গাড়ির মাথা অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে। হাত আর পা দিয়ে প্রতিবার একজন করে গালাকে কিনারা থেকে ফেলে দিলো ও। ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামছে রঙ্গিলা, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে ভিকি, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সাথে ঝোপ আর গাছগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে। অবশেষে ঢাল থেকে নেমে এসে খোলা প্রান্তরে পৌঁছলে আর্মারড কার।

হ্যাচ কাভারে দমাদম ঘুসি মেরে ভিকির দৃষ্টি আর্কষণ করলো জেক, ধীরে ধীরে গতি কমালো সে, তারপর মৃদু একটা ঝাঁকির সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো রঙ্গিলা।

হ্যাচ খুলে উঠে এলো ভিকি, দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো জেকের গলা। আলিঙ্গনটা এড়ানোর কোনো চেষ্টা করলো না জেক, নিঃশ্বাসের শব্দ বাধ সাধতে চাইলেও উপভোগ্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো দু'জনের মাঝখানে। আনন্দঘন মুহূর্তে বন্দীদের কথা মনে ছিলো না, রঙ্গিলার পেটের ভেতর তাদের কাশি আর নড়াচড়ার শব্দ প্রায় চমকে দিলো ওদেরকে।

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হ'লো ভিকি, চাঁদের আলো লেগে তার চোখ কোমল লোভে চকচক করে উঠলো।

'বেচারারা তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,' ফিসফিস করে বললো ভিকি। 'ওদেরকে তুমি নরক থেকে তুলে এনেছো–' দেরি করে পৌঁছানোর ওদের একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, কথাটা মনে পড়তেই ভাষা হারিয়ে ফেললো সে।

'তা তো বুঝলাম,' বললো জেক। 'কিন্তু এখন ওদেরকে নিয়ে কি করা হবে বলতে পারো?'

'হারারি ক্যাম্পে নিয়ে যাই চলো, রাস গোলাম নিশ্চয়ই ন্যায্য একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'উহুঁ,' মাথা নাড়লো জেক। 'আমার তা মনে হয় না। সবাই ওরা ইথিওপিয়ান আদিবাসী, ওদের নিয়ম-কানুন আমাদের মতো নয়। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এটাই এখানকার রীতি, এক অর্থে ন্যায্যও বটে। ইতালিয়রা রাস গোলামকে জ্বালিয়ে মারছে, তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে তিনি সদর ব্যবহার করবেন এটা আশা করা যায় না। ভেবে দেখো, বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে লোকগুলোকে সিংহের মুখে ঠেলে দিতে চাও কিনা।'

'ওহ্ গড, তার মানে আসলে আমরা বন্দীদের এখনো উদ্ধার করতে পারি নি?'

'তাছাড়া,' বললো জেক, 'সমস্যা আরো একটা আছে। বন্দীদের রাস গোলামের হাতে তুলে দিলে কাল সকালেই রাস কুল্লাহ এসে ফেরত চাইবে ওদের। রাস গোলাম ফেরত দিতে রাজি না হলে একটা ট্রাইবাল যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। উহুঁ, এ ঝুঁকি নেয়া চলে না।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ভিকি বললো, 'তাহলে একটাই উপায়। ওদেরকে ছেড়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক ওরা।'

'যেখানে খুশি বলতে তুমি বোঝাতে চাইছো ওয়েলস অভ চান্ডি,' পূর্ব দিকে তাকালো জেক, চাঁদের আলোয় ধু-ধু প্রান্তর নির্জন আর ফাঁকা। 'দেখা না গেলেও,

গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইথিওপিয়ান স্কাউটরা। এক মাইলও যেতে পারবে না, তার আগেই জবাই হয়ে যাবে বন্দীরা।'

'ওদেরকে আমাদেরই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তাহলে,' বললো ভিকি।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরলো জেক। 'পৌঁছে দিতে হবে?'

'গাড়িতে করে, ওয়েলস অভ চান্ডিতে।'

'ইতালিয়দেররা আনন্দে বগল বাজারে,' হাসি মুখে বললো জেক। 'ওদের কামানের কথা ভুলে গেছো দেখছি!'

'যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্যে সাদা পতাকা উড়বে গাড়ির মাথায়,' বুদ্ধি দিলো ভিকি। 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, জেক। সত্যি নেই।'

ঝাড়া এক মিনিট প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো জেক। 'অনেক দূরের পথ, ভিকি। চলো তাহলে, দেরি করে লাভ নেই।

হেডলাইট না জ্বেলে গাড়ি চালালো ওরা, ইতালিয়দের বা আদিবাসী স্কাউটদের যতোটা সম্ভব অন্ধকারে রাখতে চায় জেক। তবে চাঁদ যথেষ্ট উজ্জ্বল, সামনের পথ চিনতে বা শুকনো গভীর নালাটাকে এড়িয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। অবশ্য মাঝে-মধ্যেই ছোটো কিন্তু গভীর গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো রঙ্গিল, নাকের সামনে দিয়ে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা শিয়াল বা নেকড়ে ছুটে পালালো।

অর্ধনগ্ন বন্দীরা গাড়ির পিছনের কমপার্টমেন্টে কাত হয়ে পড়ে আছে, সারাদিনের তুমুল যুদ্ধ আর ভয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের, পরস্পরে গায়ে ঢলে পড়েছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এতোই গভীর সে ঘুম, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ বা ঘোরে অনবরত ঝাঁকিও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারলো না। আগোছাল একটা স্তূপের মতো পড়ে থাকলো তারা।

শীত শীত করায় ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে টারিট থেকে নেমে এলো ভিকি, ড্রাইভিং সিটে জেকের পাশে ছোট্ট জায়গাটুকু দখল করলো। কিছুক্ষণ শান্ত গলায় জেকের সাথে কথা বললো সে, তারপর তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো, থেমে গেলো এক সময়। এক পাশে ঢলে পড়লো সে, একটু হেসে তার সোনালি মাথাটা নিজের কাঁধে ঠিকমতো বসিয়ে নিলো জেক,তার পিঠ আর কোমরে হাত পেঁচিয়ে ধ'রে রাখলো, যাতে পিছরে পড়ে না যায়। গায়ের আঁচ পেয়ে আরো কাছে সরে এলো ভিকি। পুব আকাশে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালালো জেক।

ইতালিয়দের সেন্ট্রিরা তাদের ক্যাম্পের সীমানার ওপর নিয়মিত বিরতিসহ এক জোড়া শক্তিশালী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সার্চলাইটের আলো ফেলেছে, তাদের সন্দেহ রাতের অন্ধকারে আদিবাসীরা হামলা করতে পারে। মরু আকাশের গায়ে সাদা আলোর লম্বা এক জোড়া টানেল ছুটে গেলো একদিক থেকে আরেক দিকে। আলোটার দিকে লক্ষ্য রেখে এগোলো জেক, দূরত্ব কমে আসার সাথে সাথে গাড়ির গতি মন্তর করলো। জানে নিস্তব্ধতার ভেতর বহু মাইল দূর থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাবে, তবে এঞ্জিনে গর্জন কম হলে দূর থেকে ধরা যাবে না ঠিক কোনদিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

এক সময় জেক আন্দাজ করলো ইতালিয়দের ক্যাম্প আর দুই কি তিন মাইল সামনে। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে অন্ধকার আকাশটাকে চিরে হাজার ফুট ওপরে উঠলো একটা স্টার শেল, বিস্ফোরিত হ'লো চোখ ধাঁধানো সাদা-নীর আলো, বহু মাইর জুড়ে নিচের মরুভূমিটাকে একটা মঞ্চের মতো আলোকিত করে তুললো। অকস্মাৎ ব্রেক করে রঙ্গিলাকে দাঁড় করালো জেক, শেলটা ধীর ধীরে মাটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। আলোর ভেতর নড়াচড়া করলেই আর্মারড কারের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে ইতালিয়রা।

নিভে গেলো স্টার শেলের আলো, অন্ধকার যেনো আরো গাঢ় হয়ে ফিলে এলো। ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে ভিকির, ঢুলুঢুলু চোখে জেকের দিকে তাকালো সে, কপালে হাত তুলে চুল সরালো।

'কি হলো, জেক?'

'পৌঁছে গেছি,' বললো জেক, পরমুহূর্তে আরেকটা স্টার শেল উঠলো আকাশে, তার উজ্জ্বর আলোয় ম্লান হয়ে গেলো চাঁদটা।

'ওদিকে,' ব'লে একটা হাত তুলে ভিকিকে দেখালো জেক, ওয়েলস অভ চান্ডির ওপরে পাহাড়শ্রেণীর কিনারা পরিষ্কারই দেখা গেলো। সাজানো অনেকগুলো সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইতালিয়দের ট্রাক বহর, স্টার শেলের আলোয় প্রতিটি কাঠামো স্পস্ট, মাইল দুয়েক দূরে। আচমকা মেশিনগানের একটানা আওয়াজ ভেসে এলো, ছায়া লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছে সেন্ট্রিরা। মেশিনগানের আওয়াজ থামার সাথে সাথে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল।

'মনে হচ্ছে সবাই ওরা জেগে আছে, অত্যন্ত নার্ভাস,' চিন্তিত গলায় মন্তব্য করলো জেক। 'আর সামনে যাওয়া উচিত হবে না।'

ক্রল করে ড্রাইভারের সিট থেকে নামলো ও, গাড়ির পিছনে চলে এলো। তিনজন বন্দী জড়াজড়ি করে রয়েছে, ঘুমন্ত পুতুলের মতো। একজন এমন বিকট শব্দে নাক ডাকছে, ফিক যেনো হাঁপানি রোগাক্রান্ত একটা সিংহ। গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনজনকেই জাগালো ও। কোথায় রয়েছে, কি ঘটেছে ইত্যাদি স্মরণ করতে বেশ খানিক সময় নিলো তারা। ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে অন্ধকার প্রান্তরে বের করে আনলো জেক।

ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করতে লাগলো বন্দীরা, সন্ত্রস্ত, নিজেদের চারদিকে বোকার মতো তাকালো। এই সময় আবার একটা স্টার শেল বিস্ফোরিত হ'লো সরাসরি মাথার ওপর, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো লোকগুলো। এই সময় একপাল মুরগীর মতোই কাছের একটা রিজের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো জেক, ওদের।

শেষমেষ ঘাড়ের কাছের জামা আঁকড়ে ধ'রে একজনকে টেনে সামনে নিয়ে গেলো জেক, আঙ্গুল তুলে সামনেটা দেখিয়ে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেললো। স্টার শেলের আলোয় নিজের ক্যাম্প চিনতে পারলো লোকটা, বিশাল ফিয়াট ট্রাকগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। উল্লাসের চিৎকার দিয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো সৈনিক।

অন্য দুজন কিছু সময় নিলো ধাতস্ত হ'তে। এরপর তারাও দৌড়ে রওনা হ'লো। বিশ গজ এগোনোর পর একজন ফিরে এসে জেকের হাত ধ'রে ঝাঁকিয়ে দিলো, ভঙ্গিটা ধন্যবাদসূচক, এরপর চওড়া হাসলো ইতালিয়ান সৈনিক। ভিকির দিকে ফিরে ওর হাত চুমোতে ভিজিয়ে দিলো। কাঁদছে লোকটা, দুই গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা।

'যথেষ্ট হয়েছে,' গর্জে উঠলো জেক। 'যাও, ভাগো!' হাত তুলে আবারো সামনেটা দেখিয়ে দিলো ও।

বন্দি সৈনিকদের মুক্তি প্রাপ্তির আনন্দ যেনো জেক আর ভিকিকেও নাড়া দিয়ে গেছে। অন্ধকারে মুখে হাসি নিয়ে গাড়িতে ফিরলো ওরা। সারডির উদ্দেশ্যে ফিরতি পথের চল্লিশ মাইলের অর্ধেকটা পেরিয়ে এলো, পুব আকাশের বুকে এখন ইতালিয়ান ক্যাম্পের লক্ষণ বলতে কালো রাতের বাতাসে সামান্য আলোর আভা। হঠাৎ মৃদু হেসে, ঠোঁট নামিয়ে জেকের গলার নরম জায়গাটাতে চুমো খেলো ভিকি।

যেনো নিজের ইচ্ছেতেই, মুক্ত খোলা প্রান্তরের নরম বালুর উপর ধীর হয়ে এলো রঙ্গিলার গতিবেগ। থেমে দাঁড়ালো গাড়িটা।

ম্যাগনিটো বন্ধ করে দিলো জেক, ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো এঞ্জিনের আওয়াজ। চারদিকে এখন শুধুই নিস্তব্ধতা। ভিকির দিকে ফিরে দুই হাতের ভেতরে নিয়ে এলো জেক ওকে। এতো জোরে—ব্যথায় শ্বাস আটকে এলো মেয়েটার।

'জেক!' আধো প্রতিবাদ, আধো অনুরোধ ধ্বনিত হ'লো ভিকির কণ্ঠে। তার ঠোঁট ব্যগ্র ভঙ্গিতে খুঁজে নিলো জেকের ওষ্ঠ, পুরুষালী স্বাদ নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

নতুন গজানো দাড়িতে কর্কশ হয়ে আছে জেকের গাল, বুক খোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা চুলগুলোর মতোই গাঢ় রঙের। ভিকির নরম শরীরের চড়াই-উতরাই গুলো যেনো জেকের শক্ত কাঠামোতে মিশে গেলো, সামনে ঝুঁকে আরো শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলো ভিকি। কর্কশ গালের ছোঁয়া ব্যথা নয়, অপার্থিব আনন্দ দিচ্ছে ওকে।

ভিকি জানে, কামনার আগুন জ্বলেছে ওর শরীরে, আর কিছুক্ষণ পর ওদের দুজনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে যাবে সেটা। চিন্তাটা আরো বেপরোয়া করে তুললো তাকে। ওকে আমি ভালোবাসায় পাগল করে তুলতে পারি– এই ভাবনায় আরো উত্তেজিত হ'লো ভিকি, ইচ্ছে হ'লো এখনই সেটা পরখ করে দেখে।

কানে জেকের প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনছে ভিকি, কিছুক্ষণ পর টের পেলো, ওটা তার নিজের শ্বাসের শব্দ। প্রতিটি পালসের সাথে সাথে বুকের ভেতর থেকে দপদপিয়ে উঠছে যেনো প্রচন্ড একটা ব্যাথা।

আর্মারড কারের চালকের প্রকোষ্ঠে স্থান খুবই কম। ওদের জরুরি, অস্থির নড়াচড়াগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে আরো অস্থির হয়ে উঠছে। মনের গভীরে কোথায় যেনো বিবেকের দংশন অনুভব করলো ভিকি, এমন উন্মাদনা সে এর আগে কখনো দেখেনি। এক মুহূর্তের জন্যে গ্যারেথ সোয়েলসের চৌকষ, ভদ্রোচিত, আনুষ্ঠানিক আচরণের কথা মনে পড়লো তার; এই উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে তুলনা করলো সেই মার্জিত শারীরিক তৃপ্তির, তারপর সব মুছে গেলো মন থেকে।

গাড়ির বাইরে, মরুর রাতের হিম হাওয়া ভিকির নগ্ন পিঠ আর উরুতে কামড় বসালো। হাতের ছোটো ছোটো সোনালি রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। বেডরোল খুলে বালির উপর বিছিয়ে দিয়েছে জেক। এরপর যখন ভিকির কাছে ফিরে এলো সে, তার গায়ের উত্তাপ একটা শক্-এর মতো লাগলো ভিকির কাছে। আত্মার গভীরের কিছু যেনো পুড়ে যেতে লাগলো সেই উত্তাপে, নিমিষে তাতে গা ভাসিয়ে দিলো ভিকি। জেকের কামনা তপ্ত দেহ, আর মরুর হিম শীতল হাওয়া বড়ো আরাধ্য বৈপরীত্য হয়ে সুখ দিলো ওকে।

এখন ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করতে পারছে ভিকি, ওর ঠান্ডা হাত দুটোর ছোঁয়ায় জেকের নগ্ন শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্কশ, রুদ্ধ স্বরে হাসলো ভিকি।

'হ্যাঁ, আমি চাই,' ব'লে আবারো হাসলো সে, সহজেই ওকে দুই হাতে কোলে তুলে বেড রোলে শুয়ে, নিজের বুকের উপর বসিয়ে দিলো জেক।

'তাড়াতাড়ি, জেক,' শেষ প্রতিরোধটুকুও চ'লে গেছে ভিকির মন থেকে। 'তাড়াতাড়ি, ডার্লিং।'

ভিকির সমস্ত অনুভূতি যেনো চিৎকার করছে। ব্যথাতুর, ভীষণ এক দ্বৈতযুদ্ধ শুরু হ'লো যেনো ওদের মধ্যে। একসময় থামলো ওটা। মরুর বিপুল বিস্তৃতির নিচে বাতাসের হিসহিস গর্জন ভয় পাইয়ে দিলো ভিকিকে, ছোট্ট বাচ্চাদের মতো জেকের শরীর আঁকড়ে ধ'রে থাকলো সে। দুই চোখে পানি, গালে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার হিমশীতল স্পর্শ।

কাঁদছে ভিকি—নিজেও জানে না কেনো।

মারিব নদীর ওপাড়ে, ইথিওপিয়ার প্রথম সতর্ক আক্রমণের ফলাফলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জেনারেল ডি বোনো।

রাস মুগুলেতু—উত্তরাঞ্চলের ইথিওপিয় নেতা খুব কমই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে—নিজের চল্লিশ হাজার লোক নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়-ঘেরা এলাকা, আম্বা আরাদাম-এ ঢুকে গেছে সে। বাধা না পেয়ে সাত মাইল সামনের আদোয়া দখল করে নিয়েছেন ডি বোনো। সাথে সাথেই ইতালির নিহত সৈনিকদের সম্মানে ভাস্কর্য গড়লেন তিনি। ইতালিয়দের পূর্ববর্তী পরাজয়ের লজ্জা ঢেকে গেলো এতে করে।

সভ্যতা বিস্তারের অভিযান শুরু হয়েছে। থামিয়ে দেওয়া গেছে জংলীদের। আকাশ থেকে বোমা ফেলা শুরু হয়ে গেছে।

ভীষণ উঁচু পাথুরে প্রদেশের উপর থেকে বোমা ফেলা শুরু করেছে রয়াল ইতালিয়ান এয়ারফোর্স। গোত্র প্রধানদের নেতৃত্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবিন্যস্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ইথিওপিয় অধিবাসীরা। তাদের প্রতিরোধ রেখা বরাবর একশ একটা ফাটল– সহজেই আক্রমণে গেলেন জেনারেল ডি বোনো, সেই মাকালে' পর্যন্ত

দখলে নিয়ে আসলেন। এইখানে এসেই নিজের অর্জনে স্তম্ভিত ডি বোনো, বিশ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাস মুগুলেতু তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে আম্‌বা আরাদামের উপরে লড়াই করছে, ওদিকে রাস কাসা এবং রাস সিউম নিজেদের বিশাল সেনাবহর নিয়ে পর্বতের পাস পেরিয়ে লেক টানা' য় সম্রাটের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে গলধকর্ম হ'লো।

এরা অসহায়, অবিন্যস্ত যোদ্ধার কাফেলা, গম কাটার মতো করে এদের গলা কাটা যায়—চোখ বন্ধ করে চিন্তাটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন ডি বোনো।

ইতিহাস তাকে রক্তপিপাসু জেনারেল হিসেবে মনে রাখুক, এটা তিনি চান না।

'মাকালে'-তে অবস্থিত ইতালীয় অভিযানের কমান্ডার, জেনারেল ডি বোনোর তরফ থেকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী, বেনিটো মুসোলিনির প্রতি। আদোয়া এবং মাকালে দখলের পর, আমার ধারণা, প্রথম উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। শত্রুর প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান এখানে সুদৃঢ় করতে হবে। সাপ্লাই এবং যোগাযোগ প্রয়োজন।"

"ইতালির প্রধানমন্ত্রী, চলমান যুদ্ধের নেতা, বেনিটো মুসোলিনির তরফ থেকে আফ্রিকার ইতালীয় অভিযানের সেনাপতি, জেনারেল ডি বোনোর প্রতি। হিজ ম্যাজেস্টির ইচ্ছেমতো আমি আপনাকে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যাতিরেকে আমবা কারাদাম আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছি। বার্তা পাওয়া মাত্র যোগাযোগ করুন।"

"ইতালির অভিযানের কমান্ডার, জেনারেল ডি বোনোর তরফ থেকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী, বেনিটো মুসেলিনির প্রতি—আমার অভিবাদন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অবগত করতে চাই যে, কৌশলগত বিচারে আমবা আরাদাম অত্যন্ত কঠিন এলাকা... ওই অঞ্চলের ভূখন্ড অ্যামবুশের জন্যে আদর্শ স্থান... রাস্তা-ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ... আমার বিচারের প্রতি আস্থা রাখুন... হিজ এক্সিলেন্সিকে আপনি বোঝান, এখানে সামরিক অবস্থান অত্যন্ত জরুরি, যে কোনো রাজনৈতিক সুবিধার চেয়ে সামরিক ভাব-মূর্তি বেশি মনোযোগ পাবার দাবি রাখে।"

"বেনিটো মুসোলিনির তরফ থেকে আফ্রিকা অভিযানের প্রাক্তন সেনাপতি, মার্শাল ডি বোনো'র প্রতি। হিজ ম্যাজিস্টি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো

আপনাকে জানাই সেনাবাহিনীর মার্শাল পদে আপনাকে উন্নিত করা হয়েছে এবং আদোয়া দখলের অভিযানে আপনার সুনিপুণ দক্ষতার জন্যে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। এর ফলে পূর্ব আফ্রিকায় আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। একজন সৈনিক এবং সেনাপতি হিসেবে আপনার দায়িত্ববোধ এবং অবদানের জন্যে পুরো জাতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, শীঘ্রই আফ্রিকায় পৌছনো জেনারেল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও-এর কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তর করুন।"

নিজের পদোন্নতি এবং দেশে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা শান্তভাবেই গ্রহণ করলেন মার্শাল ডি বোনো। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতালি ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন তিনি।

জেনারেল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও কঠিন-কঠোর লড়িয়ে। তার যুদ্ধকৌশল হলো, যতো দ্রুত সম্ভব যে কোনো অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে পিষে ফেলা।

রাগে গড়গড়, অধৈর্য্য অবস্থায় মাসাওয়া পৌছলেন তিনি, যা কিছু দেখছেন, তাতেই রাগ চড়ে যাচ্ছে। তার পূর্বসুরীর কৌশলেরে প্রতিও ভীষণ বিরক্ত জেনারেল। যদিও, এরচেয়ে ভালো অবস্থান রেখে যাওয়া সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে।

বিশাল, দারুনভাবে সজ্জিত অনুপ্রাণিত একদল সৈনিক পেয়েছেন তিনি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানে। অত্যন্ত চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তো আছেই।

ছোট্ট কিন্তু চমৎকার রকম সুসজ্জিত এয়ারফোর্স অবাধে আম্‌বা আরাদামের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে, যে কেনো ইথিওপিয় সংঘবদ্ধ আক্রমণ প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। নতুন হেডকোয়ার্টারে এক ডিনারে, লেফটেন্যান্ট ভিটোরিয়ো মুসেলিনি, এল ডুসে'র কনিষ্ঠ পুত্র তিনি, দক্ষ পাইলট, শত্রু হাইল্যান্ডের উপর দিয়ে নিজের সি-ইন-সি বিমান নিয়ে উড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার বয়ান করছিলেন। নতুন এই যুদ্ধবিমান এবং পাইলট প্রাপ্তির সংবাদে আন্দোলিত হলেন বাদোগ্লিও। আকাশ থেকে ফেলা বোমার ভয়াবহতার কথা শুনে ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। বিশেষত, তিনশো বা তার অধিক ঘোড়সওয়ার, যারা লম্বা কালো আলখাল্লা পরা একজনের নেতৃত্বে চলছিলো, তাদের উপর হামলার কথা শুনে আমোদ পেলেন তিনি।

'একশ মিটারের কম উচ্চতা থেকে একশ কিলো বোমা ফেলে দিয়েছিলাম আমি,' তরুণ মুসোলিনি ব'লে চ'লে, 'ঠিক মাঝখানের ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারের উপর পরলো ওটা। ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পরে ওরা, কালো আলখাল্লা পরা নেতা এতো উপরে নিক্ষিপ্ত হলো, আমি তো ভেবেছিলাম, আমার ডানা না ছোঁয়! অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য।'

নিজের বাহিনীতে এহেন রক্ত-গরম তরুণ পেয়ে যার-পর-নাই আনন্দিত হলেন বাদোগ্লিও। নিজের পাশে বসা এয়ারফোর্স কর্নেলের দিকে তাকলেন তিনি।

'কর্নেল, বিমান বাহিনীতে আপনার তরুণ যোদ্ধাদের কি মত? আমরা কি নাইট্রোজেন মাস্টার্ড ব্যবহার করতে পারি?'

'সবার পক্ষ থেকে বলছি,'ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন কর্নেল, 'উত্তরটা হলো– হ্যাঁ। আমাদের সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত।'

নড করলেন বাদোগ্লিও। নিজের ধারণার সাথে মিলে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই, পরদিন সকালে মাসাওয়ার ওয়ারহাউস থেকে মাস্টার্ড গ্যাস নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন তিনি। ডি বোনো ওগুলো ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। হাজার হাজার ইথিওপিয় অধিবাসী পরবর্তীতে এই জ্বালাময় কুয়াশা বা ধোঁয়াশার নির্যাতন ভোগ করেছে। সমগ্র ইউরোপের আর কোনো সেনাবাহিনী এটা ব্যবহার করার সাহস দেখায় নি। খালি পায়ে চলাচল করা ইথিওপিয় আদিবাসীরা এমন শত্রুর বিরুদ্ধে অসহায়, যা আকাশ থেকে পরে জীবন্ত শরীরের চামড়া-মাংস খুবলে নিয়ে আসে।

ডি বোনোর বদলে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেলের বহু সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি একটি। ডি বোনোর রণকৌশল ছিলো ন্যায্য যুদ্ধ, নির্দয় অনুপ্রবেশ নয়, আর এ হ'লো সম্পূর্ণ যুদ্ধ—যা কিছু দিয়ে সম্ভব।

একটা শিকারী বাজ প্রয়োজন ছিলো মুসোলিনির। সঠিক লোককেই নির্বাচন করেছিলো সে।

আসমারায়, উঁচু দোতলা অফিস ভবনে দাঁড়িয়ে এখন সেই শিকারী বাজ। রাগের কারণে চওড়া ডেস্কে বসতে পারছেন না তিনি, ভারী পদক্ষেপে পায়চারী করছেন অনবরত। দেখে বোঝার উপায় নেই, পঁয়ষট্টি পেরিয়েছেন।

মুষ্টিযোদ্ধার কাঁধ, চিবুক সামনে ঠেলে দেওয়া—বড়ো, বেঢপ নাকের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে ভারী চিবুক, খাটো করে ছাটা বাদামী গোঁফ, চওড়া শক্ত মুখ তার।

কোটরের গভীরে ঢোকা চোখ, সারক্ষণ জ্বলছে, নিজের সামনের তালিকার আঞ্চলিক এবং রেজিমেন্টার কমান্ডারদের কেবল একটা যোগ্যতাই বিচার করছেন, 'সে কি লড়তে পারে?'

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরটা হ'লো 'না', সবশেষে নির্দয় লড়িয়ে একজনকে মনে ধরলো তারা।

'হ্যাঁ,' উৎসাহের সাথে মাথা ঝাঁকালেন বাদোগ্লিও, 'এই একমাত্র ফিল্ড কমান্ডার, যে কিছু একটা করে দেখিয়েছে।' একটু থেমে, রিডিং গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে হাতের রিপোর্টে চোখ বোলালেন বাদেগ্লিও। 'একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অন্তত লড়েছে সে, প্রায় ত্রিশ হাজার শত্র ক্ষতম করেছে, নিজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। এই অর্জনের কথা কেউ জানেই না। একটা না একটা খেতাব পাবার যোগ্যতা তার অবশ্যই আছে। যোগ্য লোকদের পুরস্কার পাওয়া দরকার। কী চেহারা—একেবারে যোগ্য নেতা। যখন প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য পাবে, এই লোক কি না করতে পারে। শুধু যদি তার আর্টিলারি কমান্ডার মেজর ব্যাটা আরো দক্ষ হ'তো, এই লোক পুরো শত্রু আর্মার কলাম শেষ করে দিতে সক্ষম হ'তো। আর্টিলারি আগেভাগে ফায়ার ওপেন করেছে, এতো আর তার দোষ নয়।'

চকচকে ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল বাদোগ্লিও। সিংহ বধের উল্লাস নিয়ে গর্বিত শিকারীর মতো আর্মারড কার হেনরিয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। হেনরিয়েটার খোল ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে, পিছনে পড়ে রয়েছে আদিবাসী যোদ্ধাদের লাশ, রক্তে লাল হয়ে আছে তাদের শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা। জেনারেল বাদোগ্লিওর জানা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা লাশগুলো চাতুর্যের সাথে সংগ্রহ করা হয়েছে, পরবর্তীতে জিনো ওগুলোর মর্যাদা বাড়িযে দিয়েছে।

কর্নেল বেলিনি নিজের কৃতিত্ব ছবির সাহায্যে রেকর্ড করে রাখতে চাইলেও, এক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ক্যামেরাম্যান সার্জেন্ট জিনো বারবার পোজ দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেও, মধ্যমাঠে গিয়ে হেনরিয়েটার পাশে দাঁড়াতে রাজি হয় নি সে। অবশেষে মেজর ক্যাস্তেলানি রিপোর্ট দিলো, শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। অফিসিয়ার রিপোর্ট হিসেবে অবশ্য ছবিগুলো চমৎকার প্রমাণ, কাউন্টের বীরত্বের।

এখন, বুড়ো সিংহের মতো গর্জে উঠলো বাদোগ্লিও, 'জুনিয়র অফিসারদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও, এই লোক অর্ধেক শত্রু আর্মার ধ্বংস করে দিয়েছে।' রিডিং গ্লাস দিয়ে রিপোর্টের গায়ে আঘাত করলো সে। 'এ লোক আগুন-খেকো। কোনো সন্দেহ নেই, দেখামাত্র চিনি আমি এদের। এ ধরনের লোকদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। রেডিও করে শীঘ্রি হেডকোয়ার্টারে এসে আমার সাথে দেখা করতে বলা হোক একে।'

কাউন্ট আলদোর জন্যে ক্রমেই যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সামরিক অভিযান। ওয়েলস অব চান্ডির ক্যাম্প এখন অন্য চেহারা পেয়েছে তার এঞ্জিনিয়ারদের বদৌলতে। আরাম-আয়েশের সমস্ত উপকরণ, এমনকি বরফ তৈরির মেশিন, সুয়েরেজ ব্যবস্থা সবকিছুই একে একে নতুন রূপ দিয়েছে সেনা ক্যাম্পটাকে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত জোরদার, ক্যাস্তেলানি তার সুনিপুণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে কাঁটাতারের বেড়া হ'তে আগুনে-বৃত্ত—সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

আশেপাশের মরু থেকে কুয়ার পানির কারণে প্রচুর বন্য-প্রাণী আসে এখানে। কাজেই শিকারের কোনো অভাব নেই কাউন্টের জন্যে। সবমিলিয়ে দারুন আয়েশে দিন যাপন করছিলো কাউন্ট বেলিনি। হেড কোয়ার্টার থেকে তলব অনেকটা ১০০ কিলো বোমার মতো আঘাত করলো তাকে। জেনারেল বাদোগ্লিও-এর মেজাজের কথা কারো অজানা নয়। অত্যন্ত নির্দয় স্বভাবের ব্যক্তি সে, তাকে ফাঁকি দেয় এমন সাধ্য নেই কারো। তার বিচার নির্মম এবং দ্রুত।

কাউন্টের শক্ পাওয়াটা স্বাভাবিক। হাজার অফিসারদের মধ্যে থেকে তাকেই বেছে নিয়েছে জেনারেল বাদোগ্লিও—এর অর্থ একটাই হ'তে পারে, জেনারেল বোনোর কাছে তার পাঠানো অতিরঞ্জিত রিপোর্টগুলো বাদোগ্লিও-র হাতে পড়েছে। ঠিক

হেডমাস্টারের কাছে ধরা খাওয়া দুষ্টু বাচ্চার মতো অবস্থা হ'লো কাউন্টের। কুয়ার ধূষিত পানি খাওয়ার পর যেমন হয়েছিলো, ভয়ে পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো তার।

বারোঘণ্টা সময় লাগলো ধাতস্ত হয়ে, রোলস রয়েসে চ'ড়ে বসতে।

'চালাও, গুইসেপ্পি,' ঠিক সাজাপ্রাপ্ত নেতার মতো বনেদি ভঙ্গিমায় বিড়বিড় করে নির্দেশ দিলো কাউন্ট আলদো।

আসমারার উদ্দেশ্যে ফিরতি পথে একদম মিয়মাণ হয়ে রইলো সে। হতদ্যম, সর্বহারা—রোমে ফেরত পাঠানো হলে তার সম্মানের যে বারোটা বেজে যাবে! এতে করে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে বলা যায়।

গুইসেপ্পি, কাউন্টের স্বভাব-চরিত্র যার ভালোমতোই জানা আছে, আসমারায় পৌঁছে প্রথমেই ক্যাসিনোর সামনে গাড়ি থামালো। অন্ত্যত এখানে কাউন্ট আলদো বেলিনি হিরোর মর্যাদায় ভূষিত।

ক্যাসিনোয় বীরোচিত সম্বর্ধনা পেলো কাউন্ট। অল্প বয়েসী যুবতীরা তাকে ছেঁকে ধরলো, কলকল রবে মুখরিত করে তুললো বাতাস।

কয়েক ঘণ্টা পর। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে কাউন্ট। তার ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করা হয়েছে। জিনো নিজের হাতে তার চুলে সুগন্ধ তেল ঢেলেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাকে পাউডারের পাফ বুলালো কাউন্ট। ডেহকোয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা বার আগে মেয়েদের চুমো খেলো সে, শেষ এক গ্লাস কনিয়াক গিললো, মন থেকে ভয় তাড়ানোর জন্যে বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাসলো, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে এলো ক্যাসিনোর বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে তাকে নিয়ে ছুটে চললো রোলস-রয়েস, হেডকোয়ার্টারের বিশাল গেট দিয়ে রোলস-রয়েস ঢুকছে, কাছের একটা গির্জা থেকে চারটে বাজার সময় সংকেত শোনা গেলো। পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হ'লো কাউন্টকে, নির্জন করিডর ধ'রে উল্টো দিকে ছোঁড়ার একটা প্রবণতাকে অতিকষ্টে দমন করলো সে। অনুভব করলো, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পেটের ভেতর ভুট-ছাট শব্দ হচ্ছে, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাঁপছে চোখের পাতা। পথ-প্রদর্শক একজন সার্জেন্ট হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

ভেতরে ঢুকে কাউন্ট দেখলো ইতালিয়দের অনেক অফিসার উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে ইতালিয়ান এয়ারফোর্সের লোকও রয়েছে। কারো দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না কাউন্ট। সিদ্ধান্ত নিলো, না হয় নিজের জুতো জোড়া ভালো করে পরখ করে দেখবে আজ।

অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিতি, অপ্রত্যাশিত একটা শব্দের দ্বারা আক্রান্ত হ'লো কাউন্ট। কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো তার শরীর, মুখ লুকালো আস্তিনের আড়ালে। তারপর ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে আস্তিনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো সে। কামরা ভর্তি অফিসাররা উল্লাসে হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, পরস্পরের কাঁধে আর হাতে চাপড় মারছে। হ্যাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো কাউন্ট। ঝট্ করে পিছনে তাকালো সে,

আরো অবাক হয়ে গেলো সেদিকে কেউ দাঁড়িয়ে নেই দেখে। এতোক্ষণে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করলো সে, এতো উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে নিয়েই। অপ্রত্যাশিত হলেও, এই উষ্ণ সম্বর্ধনা তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

আবার যখন সামনে তাকালো কাউন্ট, দেখতে পেলো অফিসারদের ভিড় ঠেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী আজরাইলের মতো খোদ জেনারেল বাদোগ্লিও। পিছন দিকে আরেকবার তাকালো কাউন্ট, কিন্তু সবগুলো বন্ধ দরজার সামনে একজন করে সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালানোর চিন্তা বাদ দিতে হ'লো তাকে। তবে নিজের অজান্তে পিছু হটতেশুরু করলো সে।

ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলো জেনারেল, তার বিশাল বপুর চাপে কাউন্টের সমস্ত দম বেরিয়ে গেলো। জেনারেলের বুকে মুখ ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগলো সে।

'একজন বীরকে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য হ'লো আমার!' হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করলো বাদোগ্লিও।

পায়ে কোনো জোর নেই, জেনারেলের শরীর আঁকড়ে ধ'রে নিজেকে সামলালো কাউন্ট; ওদিকে কাউন্টের এহেন আলিঙ্গনে জেনারেল ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। সিরামিকের মেঝেতে যেনো কয়েক মুহূর্ত কুস্তি লড়লো দু'জন সামরিক সদস্য, অবশেষে কোনো রকমে ভারসাম্য ফিরে পেলো আলদো বেলিনি।

মাই গড, মনে মনে ভাবছে সে, আমার রিপোর্টের প্রতিটি তথ্য, দাঁড়ি-কমা সহ বিশ্বাস করে ব'সে আছে ব্যাটা। এরপর কাউন্টের বীরত্বগাঁথা নিয়ে একে একে বক্তব্য পেশ করলো গণ্যমান্য সামরিক ব্যক্তিবর্গ। গর্বে, আনন্দে চোখে পানি চ'লে এলো তার। আর বুঝি সহ্য হয় না এতো প্রশংসা, কাউন্টের মনে হ'লো তার হৃদয় বুঝি ফেটেই যাবে এবারে!

'সম্ভাব্য সব রকম সাপোর্ট এখন পাওনা হয়েছে আপনার,' জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করলো। 'সত্যি করা বলতে কি, ওগুলো আপনাক দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।' হেডকোয়ার্টারের প্রাইভেট স্টাডিরুমে এই মুহূর্তে ওরা শুধু তিনজন উপস্থিত—কাউন্ট, জেনারেল বাদেগ্লিও আর তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা। গোল টেবিলে ভাঁজ খোলা একটা ম্যাপ আর মদ্যপানের সরঞ্জাম রয়েছে।

'আমার আর্মার দরকার,' ইতস্তত না করে বললো কাউন্ট, মোটা ইস্পাতের প্লেট চিরকালই তাকে আকৃষ্ট করে, নিরাপত্তার একটা নিশ্চয়তা এনে দেয়।

'আমরা আপনাকে এক স্কোয়াড্রন হালকা সিভি থ্রি দেবো,' বললো জেনারেল, অর্ডারটা টুকলো প্যাডে।

'আর এয়ার সাপোর্ট দরকার আমার।'

'ওয়েলস অভ চান্ডিতে আপনার এঞ্জিনিয়ারা কি একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ তৈরি করতে পারবে?' ম্যাপে আঙুল রেখে প্রশ্নটা আরো স্পষ্ট করলো জেনারেল বাদোগ্লিও।

'এলাকাটা খোলা আর সমতল তেমন কোনো সমস্যা হবে ব'লে মনে করি না,' আগ্রহের সাথে বললো কাউন্ট। মাই গড!–ভাবলো সে।–ট্যাংক, প্লেন, মেশিনগান! এসব পেলে সত্যিকারের একজন কমান্ডারে পরিণত হবে সে।

'এয়ার স্ট্রিপ তৈরি হওয়া মাত্র রেডিও মেসেজ পাঠাবেন আমার কাছে, ক্যাপরোনিস-এর একটা ফ্লাইট পাঠিয়ে দেবো। তার আগে ফুয়েল আর আর্মামেন্ট যা লাগে সব পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে, অবশ্য আমার এয়ারফোর্স উপদেষ্টার সাথে কয়েকটা বিষয়ে আলাপ করে নিতে হবে। তবে আমার মনে হয়, একশো কিলো বোমা খুব কাজ দেবে ওখানে। হাই এক্সপ্লোসিভ, অ্যাণ্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন।'

'ইয়েস, ইয়েস,' ব্যাকুলকণ্ঠে সায় দিলো কাউন্ট।

'আর নাইট্রোজেন মাসটারড–গ্যাস ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধে নেই তো?'

'না! না! কোনো অসুবিধে নেই।' প্রায় চিৎকার করে উঠলো কাউন্ট। কিছু পাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করা তার স্বভাব নয়। যা দেয়া হবে সবই সে গিলবে।

'গুড।' বললো জেনারেল, প্যাড আর পেন্সিল রেখে দিয়ে হেলান দিলো চেয়ারে। 'পেটে পা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলা উচিত!'

ভয়ানক চমকে উঠলো কাউন্ট, বুঝতে পারলো না তাকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হ'লো কিনা। শেষমেষ বুঝলো তাকে নয়, শত্রুদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে কথাটা। সাথে সাথে গোঁফ তেরছা করে, নিশৃংস চেহারা তৈরি করে ফেললো কাউন্ট বেলিনি।

'কোনো রকম দয়া দেখানো চলবে না,' গর্জে উঠলো সে।

'আপনি সম্ভবত অবাক হচ্ছেন, কেনো এতো শক্তিশালী সাপোট দিয়ে আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করছি; কেনো সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে আপনার অগ্রযাত্রার উপর এতো গুরুত্ব আরোপ করছি।'

মোটেও এসব নিয়ে ভাবছিলো না কাউন্ট। তার ভাবনায় এখন কেবল ভারী ভারী শব্দের মালা গাঁথা চলছে।

হাতের সিগার এবারে রাজনৈতিক উপদেষ্টার দিকে তাক করলো বাদাগ্লিও।

'সিনর এন্টোলিনো।'

'জেন্টলম্যান,' বাধ্যগতের মতো মুখ খুললো এন্টোলিনো। রোগা, কঙ্কালসার অবয়ত তার স্টিলের ফ্রেমের চশমা পরে আছে। কয়গাছি চুল অবশিষ্ট আছে মাথায়। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স, চওড়া গোঁফে তামাকের দাগ স্পষ্ট।

'দখলকৃত– অর্থাৎ, স্বাধীন ইথিওপিয়ার সরকার ব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই চিন্তা ভাবনা করছি আমরা।'

'যা বলবার, সরাসরি বলুন।' অধৈর্য্যের মতো বললো জেনারেল বাদোগ্লিও।

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, বর্তমান সম্রাট হাইলে সেলাসিকে উৎখাত করা হবে। তার জায়গায়, ইতালির বন্ধুপ্রতিম, সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য কাউকে–'

'আরে ভনিতা রাখেন!' গর্জে উঠে জেনারেল।

'অনেক সময় নিয়ে আলোচনার পর ঠিক করা হয়েছে, আমাদের ঠিক করা উপযুক্ত সময়ে একজন গোত্র প্রধান নিজেকে ইথিওপিয়ার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করবে। অবশ্যই, বেশ কয় হাজার লিরা ব্যয় করতে হয়েছে আমাদের, এই কারণে। নিজের বাহিনীর সমস্ত যোদ্ধা দিয়ে আমাদের সহয়তা করবে সেই গোত্রপ্রধান। ইতালির দখলকৃত ভূখণ্ড সে-ই আমাদের হয়ে শাসন করবে।'

'জ্বী, জ্বী,' কাউন্ট সায় দেয়।

'ভদ্রলোক যে এলাকাটা আংশিক নিয়ন্ত্রণ করেন সেই এলাকাই দখল করার জন্যে লড়ছেন আপনি, কাউন্ট বেলিনি। আপনি সারডি গিরিসংকট দখল করে সারডি শহরে পৌঁছনোর পরপরই আমাদের এই গোত্রপ্রধান তাঁর দলবল নিয়ে আপনার সাথে যোগদান করবেন, নিজেকে ঘোষণা করবেন ইথিওপিয়ার রাজা হিসেবে।'

'তার নাম?' আবার জিজ্ঞেস করলো কাউন্ট। 'কে সে?'

কিন্তু কথা বলার নিজস্ব একটা ঢং রয়েছে রাজনৈতিক এজেন্ট এন্টোলিনোর। 'আপনার দায়িত্ব হবে এই গোত্র প্রধানের সাথে মিলিত হওয়া। ভালো কথা, তাঁকে কিছু সোনা দিতে হবে—সে ব্যবস্থাও আপনি করবেন।'

'জ্বী।'

'ভদ্রলোক উত্তরাধিকারসূত্রে রাস গোত্রের একজন,' ব'লে চলেছে এন্টোলিনো। 'এই মুহূর্তে সারডিতে আপনার বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি, তবে পরিস্থিতি বদলে যাবে...' থামলো সে, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে দিলো কাউন্টের দিকে। 'চুক্তিপত্রটা পড়ে দেখতে পারেন, তারপর সই করুন, প্লিজ।'

এনভেলাপ থেকে কাগজটা কাঁপা হাতে বের করে ততোধিক কাঁপা হাতে সই করলো কাউন্ট, তার হাত আর স্বাক্ষরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকলো এন্টোলিনো।

তারপর সে অন্য আরেক প্রসঙ্গ তুললো। 'আপনার রিপোর্টে আপনি তিনজন বিদেশীর কথা বলেছেন, কাউন্ট বেলিনি। তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই মেয়েটি আসলে একটা সাংবাদিক, একটা *বেশ্যা*। জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছে সে, কাজ করে একটা মার্কিন পত্রিকায়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ইতালি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আগে থেকেই ছিলো। এই মেয়েটার পাঠানো রিপোর্ট এরই মধ্যে প্রচার করা হয়েছে সারা দুনিয়ায়, ফলে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, দারুণ অপ্রস্তুত অবস্থার মুখে পড়েছি আমরা—'

সিগারে বড়ো করে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন এন্টোলিনো। ধোঁয়ার ফাঁক থেকে ব'লে চললেন, 'আপনার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকলো, এই মেয়ে স্পাইটিকে যে-কোনো মূল্যে ধরতে হবে। এবং ধরা পড়ামাত্র, ওই এলাকার নতুন সম্রাটের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে। এরপর আপনি আর মেয়েটার ব্যাপারে মাথা

ঘামাবেন না, বুঝতে পারছেন তো? রাস তাকে নিয়ে যাই করুন না কেনো, আপনার সেটা সেখার বিষয় নয়, পরিষ্কার?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট। এই সব রাজনৈতিক আলাপ তার পক্ষে মনোযোগ দিয়ে বেশিক্ষণ শোনা সম্ভব নয়।

'সাদা ইংরেজ লোকটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে, খুনী এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। বাকি বিদেশী সৈনিকের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,' বললো কাউন্ট। 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ক্ষমা নেই।'

আমবা আরাদাম-এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো পিয়েত্রো বাদোগ্লিও-এর বাহিনী। খণ্ডযুদ্ধের সম্মুখীন হ'লো তারা, কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি চালিয়ে গেলো। আবি আদ্দি এবং তেমবিয়েন পৌছতে শত্রুর আক্রমণাত্মক হাবভাব সম্পর্কে সতর্কবাণী পেলো জেনারেল বাদোগ্লিও। তার নিজের হাতে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়–

'সাহস এবং প্রতীজ্ঞা নিয়ে লড়ছে আদিবাসীরা। হেভি মেশিনগান ফায়ার এবং আর্টিলারি সাপোর্টের বিপরীতে খালি পায়ে, তলোয়ার হাতে সাহসিকতার সাথে লড়ছে। আমাদের বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে এতোটুকু ভয় না পেয়ে, নাঙা তলোয়ার নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ছে আদিবাসীরা।'

হতে পারে, তারা সাহসী মানুষ, কিন্তু ইতালীয় সেনাবাহিনীর বিশাল ওয়ার মেশিনের বিপরীতে তাদের বাধা খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত, রাস মুগুলেতুর কাছে পৌছতে সক্ষম হ'লো জেনারেল বাদোগ্লিও-এর বাহিনী। আমবা আরাদামের সুরক্ষিত পর্বতের গুহায় নিজের যোদ্ধাদের নিয়ে ওঁত পেতে আছে সে, বুড়ো এক সিংহের মতো।

বৃদ্ধ গোত্রপ্রধানের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো বাদোগ্লিও বাহিনী। বিশাল তিন এঞ্জিনের ক্যাপ্রোনিস বিমান গর্জন করে পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে চললো ঝাঁকে ঝাঁকে, টনের পর টন বোমা ফেলে ঝাঁঝরা করে দিতে লাগলো পার্বত্য এলাকা। সাথে হেভী আর্টিলারি দিয়ে সহায়তা করলো গ্রাউন্ড ট্রুপ।

ওদিকে, ওয়েলস অভ চান্ডিতে ফিরে আসার পর দিনকয়েক একটা ঘোরের মধ্যে কাটলো কাউন্টের। হপ্তা ছাড়িয়ে যেতে চলেছে নতুন ট্যাংক বহন পৌঁচেছে ক্যাম্পে, সেগুলো সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ দেখালো না। তারপর হঠাৎ একদিন ছ'টা ট্যাংকের সামনে হাজির হ'লো সে।

হালকা সি ভি ৩ ট্যাংকগুলো দ্রুতগতি, কুঁজবিশিষ্ট টারিট, ভোঁতা চেহারা ইত্যাদি দেখে তার মাথায় নতুন একবুদ্ধি গজালো। কাউন্ট দেখলো, ট্যাংকগুলো কোনো বাধাই

মানে না, আপন গতিতে নিজের পথে যেতে থাকে। একটা ট্যাংকের ভেতর ঢোকার পর তার মনে হলো, দুনিয়ায় এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হ'তে পারে না। বাহ, শিকারে যাবার জন্যে এমন চমৎকর বাহন থাকা সত্ত্বেও ব'সে আছে সে!

ডানাকিল মরুর বিশালত্ব সত্ত্বেও তার এই শিকার অভিযান ঠিকই নজর কাড়লো। জীবনের সেরা দিন কাটাচ্ছে কাউন্ট আলদো বেলিনি।

রাসটা আর হারারিরা ছটফটে, তাদের ধৈর্য নেই বললেই চলে। অল্প ক'দিনের যুদ্ধবিরতিতে একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়লো তারা, রোজই কিছু লোক তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর গবাদিপশু নিয়ে ক্যাম্প ছাড়লো। ছোটো ছোটো দলগুলো ধীরগতিতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেলো নিজেদের পাথুরে গ্রামগুলোর দিকে, ঠাণ্ডা আর প্রিয় আবহাওয়ার আশ্রয়ে। বাড়ি মানেই মিষ্টি একটা পরিবেশ, আরাম আর আনন্দ। যাবার সময় সবাই গোত্রপ্রধান রাস গোলামের কাছ থেকে বিদায় নিলো, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললো, ডাকলেই আবার তারা যুদ্ধ করার জন্যে সাথে সাথে ফিরে আসবে। তবু নিজের সেনাবাহিনী এভাবে আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে দেখ মন খারাপ হয়ে গেলো তাঁর, একদণ্ডের জন্যের ভুলতে পারলেন না যে তাঁদের পবিত্র জন্মভূমির এক প্রান্তে সদলবলে ওত পেতে ব'সে রয়েছে ইতালিয়দের বাহিনী।

বেশিরভাগই অবশ্য রয়ে গেলো, তবে আকারে ছোটো হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী বাহিনীর ভেতর উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে গেলো কয়েক গুণ। প্রতিদিনই নতুন নতুন গুজব ছড়ালো, কারো সাধ্য নেই সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে দেখে। জেক আর গ্যারেথও কম উদ্বিগ্ন নয়, যার যার ডিপার্টমেন্টে শৃংখলা বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে গেলো ওরা।

রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে ইতালিয়দের ক্যাম্পের কাছাকাছি আরেকবার যেতে হ'লো জেককে। হেনরিয়েটাকে ইতালিয়রা ক্যাম্পের দিকে কেনো টেনে নিয়ে গেছে বোধগম্য হ'লো না ওর। হুড পরানো বুল'স আই লণ্ঠনের আলোয় আর্মারড কারের পার্টসগুলো এক এক করে খুললো ও, ওকে সাহায্য করলো গ্রেগোরিয়াস। বেন্টলি এঞ্জিনটা ভাগ ভাগ করে চটের বস্তায় ভরা হলো, গাধাগুলো যাতে বইতে পারে। ভোরের দিকে গিরিসংকরে নিচে ক্যাম্পে ফিরে এসেও থামলো না জেক, হেনরিয়েটার অচল পার্টস ফেলে দিয়ে নতুন পার্টস ফিট করলো। ছোটোখাটো মেরামত দরকার হ'লো বাকি দুটো গাড়িরও। কাজ শেষ করার পর তৃপ্তিবোধ করলো জেক, আদিবাসীদের আর্মার শক্তি প্রায় আগের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, তিনটে কার নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি গাড়ি বহু বছর আগে কারখানা থেকে বেরুবার সময় যেমন নিখুঁত ছিলো আজও প্রায় তেমনি নিখুঁত।

গ্যারেথও ইতোমধ্যে আদিবাসীদের কয়েকজনকে ট্রেনিং দিয়ে ভিকার্স মেশিনগান চালানো শিখিয়ে ফেলেছে। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর লোজনকে এক জায়গায় জড়ো করে সংক্ষিপ্ত একটা কোর্স শেষ করালো সে, ট্রেনারের ভূমিকায় তার সাথে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গানাররাও থাকলো। ভিকার্স মেশিনগানের ছত্রছায়া কিভাবে ব্যবহার করতে হবে শেখানো হ'লো অশ্বারোহী বাহিনীকে, পদাতিক বাহিনীকে শেখানো হ'লো পিছু হটার সময়ও কিভাবে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন সম্ভব।

গিরিসংকট ধ'রে পিছু হটার পথটা সার্ভে করার সময় বের করে নিলো গ্যারেথ। প্রতিটি ডিফেন্সিভ পজিশন চিহ্নিত করলো সে, গিরিসংকটের খাড়া গায়ে প্রতিটি মেশিনগান নেট আর সাপোর্ট ট্রেঞ্চ তৈরি হওয়ার সময় সশরীরে উপস্থিত থেকে সুপারভাইজ করলো। চুলের কাঁটা সমেত বাঁকা ট্র্যাক ধ'রে এগোবার সময় প্রতিটি বাঁকে ওদের মুষলধার গুলিবর্ষণের সামনে পড়তে হবে ইতালিয়দের, একই সাথে পিছনের ট্রেঞ্চে লুকিয়ে থাকা পদাতিক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে শত্রুপক্ষের পিছু হটার পথও বন্ধ করে দেবে।

গিরিসংকট বেয়ে ওঠায় পুরোটা ট্র্যাক সমান করা হয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাতে আর্মারড কারগুলো পিছু হটতে পারে। সব কাজ শেষ, সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, কিন্তু প্রত্যাশিত হামলা হচ্ছে না ব'লে সবাই ভারী অস্থির।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নতুন ধরনের একটা গুজব শোনা গেলো। গুজবের কোনো কমতি নেই, কাজেই কোনোটাই তেমন গুরুত্ব পায় না, কিন্তু এটার উৎস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইতালিয়দের ঘাঁটির ওপর রাতদিন নজর রাখছে একদল স্কাউট, তারাই নিজেদের চোখে দেখে এসে রিপোর্ট করলো রাস গোলামের কাছে। অদ্ভুতদর্শন কয়েকটা বাহন, ঝড়ের বেগে ছোটে, চাকা বা পা কিছুই নেই। বাহনগুলো প্রায় রোজই গোটা মরু চষে বেড়াচ্ছে, খোলা প্রান্তরেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

'চাকা নেই,' চিন্তিত দেখালো গ্যারেথকে, জেকের দিকে ফিরলো, উঁচু করলো একটা ভুরু। 'কি হ'তে পারে বুঝতেই পারছো, কি?'

'পারছি,' মাথা ঝাঁকালো জেক। 'তবে নিজেদের গিয়ে একবার দেখে আসা দরকার।'

আকাশে চাঁদ আধখানা হলেও, তার আলোয় ইস্পাতের তৈরি ট্র্যাকের গভীর দাগ পরিষ্কার চেনা গেলো মাটিতে। হামাগুড়ি দেয়ায় ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো জেক, খুঁটিয়ে দেখলো দাগগুলো, উপলব্ধি করলো ওর সবেচেয়ে ভীতিকর আশংকাটাই সত্যি হ'তে চলেছে। ওর প্রিয় লৌহমানবীগুলোকে এবার লড়তে হবে ট্রাক

লাগানো আরো অনেক ভারি বাহনের সাথে। ওগুলোয় কি আছে কল্পনা করে নিলো জেক–রিভলভিং টারিট, বড় বোর-এর দ্রুতবর্ষণক্ষম ভারি আগ্নেয়াস্ত্র।

কি ঘটতে পারে বিদ্যুদৃষ্টিতে দেখতে পেলো ও। ভারি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে এলো একটা মিসাইল, নিতম্বিনীর সামনের আর্মার ভেদ করে এঞ্জিন কমপার্টিমেন্টে ঢুকলো, সব চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলো খোল ভেঙে নিয়ে, যাবার সময় ছাতু করে দিয়ে গেলো পথে ক্রুদের যে-ক'জনকে পেলো। 'ট্যাংক,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'ব্লাডি ট্যাংক।'

'আমি বলবো, আমাদের মধ্যে একজন শ্যেন স্কাউট রয়েছে,' বললো গ্যারেথ, প্রিসিলার টারিটে আয়েশ করে ব'সে রয়েছে সে। 'নবিস কেউ হলে ধ'রে নিতো দাগগুলোর জন্যে নিশ্চয়ই কোনো ডাইনোসর দায়—কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি জেককে ফাঁকি দেয়া অতো সহজ নয়।' কথা শেষ করে চুরুটের শেষ মাথাটা টারিটের পাশে ঘষে নেভানোর জন্যে লম্বা করলো সে, জানে কাজটা খেপিয়ে তুলবে জেককে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে সিধে হ'লো জেক। 'তোমার আগামী জন্মদিনে উপহারটা পাবে–একটা ছাইদানি।'রাইফেল, মেশিনগান বা কামানের গোলাগুলি খেয়ে ওর আর্মারড কার ঝাঁঝরা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ওটার গায়ে জ্বলন্ত তামাক ঘষে নোংরা করলে ওর পিত্তি জ্বলে যায়, জানে সেই উদ্দেশ্যেই কাজটা করা হলো।

'দু'খিন, ওল্ড চ্যাপ,' অবাধ নিঃশব্দ হাসি ফুটলো গ্যারেথের ঠোঁটে। 'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আর কখনো হবে না।'

আঙটা ধ'রে গাড়ির মাথায় চড়লো জেক, হ্যাচ গ'লে নেমে পড়লো ড্রাইভিং সিটে, এঞ্জিনের আওয়াজ যতোটা সম্ভব কম রেখে ছেড়ে দিলো প্রিসিলা, খোলা প্রান্তর ধ'রে ধীরগতিতে এগোলো ওরা।

সেই পুরনো চিন্তাটা ফিরে এলো জেকের মাথায়, ওদের তিনজনের কথা ভাবছে, যেমন রোজই ভাবে। মরুর রাতের ওই ভালোবাসাবাসি পর, জেক জানে, ভিকি ওর হয়ে গেছে। নিজেদের কষ্ট না দিয়ে এখন আর আলাদা হওয়া সম্ভব নয় ওদের দুজনের পক্ষেই।

কিন্তু ওই ঘটনার পর বেশ কয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, খুব কমই ভিকির মাঝে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে জেকের। একদিন, পড়ন্ত বিকেলে কুয়াশাঘেরা ঝর্ণার ধারে, কালো পাথরের উপর নরম সবুজ আগাছা—আবৃত নির্জন স্থানে, লোক চক্ষুর অন্তরালে আবারো প্রেম করেছে ওরা। পালকের বিছানার মতোই নরম ছিলো আগাছা-আবৃত সেই প্রাকৃতিক বিছানা। পরে, নগ্ন হয়ে সাঁতার কেটেছে ওরা ঝর্ণার জলে। গাঢ় পানির তলায় মসৃণ, ফ্যাকাসে আর নরম ঠেকেছে ভিকির ত্বক।

আবার, গ্যারেথ সোয়েলস-এর সঙ্গেও ওকে দেখেছে জেক—ক্যাম্পের ওপর খাড়া কোনো পাথরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটছে, কথা বলার সময় ঝুঁকে আছে পরস্পরের দিকে। অকস্মাৎ খিলখিল শব্দে ভিকির হেসে ওঠা,

কিংবা অস্ফুট কোনো মন্তব্য শোনার জন্যে ঝুঁকে গ্যারেথের ঘনিষ্ঠ হওয়া, গ্যারেথের শ্রুতিমধুর কৌতুক বা লম্ফঝম্পবহুল অঙ্গভঙ্গি দেখে কৃত্রিম রাগ বা বিস্ময় প্রকাশ করা ইত্যাদি আগের মতো নির্ভেজাল আছে, নিজের ভেতরে ঈর্ষার জ্বালা ঠিকই টের পায় জেক।

এর কোনো মানে হয় না, জেক জানে। ভিকি এতো বোকা নয়, অথবা এতোটা অবুঝও নয় যে জেককে মন দিয়েও গ্যারেথের আকর্ষণীয় ব্যবহারে পটে যাবে। অন্তত জেকের তাই বিশ্বাস। যে প্রগাঢ় আবেগ ওদের ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করেছে, তা এক জীবনে একবারই আসে।

কিন্তু, তবু ভিকি এবং গ্যারেথের মধ্যকার খুনসুটির যেনো কোনো শেষ নেই। একটা পুরো সকাল ওরা দুজনই ক্যাম্পের বাইরে ছিলো একই সাথে। জেক জানে, ও কিছু নয়। সন্দেহ নেই, গ্যারেথকে পছন্দ করে মেয়েটা। সে নিজেও তাকে পছন্দ করে। ওর চাল-চলন, হাসি-তামাশা, আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহারে কেউ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। উপরের কপট ভাবটুকু বাদ দিলে, গ্যারেথ সোয়েলস একজন পরিপূর্ণ পুরুষ।

'হ্যাঁ,' নিজের অজান্তেই ব'লে উঠলো জেক। 'সে আমার বন্ধু,' ঠোঁটে ক্ষীণ, বাঁকা হাসি নিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো সে, প্রিসিলাকে নিয়ে এগুচ্ছে দক্ষিণ আর পুব দিকে, জানে আকাশের গায়ে লালচে হয়ে থাকা অংশটার নিচেই ইতালিয়দের ক্যাম্প। 'তাকে আমি ভালোবাসি।'

এক সময় টারিট থেকে হ্যাচ গ'লে নিচের দিকে ঝুঁকলো গ্যারেথ, জেকের কাঁধে টোকা দিলো। 'সামনে, বাঁ দিকে একটা নালা। ওটাতেই বোধহয় কাজ হবে।'

প্রিসিলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে নিলো জেক, কয়েক সেকেণ্ড পর থামলো। 'কিন্তু বেশি গভীর,' মন্তব্য করলো ও।

'সূর্য ওঠার পর তাতে বরং সুবিধেই হবে, রিজ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাবো, আর পুব দিকে গোটা প্রান্তরে চোখ রাখা যাবে।' হাত তুলে ইতালিয়দের সার্চলাইটের আভা আর তার সামনের খোলা মরুভূমিটা দেখানো গ্যারেথ। 'সম্ভবত ওদিকেই রোজ ওরা খেলাধুলো করে। এখান থেকে দেখতে কোনো অসুবিধে নেই। এখনই আমাদের আড়াল নিতে হয়, ওল্ড চ্যাপ।'

ওদের প্ল্যান হ'লো ইতালিয়দের স্কোয়াড্রনের গতিবিধি দেখার জন্যে সারাটা দিন ব্যয় করবে, রাতের অন্ধকারে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে ফিরে যাবে ক্যাম্পে। গ্যারেথের যুক্তি মেনে নিলো জেক, প্রিসিলাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নালার ভেতর নামলো। এক সময় থামলো ও, আর্মারড কারের শুধু টারিটের খানিকটা অংশ পাড় ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকলো, দূর থেকে দেখে চেনা যাবে না। পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকলো প্রিসিলা, ওটার সামনে মসৃণ এটা ঢাল, প্রয়োজনের সময় ঢালটা বেয়ে দ্রুত উঠতে পারবে ওরা, হঠাৎ করে পালানোর দরকার হ'তে পারে।

এঞ্জিন বন্ধ করলো জেক, হাত কুড়াল নিয়ে খোলা মরুতে হাঁটলো দু'জন পাশাপাশি, কাঁটাঝোপ কেটে এনে ঢেকে দিলো টারিটের বেরিয়ে থাকা অংশটুকু।

বালি ভর্তি একটা বালতিতে স্পেয়ার ক্যান থেকে গ্যাসোলিন ঢাললো জেক, নালার তলায় এনে আগুন ধরালো তাতে। গায়ে আগুনের আঁচ থাকায় মরুর হিম বাতাস কাঁপ ধরাতে পারলো না, ওদিকে কফির জন্যে পানিও গরম হচ্ছে। দু'জনেই ওরা চুপচাপ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন।

'আমার মনে হয়, আমাদের একটা সমস্যা আছে' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেক, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে।

'যতো পিছনেই তাকাই, সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, এই দৃশ্য ছাড়া আর তো কিছু আমি দেখতে পাই না,' মৃদুকণ্ঠে বললো গ্যারেথ। 'তবে কয়েকটা ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করলে—যেমন, অভিশপ্ত একটা মরুভূমিতে আটকা পড়েছি, আশপাশের সঙ্গী-সাথীরা সবাই অসভ্য আর রক্তখেকো খুনী, ইতালিয়দের বাহিনীর সাথে শিক্ষিত, সভ্য সৈনিকেরাও আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, ক্যাশ হয় কিনা সন্দেহ আছে এমন একটা চেক ছাড়া পকেট খালি না, শতো মাইলের মধ্যে ভালো কোনো মদের বোতল দেখতে পাচ্ছি না, আর শিগগির পালাবার কোনো সম্ভাবনাও নেই ইত্যাদি দেখেও যদি না দেখার ভান করি, তাহলে বলবো, আমার আকার-আকৃতি এখন পর্যন্ত অবিকৃতই আছে, কাজেই আমিও বেশ সুখে আছি।'

'আমি ভিকির কথা ভাবছিলাম।'

'আহ্! ভিকি!'

'তুমি জানো আমি ওর প্রেমে পড়েছি।'

'আমাকে তুমি অবাক করলে,' আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় নিঃশব্দে শয়তারী হাসি হাসলো গ্যারেথ। 'সে জন্যেই কি ভাবাবেগে ভেজা মুখ হাঁ করে হাবার মতো ঘুর ঘুর করছো কদিন ধরে, হাম্বা হাম্বা করছো মিলনের মরশুমে ষাঁড় যেমন করে? গুড লর্ড, তুমি না বললে আমার কল্পনাতেও আসতো না।'

'আমি সিরিয়াস, গ্যারেথ।'

'ওটাই তো তোমার এক নম্বর সমস্যা, ওল্ড চ্যাপ। সব কিছুই তুমি অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নাও। তিন ভাগের দু'ভাগ সম্ভাবনা, বাজি ধ'রে বলতে পারি, তোমার মনে এরই মধ্যে আইভি লতায় ঢাকা কটেজের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে, কটেজের সামনে সুন্দর বাগান, খোঁয়াড়ে হাজার দেড়েক গরু-মোষ, পুকুরে বড় বড় মাছ—মিলছে তো, কি?'

'ছবিটা প্রায় ওরকমই—প্রায়,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলো জেক। 'হ্যাঁ ব্যাপারটা সিরিয়াস।'

বুক পকেট থেকে দুটো চুরুট বের করলো গ্যারেথ, একটা জেকের দুই ঠোঁটের মাঝখানে গুঁজে দিলো, শুকনো একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে জেকের মুখের দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটা। বিদ্রুপাত্মক হাসি খসে পড়েছে তার ঠোঁট থেকে, চিন্তিত গলা, কিন্তু তার মুখের ভাব আগুনের অনিশ্চিত আলোয় বুঝতে পারা কঠিন। 'কর্ণওয়ালের কাছাকাছি, জায়গাটা চিনি আমি। দেড়শো একর। ছবির মতো সুন্দর পুরনো একটা

ফার্মহাউস, অবশ্যই। ছোটোখাটো কিছু মেরামতের কাজ করতে হ'তে পারে, নিজের রুচি মতো একআধটু বদলে নেবো, তবে শেডের তলায় গরু আর ঘোড়াগুলো ভারি স্বাস্থ্যবান। তমি জানো, ওল্ড চ্যাপ, নিজের হাতে দুধ দোয়াতে ভালোবাসি আমি? জীবনের মজাটা তো গাঁয়েই হে, শিকার করো, মাছ ধরো, গম ফলাও, এলাকার মাথা হয়ে থাকো, সাধারণ মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো। চেক ভাঙিয়ে যা টাকা পাবো, তার সাথে ব্যাংক লোন বিয়োগ করে যা দাঁড়াবে, বোধহয় হয়ে যাবে।'

এরপর দু'জনেই ওরা চুপ করে থাকলো, কাপে কফি ঢেলে আগুন নেভালো জেক, নড়েচড়ে গ্যারেথের দিকে মুখ করে বসলো আবার।

'ব্যাপারটা অতোটকুই সিরিয়াস,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো গ্যারেথ।

'তাহলে শান্তি বা সমঝোতায় আসার কোনো উপায় নেই? ভদ্রলোকের চুক্তি সম্ভব নয়?' ঠোঁটের কাছে মগ তুলে বিড়বিড় করলো জেক।

'প্রাণ থাকতে নয়,' বললো গ্যারেথ। 'সেরা লোকটিকে জিততে দাও, এবং কথা দিচ্ছি প্রিয় গাভীর প্রথম বাচ্চাটার নাম রাখবো আমরা তোমার নামের সাথে মিলিয়ে, প্রতিজ্ঞা করলাম।'

আবার ওরা চুপ করে গেলো, যে যার নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক, মগে চুমুক দিলো, টান দিলো চুরুটে।

'দু'জনের একজন ঘুমালে পারি,' এক সময় বললো জেক।

'টস করে দেখা যাক কে ঘুমাবে,' পকেট থেকে সেই মুদ্রাটা বের করে আঙুলের টোকায় শূন্যে ছুঁড়ে দেযার জন্যে প্রস্তুত হ'লো গ্যারেথ।

'হেডস,' বললো জেক।

ছুঁড়ে দিয়ে নৈপুণ্যের সাথে কব্জির ওপর মুদ্রাটা থামালো গ্যারেথ। 'তোমার কপাল মন্দ, ওল্ড চ্যাপ।' পয়সাটা পকেটে চালান করে দিয়ে মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ফেলে দিলো সে, নালার নরম বালির ওপর একটা কম্বল বিছালো। খানিক পরই তার নাক ডাকার আওয়াজ পেলো জেক।

ভোরে আস্তে করে নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙালো জেক, ঠোঁটে আঙুল রেখে সাবধান করলো। দ্রুত সজাগ হ'লো গ্যারেথ, চোখ পিট পিট করে ঘুমতাড়ালো, দু'হাত দিয়ে সরিয়ে সমান করলো মাথার চুল। কোনো প্রশ্ন না করে একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়ালো সে, প্রিসিলার আড়ালে থেকে পিছু নিলো জেকের।

আজকের ভোর যেনো লাল আর সোনালির নিঃশব্দ বিস্ফোরণ, পুব আকাশের অর্ধেকটা রাঙিয়ে তুলেছে; উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে; উঁচু পার্ব এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে, নিচের ছায়াগুলো দূসর নীল।

অস্তগামী আধখানা চাঁদ হাঙরের সাদা দাঁতের মতো, পশ্চিম দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে।

'শুনতে পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো জেক, মাথা ঘুরিয়ে নিস্তব্ধ ভোরে কান পাতলো গ্যারেথ।

কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ।

'কি?'

মাথা ঝাঁকালো গ্যারেথ, চোখে বাইনোক্যুলার তুললো। ধীরে ধীরে রোদ লাগা রিজ-গুলোর ওপর দৃষ্টি বুলালো।

'ওদিকে,' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে বললো জেক, ওর হাত অনুসরণ করে বাইনোকিউলার ঘোরালো গ্যারেথ।

কয়েক মাইল দূরে, অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে কালো কয়েকটা বিন্দু সমতল প্রান্তরের ডেবে থাকা একটা অংশে নড়াচড়া করছে। এতো দূরে আর ঘন ছায়ার ভেতর যে গ্লাসের ম্যাগনিফায়িং লেন্সেও পরিষ্কার নয়, কাঠামোগুলো ভালো করে চেনা গেলো না।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো ওরা, ওদের সামনে বিশাল শুকনো পুকুর-আকৃতির গর্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে ধীরগতিতে সরে যাচ্ছে বিন্দুগুলো, ওগুলোর সামনে একটা ঢাল ক্রমশ উঠে গেছে ওপর দিকে, সারির প্রথম বিন্দুটা এরইমধ্যে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিনারা ছাড়িয়ে উঠে এলো সেটা, সোনালি সূর্যের উজ্জ্বল রোদে চকচক করে উঠলো গা, কাটামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ধরা পড়লো ওদের চোখে।

'সিভি থ্রি ক্যাভলরি ট্যাংক,' ইতস্তত না করে বললো গ্যারেথ। 'ফিফটি হর্স পাওয়ার আলফা এঞ্জিন। ফ্রন্টাল আর্মার টেন সেন্টিমিটারস। ঘন্টায় আঠারো মাইল টপ স্পীড।' সে যেনো ক্যাটালগে চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছে। 'মোট ক্রু তিনজন–ড্রাইভার, লোডারগানার আর কমান্ডার। যতোদূর বুঝতে পারছি, মাউন্টিঙে ওটা ফিফটি-এর এম স্প্যান্ডাউ। এক হাজার গজের মধ্যে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, রেট অভ ফায়ার প্রতি মিনিটে পনেরো রাউন্ড।'

সে থামার আগেই সামনের ট্যাংকটা রিজ-এর পরবর্তী ঢালের কিনারা দিয়ে নেমে গেলো, এক এক করে বাকি পাঁচটা বিন্দুও অনুসরণ করলো সেটাকে, ওগুলো অদৃশ্য হবার সাথে সাথে এঞ্জিনের আওয়াজও আর শোনা গেলো না।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে মুচকি হাসলো গ্যারেথ। 'বুঝতেই পারছো, ওল্ড চ্যাপ, আমরা খানিক বেকাদায় পড়ে গেছি। ওই স্প্যান্ডাউগুলোয় রয়েছে রিভলভিং টারিট।'

'আমাদের আর্মার কারের স্পীড বেশি,' সোজা-সাপটা বললো জেক; সেই মায়ের মতো, যার ছেলেদের তিরস্কার করা হয়েছে।

'ওই একটাই সুবিধে,' মন্তব্য করলো গ্যারেথ। 'আর সব দিক থেকে আমরা নিকৃষ্ট হয়ে গেছি।'

'ব্রেকফাস্ট চলবে?' কিজ্ঞেস করলো জেক। তারপর অনেকটা আপনমনে বিড়বিড় করলো, 'সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকা।'

টিনের কৌটা থেকে স্টু বেরুলো, গরম করা হ'লো বালতির আগুনে। তারপর কাগজে মোড়া রুটি চায়ের মগে ডুবিয়ে খেলো ওরা। শেষ করার আগেই আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এলো সূর্য।

'শুলাম,' ব'লে প্রিসিলার খোলের পাশে, ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো জেক, হাঁটু ভাঁজ করা আকৃতিটা দেখতে হ'লো বিশাল এক বাদামী কুকুরের মতো।

টারিটের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো গ্যারেথ, খোলা প্রান্তরের দিকে চোখ, সেদিকে এরই মধ্যে তাপ-তরঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। পালাবদলের সময়টা ভালোই বেছেছে ব'লে নিজেকে অভিনন্দন জানালো সে, রাতে বেশ ক'ঘণ্টা ভালো ঘুম হয়েছে, আর এখন সকালের ঠাণ্ডার ভেতর ব'সে থাকতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আবার যখন জেকের পালা শুরু হবে, মুচকি হেসে সে ভাবলো, আকাশের নিচে প্রান্তর হয়ে উঠবে জ্বলন্ত তন্দুর, প্রিসিলার খোল হয়ে উঠবে অদৃশ্য আগুন।

'এক নম্বরটাকে দেখতে পাও কিনা দেখা,' বিড়বিড় করলো সে, অলসভঙ্গিতে চোখে বাইনোক্যুলার তুলে দিগন্তরেখার ওপর দৃষ্টি বুলালো। চুপিসারে এগিয়ে এসে ইতালিয়দের টহলদাররা চমকে দেবে ওদেরকে, সে সম্ভাবনা নেই। অভিজ্ঞ সৈনিকের সতর্ক দৃষ্টি সাহায্যে এই জায়গাটি নির্বাচন করেছে সে, চুরুট ধরাবার আগে সেজন্যে আরেকবার নিজেকে অভিনন্দন জানালো।

'এবার, জরুরি একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও, মাই ডিয়ার গ্যারেথ,' আবার বিড়বিড় করলো সে। তোমার আর্টিলারি নেই, মাইনফিল্ড বা আর্মার-ভেদী গান নেই অথচ এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ধ্বংস করতে হবে–কিভাবে তা সম্ভব?'

সমস্যা নিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা মাথা ঘামালো গ্যারেথ। সমাধান একটা পেলো বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে, নির্দিষ্ট একটা জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাংকগুলোর আসার ওপর। 'উঁহুও ব্যাপারটা অবাস্তব হয়ে দাঁড়াচ্ছে!' তার মানে আরো চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আরো এক ঘন্টা পোরোলো। গ্যারেথ উপলব্ধি করলো, একটাই মাত্র উপায় আছে যার সাহায্যে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদেকে ধ্বংস করার জন্যে প্ররোচিত হবে। 'সেই পুরনো গাধা আর মুলোর গল্প,' ভাবলো সে। 'এখন শুধু আমাদের একটা মুলো দরকার।' চট করে জেক যেদিকে শুয়ে আছে সেদিকে একবার তাকালো সে। এই তিন ঘণ্টায় একবারও নড়েনি জেক। দীর্ঘ, ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া বোঝার উপায় নেই বেঁচে আছে কিনা। জেক এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এতোটা গভীর গুম ঘুমাতে পারে দেখে কেনো কে জানে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করলো গ্যারেথ।

প্রখর রোদ গ্যারেথের মাথায় আগন ঢালছে। লোমকূপ থেকে বেরুবার প্রায় সাথে সাথে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, চামড়ায় রয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ মিহি লবণের প্রলেপ। চোখে বাইনোক্যুলার তুলে আবার দিগন্তের দিকে তাকালো সে।

তাপ-তরঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে আছে দিগন্তরেখা, কাছাকাছি রিজগুলোর প্রায় কোনো অস্তিত্বই ধরা পড়লো না। গরম বাতাস দ্রুত জায়গা বদল করলো, পানির মতো ভারি আর পুরু, কোথাও মৃদুমন্দ গতিতে, কখনো দমকা ঝড়ো স্বভাব নিয়ে; অলসভঙ্গিতে মোচড় খেলো, পাক্ খেলো ঘূর্ণির মতো।

ঘন ঘন চোখ পিট পিট করলো গ্যারেথ, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ফেলে দিলো ঘামের ফোঁটা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো সে। জেকের পালা শুরু হ'তে এখনো একঘণ্টা বাকি দেখে মুহূর্তের জন্যে কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়, ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে দেবে নাকি? রোদের মধ্যে খোলের মাথায় আর গরম চুলোর মাথায় ব'সে থাকা একই কথা। আরেকবার ছায়ায় নেতিতে থাকা জেকের দিকে তাকালো সে। আবার কথাটা ভাবলো, দেবে নাকি ঘড়ি কাঁটা ঘুরিয়ে?

এই সময় ভারি, উত্তপ্ত বাতাস অদ্ভুত একটা শব্দবয়ে আনলো। কাঁপা কাঁপা, কোমল একটা শব্দ; অনেকটা যেনো মৌমাছির গুঞ্জন। বোঝার কোনো উপায় নেই কোন্ দিক থেকে আসছে, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে সতর্ক হ'লো গ্যারেথ, সমস্ত ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সজাগ। মিলিয়ে গেলো আওয়াজটা, আবার ফিলে এলো, এবার আগের চেয়ে জোরালো–মাটির বিশৃংখল উত্থান-পতন ও উত্তপ্ত বাতাসের অস্থির আলোড়ন ওর কানের সাথে কৌতুক করছে। আচমকা শব্দের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গেলো, ভোঁতা গর্জনের মতো, কাঁপিয়ে দিলো চারদিকের বাতাস।

গ্লাস জোড়া ঝট করে পুব দিকে ঘোরালো গ্যারেথ। তার মনে হ'লো গোটা পুব দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছে আওয়াজটা, পাথুরে তীরভূমিতে পশুসুলভ হিংস্রতা নিয়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার মতো।

মাত্র এক নিমেষের জন্যে নৃত্যরত তাপ-তরঙ্গ সর গেলো সামনে থেকে, ছোট্ট ফাঁকের ভেতর গাঢ় রঙের অস্পষ্ট একটা বিকট আকৃতি দেখতে পেলো গ্যারেথ, আকারে বিশাল, থামের মতো মোটা পা নিয়ে অচেনা এক দানব যেন, সম্ভবত তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। পরমুহূর্তে তাপ-তরঙ্গ ঢেকে দিলো ফাঁকটুকু, হতচকিত গ্যারেথকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিলো, সত্যিই কি জিনিসটা দেখেছে সে? কিন্তু গর্জনটা তো আর মিথ্যে নয়! আওয়াজটা এখন আকাশ বাতাস সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

'জেক,' ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকলো সে,জবাবে আরো বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো জেক, পাশ ফিরে শুলো। টারিট থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিলো গ্যারেথ, লাগলো জেকের ঘাড়ের পিছনে।

রাগের সাথে ঘুম ভাঙলো জেকের। 'কি পেয়েছো...!' খেঁকিয়ে উঠলো ও।

'এখানে এসো, তাড়াতাড়ি!'রুদ্ধশ্বাসে ডাকলো গ্যারেথ।

'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করে বললো জেক, টারিটের ওপর গ্যারেথের পাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, চোখে গ্লাস তুলে পুব দিগন্তে তাকিয়ে আছে। আওয়াজটা আগের চেয়ে ভারি হয়েছে, গম্ভীর সুরে মেঘ ডাকার মতো, কিন্তু তাপ-তরঙ্গের দেয়াল আর চোখ-ধাঁধানো রোদ এমন নিরেট যে ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠলো গ্যারেথ।

'ওহ্ মাই গড!' আর্তনাদ করে উঠলো জেক।

অকস্মাৎ বিশাল আকৃতিটা যেনো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো, লাফ দিলো ওদের দিকে। অত্যন্ত কাছে কুচকুচে কালো আর লম্বা, তাপতরঙ্গের ভেতর ব'লে কাঠামোটা এবড়োখেবড়ো আর কিম্ভুতকিমাকার, প্রতি মুহূর্তে আকার আর আকৃতি বদলে যেতে লাগলো—কখনো মনে হ'লো চারটে মাস্তুল নিয়ে একটা পালতোলা জাহাজ, কালো পালগুলো বাতাসে ফুলে আছে, পরমুহূর্তে আকৃতি বদলে গিয়ে জিনিসটা দেখতে হ'লো বেঙাচির মতো, আলোড়িত স্বচ্ছ পানির মতো বাতাসে সাঁতার কাটার ঢঙে ভাসছে।

'কী ওটা?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, হাঁপিয়ে উঠলো সে।

'কি জানি!' অজ্ঞতা প্রকাশ করলো জেক। 'তবে জিনিসটা শব্দ করছে ইতালিয়দের এক স্কোয়াড্রন ট্যাংকের মতো, আর তেড়ে আসছে এদিকেই।'

ইতালিয়দের ট্যাংক স্কোয়াড্রন-এর লিডার ক্যাপটেন লোকটা অত্যন্ত রাগী, তার ওপর বেচারার স্বপ্নটা ভেঙে গেছে, ফলে চিত্তে মরচে ধরানোর মাত্রা নিয়ে তার ভেতর মাথাচাড়া দিয়েছে অশুভ প্রতিহিংসা।

লোকটা রোমান্টিক, ঝুঁকিবহুল অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার ব্যাকুল একটা ইচ্ছা সর্বক্ষণ তাকে তাড়া করে ফিরছে। সব সময় ইস্ত্রি করা আঁটসাঁট ইউনিফর্ম পরে থাকে সে, চেহারায় নিলিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে রাখে, চলাফেলার মধ্যে ক্ষিপ্র একটা ভঙ্গি থেকেই যায়। তার ধারণা ছিলো, সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছবে সে, অসভ্য আদিবাসীদের মিছিলের ওপর ট্যাংক চালাবে, বেতন বাদেও রাশ গুণে হাজার দশেক ডলার উপরি আয় করবে, বিজয়ীর বেশ ফিরে যাবে অন্য কোনো যুদ্ধে। কিন্তু ওয়েলস অভ চান্ডিতে এসে দেখলো, শয়তানের ঔরসজাত একটা মরুতে আটকা পড়েছে সে, যেখানে দিনের পর দিন তার প্রিয় ফাইটিং মেশিনগুলোকে পাঠানো হয় বুনো পশু খুঁজে বের করার কাজে, সেগুলোকে খেদিয়ে আগে থেকে নির্ধারিত একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হয়, ওখানে উন্মাদ এক কাউন্ট সেগুলোকে গুলি করে মারার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

এতে করে ক্যাপটেনের গর্ব আর যুদ্ধজয়ের অভিলাষ যে পরিমাণে চূর্ণ হ'লো তার তুলনায় ট্যাংকগুলোর ক্ষতির পরিমাণ–জ্বালানির খরচ, বা হীরের মতো শক্ত বালিতে ঘষা খেয়ে ট্র্যাকের ক্ষয়–সামান্যই বলা চলে।

তার পদমর্যাদা ছোটো হ'তে হ'তে গেমকীপারে নেমে এসেছে, স্রেফ একটা বেয়ারা বানানো হয়েছে তাকে। প্রতিটি দিনের বেশির ভাগ সময় প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থায় কাটে ক্যাপটেনের, এই অবমাননা তার আর সহ্য হয় না। সম্ভাব্য জ্বালাময়ী

ভাষায় প্রতি সন্ধ্যায় পাগল কাউন্টের কাছে অভিযোগ জানায় সে, প্রতিবাদে মুখর হয়, কিন্তু পরদিন সকালে আবার বাধ্য হয় মরুর ওপর হিংস্র পশুদের ট্যাংক নিয়ে ধাওয়া করতে।

ইতোমধ্যে গোটা সাতেক সিংহ আর বুনো কুকুর মারা পড়েছে, তবে নিহত হরিণের সংখ্যা অনেক। খেদিয়ে যখন অপেক্ষারত কাউন্টের কাছে নিয়ে আসা হয়, সব কয়টা আধমরা হয়ে গিয়েছিল, ঘামে ভিজে চকচক করছিল গা, চোয়াল থেকে লালা ঝরছিল, খোলা প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়া খাবার পর তখন ওগুলোর দাঁড়াবার শক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

পশুদের এই দুর্বলতা বা দুর্দশা কাউন্টের শিকার করার আনন্দে এতোটুকু বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি, সে বরং কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে ওগুলোকে যথেষ্ট দৌড় খাটিয়ে ক্লান্ত করার পরই কেবল তার দিকে খেদিয়ে আনতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি দেখে যে কোনো পশু সশব্দে হাঁপাচ্ছে না তাহলে তার খুব রাগ হবে, আর তার রাগ যে কি জিনিস ক্যাপটেনকে সেটা জিনোর কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে। কাউন্টের চাই সহজ শিকার, আর সুন্দর ফটোগ্রাফ, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

শিকারের সংখ্যা যতো বাড়বে, ততো বাড়বে ফটোগ্রাফের সংখ্যা, কাজেই ট্যাংক আসার পর মহাফুর্তিতে আছে কাউন্ট। কিন্তু ক'দিন যেতেই সমস্যা দেখা দিলো, কারণ ডানাকিল মরু অগুণতি বন্যপ্রানীর ভরণপোষণের সামর্থ্য রাখে না। তাড়া খেয়ে কিছু পশু মারা পড়লো, কিছু পালিয়ে গেলো। ভারিসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে উঠলো কাউন্ট। ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেনকে ডেকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করলো সে, নিজের অজান্তে লোকটার অতৃপ্তি আর প্রতিহিংসা বাড়িয়ে দিলো বিপুল পরিমাণে।

বুড়ো মদ্দাটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাপটেন, প্রথমে জ্যান্ত একটা হাতি ব'লে চিনতেই পারেনি, খোলা প্রান্তরে বিশাল একটা মনুমেন্ট অথবা ক্ষুদে পাহাড় ব'লে মনে হয়েছিল।

হাতিটা প্রকাণ্ড, ছিন্নভিন্ন কান দুটো প্রাচীন জাহাজের জোড়া পালের মতো, চামড়ার অসংখ্য গভীর ভাঁজ একটা জাল বুনে রেখেছে,তার মাঝখানে ছোটো ছোটো চোখ দুটো রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। তার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভাঙা, অপরটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা আর হলুদ, বাঁকের শেষ মাথায় ডগাটা ঘষা খেয়ে খেয়ে, গোল আর ভোঁতা হয়ে আছে।

হাতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে ট্যাংক থামালো ক্যাপটেন, বিনোকিউলারের সাহায্যে ওটার আকার আর মতিগতি বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চেহারা, সরু গোঁফ জোড়ার নিচে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো প্রতিশোধপরায়ণ হাসি, কালো চোখে ঝিক করে উঠলো অশুভ একটা আলো।

'তাহলে মাই কর্নেল, শিকার চাই তোমার, তাই না?' আপনমনে ফিসফিস করলো সে। 'পাবে, শিকার তুমি পাবে। কথা দিচ্ছি।'

খুব সতর্কতার সাথে পুব দিকে থেকে এগোলো ক্যাপটেন, অত্যন্ত ধীর গতিতে ট্যাংকটাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো, মাটির ওপর যেনো একটা পোকা চড়ছে। কিন্তু সাত ঘাটের পানি খাওয়া হাতির চোখকে ফাঁকি দেয়া অতো সহজ নয়, ঘাড় ফিরিয়ে ওদেরকে আসতে দেখলো সে। তার কান অসম্ভব চওড়া আর টান টান হয়ে উঠলো, লম্বা শুঁড় বাতাস টানলো, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢুকে গেলো মুখের ভেতর, স্বাদ গ্রহণ করলো বাতাসের, নিঃশ্বাস ফেললো ওপরের ঠোঁটের ওলফাকটরি গ্ল্যান্ডে, কিম্ভুতকিমাকার আকৃতিটার গন্ধ বুঝতে চায়।

বুড়োটা খুব বদমেজাজী, শিকরীরা তাকে আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে কয়েক হাজার মাইল তাড়া করে ফিরেছে, দাগ আর ভাঁজে ভরা তার প্রাচীন পেটের ভেতর তীর, বর্শা আর জ্যাকেট পড়নো বুলেটের সংখ্যা কম নয়। এই বয়সে এখন সে শুধু একটু একা থাকতে চায়—যুবতী বা সন্তান উৎপাদনক্ষম হস্তিনীর চাহিদা ফুরিয়েছে তার, শিশু হাতিদের সাথে খেলা করার মন নেই, ইচ্ছে নেই নেতৃত্ব দিয়ে হাতির পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর, একগুঁয়ে শিকারীর পাল্লায় পড়তে চায় না। নির্জন, প্রায় জনপ্রাণীশূন্য মরুতে সেজন্যেই চলে এসেছে সে; শেষ বয়সটা, নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিতে চায়। ধীরগতিতে, থেমে থেমে, ওয়েলস অভ চান্ডির দিকে যাচ্ছে সে, ওখানকার পানি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে শেষবার খেয়েছে বুড়ো, তখন ছিলো তার যৌবন কাল।

অচেনা আকৃতিটা সগর্জনে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তেল পোড়ার গন্ধ পেলো সে, ভারি অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করলো। মাথা ঝাঁকালো বুড়ো, বিশাল কান ঝাপটে আরেক দিকের বাতাস নিলো শুঁড়ে, একাধারে নালিশ আর হুমকির সুরে ডাক ছাড়লো একটা।

গুড়ি গুড়ি এগিয়ে এলো অচেনা আকৃতি, শুঁড় গুটিয়ে বুকের কাছে তুলে আনলো বুড়ো, কান দুটো অর্ধেকটা পিছিয়ে এনে শুঁড় গুটালো—কিন্তু ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেন বিপদ-সংকেত চিনতে পারলো না, যেমন আসছিল তেমনি আসতে থাকলো সে।

পরমুহূর্তে হামলা করলো হাতি, দ্রুতগতি বিশাল আকৃতি নিয়ে, তার দুই জোড়া পায়ের চাপে মাটির সাথে সেঁটে গেলো কাঁটাঝোপ, থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো গুরুগম্ভীর ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। দৌড় শুরু করার জন্য কোনো সময় নেয় নি সে, এই বয়সেও তার ক্ষিপ্রতা তাক লাগানোর মতো, আর গতিও এতো দ্রুত যে এক নিমেষে প্রায় ধ'রে ফেললো ট্যাংকটাকে।

ধরতে পারলে, দানবীয় সবটুকু শক্তি ব্যবহার না করেই স্রেফ মৃদু একটা ধাক্কায় ট্যাংকটাকে উল্টে দিতো সে। কিন্তু ড্রাইভারও তার মতোই ক্ষিপ্র, লম্বা করা শুঁড়ের ঠিক নিয়ে দিয়ে—ট্যাংক ঘুরিয়ে নিলো সে,তারপর ফলস্পীডে ছুটলো, এক দৌড়ে পার করে দিলো আধ মাইল। ধাওয়া করেছিল হাতি, খানিকদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'মাই ক্যাপটেন, দানবটাকে আমি স্পান্ডাউ দিয়ে ঘায়েল করি,' অনুমতি প্রার্থনা করলো গানার। হাতিটার ধাওয়া উপভোগ করেনি সে।

'না! না!' আনন্দ আর উত্তেজনার আর বেশি কিছু বলতে পারলো না ক্যাপটেন।

'হিংস্র, বদমেজাজী আর খুব বিপজ্জনক,' ক্যাপটেনকে বোঝাবার চেষ্টা করলো গানার।

'ঠিক!' খুশিতে হেসে উঠলো ক্যাপটেন, তৃপ্তিতে দুই হাতের তালু এক করে ঘষলো। 'আমার তরফ থেকে কাউন্টের জন্যে ওটা একটা বিশেষ উপহার।'

ছয়টা ট্যাংকই ব্যবহার করলো ক্যাপটেন, এক এক করে ছয়বার হাতিটার কাছাকাছি গেলো ড্রাইভাররা। এরপর, ওগুলোকে ধাওয়া করে কোনো ফল হচ্ছে না বুঝতে পেরে, বিরক্ত হয়ে সে চেষ্টা বাদ দিলো হাতিটা। তার পেট থেকে প্রতিবাদমুখর গুড় গুড় শব্দ বেরিয়ে এলো, মোচড় খেলো লেজ, চোখের পিছনের গ্ল্যান্ড থেকে পানি বেরিয়ে এসে ভিজে একটা মোটা দাগ তৈরি করলো ধুলো মাখা পথে, তাড়া খেয়ে ছুটে চললো পশ্চিম দিকে, পিছনে নিয়ে আসাছে এক লাইনে ছয়টা ট্যাংক। তবে এখনো সে রেগে আছে।

'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না,' প্রায় নরম সুরে বললো গ্যারেথ। 'আমি নিজেও ঠিক জানি না বিশ্বাস করা উচিত কিনা। তবে, দৃষ্টিভ্রম যদি না হয়, ওটা একটা হাতি—ছয়টা ইতালিয়দের ট্যাংকের একটা স্কোয়াড্রনকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে, সোজা আমাদের দিকে।'

'বিশ্বাস আমিও করি না,' বললো জেক। 'যদিও তুমি যা দেখেছো, আমিও তাই দেখেছি—কিন্তু, এ কিভাবে সম্ভব? তার মানে ওটাকে ওরা ব্লাডহাউন্ডের মতো ট্রেনিং দিয়েছে। তা কি সম্ভব, নাকি পাগল হ'তে আর বেশি দেরি নেই আমার?'

'দুটোই সত্যি,' বললো গ্যারেথ। 'যদি পরামর্শ দেই, লেজ তুলে পালাবার জন্যে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার, তুমি কিছু মনে করবে? তোমার মনে হচ্ছে না, এভাবে ওদের কাছে চলে আসাটা নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ, ওল্ড চ্যাপ, কি?'

লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেলের সামনে পড়লো জেক।

ড্রাইভারের হ্যাচ গ'লে ঝুপ করে নেমে এলো গ্যারেথ, ব্যস্ত হাতে ইগনিশন আর থ্রটল সেটিং অ্যাডজাস্ট করলো। 'অল সেট,' বললো সে, উদ্বিগ্ন চোখে কাঁধের ওপর দিয়ে বারবার তাকালো।

এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে হাতি। সমান বেগে আসছে সে, লম্বা পা ফেলে, হাঁটা ও দৌড়ে মাঝামাঝি একটা গতি, কোনোরকম বিরতি বা বিশ্রাম না নিয়ে যে-কোনো হাতি এই ভঙ্গিতে ত্রিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারে।

'আমাকে সাথে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, কি?' চেঁচিয়ে উঠলো গ্যারেথ।

আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরালো জেক, কিন্তু প্রিসিলা কোনো সাড়া দিলো না, এমন কি জেককে উৎসাহ দিয়ে পরের বার একটু কাশলোও না।

মূল্যবান একটা মিনিট পেরিয়ে গেলো। দুই হাঁটুতে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাচ্ছে জেক।

'এই শালার বজ্জাত কারটা....,' শুরু করলো গ্যারেথ।

জেকের আঁতকে ওঠায় কোনো কৃত্রিমতা নেই, ঝট করে সিধে হ'লো ও। 'গাল দিয়ো না, তাহলে কোনদিনই স্টার্ট নেবে না। আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরালো। 'বিপদের সময় গোলমাল করতে নেই, লক্ষ্মী সোনা!' ফিসফিস করলো ও, গাযেব সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালো।

কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকবার দ্রুত তাকালো গ্যারেথ। বিপজ্জনক মিছিলটা কাছে, অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। ড্রাইভারের হ্যাঁচ থেকে মাথা বের কবে একপাশে কাত হ'লো সে, প্রিসিলার এঞ্জিন-কাউলিংয়ে আদর করে হাত বুলালো, নরম সুরে বললো, 'রাগ করো না, মাণিক। রাগের মাথায় কি বলেছি ভুলে যাও। এবার হাসো তো, সুন্দরী!'

মাথার ওপর ও চারধারে জোড়া ক্যানভাসের পর্দা, একদল শিকারীকে নিয়ে কোলাপসিবল ক্যাম্প চেয়ারে ব'সে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। টুকরো বরফ সহযোগে ঠাণ্ডা পানীয় আর হালকা নাস্তা পরিবেশন করছে মেস সার্ভেন্টরা, কানভাস অনবরত পতপত করায় মরুর গরম সহ্য করার মত যথেষ্ট বাতাস লাগছে গায়ে।

দারুণ খোশমেজাজে রয়েছে কাউন্ট, তার একটা কারণ পেটটা কোনো গোলমাল করছে না। ছয়জন অফিসারকে অ্যাপায়ন করছে সে, সবাই তারা ভাড়াটে যোদ্ধা, ইতালিয়দের উপদেষ্টা অথবা বিভিন্ন পদমর্যাদায় কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে—বলাই বাহুল্য, ছয়জনই তারা শ্বেতাঙ্গ। এই মুহূর্তে সবাই তারা শিকারীর পোশাক পরে রয়েছে, সবার হাতের কাছে একটা করে স্পোর্টিং রাইফেল।

'আমার মন বলছে আজ আমরা খুব ভালো শিকার পাবো। খেদাড়েদের যেভাবে ভড়কে দিয়েছি, জান প্রাণ বাজি রেখে খুঁজছে ওরা।' হাসলো কাউন্ট, একটা চোখ টিপলো, কর্তব্য মনে করে পাল্টা হেসে দায়িত্ব পালন করলো অফিসাররা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আশা করছি...।'

'মাই কাউন্ট!' মাই কাউন্ট' ভূতে পাওয়া লোকের মতো দিশেহারা চেহারা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো জিনো। 'ওরা আসছে! রিজ থেকে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি।'

'আহ্!' গভীর তৃপ্তির সাথে আওয়াজটা ছাড়লো কাউন্ট। 'চলো তাহলে দেখা যাক আমাদের ট্যাংক বহরের মহৎ প্রাণ ক্যাপটেন আজ আমাদের জন্যে কি নিয়ে আসছে। সাদা মদ ভর্তি গ্লাসটা তিন চুমুকে শেষ কররো সে, তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো জিনো, তারপর তার দিকে মুখ করে পিছু হটতে হটতে

বেরিয়ে এলো তাঁবু থেমে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো গুইসেপ্পি যেখানে রোলস-রয়েসের তোবড়ানো গা থেকে ধুলো পরিষ্কার করছে।

ছোট্ট মিছিলটা, কাউন্টের রোলস-রয়েসের নেতৃত্বে, নিচু রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এলো মাচাগুলোর মাঝখানে।

নিচু একটা চওড়া উপত্যকার ওপর মাচাগুলো, তৈরি করেছে ইতালিয়ান এঞ্জিনিয়াররা। মোট বাঁশ এসেছে আসমারা থেকে, লাল মাটি খুঁড়ে অনেক গভীরে পোঁতা হয়েছে সেগুলো, মাচা যাতে কাঁটাঝোপের চেয়ে বেশি উঁচু না হয়। মাচা হলেও, ভেতরে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মাচাকে ঘাসের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে, রোদ ঠেকানোর জন্যে, বেড়ার গায়ে গর্ত করা আছে খেদিয়ে নিয়ে আসা পশুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার জন্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'তে পারে, তাই ক্যাম্প চেয়ার রাখা হয়েছে একটা করে। একটা মাচাকে শুধু বার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বরফ থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব রকম মদ আর হালকা নাস্তাও পাওয়া যাবে। ল্যাট্রিনের সংখ্যা দুটো–একটা সবার জন্যে, অপরটি একা কাউন্টের জন্যে। দ্বিতীয় ল্যাট্রিনে তালা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভুল বা ইচ্ছে করে কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না পারে, শুধু ওটার মাথার ওপরই রঙিন কাপড়ের পর্দা।

এক সার মাচা, মাঝখানেরটা কাউন্টের। আকারে তারটাই সবচেয়ে বড়, ভেতরে আরাম আয়েশের আয়োজনও ব্যাপক। মাচার জায়গাটি এমনভাবে বাছা হয়েছে, খেদিয়ে নিয়ে আসা বেশির ভাগ পশু ওটার সামনে দিয়েই যাবে। ইতোমধ্যে তার জুনিয়র অফিসাররা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বেশি শিকার জোটে তাহলে কি হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে। কোনো ক্লান্ত পশু যদি তাদের সামনে দিয়ে যায়, প্রথম গুলিটা কাউন্ট না করার আগে অন্য কেউ সেটার দিকে রাইফেল পর্যন্ত তুলতে পারবে না। এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করায় একজন ক্যাপটেনের পদমর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে লেফটেন্যান্ট বানানো হয়েছে, তারপর তাকে আর অভিযানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আইন অমান্যকারী দ্বিতীয় অফিসারকে চাকরিচ্যুত করে ফেরত পাঠানো হয়েছে আসমারায়।

হাত আর কোমর ধ'রে কাউন্টকে রোলস থেকে নামলো জিনো, তিন জন সৈনিক কাঁধে তুলে নিলো তাকে, সিঁড়ি বেয়ে তুলে দিয়ে এলো মাচায়। স্যালুট করলো গুইসেপ্পি, পিছু হটে রোলস-রয়েসে চড়লে আবার, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলো রিজের উল্টো দিকে।

ক্যানভাস চেয়ারে আরাম করে বসলো কাউন্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকেটের বোতাম খুললো সে, রবফে ভেজানো একটা রুমাল নিলো জিনোর হাত থেকে। কাউন্ট তার মুখ থেকে ঘাম মুছছে, দামী হুইস্কির একটা বোতল খুললো জিনো, বরফ ভরা বালতিতে আরো কয়েকটা বোতল রয়েছে। হুইস্কি ভর্তি লম্বা গ্লাসটা কাউন্টের সামনে ফোল্ডিং টেবিলের ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখলো জিনো। এরপর ম্যানলিকার রাইফেলটা লোড করলো, সদ্য খোলা নতুন প্যাকেট থেকে চককে কার্টিজ বেরুলো।

ভিজে কাপড়টা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো কাউন্ট, বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে তাপদগ্ধ প্রান্তরে তাকালো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর ঘাসের চাপড়া আর কাঁটা ঝোপগুলো নাচছে। 'আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে, বুঝলে জিনো, আজ আমরা শিকার করে ভারি আনন্দ পাবো।'

'পাবেনই তো, মাই কাউন্ট!' বিশ্বস্ততার সাথে সায় দিলো সার্জেন্ট জিনো, খর্বকায় শরীর নিয়ে কাউন্টের চেয়ারের পিছনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুকের সাথে আড়াআড়িভাবে ধ'রে রেখেছে ম্যানলিকারটা।

'কাম অন, ডার্লিং,' কর্কশ গলা, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের ওপর ঝুঁকে দম নিলো,চিবুক থেকে ঘামের ফোঁটা পড়লো বুকের কাছে শার্টে, এবার নিয়ে বোধহয় একশোবার হ্যান্ডেলটা ঘোরালো জেক। 'স্টার্ট না নিলে আমরা ডুববো, সুইটহার্ট।'

হ্যাচ থেকে প্রিসিলার টারিটে উঠে এলো গ্যারেথ, মরিয়া হয়ে আরেকবার তাকালো পিছন দিকে। অনুভব করলো, হঠাৎ কি যেনো একটা অচল হয়ে গেলো তার পেটের ভেতর, দমটা আটকে গেলো গলায়। বিশাল হাতি আর মাত্র দুশো গজ দূরে, হেঁটে আসছে সোজা ওদের দিকে, বিশাল কালো কান বাতাসে ঝাপটা মারছে, কুঁৎকুঁতে চোখ জোড়ায় আক্রোশ আর ঘৃণা।

ওটার ঠিক পিছনে, দু'দিকে ছড়ানো, ধাওয়া করে আসছে ইতালিয়দের ট্যাংক বহর। ট্যাংকের নিটোল গোলাকৃতি ফ্রন্টাল আর্মার রোদ লেগে চকচক করছে, ইতালিয়দের বছরঙা পতাকা পতপত করছে বাতাস, প্রতিটি হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আছে কলো হেলমেট পরা ট্যাংক কমান্ডারের মাথা। বাইনোক্যুলার চোখে থাকায় প্রত্যেক কমান্ডারের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলো গ্যারেথ, এতো কাছে চলে এসেছে তারা।

আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, প্রিসিলাকে পাশ কাটিয়ে যাবে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো। কমান্ডাররা যে ওদেরকে দেখতে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাতিটা ট্যাংকগুলোকে সরাসরি নালার দিকে টেনে আনছে, প্রিসিলার টারিটে ডালপালা থাকলেও ইতালিয়রা একশো গজের ভেতর চলে এলে ঠিকই চিনতে পারবে ওটাকে।

পালাবার উপায় নেই, আত্মরক্ষারও সুযোগ নেই। শত্রুরা যেদিক থেকে আসছে তার ঠিক উল্টো দিকে মুখ করে রয়েছে ভিকার্স মেশিনগান, সেটা বল মাউন্টিঙের ওপর থাকায় এই মুহূর্তে প্রয়োজন মতো ঘোরানোও সম্ভব নয়। প্রিসিলার ওপর অকস্মাৎ অন্ধ আক্রোশে কেঁপে উঠলো গ্যারেথ, ঝেড়ে একটা লাথি মারলো টারিটে। 'দুশ্চরিত্রা!' খেকিয়ে উঠলো সে, দাঁত চাপলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাগের সাথে প্রতিবাদ জানালো প্রিসিলা, স্টার্ট নিলো, সাবলীল যান্ত্রিক শব্দে চালু থাকলো কোনো বিরতি ছাড়াই।

আঙটা ধ'রে এক লাফে প্রিসিলার ওপর উঠে এলো জেক, ভিজে চুল থেকে ঘাম ঝরলো চারদিকে, চেহারা লাল, গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে। 'প্রিসিলা বুঝতে পেরেছে তুমি ওকে আদর করছো।'

'সব মেয়ের বেলাতেই সাইকোলজিক্যাল একটা মুহূর্ত থাকে, আঘাত বা অপমান তখন অনুকূল ফল দেয়, কি?' ঠোঁট টিপে হাসলো গ্যারেথ, চেহরায় পরম স্বস্তি, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লো টারিটের আশ্রয়। হ্যাচ গ'লে কন্ট্রোলে নেমে গেলো জেক।

থ্রটলে চাপ দিলো জেক, এক ঝাঁকিতে মাথা থেকে সব ডালপালা ফেলে দিলো প্রিসিলা, নালার মেঝেতে আলগা বালির ওপর ঘুরতে শুরু করলো চাকাগুলো, লাল ধুলোর ভেতর ঢাকা পড়লো ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এলো আর্মারড কার, খোলা প্রান্তর ধ'রে ছুটলো–লম্বা করা শুঁড়ের ডগা আরেকটু হলে নাগাল পেয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে বুড়ো হাতিটাকে যথেষ্ট খোঁচানো হয়েছে। রাগ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে, এখন তার শুধু উন্মাদ হ'তে বাকি। আগুনে ঘি পড়লে যা হয়, শুড়ের ডগায় নতুন আরেকটা উপদ্রব প্রিসিলাকে দেখে তারও ঠিক সেই অবস্থা হলো। এতোক্ষণ দ্রুতবেগে, হন হন করে হেঁটে আসছিল সে, তার বিপুল শক্তি আর সহ্যক্ষমতা এক বিন্দু খরচ হয়নি, কিন্তু এবার সে খেপে গেলো। মত্ত হাতির পায়ের ধাক্কায় ভূমিকম্প শুরু হলো, একনাগাড়ে সহস্র বজ্রপাতের শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। খুলির সাথে সেঁটে গেলো কান দুটো, বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকালো শুঁড়টা।

উঁচু-নিচু পাথুরে মাটির ওপর প্রিসিলার চেয়ে বেশি তার গতি, সচল পাহাড়ের মতো আর্মারড কারটাক ধাওয়া করলো সে–বিশাল, লোমহর্ষক, অজেয়।

সতর্ক ক্যাপটেন হাতিটাকে শান্তভাবে খেদিয়ে আনছিল, হাতি তার আসুনিক শক্তি ব্যয় করুক তা সে চায়নি। লোকটার ইচ্ছে, সে তার কমান্ডিং অফিসারের সামনে এমন একটা শিকার পরিবেশন করবে যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অটুট, অথচ মেজাজ উঠে আছে তুঙ্গে।

টারিটে ব'সে আনন্দে বগল বাজাচ্ছে লোকটা, আপন মনে হাসছে আর মাথা দোলাচ্ছে, কারণ শিকারীদের মাচা আর মাত্র এক মাইল দূরে। এই সময় হঠাৎ তার সামনের মাটি থেকে বিস্ফোরিত হ'লো ধুলো, ভেতরে একটা আস্ত আর্মারড কারকে ছুটতে দেখা গেলো। ক্যাপটেনের ট্যাংকগুলো যদি পুরনো হয়, আর্মারড কারটাকে বলতে হয় প্রাচীন। সামরিক ইতিহাসের সচিত্র বইতে এগুলোর ছবি দেখেছে সে।

কি দেখছে, বিশ্বাস করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো তার। সম্বিত ফিরলো একটা ঝাঁকি খেয়ে। বহুরঙা পতাকা দেখে চিনতে পেরেছে ওটা শত্রুপক্ষের বাহন। 'অ্যাডভান্স!' গর্জে উঠলো ক্যাপটেন। 'স্কোয়াড্রন, অ্যাডভান্স!' তলোয়ারের খোঁজে হাতড়াতে শুরু করলো সে। 'এনগেজ দা এনিমি।'

তার দু'পাশ থেকে সগর্জনে সামনে বাড়লো দুটো ট্যাংক, ক্যাপটেনের ট্যাংককে পিছনে রেখে ধাওয়া করলো আর্মারড কারটাকে।

তলোয়ার না পেয়ে, হেলমেট খুলে মাথার ওপর সেটা ঘন ঘন দোলালো ক্যাপটেন। 'চার্জ!' গলার রগ ফুলে উঠলো। 'ফরওয়ার্ড ইনটু ব্যাট্‌ল্!' এতাদিনে

বেয়ারা অর্থাৎ খেদাড়ের চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে, ফিরে পেয়েছে যোদ্ধার ভূমিকা।

ক্যাপটেনের উত্তেজনা সংক্রমিত হ'লো অন্যান্য ট্যাংক কমান্ডারদের মধ্যেও। সামনের দুটো ট্যাংকে যারা রয়েছে তাদের নাকের ডগায় ধুলোর মেঘ, লালচে মেঘের ভেতর অতিকায় হাতি, হাতির শুঁড়ের ডগায় আর্মারড কার। ট্যাংক দুটোর ক্রুরা দেখতেই পেলো না নিচে পনেরো ফুট গভীর একটা নালা রয়েছে, কিনারা থেকে ঝপ্ করে নেমে গেছে খাড়া গা। ওগুলো এমনভাবে বিধ্বস্ত হ'লো যেনো আকাশ থেকে একশো কিলো বোমা ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় রাইডিং হুইলগুলো ট্যাংক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, ভারি ইস্পাতের ট্র্যাকগুলো আলগা হয়ে এঁকেবেঁকে উড়ে গেলো ঠিক যেনো একজোড়া হিংস্র কেউটে। সেটিং থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লো রিভলভিং টারিট সেই সাথে ক্রুদের শরীর কোমরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লো প্রায় নিখুঁতভাবে, যেনো প্রকাণ্ড এক কাঁচি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।

টারিটের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে গ্যারেথ দেখলো দুটো ট্যাংক অদৃশ্য হয়ে গেলো মাটি থেকে, সাথে সাথে বিশাল ধুলোর পাহাড় লাফিয়ে উঠলো আকাশে। 'দুটো গেলো,' চিৎকার করলো সে।

'আরো চারটে আছে,' বললো জেক, এবড়োথেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে প্রিসিলাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। 'কিন্তু জাম্বোজেটের খবর কি?'

'খবর জানতে চেয়ো না!'

মাটি যতোই উঁচু-নিচু হোক, কোনো বাধাই মানছে না জেকের জাম্বো জেট। হাতিটার সামনে আর্মারড কার অনবরত লাফাচ্ছে, ধরা দিয়েও দিচ্ছে না, পিছনে জোড়া ট্যাংকের সংঘর্ষজনিত কর্কশ আওয়াজ, সব মিলিয়ে উন্মাদ করে তুললো তাকে।

'এখনো সে আমাদের প্রতিবেশী, ঘাড়ে চাপতে চায়,' ব্যগ্রকণ্ঠে আবার বললো গ্যারেথ। হাতি ইতোমধ্যে এতো কাছে চলে এসেছে যে সেটার দিকে মুখ তুলে তাকাতে হ'লো তাকে। তাকিয়ে আছে, দেখলো বুক থেকে তুলে শুঁড়ের কুণ্ডলী লম্বা করলো হাতি, তাকে পেঁচিয়ে টারিট থেকে তুলে নেয়ার জন্যে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'যতো জোরে পারো, ওল্ড চ্যাপ। তা না হলে অচিরেই দেখতে পাবে হাতি ব্যাটা তোমার ঘাড়ের ওপর ব'সে আছে।'

'গর্দভটাকে আমি বারণ করেছি শিকারকে যেনো বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া না করে,' খেঁকিয়ে উঠলো কাউন্ট। 'কতোবার বলেছি, জিনো? দশ-বারো বার হবে?'

'অবশ্যই, মাই কাউন্ট!'

'প্রথম দিকে খুব তাড়া করতে হবে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওগুলো, তারপর শেষ একমাইল শান্তভাবে খেদিয়ে মাচার দিকে আনতে হবে।' রাগের সাথে গ্লাসে

একটা চুমুক দিলো কাউন্ট। 'লোকটা নেহাতই বোকা, ওর বাপ ছিলো বোকা, চৌদ্দগুষ্টি ছিলো বোকার হদ্দ। জানে না নিজের কি ক্ষতি করছে। তুমি তো জানো, জিনো, আশপাশে বোকা লোক থাকলে আমার সহ্য হয় না, গা জ্বালা করে।'

'গায়ে আগুন ধ'রে যায়, মাই কাউন্ট।'

'বলতে পারো, লোকটাকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়? আসমারায় ফেরত পাঠাবো? বরখাস্ত করবো? নাকি....' কথা শেষ না করে হঠাৎ শিরদাড়া খাড়া করলো কাউন্ট, কর্কশ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ করে উঠলো চেয়ারটা। 'জিনো,' বিড়বিড় করলো সে, চেহারায় উদ্বেগ ফুটছে। 'ওদিকে কি যেনো অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটছে।'

বেড়ার ফুটো দিয়ে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকলো দু'জন। ধুলোর সচল মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর কি যেনো দেখে আঁতকে উঠলো কাউন্ট।

'জিনো, এ কি সম্ভব?' জিজ্ঞেস করলো সে, কপালে ঘাম ফুটি ফুটি করছে।

'না, মাই কাউন্ট,' সার্জেন্ট জিনো আশ্বস্ত করলো তাকে, যদিও গলায় তেমন জোর পেলো না। 'দৃষ্টিভ্রম, মাই কাউন্ট। এ সম্ভব নয়।'

'তুমি ঠিক জানো, জিনো?' কাউন্টের চাপা কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো।

'না, মাই কাউন্ট। ঠিক জানি না।'

'আমিও না, জিনো। দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'জিনিসটা দেখতে...,' গলায় শব্দ আটকে গেলো, দ্রুত একজোড়া ঢোক গিললো জিনো। 'বলতে ইচ্ছে করছে না, মাই কাউন্ট,' ফিসফিস করলো সে। 'আমার ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, গলায়নরত আর্মারড কার আর ভূমিকম্পের জন্যে দায়ী হাতিটাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে, ইতালিয়দের ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন ওগুলোর ওপর ফায়ার ওপেন করলো—গর্জে উঠলো পঞ্চাশ এম এম স্পান্ডাউ।

বলা উচিত, ওগুলোর ওপর নয়, ওগুলোর দিকে গোলাবর্ষণ করলো সে। আবার, ঠিক ওগুলোর দিকেও নয়—তার সামনে ধুলোর পাহাড় মোচর আর পাক খাচ্ছে, সেটার দিকে অর্থাৎ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে গোলাবর্ষণ করলো সে। ধুলো তার দৃষ্টি পথে বাধা তৈরি করেছে, মাছে মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে গাড়ি আর পশু। লক্ষ্যস্থির করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, কারণ হাতির নাগালের বাইরে থাকার জন্যে আর্মারড কারটা এঁকেবেঁকে ছুটছে, শেলগুলো এমন জায়গায় গিয়ে বিস্ফোরিত হ'লো যেখানে আর্মারড কার বা হাতি এক সময় ছিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

'ফায়ার!' হুংকার ছাড়লো ক্যাপটেন। 'কীপ ফায়ারি!'

তার গানার এক এক করে ছয়টা হাই-এক্সপ্লোসিভ শেল ছুঁড়লো সামনের প্রান্তরে। অন্যান্য ট্যাংকের গানাররা ক্যাপটেনের কামান গর্জে উঠলো শুনে উৎসাহিত বোধ করলো, তারাও বিশ্বস্ততার সথে অনুসরণ করলো তার দৃষ্টান্ত।

আতংক মিশ্রিত দিশেহারা ভাব স্তম্ভিত করে তুলেছে কাউন্ট আর জিনোকে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে থরথর করে কাঁপছে, দ্বিতীয় দফার প্রথম শেলটা তাদের

মাচার সামনের দেয়ালে লাগলো। নরম, ভঙ্গুর ঘাসের বেড়ায় লেগে শেল বিস্ফোরিত হ'লো না বটে, কিন্তু হাই-এক্সপ্লোসিভ শেলটা ছুটে গেলো কাউন্টের বাম কানের আঠারো কি সতেরো ইঞ্চি পাশ দিয়ে। বাতাসে তীব্র শব্দ ও আলোড়নে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো কাউন্ট। পিছনের বেড়া চুরমার করে দিয়ে খোলা প্রান্তর ধ'রে আরো এক মাইল ছুটে গেলো শেলটা, তারপর মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো।

'আমাকে যদি কাউন্টের আর দরকার না হয়...।' অবিশ্বাস্য ব্যস্ততার সাথে একটা স্যালুট ঠুকলো জিনো, নিজেকে সামলে নিয়ে কাউন্ট তাকে বাধা দেয়ার আগেই পিছনের বেড়ার দেয়ালে সদ্য তৈরি গর্ত লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো সে, মাটিতে পড়েই প্রাণপণে দৌড়ালো।

জিনো এক নয়। সার সার প্রতিটি মাচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো শিকারীরা, তাদের সম্মিলিত বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে এঞ্জিনগুলোর কান ফাটানো আওয়াজ, কামানের গর্জন, আর হাতির হুংকার প্রায় চাপ পড় গেলো।

চেয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করলো কাউন্ট, কিন্তু পা জোড়া তার সাথে বেঈমানী করলো, কেউ দেখলে ভাবতো ব'সে বসে লাফ দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। মড়ার মতো শুকনো সাদাটে অবয়বে মস্ত হাঁ হয়ে আছে মুখ, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না। কাউন্ট বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, প্রায় অচল—শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে আর একবার সে শুধু বসা অবস্থা থেকে লাফ দেয়ার চেষ্টার করতে পারলো। লাভের মধ্যে সামনের দিকে কাত হয়ে পড়লো চেয়ারটা, মাচা থেকে নিক্ষিপ্ত হ'লো কাউন্ট, নিচের গর্তে পড়ে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেলো, দু'হাত দিয়ে ঢাকলো মাথাটা।

মাটিতে, গর্তের ভেতর পড়ে আছে কাউন্ট, ভাবছে গর্ত থেকে বেরুতে পারবে কিনা, বেরিয়ে ছুটতে পাবে কিনা। এই সময় মাচাগুলোর গায়ে ফুলস্পীডে ধাক্কা খেলো আর্মারিড কার, ঘাসের দেয়ার আর বাঁশের খুঁটি পাখির পালকের মতো উড়ে গেলো চারদিকে, এক লাফে পেরিয়ে গেলো গর্তটা। ঘুরন্ত চাকাগুলো কাউন্টে অসাড় শরীর ছুঁতে ছুঁতেও ছুলো না, তবে মণখানেক বালি আর কাঁকর মেশানো মাটি ফেলে গেলো তার গায়ে।

কাঁপা পায়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে. দাঁড়াবার চেষ্টা করলো কাউন্ট, প্রায় সফল হ'তে চলেছে, এমন সময় অতিকায় বুড়ো হাতিটা সদ্য অস্তিত্ব হারানো মাচার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো। তার একটা পা কাউন্টের কাঁধ ছুঁলো কি ছুঁলো না, কাঠের ওপর করাত চালানোর মতো কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে, গর্তের ভেতর আবার মুখ থুবড়ে পড়লো সে। হাতির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, আগের মতোই দূরদিগন্ত লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে সে, এখনো ধাওয়া করছে আর্মারড কারটাকে।

মাটি কাঁপতে শুরু করে জানিয়ে দিলো আরো একটা ভারি কিছুর আগমন ঘটতে যাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে আরো ভেতরে ঢুকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো কাউন্ট–কানে তালা লেগে গেছে, মাথা ঘুরছে, আতংকে পঙ্গু। এই অবস্থায় কতোক্ষণ কেটেছে বলতে

পারবে না সে, হঠাৎ দেখলো গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাংক বহরের কমান্ডার অর্থাৎ ক্যাপটেন, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করলো, 'শিকার উপভোগ্য হয়েছে তো, মাই কর্নেল?'

আরো অনেক পরে ফিরে এলো জিনো, অতি কষ্টে গর্ত থেকে তুললো কাউন্টকে, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো, ধ'রে ধ'রে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো রোলস-রয়েসে। পুরোটা সময় ভয়ে ভয়ে তাকালো জিনো, তার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ একনাগাড়ে অশ্লীল গালিগালাজ আর লোমহর্ষক হুমকি দিয়ে চলেছে কাউন্ট, কার বাপের সাধ্যি তার সামনে দাঁড়ায়।

ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। কাউন্টকে গাড়িতে তোলার সময় জিনোকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো সে, কাউন্ট মার মার করে উঠলো, 'খরবদার, আমাকে ছুঁয়ো না! আমার গায়ে তোমার মতো কাপুরুষের ছোঁয়া লাগলে কবরে আমার চৌদ্দপুরুষের শান্তি বিনষ্ট হবে। তোমাকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করা হলো! তুমি দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছো! বানরের লেজের তলায় যে ফুটো থাকে, তুমি তাই!'

রোলস-রয়েসে তোলা হ'লো কাউন্টকে, গাড়ি ছেড়ে দিলো গুইসেপ্পি। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিটের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো কাউন্ট, ক্যাপনের দিকে থুথুর কণা ছিটিয়ে আবার শুরু করলো, 'তুমি যুগের কলংক! তুমি জঘন্য বলশেভিক! আমি তোমার জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থা করবো...।' ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেলো তার চিৎকার, রিজ বেয়ে উঠে পড়লো রোলস-রয়েস, ইতালিয়দের ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বহু দূর থেকেও দেখা গেলো আকাশের গায়ে হাত ছুঁড়ছে কাউন্ট বেলিনি।

ওদের পিছু নিয়ে মরুর আরো বহু পথ পেরিয়ে এলো হাতি, অনেক আগেই পিছিয়ে পড়া ট্যাংক বহর তার নাগাল পাবার আশা ত্যাগ করেছে। শেষ এক মাইল পেরোবার সময় আর্মারড কারের সাথে তার দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়লো, অবশেষে সে-ও শুঁড়ের প্যাঁচে গ্যারেথ সোয়েলস্‌কে জড়িয়ে নেয়ার আশাত্যাগ করলো, দাঁড়িয়ে পড়লো খোলা প্রান্তরের মাঝখানে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বিশাল আকৃতি এদিক ওদিক দুলছে, যদিও এখনো কান ঝাপটাচ্ছে সে, সবেগে শূন্যে তুলে দিচ্ছে শুঁড়—শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানোর তার এই ভঙ্গি অনেকাই ক্রোধোন্মত্ত মানুষের সাথে মিলে যায়।

নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে হাতিকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে আর্মারড কার, টারিটের পাশে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে তাকে স্যালুট করলো গ্যারেথ। তারপর দুটো চুরুট ধরালো সে, হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকলো, একটা চুরুট ধরিয়ে দিলো জেকের হাতে। 'দিনটাকে স্বর্ণ ডিম্বপ্রসবিনী বলা যেতে পারে, ওল্ড চ্যাপ, কি? ইস্পাতের একজোড়া দানবকে প্র্যাং করে দিয়েছি, বাকিগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছি সুস্থ মানসিকতা।'

'কি রকম?' ব্যাখ্যা দাবি করলো জেক, কৃতজ্ঞচিত্তে টান দিলো চুরুটে।

'এরপর ট্যাংকম্যানরা আমাদের দেখলে, পরিণতির কথা ভেবে ইতস্তত করবে না—ভাদ্রমাসে মরদগুলো আমার মাদী কুকুরটাকে যেভাবে তাড়া করে, ওরাও সেভাবে আমাদের পিছু নেবে।'

'তোমার ধারণা, আমাদের জন্যে সেটা শুভ হবে?' চেখে অবিশ্বাস, প্রশ্নটা করার জন্যে মুখ থেকে চুরুট নামালো জেক।

'তবে আর বলছি কি!' জেককে আশ্বস্ত করলো গ্যারেথ।

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো জেক, চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালালো, দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী। তারপর জিজ্ঞেস করলো ও, 'প্র্যাং? কি ধরনের শব্দ হ'লো ওটা?'

'টুপ করে এইমাত্র মনে পড়লো,' বললো গ্যারেথ। 'অর্থবহ, তাই না?'

খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে কাউন্ট, পড়নে সিল্ক আন্ডারঅয়্যার, তাতে বংশমর্যাদার নিদর্শনগুলো লাল আর নীল সুতো দিয়ে বোনা।

তার নরম, ফ্যাকাসে, দাগহীন শরীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, আঁচড়ের দাগে ভরা, চামড়া লাল হয়ে আছে, ক্ষতগুলো থেকে ঝরছে দামী রক্ত।

একাধারে ব্যথা ও আরামে গোঙাচ্ছে কাউন্ট—শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে জিনো, কাউন্টের পিঠ আর পায়ের পিছনে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাচ্ছে সে, মাঝে মধ্যে ম্যাসেজের সাহায্যে শিথিল করার চেষ্টা করছে পেশীগুলো।

'আরেকটু আস্তে জিনো। বুঝতে পারছো না, আমি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছি।'

'অত্যন্ত দুঃখিত, মাই কর্নেল,' কাতর কণ্ঠে বললো জিনো। কাউন্ট আবার গোঙাতে শুরু করলো, মোচড় খেলো বিছানার ওপর। নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে জিনো, কিন্তু চেহারায় ব্যাকুলতা নিয়ে কি যেনো ভাবছে সে।

'মাই কর্নেল, আমি কি কথা বলতে পারি?' হঠাৎ এক সময় অনুমতি প্রার্থনা করলো সার্জেন্ট।

'না,' ধমকে উঠলো কাউন্ট। 'শেষবার যথেষ্ট উদারতার সাথে তোমার বেতন পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। না, জিনো, বেতন প্রসঙ্গে তোমার কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না।'

'মাই কর্নেল, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। এমন একটা বিপদের সময়ে বেতনের মতো তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।'

'শুনে ভারি খুশি হলাম, জিনো।' ব্যথায় উহ্ করে উঠলো কাউন্ট। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওখানটায় ভালো করে ডলো...ভালো করে।

কাউন্টের কাঁধ ডলতে ডলতে, কয়েক সেকেন্ড পর, আবার মুখ খুললো জিনো। 'আপনি যদি ইতালিয়ান বীর জেনারেলদের জীবনী পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন,

জুলিয়াস সীজার ও ...ও...,' তোতলাতে শুরু করলো সে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অন্য কোনো বীরের নাম উল্লেখ করতে চায়, কিন্তু নাম খুঁজে পাচ্ছে না। '...ও...ঠিক আছে, জুলিয়াস সীজারকেই উদারহরণ হিসেবে ধরুন।'

'বেশ।'

'এমনকি স্বয়ং জুলিয়াস সীজারও নিজের হাতে তলোয়ার ঘোরাননি। সত্যিকার গ্রেট কমান্ডাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা পরিচালনা করেন, প্ল্যান দেন, আদেশ করেন—নিকৃষ্ট মরণশীলদের।'

'তা ঠিক, জিনো।'

'যে কোনো একটা চাষাও তলোয়ার ঘোরাতে বা বন্দুক চালাতে পারে–কিন্তু নেহাতই গাধা-গরু ছাড়া আর কি বলা যায় তাদের, আপনি বলুন?'

'তাও সত্যি।'

'নেপোলিয়ানের কথাই ধরুন না, কিংবা ধরুন ইংরেজ ওয়েলিংটনের কথা—' আবার আমতা আমতা করে থেমে গেলো জিনো।

'আচ্ছা, নেপোলিয়ান হলেই চলবে—তার কথাই ধরলাম,' উৎসাহ দিলো কাউন্ট।

'তিনি যখন যুদ্ধ করলেন, সংঘর্ষের জায়গা থেকে দূরেই থাকলেন, একবারও কাছে ভিড়লেন না। ইতিহাসে আমরা পাই নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছিলেন, ওয়াটারলু-তে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি ছিলো? দু'জনের মাঝখানে ছিলো কয়েক মাইলের ব্যবধান। তারা নিজেদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন...।'

'তুমি আসলে ঠিক কি বলতে চাইছো, জিনো?'

'মাফ করবেন, মাই কর্নেল–আমার আবেদন, আপনার সাহস যেনো আপনাকে অন্ধ করে না দেয়; আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, শত্রুরা আপনার নাম শুনলেই আধমরা হয়ে যায়, কাজেই সত্যিকার একজন কমান্ডারের দূরে সরে থাকার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আপনারও উচিত...,' দীর্ঘ বাক্যটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গঠনরীতি বদলে প্রশ্নাকারে শেষ করলো সে, '...মাই কর্নেল, আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি?'

অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনার সাথে কাউন্ট কি বলে শোনার অপেক্ষায় থাকলো জিনো। কথাগুলো বলার জন্যে সবটুকু সাহস একত্রিত করতে হয়েছে তাকে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে, কথাগুলো শোনার পর কাউন্ট যদি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়, তাও ভালো, তবু কাউন্টের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে যাবে না। কাউন্টের পাশেই তার জায়গা, কাউন্টকে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখ যায় তাহলে তারও নিরাপত্তা নিশ্চিত হ'তে পারে।

'প্লিজ, মাই কাউন্ট। আপনি আমাদের দিকেও একটিবার মুখ তুলে তাকান। ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি কিছু হয়, আমরা স্রেফ এতিম হয়ে যাবো! মহাপরাক্রমশালী বীরদের মতো আপনিও নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে ভাবুন...।'

কাউন্টের মনের কথাই বলেছে জিনো, সে-ও গত ক'দিন ধ'রে ভাবছে কোনো অজুহাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকা যেতো। পৈত্রিক প্রাণের ওপর কার না মায়া আছে। 'জিনো,' কাউন্ট বললো। 'তুমি একজন দার্শনিক।'

বিনয়ে বিগলিত হ'লো জিনো। 'আপনি আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছেন, মাই কাউন্ট।'

'না, জিনো! না! এ তোমার ন্যায্য পাওনা। হ'তে পারে তোমার জন্ম হয়েছে রাস্তার ধারে বা নর্দমার পাড়ে, কিন্তু তুমি একটা প্রতিভা।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নত করলো জিনো।

'আমার সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি আমি অন্যায় করেছি,' বললো কাউন্ট। তার বেদনাকাতর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেলো, উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখ, চোখে জ্বলে উঠলো কিসের যেনো একটা আলো, সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েদীর চোখেই সচরাচর দেখা যায় আলোটা। 'এতোদিন আমি শুধু নিজের কথাই ভেবেছি—নিজের গর্ব, নিজের সম্মান। বেপরোয়া হয়ে উঠেছি, বিপদের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মৃত্যুর মুখে, ভেবে দেখিনি কি মূল্য দিতে হ'তে পারে। একবারও মনে পড়েনি আমি না থাকলে আমার সাহসী যোদ্ধারা এতিম হয়ে যাবে, নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো জিনো। 'আপনার বিকল্প কোথায় পাবো আমরা?' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হ'লো তার।

'জিনো।' পিতাসুলভ নরম সুরে ডাকলো কাউন্ট, জিনোর কাঁধে একটা হাত রাখলো। 'ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাকে আরো কম স্বার্থপর হ'তে হবে।'

'মাই কাউন্ট, শুনে কি যে আমার আনন্দ হচ্ছে সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।' কেঁদেই ফেললো জিনো, চান্ডি ক্যাম্পে নিরাপদে সময় কাটানোর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, ভাবতেও পারেনি সে। 'আপনার কাজ হ'লো কমান্ড করা।'

'প্ল্যান দেয়া,' বললো কাউন্ট।

'পরিচালনা করা,' কাঁদতে কাঁদতে হাসলো জিনো।

'আমার ভয়, এটাই আমার নিয়তি।'

'ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব।' উত্তেজনায় খাটিয়ার ওপর ব'সে পড়েছিল কাউন্ট, তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে আবার শুইয়ে দিলো জিনো।

'জিনো,' বললো কাউন্ট। 'শেষবার তোমার বেতন নিয়ে কবে আমরা আলোচনা করি বলতে পারবে?'

'অনেক মাস পেরিয়ে গেছে, মাই কাউন্ট।'

'এসো, বিষয়টা নিয়ে এখুনি আলোচনাটা সেরে ফেলি,' বললো কাউন্ট। 'তুমি তো একটা রত্ন—অমূল্য! ধরো, আরো এক হাজার লিরা, প্রতি মাসে?'

'মনে উঁকি দিয়েছিল দেড় হাজার লিরার কথা,' সকরুণ সুরে বিড়বিড় করলো জিনো।

লজ্জার লেশমাত্র নেই, জিনোর আবিষ্কৃত সামরিক দর্শন নিজের ব'লে চালিয়ে দিলো কাউন্ট বেলিনি। সেদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে তার অফিসাররা বিপুল উৎসাহের সাথে সমর্থন করলো কাউন্টকে, মদ আর ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করলো সে। ইতালিয় বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনার ধারণাটি শুধু যে বাস্তবসম্মত তাই নয়, ভারি উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। অফিসারদের উৎসাহ হঠাৎ করে ভাটা পড়লো যখন তারা জানতে পারলো যে নতুন দর্শন তাদের কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়, একা শুধু কাউন্টের বেলায় খাটবে। বাকি সবাইকে ঈশ্বরের পবিত্র নামে আত্মবলি দেয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ অকৃপণভাবে দান করা হবে। বলাই বাহুল্য, এই পর্যায়ে দর্শনটির জনপ্রিয়তা সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নেমে এলো।

সবশেষে, বেশিরভাগ প্রতিবাদ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে, কাউন্ট সিদ্ধান্ত দিলো —নতুন দর্শন মাত্র তিনজনের জন্যে প্রযোজ্য হবে। তার আর জিনোর নামের সাথে আরেকটা নাম যোগ হলো, মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। এখন থেকে এই তিনজনই থার্ড ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেবে।

নতুন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে খুশি হ'লো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। এতোদিন ইতালিয় বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে নামকাওয়াস্তে ছিলো সে, কাউন্ট নাক গলানোয় যুদ্ধ পরিচালনায় তেমন কোনো ভূমিকা সে রাখতে পারেনি। নতুন দর্শনের কথা শুনেই সে বুঝতে পারলো, ভয়ে গা বাঁচাতে চাইছে কাউন্ট। সে ভাবলো, এই সুযোগটাই নিতে হবে তাকে। কাউন্টকে পিছিয়ে থাকার উৎসাহ দিয়ে সুযোগ মতো নিজে সামনে এগিয়ে আসবে সে, ইতালিয় বাহিনীকে নিজের খুশিমতো পরিচালনা করবে। বুদ্ধিটা তাকে এতোই আত্মহারা করে তুললো, নিজের তাঁবুতে ফিরলো সে বগলের তলায় এক বোতল স্থানীয় তেজ নিয়ে।

পরদিন সকালে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে বাহিনীর সামনে উপস্থিত হ'লো মেজর, তার চোটপাট আর মারমুখো ভাব দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ইতালিয়রা। সাত সকালেই দেখা গেলো, মেজরের নির্দেশে সৈনিকরা তাদের রাইফেল পরিষ্কার করতে বসেছে। ইউনিফর্মের তামার বোতাম ঘষে মেজে চকচকে করা হলো, গলার কাছে শেষ বোতামটিও লাগাতে হ'লো সবাইকে। কাজের সময় কেউ সিগারেট ধরাতে পারলো না, নির্দিষ্ট সময়ের পর ল্যাট্রিনের দিকে কাউকে যেতে দেখা গেলে বাধা দেয়া হলো, এমনকি প্রস্রাব করার সময়ও বেঁধে দেয়া হলো, প্রতি দু'ঘন্টায় একবার। বাহিনীর প্রতিটি গ্রুপের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলো মেজর ক্যাস্তেলানি, দায়িত্ব আর কাজ ভাগ করে দিলো সবাইকে। মোটা ছড়ি দিয়ে দু'চার ঘা লাগালো দু'এক জনকে, স্রেফ কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যে।

বিকেলে অনার গার্ডদের প্যারেড প্রত্যক্ষ করলো মেজর। সদ্য তৈরি এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় থামলো তারা। বিমানবহরের প্রথম চালান হিসেবে একটা প্লেন আজ আসার কথা। অনুষ্ঠানে কাউন্ট বেলিনিও উপস্থিত।

ওটা একটা ক্যাপরনি বম্বার, এঞ্জিনের সংখ্যা তিন। উত্তর আকাশের কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে উড়ে এলো সেটা, কাঁচা মাটির দীর্ঘ রানওয়ের ওপর বার কয়েক চক্কর দিলো, তারপর লাল ধুলোর ঝড় তুলে নেমে এলো নিচে।

রূপালি ফিউজিলাজ থেকে প্রথমে নামলো আসমারায় সেই রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সিনোর এন্টোলিনো। পড়নে সদ্য ভাঁজ খোলা লিনেনের স্যুট, ভাবগম্ভীর চেহারা। কাউন্টের স্যালুটের উত্তরে মাথার পানামাটা দু'আঙুলের ধ'রে সামান্য একটু উঁচু করলো, তারপর মুহূর্তের জন্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে পাইলটের দিকে ফিরলো কাউন্ট। কোনো ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিলো সে, 'আমি তোমার মেশিনে চড়তে চাই।' ইতোমধ্যে ট্যাংকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে, প্রকৃত পক্ষে ট্যাংক বহর আর তার ক্যাপটেনের প্রতি ঘৃণা ধ'রে গেছে তার।

মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার পর ক্যাপটেন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদলেছে কাউন্ট। তাকে বহিষ্কার করেনি, আসমারায় ফেরত পাঠায়নি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনেও দাঁড় করায়নি—লোকটার জন্যে আরো ভীতিকর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সে। ক্যাপটেনের সার্ভিস রিপোর্টে দু'পৃষ্ঠা জুড়ে অভিযোগ আর দুর্নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এর মতো অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেয়াদপ, কাপুরুষ ক্যাপটেন জীবনে কখনো দেখেনি কাউন্ট। কাউন্ট জানে, লোকটার ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্যে এই রিপোর্ট জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। মনের মতো প্রতিশোধ নিতে পেরে তৃপ্তি বোধ কচ্ছে সে, তবে ট্যাংক সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ নেই। এখন তার অধীনে একটা প্লেন পাঠানো হয়েছে। প্লেনে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা অত্যন্ত উত্তেজনক আর রোমান্টিক অভিজ্ঞতা হবে, সন্দেহ কি!

'এনিমি পজিশনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো আমরা,' আবার বললো কাউন্ট, 'মাটি থেকে যথেষ্ট ওপর থাকবো, সম্মানসূচক, একটা দূরত্ব অবশ্যই থাকা উচিত।' আসলে সে বলতে চাইছে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থাকতে হবে প্লেনটাকে।

'পরে,' বললো এন্টেলিনো, তার কথার মধ্যে এমন কর্তৃত্বের সুর ফুটলো যে মর্যাদাসচেতন কাউন্টের শিরদাঁড়া ঝট করে খাড়া হয়ে গেলো। লোকটার দিকে কটমট করে তাকালো সে।

'জেনারেল বাদোগ্লিওর ব্যক্তিগত বার্তা বহন করছি আমি,' বললো রাজনৈতিক উপদেষ্টা, কাউন্টের আগুনে দৃষ্টি গ্রাহ্যই করলো না।

কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো কাউন্ট আর তার মর্যাদাবোধ। 'তাহলে এক গ্লাস ওয়াইন,' বিড়বিড় করে বললো সে, এন্টোলিনোর হাত ধ'রে অপেক্ষারত রোলস-রয়েসের দিকে এগোলো।

'জেনারেল এই মুহূর্তে আমবা আরাদামের সম্মুখে অবস্থান করছেন। হেভি আর্টিলারি এবং বিমান আক্রমণের সহায়তায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন তিনি। সন্দেহ নেই, ফলাফল কী হবে।'

'জ্বী, তা বটে।' একশ মাইল দূরে, উত্তরে যুদ্ধের কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেছে তার।

'আগামী দশদিনের মধ্যে পরাজিত ইথিওপিয় যোদ্ধারা ডেসি রোড ধ'রে লেক টানায়, সম্রাট হাইলে সেলাসির বাহিনীর সাথে একত্র হ'তে চাইবে। কিন্তু সারডি গিরিসংকট তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার দায়িত্ব নিশ্চই বুঝতে পারছেন।'

মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট।

'আমাদের মিত্র, যিনি আমাদের হয়ে ইথিওপিয়ার নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করবেন, সেই রাস গোত্রের প্রধানের সাথে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলতে এসেছি আমি। সে আর তার বাহিনী যদি আপনাকে সাহায্য করে, সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে ডেসি রোডে যেতে চাওয়া ইথিওপিয় বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্যে আপনিও অ্যাডভান্স করতে পারবেন।'

'আহ!' না বুঝেই মাথা ঝোঁকালো কাউন্ট বেলিনি।

'এবার শুনুন, রাস গোত্রপ্রধানের সাথে দেখা করার কি আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকজন লোক আমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে পাহাড়ে, তারাই তার সাথে দেখা করে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোনার বাক্স হস্তান্তর করবো। আজ রাতেই বৈঠক। গাইড হিসেবে লোক আছে আমার সাথে। বৈঠকের স্থান ঠিক করা হয়েছে এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে, সন্ধ্যার পরপরই রওনা হবো আমরা মাঝরাতে বৈঠক, আশা করি সময়মতোই পৌঁছতে পারবো।'

'ভেরি গুড,' খুশি মনে বললো কাউন্ট। 'সৈনিক বা ট্রাক যা লাগে সব আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।'

ট্রাফিক পুলিশের মতো একটা হাত তুললো এন্টোলিনো। 'মাই ডিয়ার কর্নেল, রাস গোত্রপ্রধানের সাথে দেখা করার জন্যে আমাদের যে প্রতিনিধিদল যাচ্ছে, আপনিই তার নেতৃত্ব দেবেন।'

'অসম্ভব!' এতো সহজে তার নতুন দর্শন বিসর্জন দিতে রাজি নয় কাউন্ট। 'এখানে আমার কতো কাজ, আক্রমণের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে।' সময়সীমা মধ্যরাত, স্থান বিপজ্জনক ডানাকিল মরু, কে জানে নতুন কি বিপদ ওত পেতে আছে ওখানে।

'চুক্তিপত্রে আপনাকে সবই করতে হবে, সহযোগিতার এই নতুন দুয়ার খুলতে হলে আপনার শারীরিক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, বুঝতে পারছেন না? আপনার ইউনিফর্ম গালাদের প্রভাবিত করবে–'

'আমার কাঁধ!' হঠাৎ ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো কাউন্ট। 'এমন আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার আমাকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে! আমার বদলে আমার একজন অফিসার যাবে। ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন। তার ইউনিফর্ম আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

মাথা নাড়লো এন্টোলিনো। 'না।'

'তাহলে আমার একজন মেজরকে নিয়ে যান,' প্রস্তাব দিলো কাউন্ট। 'মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, লোকটা বাকচাতুর্য জানে বটে!'

'না।'

'জেনারেল বাদোগ্লিও বলেছেন, প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন আপনি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, রেডিও অপারেটরকে এখুনি আসমারার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কাউন্ট, হাঁ করলো, মুখ বন্ধ করলো আবার, মনে মনে ত্যাগ করলো ইতালিয়দের বাহিনীর পিছনে ওয়েলস অভ চান্ডির নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সংকল্প। 'ঠিক আছে, ঈশ্বরের নামে সন্ধ্যার পর রওনা হবো আমরা।'

বোকার মতো আবার বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় কাউন্ট। সন্ধ্যা-উত্তর লালিমার ভেতর চান্ডি থেকে রওনা হ'লো কনভয়, সামনে একজোড়া সিভি, থ্রি ট্যাংক থাকলো এসকর্ট হিসেবে, তার পিছনে চার ট্রাক ভর্তি সৈনিক, মাঝখানে রোলস-রয়েস, আর পিছনে থাকলো বাকি ট্যাংক দুটো।

রোলস-রয়েসে রয়েছে কাউন্টের দু'পাশে এন্টোলিনো আর তার গালা গাইড। কাঠের একজোড়া বাক্সের ওপর পা দিয়ে রেখেছে এন্টোলিনো। সামনের সিটের নিচে রয়েছে আরো দুটো বাক্স, সিটের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে মাঝে মধ্যেই সেগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সে। গাইড গালা লোকটার বয়স হবে তিরিশের মতো, গোত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সে-ও কুৎসিত কদাকার চেহারার অধিকারী, তার ওপর সারা মুখে ফোঁটা আকৃতি বসন্তের আর লম্বা আকৃতির কাটাকুটির দাগ, হিংস্র খুনীর পরিচয় আপনার থেকেই বেরিয়ে আসে। পড়নে সাদা আলখাল্লা, বছরখানেক বা তারও বেশি হ'লো ওটার রঙ কালো হয়ে গেছে। সিকি সেকেন্ড তার ঘ্রাণ নিলো কাউন্ট, পরমুহূর্তে সুগন্ধ মাখানো রুমালটা চেপে ধরলো নাকে। 'লোকটাকে বলুন সে যেনো সামনের একটা ট্যাংকে গিয়ে বসে, ক্যাপটেনের সাথে,' এন্টোলিনোকে বললো কাউন্ট। 'গুইসেপ্পি,গাড়ি থামাও।'

রোলস-রয়েস দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখতে পেয়ে সামনের ট্যাংক জোড়াও থেমে গেলো। সিটের ওপর দাঁড়ালো কাউন্ট, সামনের একটা ট্যাংকের টারিটে ক্যাপটেনকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, 'এদিকে এসো, তোমার কমান্ডার তোমাকে ডাকছে।'

ট্যাংক থেকে নেমে এলো ক্যাপটেন। 'তোমাকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিলাম, ক্যাপটেন,' বললো কাউন্ট, পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখালো সে। 'এ হ'লো একজন গালা, আমাদের গাইড। একে তোমার পাশে বসতে দিতে হবে।' নির্দেশ দেয়ার সময় কাউন্টের চোখ জোড়া আত্মতৃপ্তিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো।

গালা গাইডকে নিয়ে ট্যাংকের টারিটে ফিরে গেলো ক্যাপটেন।

আলো না জ্বেলে গাড়ি চালালো ওরা, প্রান্তর জুড়ে চাঁদের আলো থাকলেও দু'পাশের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পাদদেশ অন্ধকারে ঢাকা। নির্দিষ্ট জায়গায় নিঃসঙ্গ একজন অশ্বারোহী ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাঁটাঝোপের কালো আকৃতির পাশে আরো কালো একটা ছায়ামূর্তি। অ্যামহারিক ভাষায় তার সাথে কথা হ'লো এন্টোলিনোর।

'রাস গোত্র প্রধানের ভয়, তার সাথে বেঈমানী করা হ'তে পারে,' কাউন্টকে বললো এন্টোলিনো। 'এসকর্ট এখানে রেখে লোকটার সাথে শুধু গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট। 'না! না! অসম্ভব! আমি রাজি হবো না!'

কাউন্টকে রাজি করাতে দশ মিনিট লাগলো, বার কয়েক জেনারেল বাদোগ্লিওর ভয় দেখানোয় কাজ হলো। এই দশ মিনিটে শুকিয়ে যেনো অর্ধেক হয়ে গেলো কাউন্ট, হাঁপাতে হাঁপাতে আবার রোলস-রয়েসে চড়লো সে। ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু পাহাড়ী পথ ধ'রে ধীর গতিতে এগোলো গাড়ি। আধ ঘন্টা এগোবার পর পাথর ছড়ানো ঢালের নিচে থামতে হ'লো গুইসেপ্পিকে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। আরো পাঁচ মিনিট ব্যয় হ'লো কাউন্টকে রাজি করাতে। কাঠের দুটো বাক্স রশি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রাখা হলো, বাকি দুটো কাঁধে তুলে নিলো গুইসেপ্পি আর জিনো। ছোট্ট দলটার মাঝখানে থাকলো কাউন্ট, হাতে পিস্তল। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো ওরা।

এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পা ফেলতে সামান্য ভুল করলে সরাসরি চিরে খাদে পড়তে হবে। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে তাকলো কাউন্ট, এন্টোলিনো তার একটা হাত ধ'রে আছে। খোলা, চওড়া একটা জায়গায় উঠে এলো ওরা, সামনে পিরিচ আকৃতির একটা বিশাল গর্ত, গর্তের কিনারায় কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কালো ভূতের মতো প্রহরীরা। গালাদের সম্পর্কে, তাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে কাউন্ট, ভাগ্যের ফেরে তদের মাঝখানে পড়তে হবে তাকে, ঘূণাক্ষরেও কখনো ভাবেনি সে। পায়ে জোর পেলো না, ধড়ফড় করে উঠলো বুক। ইচ্ছে হ'লো ব'সে পড়ে, কিন্তু এন্টোলিনো তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। ভূতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাদের শুধু চোখের সাদা অংশ দেখা যায়, বাকিসব অন্ধকারের সাথে মিশে আছে। ঢাল বেয়ে পিরিচের ভেতর নামলো ওরা।

নিচে খোলা মাঠে লাল কার্পেটের ওপর অনেকগুলো তাকিয়া, সেগুলোর মাঝখানে বহুরঙা সিল্কের আলখাল্লা পরে বিশালকায় এক লোক আধশোয়া ভঙ্গিতে ব'সে রয়েছে, তার মাথার পিছনে কাঠের দুটো নিচু স্তম্ভের মাথায় জ্বলছে একজোড়া প্যারাফিন

ল্যাম্প। তার দু'পাশে বসেছে দুই যুবতী, কোমরের ওপর স্বর্ণালংকার ছাড়া কোনো আবরণ নেই। প্রথমেই কাউন্টের চোখ পড়লো মেয়ে দুটোর বুকের ওপর। অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে নিজেকে চাঙা হয়ে ওঠায় অনুমতি দিতো সে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে প্রশ্ন ওঠে না—এখনকার জরুরি কাজটা হ'লো পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে শিফা বাহিনীর যতটা সম্ভব পিছনে ফিরে যাওয়া।

'ইতালির সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি ইনি,' আদিবাসী নেতার সামনে কাউন্টকে নিয়ে বসলো এন্টোলিনো, পরিচয় করিয়ে দিলো। 'রাস কুল্লাহ, গালা গোত্রের অধিপতি।' কাউন্ট দেখলো, গালা প্রধানের একেকটা আঙুল সাগরকলার মতো মোটা, প্রতিটি আঙুলে পাথর বসানো সোনার আঙটি। কাউন্টকে দেখে, কেনো কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়লো মেয়ে দুটো। রাস কুল্লাহ তাদের নগ্ন উরুতে সশব্দ থাবা মেরে চুপ করালো।

অ্যামহারিক ভাষায় রাস কুল্লাহ বললো, 'খোশ আমদেদ।'

এন্টোলিনোকে হুকুম করলো কাউন্ট, 'যথোপুক্ত জবাব দিন!' তার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করলো এন্টোলিনো। তার কথায় কান না দিয়ে একদৃষ্টে কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাস কুল্লাহ গালা। কাউন্টের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তার মনে হলো, কর্নেল অত্যন্ত বদমেজাজী, সত্যিকারের বীরযোদ্ধারা যেমন হয়ে থাকে। কাউন্টের চেহারা, ল্যাম্পের আলোয়, থমথমে লাগলো তার চোখে–শক্তিমান পুরুষের নমুনা। কর্নেলের কালো ইউনিফর্মে লটকে থাকা মেডেল, পদক আর ব্যাজগুলো গুণতে শুরু করে শেষ করতে পারলো না সে। শুনতে পেলো কাউন্ট ক্রোবোন্মত্ত ষাঁড়ের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক প্রভাবিত হ'লো রাস কুল্লাহ গালা।

এরপর ল্যাম্পের আলোয় উদয় হ'লো ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু গুইসেপ্পি আর জিনো, সঙ্গে একজন প্রহরী, প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে কাঠের বাক্স। বাক্সের ভারে প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে আছে। বাক্সগুলো গালা প্রধানের সামনে নামানো হলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো রাস কুল্লাহ, সাথে সাথে থেমে গেলো এন্টোলিনোর বক্তৃতা। কাপেটের বাইরে অন্ধকার, অন্ধকার থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে, সেদিকে ভয়ে ভয়ে বারবার তাকাচ্ছে কাউন্ট। রক্ত হিম করা আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এলো গালাপ্রধানের গলা থেকে, সাথে সাথে বহুলোকের গুঞ্জনও এবার থেমে গেলো। ফিসফাস থামলো, তবে অদৃশ্য ভিড়টা এগিয়ে এলো কার্পেটের আরো কাছাকাছি, কারণ গোত্রপ্রধানের দেহরক্ষীরা কাঠের বাক্স খুলতে শুরু করেছে।

দড়িদড়া খোলা হলো। এরপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো নুল আয়াঙ, কোমরের ছোরা বের করে সামনে এগোলো সে, ছোরার ডগা দিয়ে একটা বাক্সের ডালা তুললো।

বাক্স ভর্তি সোনার বার দেখে দপ করে জ্বলে উঠলো তার চোখ। কয়েক সেকেন্ড নড়লো না সে, তারপর হাত দুটো লম্বা করে দিলো সে, দুই মুঠোর সোনার কয়েকটা বার নিয়ে ছুঁড়ে দিলো অন্ধকারে। গালাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হলো।

উঁকি মেরে কাউন্টও বাক্সের ভেতরটা দেখলো একাবর। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়, তবু এক সাথে এতো সোনা দেখে মাথাটা একবার ঘুরে উঠলো। 'এ তো সাত রাজার ধন!' বিড়বিড় করলো সে। 'আর পাচ্ছে কিনা একটা অসভ্য জল্লাদ!'

নিচু গলায় এন্টোলিনো বললো, 'কিন্তু ভেবে দেখুন, যুদ্ধ শেষ হলে আপনি কি পাচ্ছেন। গোটা ফ্রান্সের সমান ভূখন্ড!'

থপ থপ পা ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এলো রাস কুল্লাহ, গদিতে ব'সে তাকিয়ায় হেলান দেয়ার বদলে হেলান দিলো কাউন্টের গাযে, তার কাঁধে আধ মন ওজনের একটা চাপড় মেরে খ্যাক খ্যাক করে হাসলো কিছুক্ষণ, অপর হাতটা দিয়ে মেয়েদের একজনের ঘাড় ধরলো, তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নামিয়ে আনলো কাউন্টের কোলের ওপর। 'এটা আপনার,' ক্যামহারিক ভাষায় ঘোষণা করলো সে।

'যথোপযুক্ত জবাব দিন,' এন্টোলিনোকে নির্দেশ দিলো কাউন্ট।

সে থামার পর এন্টোলিনো কাউন্টকে বললো, 'উনি আধুনিক রাইফেল আর মেশিনগান চাইছেন।'

কোলে গালা যুবতীকে নিয়ে কাউন্ট প্রশ্ন করলো, 'আমাদের পজিশন কি?'

'অবশ্যই তাঁকে আমরা ও-সব দিতে পারি না। এক মাস, কিংবা এক বছর পর উনি আর আমাদের মিত্র নাও থাকতে পারেন। গালাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।'

'যথোপযুক্ত জবাব দিন।'

'উনি আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা দাবি করছেন যে আদিবাসীদের স্পাই মেয়েটা আর বিদেশী দুই সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার হওয়ামাত্র ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে।'

'আপত্তি করার কোনো কারণ আছে কি?'

'ওঁর হাতে তুলে দিলেই বরং বেঁচে যাই আমরা, ওদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হৈ-চৈ শুরু হলে বলতে পারবো, আমরা কিছু জানি না?

'কিন্তু ওদেরকে তার এতো কেনো দরকার? ওরা তো বরং আমার বীর যোদ্ধাদের টরচার করেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্দীদের! ওদের শাস্তি দেযার অধিকার একা আমার...।'

'শাস্তির কথা যদি ওঠে, আপনার চেয়ে বরং উনিই ভালো দিতে পারবেন। উনি যে শাস্তি দেবেন, দুঃস্বপ্নেও আপনি তা কোনো দিন দেখবেন না।'রাস কুল্লাহ'র দিকে ফিরলো সে, অ্যামহারিক ভাষায় জানালো, 'আমরা কথা দিলাম, ওদেরকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের নিয়ে যা খুশি করতে পারবেন আপনি।'

কালো আর মোটা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসলো রাস কুল্লাহ, জিভ বুলালো ঠোঁটের উপর দিয়ে।

ইতোমধ্যে রাস কুল্লাহ তাকে কামড়ে বা খামছে দেয়নি দেখে, ধীরে ধীরে তার সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে। এন্টোলিনোকে সে বললো, 'রাস প্রধানকে বলুন,

বিনিময়ে আমার কিছু তথ্য দরকার। শত্রুপক্ষের শক্তি কতোটুকু জানতে চাই আমি–রাইফেল আর মেশিনগানের সংখ্যা, লোকবল, গিরিসংকটে ঢোকার মুখে ক'টা আর্মারড কার রয়েছে। জানতে চাই ট্রেঞ্চগুলোর পরিশন, স্ট্রং পয়েন্ট, আর বিশেষ করে, রাস কুল্লাহ'র বাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে।' আঙুলের গিট গুণে প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করছে সে, মাথা একদিকে কাত করে গভীর মনোযোগের সাথে তার কথাগুলো গিলছে রাস কুল্লাহ।

'ফাঁদে ফেলতে হলে টোপ দিতে হবে?' প্রশ্ন করলো গ্যারেথ সোয়েলস। 'হ্যাঁ, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

প্রিসিলার ছায়ায় পাশাপাশি উবু হয়ে ব'সে রয়েছে ওরা, জেকের হাতে ছোটো একটা শুকনো ডাল সেটা দিয়ে বালির ওপর ম্যাপ আঁকছে সে, গ্যারেথের সাথে আলোচনা করছে ইতালিয়দের নতুন শক্তিকে কিভাবে ঠেকানো যায়।

'অশ্বরোহী পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে না। একবার কাজ হয়েছে, দ্বিতীয়বার আশা করা বোকামি হবে।'

কথা বললো না গ্যারেথ, জেকের আঁকা জটিল ম্যাপটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো।

'ট্যাংক কমান্ডারকে ওষুধ যা দেয়ার দেয়া হয়েছে। এরপর আর্মারড কারের ছায়া দেখলেই হয়, তেড়ে আসবে ঠিক তোমার পোষা...।'

'হ্যাঁ, জানি।' গ্যারেথলে হাসছে না।

'আমরা একটা কার পাঠাবো–এখানে।' বালির ম্যাপে আঙুল রাখলো সে। 'প্রথম কারটা যদি কোনো বিপদে পড়ে বা....।'

'যদি হাই-এক্সপ্লোসিভ একটা শেল ওটাকে গুঁড়িয়ে দেয়, বলতে চাইবো?'

'ঠিক তাই। তা যদি ঘটে, দ্বিতীয় কারটা গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠবে, আর ওটার দিকে ধেয়ে আসবে ওরা।'

'পানির মতো সোজা, ওল্ড চ্যাপ, কোনো ব্যাপারই না। প্রতিভা গ্যারেথ সোয়েলসের প্রতিভার ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার।'

'প্রথম কারে কে থাকবে?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'এসো টস করি,' প্রস্তাব দিলো গ্যারেথ, রূপালী মুদ্রাটা ভোজবাজির মতো বেরিয়ে এলো তার হাতে, জেক হেড বলায় আঙুলের টোকা দিয়ে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো সে, সশব্দে দু'হাতের তালু এক করে ধ'রে ফেললো।

এক করা তালু খুললো গ্যারেথ। 'তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড চ্যাপ। হেডসই বটে।'

আফ্রিকার মামবা সাপের মতো ছোবল মারলো জেকের হাত, গ্যারেথের কব্জি চেপে ধরলো ও।

'কি হলো!' প্রতিবাদ জানালো গ্যারেথ। 'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে।

'নো অফেন্স,' আশ্বস্ত করলো জেক গ্যারেথের হাতটা টেনে নিলো নিজের দিকে, তালুতে রাখা মুদ্রাটা পরীক্ষা করলো এপিঠ-ওপিঠ।

'পয়সার গায়ে ওটা কার ছবি আমি জানি না,' সহাস্যে বললো গ্যারেথ। 'কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, খাসা একখানা মাল, কি? ঠোঁটের হাসিটা দেখছো? যেন, চুমো খেতে বলছে...।'

জেক তার কব্জি ছেড়ে দিলো, ঠিকই আছে মুদ্রা। ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, অপ্রতিভ ভাবটা লুকোবার জন্যে হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়লো। 'চলে এসো, গ্রেগোরিয়াস,' ডাকলো ও। 'আমরা বরং এখুনি তৈরি হয়ে নিই।'ওদিকে প্রস্তুতি চলছে, তার তদারকিতে ব্যস্ত গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, নিজের দায়িত্ব আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে পা বাড়ালো জেকের দিকে।

'গুড লাক, ওল্ড চ্যাপ,' জেকের পিছন থেকে বললো গ্যারেথ। 'মাথা নিচু করে রেখো।'

টারিটের কিনারায় ব'সে হ্যাচের ভেতর পা ঝুলিয়ে দিয়েছে জেক, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পাহাড়গুলোর দিকে। ওগুলোর শুধু নিচের ঢাল দেখা গেলো; খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে। ওগুলোর শুধু নিচের ঢাল দেখা গেলো খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে আকাশ-ছোঁয়া, দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘের ভেতর।

ধীরে ধীরে গোটা আকাশ দখল করে নিচ্ছে মেঘ। ডানাকিল মরুতে প্রবেশ করার পর এই প্রথম অদৃশ্য হ'লো সূর্য। মেঘ থেকে হিম বয়ে নিয়ে এলো ঝড়ো বাতাস, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো জেকের।

ওর পাশে টারিটে ব'সে রয়েছে গ্রেগোরিয়াস, কালো মেঘের দিকে চোখ। 'তুমুল বৃষ্টি হবে।'

'এদিকে?'

'নাহ। তবে পাহাড়গুলো একেবারে ভেসে যাবে।'

মেঘেদের নড়াচড়া দেখে জেকের মনে হলো, ওখানে যেনো ব্যাপক রণ-প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণ পর সেদিকে পিছন ফিরলো ও, তাকালো পুব দিকে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে খানক পর পর এক আধটা গাছ বা কাঁটাঝোপ কোনো প্রানী নেই, কিছুই নড়ছে না। স্কাউটারা রিপোর্ট করেছে, ইতালিয়রা অ্যাডভান্স করবে। কিন্তু তার কোনো আলামত চোখে পড়লো না। আবার ঘুরলো জেক, চোখে বাইনোক্যুলার তুলে

গিরিসংকটের নিচে ঢালগুলোয় দৃষ্টি বুলালো, ওদিক থেকে শত্রুক্ষের গতিবিধি টের পেলে সঙকেত দিয়ে জানাবে গ্যারেথ। পাথরের বিশাল স্তুপ আর অসংখ্য ঢার ছাড়া দেখার কিছু নেই।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরো নিচে নামিয়ে আনলো জেক, পাহাড়শ্রেণীর পাথুরে বিস্তৃতির পর ছোটো ছোটো লার বালিয়াড়ি মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে, যেনো স্থির হয়ে আছে অসংখ্য ঢেউ। প্রান্তরের মাটি ওদিকে আঁচড়ানো, কোঁচকানো; কর্কশ ঘাসে মোড়া, তারপর শুরু কয়েক শো আদিবাসী অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। জেক জানে, এই মুহূর্তে ধৈর্যের সাথে কর্কশ মাটির ওপর শুয়ে রয়েছে তারা।

গোটা প্ল্যানটা গ্যারেথের। শুধু টোপ দিয়ে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলোকে ফাঁদে ফেলা নয়,সেগুলোকে কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে সে বুদ্ধিও ওরা মাথা থেকে গজিয়েছে।

গ্রেগোরিয়াসের নেতৃত্বে একশো আদিবাসী আর পঞ্চাশটা উট সারডি শহর থেকে ঘুরে এসেছে। রেল স্টেশনের শান্টিং ইয়ার্ড থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমিতে নামিয়ে আনা রয়েছে অনেকগুলো লম্বা আর ভারি স্টীল রেইল।

রেইলগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে জেকর কাছ থেকে। প্রতিটি গ্রুপে বিশজন লোক রেখেছে সে, রেইল নিয়ে ট্রেনিংও দিয়েছে তারা। এখন শুধু দেখতে হবে ইতালিয়রা উদয় হয় কিনা, উদয় হয়ে তাদের ট্যাংকগুলোকে জেকের প্রিসিলা নিচু বালিয়াড়ির দিকে টেনে আনতে পারে কিনা।

আর্মার-এর সাহায্য ছাড়া, গ্যারেথের ধারণা, ইতালিয়দের ওরা এক হপ্তা আটকে রাখতে পারবে গিরিসংকটের মুখে। ওদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আয়োজনে হারারিরা পজিশন নিয়েছে বাঁ দিকে আর মাঝখানে, আর গালার পজিশন নিয়েছে ডান দিকে। ভিকার্স মেশিনগানগুলো এমন পজিশনে রাখা হয়েছে, আর্মারড কাভার ছাড়া ইতালিয়রা এগুতে চেষ্টা করলেই শয়ে ময়ে মারা পড়বে।

গিরিসংকটে ঢুকতে হরে কামান আর বোমারু বিমানের সাহায্য পেতে হবে তাদের।

গিরিসংকটের মুখ দখল করা এক কথা, ভেতরে ঢুকে এগুতে পারা সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রতিটি বাঁকে অ্যামবুশ পাতা আছে, নিরাপদ আড়াল থেকে ইতালিয়দের ওপর পাথর আর গুলিবর্ষণ করবে আদিবাসীরা। তবে শেষ পর্যন্ত ইতালিয়রা সারডি শহরে পৌঁছতে পারবে, কারণ সংখ্যায় তারা আদিবাসীদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ততে আরো সাতদিন সময় লাগবে।

গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সারডিতে ইতালিয়রা পৌঁছবার পর কি ঘটবে সবাই তা জানে, কিন্তু কেউ আলোচনা করতে চায় না। এক কি দু'দিন হয়তো আর্মারড কারের সাহায্যে তাদেরকে গিরিসংকটের মুখে আটকে রাখতে পারবে জেক, তার বেশি নয়। সারডি দখল করার পর ইতালিয়রা দ্রুতগতিতে ডেসি রোডের দিকে ছুটবে—তাদের চোয়াল বন্ধ করার জন্যে। কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা নির্ভর করবে কে পালাতে পারবে আর কে পারবে না তার ওপর।

পরিস্থিতি ও আয়োজন সম্পর্কে সবই প্রিন্স লিজ মিখায়েলকে আদ্দিসআবাবায় টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। ইথিওপিয় সম্রাটের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উত্তর পাঠিয়েছে প্রিন্স, আশ্বস্ত করে বলেছে, দুই সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যাবে।

> *'আরো দুই সপ্তাহ গিরিসংকটের দখল বজায় রাখুন, এরপর আপনাদের দায়িত্ব শেষ। সম্রাট এবং ইথিওপিয়ার জনসাধারণ চিরজীবন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।'*

তার মানে মরু প্রান্তরে আরো এক হপ্তা টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। তা সম্ভব কিনা নির্ভর করছে লিফটাদের আর্মার এর সাথে প্রথম সংঘর্ষটা কি পরিণতি দাঁড়ায় তার ওপর। জেক আর গ্যারেথের হিসেবে, স্কাউটদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারেও বটে, শিফটদের ট্যাংকের সংখ্যা চারটে। একটা মাত্র আঘাতে চারটেই অচল করে দিতে হবে ওদের, গিরিসংকটের গোটা প্রতিরক্ষা এই একটি বিষয়ের ওপর ঝুলে আছে।

এক সময় জেকের মনে হলো, দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। অপত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে, হিসেবের মধ্যে যেগুলো ধরা হচ্ছে না। ওর কাঁধে একা হাত রাখলো গ্রেগোরিয়াস।

'জেক! সংকেত!'

ঝট করে পাহাড়ী চালগুলোর দিকে তাকালো জেক, চোখে বাইনোক্যুলার তোলার দরকার হ'লো না। টয়লেট ব্যাগ থেকে শেভিং মিরর বের করে সাথে রেখেছে গ্যারেথ, হেলিয়োগ্রাফের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে ক্ষুদে আয়নাটা। অতো দূর থেকেও আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন জেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

'উপত্যকা ধ'রে এগিয়ে আসছে ওগুলো, পাশাপাশি চারটে ট্যাংক সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে ট্রাক ভর্তি পদাতিক বাহিনী।' সংকেত পড়া শেষ করলো জেক, হ্যাচ গ'লে ঝুপ করে নেমে গেলো প্রিসিলার ড্রাইভিং সিটে, একই সাথে লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের সামনে পড়লো গ্রেগোরিয়াস।

'দ্যাট'স মাই ডার্লিং!' প্রিসিলার এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠতেই ধন্যবাদ দিলো জেক, গ্রেগোরিয়াস হ্যাচ গ'লে টারিটে উঠে আসতেই তাকে বললো, 'ঘোরার সময় প্রতিবার জানাবো তোমাকে।'

'ইয়েস, জেক।' ছেলেটার চোখ দু'টুকরো অঙ্গারের মতো জ্বলছে দেকে নিঃশব্দে হাসলো জেক।

'দাদার মতোই রক্তপিপাসু!' ক্লাচ ছেড়ে দিরো ও। প্রিসিলার গতি দ্রুত বাড়লো, ঢালের নিচে থেকে কিনারা পেরিয়ে উঠে এলো ওরা, খোলা প্রান্তরে ধুলোর মেঘ উঠে দুনিয়ার সবাইকে জানিয়ে দিলো ওদের অস্তিত্ব।

ইতালিয়দের ট্যাংকের রেখাটা সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে, ওদের পাশে দেড় মাইল দূরে এখনো।

'ঘুরছি,' সতর্ক করলো জেক।

পাল্টা চিৎকার করে গ্রেগোরিয়াস জানালো, 'রেডি!' টারিটের ওপর, ভিকার্স মেশিনগানের পিছনে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে সে, মেশিনগানের মাজল বরাবর ট্যাংকগুলোকে পেলেই গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

দ্রুত, বন বন করে হুইল ঘোরালো জেক। দূরবর্তী গাঢ় রঙের পোকা আকৃতির ইতালিয়দের আর্মার-এর দিকে ঘুরে গেলো প্রিসিলা, সরাসরি ওগুলোর দাঁত লক্ষ্য করে ছুটলো।

জেকের মাথার ওপর গর্জে উঠলো ভিকার্স, খালি কার্তুকগুলো পাথর বৃষ্টির মতো নেমে এলো হ্যাচ গলে, ঠন ঠন আওয়াজ করলো ইস্পাতের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, পোড়া করডাইটের আকস্মিক ঝাঁঝে চোকের চোখে পানি বেরিয়ে এলো।

চোখ পিট পিট করে জেক দেখলো বিদ্যুৎ-সাদা ট্রেসার খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ছুটছে। সামনের একটা ট্যাংকের কাছাকাছি পড়লো সেটা। প্রায় দেড় মাইল দূরে হলেও, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে লাফিয়ে ওঠা ধুলোর ক্ষুদে ঝর্ণাগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ও। 'গুড বয়!' গ্রেগোরিয়াসের প্রশংসা করলো, কারণ প্রিসিলা অনবরত ঝাঁকি খাওয়া সত্ত্বেও এতা দূর থেকে লক্ষ্যভেদে প্রায় সফল হয়েছে সে। অবশ্য সিভি, থ্রির মোটা আর্মার ভেদ করতে পারবে না বুলেটগুলো, তবে কোনো সন্দেহ নেই ক্রুদের খেপিয়ে তুলতে পারবে, প্ররোচিত করতে ধাওয়া করে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে।

ঘটলোও ঠিক তাই। কমাণ্ডার টার্গেটের দিকে লক্ষ্য স্থির করার নির্দেশ দেয়ায় ট্যাংকটার টারিট ঘুরে গেলো। স্প্যান্ডাউ এর মোট ব্যারেল দ্রুত খাটো হলো, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো, সরাসরি ওটাল মাজল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেক।

ধীরে ধীরে তিন পর্যন্ত গুনলো ও। ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করে তৈরি তে তার বেশি সময় লাগবে না। তারপই ওরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঘুরছি।'

দ্রুত হুইল ঘোরালো জেক, ফলে দুই চাকার ওপর সচল থাকলো প্রিসিলা, শত্রুদের সামনে থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে। চোখের কোণে মাজল ফ্ল্যাশ-এর আভা দেখতে পেলো ও, প্রায় পরমুহূর্তেই পাশ ঘেঁষে ছুটে যাওয়া শেলের গর্জন শুনতে পেলো।

'সান অভ আ গান–দ্যাট ওয়াজ ক্লোজ!' বিড়বিড় করলো ও, ভাইজর আর হ্যাচ খোলার জন্যে হাত তুললো। বন্ধ প্রিসিলার ভেতর থাকায় কোনো লাভ নেই, আর্মারড কারের যে-কোনো অংশ পাতলা কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে স্প্যান্ডাউ। বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তগুলোয় দৃষ্টিসীমা বরং অবারিত থাকা দরকার।

ইতালিয়দের লাইনের সাথে সমান্তরার রেখায় ছুটছে প্রিসিলা, পাশে তাকিয়ে জেক দেখলো চারটে ট্যাংকই এখন ফায়ার করছে, তবে এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে

সব ক'টা। প্রিসিলার দিকে ঘোরার জন্যে দিক বদলাতে বাধ্য হয়েছে ওগুলো, পদাতিক বাহিনীকে পিছনে রেখে এগিয়ে আসতে হয়েছে লাইনের বাইরে, দ্রুত ধাবমান প্রিসিলাকে ধাওয়া করবে নাকি থেকে শেল ছুঁড়বে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তর করার মন্থর হয়ে পড়েছে গতি। চারটে ট্যাংক, প্রায়ই একটার সামনে পড়ে যাচ্ছে আরেকটা।

'আয় শালারা!' বিড়বিড় করলো জেক। 'যুদ্ধের সাধ তোদের মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি,' বিপজ্জনক এই মুহূর্তেও নিঃশব্দে হাসছে জেক।

কাঝেই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো, বালি আর কাঁকর বৃষ্টি হ'লো হ্যাচের ভেতর। এতোক্ষণে সঠিক রেঞ্জ আন্দাজ করতে পেরেছে ইতালিয়রা। যে কোনো পরবর্তী শেল আর্মারড কার ভেদ করতে পারে। একটা কিছু করা দরকার।

মুখ থেকে বালি ফেলে চিৎকার করলো জেক, 'ঘুরছি! গুলি চালাও!'

সাবলীলভাবে ইতালিয়দের লাইনের দিকে ঘুরে গেলো প্রিসিলা। চোখ ভরা অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে ইতালিয়রা দেখলো ওদের দিকে তেড়ে আসছে আর্মারড কার।

মাঝখানের দূরত্ব ভয়ানক কমে এলো। একনাগাড়ে গুলি করছে গ্রেগোরিয়াস। ইতালিয়দের লাইন এতো কাছে চলে এসেছে যে সামনের ট্যাংকটার গায়ে ভির্কাস বুলেটের মাতা ঠোকার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেলো রা। ঝাঁকের প্রথম ট্যাংকটাকে বেছে নিয়েছে গ্রেগোরিয়াস, ওটাতেই রয়েছে বহরের কমান্ডার।

'ঠিক,' বিড়বিড় করে সায় দিলো জেক, 'ব্যাটার রক্ত গরম করে তোলো...।' থেকে গেলো জেক, মাথার কাছে বজ্রপাতের মতো বিকট আওয়াজ হয়েছে, যেনো কোনো দানব হাজার মন ওজনের একটা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরেছে ইস্পাতের খোলে–প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আরেক দিকে ছুটলো প্রিসিলা, চাকাগুলো ঘুরে গেছে।

'শেল লেগেছে!' ভাবলো জেক, মুঝে গেছে ঠোঁটের হাসি। বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেছে ওর, পোড়া রঙ আর গরম ধাতুর উৎকট গন্ধ পেলো নাকে। ভয়ে ভয়ে হুইল ঘোরালো ও, পরম স্বস্তি বোধ করলো প্রিসিলা ঘুরতে শুরু করায়। ইতালিয়দের লাইনের দিকে পিছন ফিরলো আর্মারড কার।

নিজের কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, বাইরে মাথা বের করেই বুঝলো ভাগ্য কতোটুকু সহায়তা করছে ওদের। ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে গাড়ির মাথায় একটা লোহার আঙটা লাগিয়েছিল ও, অ্যামুনিশনের বাক্স রশি দিয়ে বাঁধার জন্যে, শেল সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। খোলের গায়ে দাঁতে বমিখায়েলও, ফুটো করতে পারেনি।

'তুমি ঠিক আছো, গ্রেগোরিয়াস?' নিজের সিটে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো জেক।

'ওরা পিছু নিয়েছে, জেক,' পাল্টা চিৎকার করে জানালো গ্রেগোরিয়াস, আঘাতটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। 'ধাওয়া শুরু করেছে—ওরা সবাই।'

'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি—এই রওনা হলাম!' বললো জেক, ইতালিয়দের দিকে আগেই পিছন ফিরেছে প্রিসিলা, এবার গুতি বাড়িয়ে এঁকেবেঁকে ছুটলো—রেঞ্জ আর লক্ষ্য বদলাতে বাধ্য হবে ইতালিয়দের গানাররা।

শেলের বিরতিহীন বিস্ফোরণ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো, তবে একটাও প্রিসিলাকে ছুঁতে পারলো না। প্রতিটি বিস্ফোরণের সাথে কেঁপে উঠলো ওরা।

'অনেক দূরে চলে আসছি আমরা, জেক,' হাঁক ছেড়ে বললো গ্রেগোরিয়াস, ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই জেক দেখতে পেলো নিজের অজান্তেই কখন যেনো হ্যাচ খুলে মাতাটা বাইরে বের করে রেখেছেও।

'আহত পাখি.' অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বললো জেক। ইতালিয়দের কাছ থেকে বেশি দূরে সরে এলে, সমূহ আশংকা আছে ধাওয়া বাদ দিয়ে নিজেদের পথে ফিরে যাবে তারা।

পাশে, কাছাকাছি আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো, ম্লান ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেলো আর্মারড কার, এই সুযোগে জেক বাণ করলো আহত হয়েছে ওরা—থ্রটলের ওপর থেকে চাপ কমালো, ফলে নাটকীয়ভাবে মন্থর হ'লো প্রিসিলার গতি, এঁকেবেঁকে এগোবার মধ্যে কোনো নিয়মিত প্যাটার্ন থাকলো না,ডানা ভাঙা পাখির মতো ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে।

'কাছে চলে আসছে এবার,' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো গ্রেগোরিয়াস।

'এতো খুশি হবার কিছু নেই,' বিড়বিড় করলো জেক, কান ঘেঁষে ছুটে যাওয়া একটা শেলের গর্জনে চাপা ড়ে গেলো ওর কথা।

'এখনো ওরা আসছে, দূরত্ব কমে যাচ্ছে!' জেককে সাবধান করলো গ্রেগোরিয়াস। 'এখনো ফায়ার করছে।'

'জানি!' প্রিসিলার সাথে নির্দয় ব্যবহার করছে জেক, ঘন ঘন এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘোরালো চাকাগুলো। চোখ কুঁচকে সামনে তাকালো ও। ঢেউ আকৃতির প্রথম বালিয়াড়িটা আধ মাইল সামনে। কিন্তু সেটার কাছে পৌছতে মনে হ'লো এক যুগ পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে মাটি, হেলে দুলে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, ধুলো আর কাঁকরে স্তূপ বাতাসে উড়িয়ে আরেক দিকে নামতে শুরু করলো, ধাওয়ারত ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো ওদেরকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না।

বালিয়াড়ি থেকে নামার সময় প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে এলো জেক, পিছলে নামতে দিলো গাড়িটাকে, তারপর হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড় করালো। পিছু হটলো আর্মারড কার বালিয়াড়ির মাথার দিকে ঘুরে গেলো নাক, ধীরগতিতে আবার উঠতে শুরু করলো মাথার দিকে।

প্রিসিলার খোলটা বালিয়াড়ির আড়ালে থাকলো, চূড়ার ওপর জেগে থাকলো, শুধু টারিট।

'সাবাস জেক, সাবাস।' টারিটের ওপর দাঁড়িয়ে এক পাক নেচে নিলো গ্রেগোরিয়াস, সে তার ভিকার্স আবার শত্রুদের দিকে তাক করতে পারছে। ঝুপ করে ব'সে পড়ে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়লে সে খোলা প্রান্তর ধ'রে চুটে আসা চারটে ট্যাংক লক্ষ্য করে।

বালিয়াড়ির পিছনে স্থির পজিশন থেকে গুলি করার প্রতিটি বিস্ফোরণের প্রতিটি বলেট ধেয়ে আসা খোলগুলোয় গায়ে লাগাতে পারলো সে।

'যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে,' বললো জেক, আন্দাজ করলো এরপর নাকে সামনে মুলো না থাকলেও ধাওয়া করবে গাধাগুলো। বালিয়াড়ি থেকে ট্যাংকগুলো এখন আর পাঁচশো গজও দূরে নয়, ক্ষুদে টার্গেট প্রিসিলার টারিটেও যে কোনো সময় একটা শেল লাগিয়ে দিতে পারে। 'চলো হে, পালাই।'

আর্মারড কার ঘুরিয়ে নিলো জেক, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে সবেগে নেমে এলো ওরা। দু'পাশে আর সামনে কাঁটাঝোপ আর গাছপালা চলে এলো, ওগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে পলকের জন্যে দেখতে পেলো জেক। কৌপীন ছাড়া কারো পড়নে কিছু নেই, বুকে স্টীলের লম্বা রেইল নিয়ে একজনের পিছনে একজন, এক লাইনে শুয়ে আছে—তাদের মধ্যে দু'জন উন্মাদের মতো গড়ান দিয়ে প্রিসিলার পথ থেকে সময় থাকতে সরে গেলো।

এক বালিয়াড়ি থেকে নেমে আরেক বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, চূড়ার ওঠার পর শ্লথ হ'লো গতি, ধুলোর ভেতর ঢাকা পড়ে গেলো খোলটা, থ্রটলে চাপ দিতে গতি বাড়াতেই লাফ দিয়ে অপরদিকের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো।

দ্বিতীয় বালিয়াড়ি থেকে পুরোপুরি নামার আগেই প্রিসিলার ব্রেক কষলো জেক, খোলা হ্যাচ থেকে বেরিয়ে গাড়ির পাশে বালির ওপর লাপিয়ে পড়লো, গ্রেগোরিয়াসও অনুকরণ করলো ওকে। বালিতে পড়েই সিধে হলো, ঢাল বেয়ে ছুটলো চূড়ার দিকে।

চূড়ার কিনারা থেকে উঁকি দিলো ওরা, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো ইতালিয়দের চারটে ট্যাংক। সগর্জনে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওগুলো।

ট্র্যাকের নিচে চ্যাপ্টা হ'লো কাঁটাঝোপ আর গাছপালা। এক নিমেষে জ্যান্ত হয়ে উঠলো জঙ্গল নগ্ন কালো মূর্তিতে। দানবীয় গর্জন বেরিয়ে আসছে খোলগুলো থেকে, কিন্তু কোনো কিছু পরোয়া না করে হাজার হাজার পিঁপড়ের মতো আদিবাসী যোদ্ধারা ছেঁকে ধরলো ওগুলোকে।

প্রতিটি স্টীল রেইল বিশজন লোকের হাতে রয়েছে, বিশাল গাছের কাণ্ডের মতো সেটাকে ধরাধরি করে ছুটলো তারা, প্রতিটি ট্যাংককে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো, রেইলের শেষ মাথা সবেগে ঢুকিয়ে দিলো শিকলের আঙটার সাতে সংলগ্ন চাকার দাঁতের মাঝখানে।

রেইল সাথে সাথে আটকে গেলো, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠলো গা, বিশজনের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো রেইলের অপর প্রান্তটা, আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং হ'লো সবাই। দরদী একজন এঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকলে মেশিনগুলো নিজেদের ভেঙে টুকলো টুকরো করতে গিয়ে যে শব্দ করছে তা শুনে হয়তো ভাবতো জ্যান্ত প্রাণীরাই যেনো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

স্টীলের রেইল জকি হইল ছিঁড়ে বের করে আনলো, সেটিং থেকে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের তো বেরিয়ে এলো ট্র্যাকগুলো, সপাং সপাং শব্দে চাবুক মারলো বাতাসে, ধুলোর শেঘ আর গাছপালার ভেতর ঘন ঘন আছাড় খেয়ে একসাথে যেনো একশো অজগর মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের ভেতর থেকে গেলো সব, চারটে ট্যাংক স্থির হয়ে গেছে, অঙ্গহানির ফলে মেরামতের অযোগ্য, ওগুলোর চারপাশে পড়ে আছে চার-পাঁচজন আদিবাসীর লাশ, ট্র্যাকগুলো বিছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ার সময় আঘাত করেছে ওদেরকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেয়ে শরীরগুলো, কারো হাত আছে তো মাথা নেই, দশ মণী পাথর দিয়ে যেনো প্রত্যেককে থেঁতলানো হয়েছে।

যারা বেঁচে আছে, সংখ্যায় তারা কয়েক শো, নিরাপদ আড়াল আর দূরত্ব থেকে ছুটে এসেছে এরই মধ্যে ঘিরে ফেলেছে ট্যাংকগুলোকে। প্রায় নগ্ন, লু-লু আওয়াজের সাথে উল্লাসে নৃত্যরত, গলা ছেড়ে হাসছে, খালি হাতে দমাদম ঘুসি মারছে ইস্পাতের খোলে।

খোলের ভেতর ইতালিয়দের অথবা ইতালিয়ান গানাররা এখনো মরিয়া হয়ে শেল ছুঁড়ছে, কিন্তু এখন আর তাদের টারিট ঘুরছে না, একটা কামানও টার্গেটের ওপর লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। তারা অন্ধও বটে—কারণ বারোজন আদিবাসীকে একটা করে বালতি দিয়ে রেখেছে জেক, বালতিতে আছে ইঞ্জিলের তেলের সাথে ধুলো মেশানো কাদা–ড্রাইভার আর গানারের ভাইজরে মুঠো মুঠো কাদা লাগিয়ে দিয়েছে তারা। ট্যাংকের ভেতর ইতালিয়দের ক্রুরা বন্দী, বাইরে কয়েক শো লোকের বিজয়োল্লাস, দ্বিতীয় কারে আওয়াজটা তাই শুনতেই পেলো না জেক।

জেক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টো দিকের বালিয়াড়ির মাথায় থামলো গাড়িটা। ঘটাং করে খুলে গেলো জোড়া হ্যাচ কাভার, খোল থেকে লাফিয়ে নিচে নামলো গ্যারেথ আর বৃদ্ধ রাস গোলাম।

গোত্রপ্রধানের সাথে তলোয়ার রয়েছে, ঢাল বেয়ে দমকা বাতাসের মতো নেমে আসার সময় মাথার ওপর সেটা বন বন করে ঘোরালেন তিনি, তাঁর সাদা আলখাল্লা ফুলে উঠলো পিছনে, রণহুংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটলেন নিজের যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হবার জন্যে। অদিবাসীদের উল্লাস আর অচল ট্যাংকগুলো দেখে প্রাচীন যোদ্ধার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

দুই বালিয়াড়ির সমতল মেঝেতে নেমে এলো গ্যারেথ, মুখ তুলে জেকের দিকে তাকালো, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করলো ওকে—কিন্তু বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকুর মধ্যে সত্যিকার সম্মান লুকিয়ে রয়েছে, উপলব্ধি করলো জেক। পাশাপাশি ছুটে দু'জনেই ওরা ঝোপের মাঝখানে নেমে এলো, এখানে বালির নিচে লুকানো রয়েছে গ্যাসোলিন ভরা কয়েকটা ক্যান।

কাজে হাত দেয়ার আগে জেকের বাহুতে হালকা ঘুসি মারলো গ্যারেথ। 'একাই ছ'টাকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছো, ওল্ড চ্যাপ।'

আদিবাসীরা বালি সরিয়ে ফেলেছে, জেক আর গ্যারেথ দুটো করে ক্যান নিয়ে রওনা হ'লো ট্যাংকগুলোর দিকে। একটা ক্যান গ্রেগোরিয়াসের হাতে ধরিয়ে দিলো জেক, এরই মধ্যে কাছের ট্যাংকটার টারিটে উঠে পড়েছে সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ারের ডগা দিয়ে একটা হ্যাচ খোলার চেষ্টা করছেন রাস গোলাম। জ্বলন্ত

অঙ্গারের মতো আলো বিকিরণ করছে বৃদ্ধের চোখ জোড়া, লু-লু রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মুক্তোর মতো সাদা কৃত্রিম দাঁতগুলো নড়বড় করছে মুখের ভেতর, শত্রু হননের সুযোগ পেয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

গ্যাসোলিন ভর্তি ক্যানটা টারিটের ওপর রাখলো গ্রেগোরিয়াস, ড্যাগারটা কোমর থেকে টেনে নিয়ে ধাতব ছিপির মাঝখানে গাঁথলো। হিসহিস শব্দে স্বচ্ছ তরল গ্যাসোলিন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'ভালো করে ভেজাও,' চিৎকার করলো জেক, ঘাড় ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসলো গ্রেগোরিয়াস, ক্যান উপুড় করে তরল গ্যাসোলিন ঝরালো ট্যাংকের গায়ে। গন্ধটা তীব্র, গরম ইস্পাত পড়ামাত্র বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো খানিকটা।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এলো জেক, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে ওঠার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুললো ক্যানের। ফরয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, খোলের মাথায় গ্যাসোলিন ঢাললো যতোক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভেতর চকচক করে উঠলো ইস্পাত। নাট-চল্টু-স্কু আর নগণ্য ফুটো-ফাকা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভেতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকলো।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এলো জেক, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে ওঠার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুললো ক্যানের। ফরওয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, ঘোরের মাথায় গ্যাসোলিন ঢাললো যতোক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভেতর চকচক করে উঠলো ইস্পাত। নাট-বল্ট-স্ক্রু আর নগণ্য ফুটো-ফাটা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভেতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকলো।

'পিছাও,' হাঁক ছাড়লো গ্যারেথ। 'সবাই পিছাও!' বাকি দুটো ইস্পাতের লাশ নিজের হাতে ভিজিয়েছে সে, পিছিয়ে গিয়ে উঠে পড়েছে বালিয়াড়ির মাথায়, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে লম্বা কালো একটা চুরুট, এখনো ধরায়নি, হাতে একটা দিয়াশলাই।

হালকা লাফ দিয়ে ট্যাংক থেকে নিচে নামলো জেক, ক্যান উপুড় করে ছুটলো গ্যারেথের দিকে, পিছনে রেখে আসছে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা।

'তাড়াতাড়ি! জলদি!' আবার তাগাদা দিলো গ্যারেথ।

গ্রেগোরিয়াসও তার পিছনে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা তৈরি করছে, ছুটে আসছে গ্যারেথের দিকে।

'এমন কেউ নেই ওই বুড়ো ভামটাকে এদিকে সরিয়ে আনে?' অসহায় চোখে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ। সবচেয়ে কাছের ট্যাংকটার কাছে একটা মাত্র মূর্তি উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে, রণহুংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মাথার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়ে ট্যাংকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে ক্রুদের। হাতের ক্যান ফেলে দিয়ে সেদিকে ছুটলো গ্রেগোরিয়াস, কিন্তু তলোয়ারের ভয়ে কাছে ঘেঁষতেই সাহস হ'লো না তার, সাহায্যের জন্যে জেকের দিকে

তাকালো। হাতের খালি ক্যানটা ফেলে এগিয়ে গেলো জেক। ঘুরন্ত তলোয়ারের নিচে মাথা নিচু করে ঢুকলো ও, এক হাতে জড়িয়ে ধরলো বৃদ্ধের হাড়সর্বস্ব কোমর, শূন্যে তুলে নিলো শরীরটা, ধরিয়ে দিলো গ্রেগোরিয়াসের বাড়ানো জোড়া হাতে। গ্রেগোরিয়াস তাকে বুকে নিয়ে ছুটলো, এখনো হাত-পা ছুঁড়েছেন রাস গোলাম, তলোয়ারটা মাথার ওপর খাড়া করে রেখেছেন।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে চুরুট ধরালো গ্যারেথ, তারপর কাঠিটাকে ভালোভাবে জ্বলতে দিলো।

গ্যাসোলিনে ভেজা মাটিতে অগ্নিসংযোগ করলো গ্যারেথ। প্রথমে কিছুই ঘটলো না। তারপর একটা ধাক্কা অনুভব করলো ওরা, কানের পর্দার বাড়ি খেলো বাতাস, দপ করে আগুন ধ'রে গেলো গ্যাসোলিনে। চোখের পলকে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সগর্জনে আগুনের কয়েকটা রেখা ট্যাংকগুলোর দিকে ছুটলো। রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা নাচলো, মোচড় খেলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো ট্যাংকগুলোর চারধারে। এক সময় আগুনের পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গেলো ওগুলো।

বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আদিবাসী যোদ্ধারা, নিজেদের আয়োজন করা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। একা শুধু রাস গোলাম আগুনের কিনারায় নাচানাচি করছেন, তাঁর তলোয়ারের ফলায় প্রতিফলিত হচ্ছে লাল আগুন।

সামনের ট্যাংকের হ্যাচগুলো সশব্দে খুলে গেলো, উত্তপ্ত বাতাসে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো তিনটে মূর্তি, লাল পাঁচিলের ভেতর অস্পষ্ট, দেখে মনে হ'লো তিনজনই বুক চাপড়াচ্ছে, আসলে ইউনিফর্মের আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে ক্রুরা। পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে এলো লোকগুলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন ধ'রে গেছে, আক্ষরিক অর্থেই তিনটে অগ্নিমূর্তি।

তাদের দিকে ছুটে গেলেন রাস গোলাম, বাতাসে শিষ কাটলো তার তলোয়ারের ফলা। ট্যাংক কমান্ডারের মাথা আগুনে পোড়া কালচে কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলো, নিখুঁতভাবে তলোয়ার চালিয়েছেন বৃদ্ধ। মাথাটা কমাণ্ডারের পিছনে পড়লো, একটা বলের মতো গড়িয়ে নেমে এলো ঢাল বেয়ে। ধড়টা ধীরে ধীরে নিচু হলো, প্রথমেভাঁজ হ'লো হাঁটু জোড়া, ঘাড় থেকে শূন্যে খাড়া হ'লো রক্তস্রোত।

রক্ত হিমকরা হুংকার ছেড়ে বাকি দু'জনের দিকে তেড়ে গেলেন রাস গোলাম, তাঁর লোকেরা হিংস্র পশুর মতো গর্জে উঠে অনুসরণ করলো তাঁকে। বিড়বিড় করে কি যেনো বললো জেক, রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা, কিন্তু পা বাড়াতেই ওকে ধ'রে ফেললো গ্যারেথ।

'ইজি, ওল্ড চ্যাপ,' জেককে টেনে রাখলো সে। 'তোমার বয়স্কাউট ভূমিকা এখানে কোনো কাজে আসবে না।'

কয়েক শো আদিবাসী যোদ্ধা বাকি দুই ট্যাংকের বেরিয়ে আসা ক্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে জনতা, কে তাদের ঠেকাবে।

জেককে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলো গ্যারেথ। 'তোমার বা আমার কোনো ব্যাপারে নয়, ওল্ড চ্যাপ। খেলায় তো হারজিত আছেই—ওরা হেরে গেছে, খেসারত দিতে হবে

না?' হঠাৎ উপলব্ধি করলো জেক, ওকে নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে গ্যারেথ। চোখের সামনে নিরুপায় লোকগুলোকে মেরে ফেলছে আদিবাসী যোদ্ধারা, তার ভালো না লাগারই তো কথা।

খানিকদূর হেঁটে এসে প্রিসিলার গায়ে হেলান দিলো ওরা, দু'জনেই একটু একটু হাঁপাচ্ছে। পকেট হাতড়ে সামান্য দোমড়ানো একটা চুরুট বের করলো গ্যারেথ, যত্নের সাথে সিধে করলো সেটাকে, আস্ত করে দুঁজে দিলো জেকের ঠোঁটে। 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, প্র্যাকটিক্যাল হবার চেষ্টা করো—ভাবাবেগ কোনো কাজের জিনিস নয়। ওদের বাধা দিতে গেলে তোমাকেও ওরা ফেড়ে ফেলবে।' চুরুটটা ধরিয়ে দিলো সে।

কানিক থেমে প্রসঙ্গ বদল করলো গ্যারেথ, 'বড় সমসাটার সমাধান হয়েছে। ট্যাংক নেই তো দুশ্চিন্তাও নেই। এখন আর গিরিখাদের মুখে ইতালিয়দের এক হপ্তা আটকে রাখা কোনো সমস্যা নয়।'

হঠাৎ করে আবছা হয়ে গেলো সূর্য, দ্রুত নেমে গেলো তাপমাত্রা। দু'জনেই ওরা একযোগে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। গত এক ঘণ্টায় মেঘের বিপুল সমাবেশ পাহাড়ের মাথা থেকে সরে এসে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে, সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে গোটা পাহাড়শ্রেণীর মাথা। ডানাকির মরুর ওপরে এমন কোনো ফুটো নেই যার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। প্রান্তরের দূর প্রান্তে এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দু'এক ফোঁটা ওদের গায়েও পড়লো।

'ভালো লক্ষণ, নাকি?' সাথে সাথে প্রতিবাদে গর্জে উঠলো মেঘ, দপ করে নিভে গেলো গ্যারেথের হাসি, গোটা আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি শুরু করলো সরু সরু বিদ্যুৎ রেখা।

মেঘের গর্জন সত্ত্বেও আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো, তারপর কান পাতলো।

'মা জননী মেরীর কিরে, ব্যাপারটা অদ্ভুত।' মেঘের গুরুগুরু ডাকের ভেতর থেকে মেশিনগানের আওয়াজ আলাদাভাবে চিনতে পারছে গ্যারেথ, জেকের দিকে তাকাতে সে-ও মৃদু মাথা ঝাঁকালো। 'ওদিক থেকে তো কোনো ফায়ারিং হাবার কথা নয়!'ওদের পিছন, অর্থাৎ সরাসরি যেনো গিরিখাদের মুখ থেকে আসছে আওয়াজটা।

'এসো দেখি!' বললো জেক, প্রিসিলার হ্যাচ থেকে বাইনোক্যুলারটা তুলে নিয়ে আলগা লাল বালির ওপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির দিকে ছুটলো ও।

মেঘ আর বৃষ্টি গিরিখাদের মুখ ঝাপসা করে রেখেছে, তবে মেশিনগানের আওয়াজ এখন বিরতিহীন।

'দুর্ঘটনা বা ছোটোখাটো কোনো সংঘর্ষ নয়,' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

'ফুল-স্কেল ফায়ার ফাইট,' একমত হ'লো জেক, চোখে এখনো বাইনোক্যুলার।

'কি ব্যাপার, জেক?' বালির ঢাল বেয়ে বালিয়াড়ির মথায় ওদের পাশে উঠে এলো গ্রেগোরিয়াস। তার পিছু পিছু আসছেন বৃদ্ধ রাস গোলাম, পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় এখনো হাঁপাচ্ছেন তিনি।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, গ্রেগোরিয়াস।' চোখ থেকে জেক বাইনোকুল্যার নামায়নি।

'রহস্যময়, কি?' মাথা নাড়লো গ্যারেথ। 'দক্ষিণ থেকে ইতালিয়রা এগোলে, পাহড়ের নিচে আমাদের পজিশনের সামনে পড়বে তারা, আর উত্তর থেকে এলে গালাদের সামনে পড়বে। ওদিকে রাস কুল্লাহ খুব শক্ত ঘাঁটি গেড়ে আছে। ইতালিয়দের সাথে ওদের যুদ্ধ হলে আমরা শুনতে পেতাম। না, গালাদের হটিয়ে দিয়ে ইতালিয়রা আসতে পারে না...।'

'আর আমরা রয়েছি মাঝখানে,' বললো জেক। 'ইতালিয়রা তাহলে ঢুকলো কিভাবে?'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' গোলাগুলির আওয়াজ আগের মতোই শোনা যাচ্ছে।

এই সময় বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলেন রাস গোলাম। দুই কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, একটু জিরিয়ে নিলেন, তারপর মুখ থেকে বের করলেন দাঁতগুলো। সাদা একটা রুমালে জড়ালেন সেগুলো, রেখে দিলেন আলখাল্লার গোপন একটা পকেটে। দাঁত খুলে নেয়ায তাঁর মুখের চেহারা বিধ্বস্ত দেখালো, আবার তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স ফিরে পেলেন।

বুড়ো দাদার কাছে ধাঁধার উত্তর জানতে চাইলো গ্রেগোরিয়াস, তার আগে নিজেদের ও গালাদের পজিশন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলো সে। শোনার সময় দুই পায়ের মাঝখানে ঘষে তলোয়ারের ফলায় লেগে থাকা কালচে রক্ত মুছলেন তিনি। কথা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ করে, বুড়ো মানুষের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর।

'আমার দাদা বলছেন, রাস কুল্লাহ হ'লো গণোরিয়ায় আক্রান্ত একটা হায়েনার শুকনো বিষ্ঠা,' দ্রুত অনুবাদ করলো গ্রেগোরিয়াস। 'তিনি আরো বলছেন, আমার কাকা, প্রিন্স লিজ মিখায়েল, তাকে বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছেন।'

'বুঝলাম! কিন্তু এর মানে কি?' জানতে চাইলো জেক। বাইনোক্যুলারটা আবার সারডি গিরিখাদের মুখের দিকে তুলে কিছু দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করলো। হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো ও, 'ধেত্তেরি! সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! মেয়েটার কি মাথা খারাপ?। কিরে খেয়ে বললো, এই একবার অন্তত নাক গলাবে না... কিন্তু ঠিকই এসে পড়েছে।'

বৃষ্টির ভেতর অস্পষ্ট, মাথার ওপর ঘন কালো মেঘ নিয়ে, হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো রঙ্গিলাকে। একনো খানিকটা দূরে, তবু সারার মাথাটা পরিষ্কার চিনতে পারলো জেক টারিটের ওপর। বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে ছুটলো ও।

'জেক।' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো ভিকির গলা, রঙ্গিলা এখনো থামেনি। ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে তার মাথা, বাতাসে তার ভিজে চুল উড়ছে, সাদা মুকে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

'এর মানে কি? রাগের সাথে পাল্টা চিৎকার করলো জেক।

'গালারা!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলো ভিকি্ 'ওরা চলে গেছে! সবাই! চলে গেছে।'

অকস্মাৎ ব্রেক করে হ্যাচ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়লো ভিকি, তাকে ধ'রে সিধে করলো জেক।

'কি বলছো! চলে গেছে মানে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, এইমাত্র পৌঁছলো সে।

টারিটের মাথা থেকে, জ্বলন্ত চোখ নিয়ে, জবাব দিলো সারা, 'চলে গেছে মানে ধোঁয়ার মতো গায়ের হয়ে গেছে। পালিয়েছে!'

'তার মানে আমাদের বা দিকের পজিশন...? গ্যারেথ হতবাক হয়ে পড়লো।

'খালি। কেউ নেই সেখানে। ইতালিয়রা এগিয়ে এসেছে, ঢুকে পড়েছে ভেতরে, কোনোগুলি খরচ না করেই। দলে দলে, শয়ে শয়ে। আমাদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসে পড়েছে গিরিখাদের মুখে।'

'জেক, আমাদের হারারি আর রাসটা গোত্রের সব ক'জন মারা পড়তো! পাইকারী গণহত্যা ঘটতে যাচ্ছিলো। ওর দাদার নামে হুকুম দেয় সারা ডান দিকের পজিশন চেড়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের যোদ্ধারা!'

'ও গড, ক্রাইস্ট!'

'ওর এখন লড়াই করে গিরিখাদে ফেরার চেষ্টা করছে—কিন্তু মেশিনগানের সাহায্যে গিরিখাদের মুখ কাভার দিয়ে রেখেছে ইতালিয়রা। কি যে অবস্থা, মুখে বললে তুমি বুঝবে না! মরুভূমি ঢাকা পড়ে গেছে রক্ত আর রাশে।

'সব শেষ! যা কিছু অর্জন করেছিলাম, এক ধাক্কায় সব হারিয়েছি! আজকের ব্যাপারটা একটা ফাঁদ ছিলো, ট্যাংকগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্রমণটা ছিলো বাঁ দিক থেকে—কিন্তু ইতালিয়রা জানলো কিভাবে গালারা পালিয়ে গেছে?'

'আমার দাদা যেমন বলেন, একটা সাপ বা একজন গালাকে বিশ্বাস করতে নেই।'

'জেক, আর দেরি করা উচিত নয়!'ওর হাত ধ'রে ঝাঁকালো ভিকি। 'আমাদের ফেলার পথ বন্ধ করে দেবে ওরা।

'ঠিক,' বললো জেক। 'গিরিখাদে ফিরে যেতে হবে আমাদের, ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডিফেন্সের প্রথম লাইনে দাঁড় করাতে হবে যোদ্ধাদের, তা না হলে ছুটতে ছুটতে সেই একেবারে আদ্দিস আব্বায় পৌঁছে যাবে ইতালিয়রা।' ঝট্ করে গ্রেগোরিয়াসের দিকে ফিললো সে। 'আমরা যদি এই লোকগুলোকে সাথে নেই,' হাত তুলে বালিয়াড়ির নিচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধনগ্ন নিরস্ত্র আদিবাসীদের দেখালো ও, 'যদি ওদেরকে গিরিখাদের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করি, ইতালিয়দের মেশিনগান সব ক'টাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যেতে পারে না ওরা, পায়ে হেঁটে ঘুর পথ ধ'রে গিরিখাদে পৌঁছতে পারবে না?'

'ওরা পাহাড়ী লোক,' শান্তভাবে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো গ্রেগোরিয়াস।

'গুড। ওদের তাহলে ব'লে দাও, গিরিখাদে নেমে প্রথম জলপ্রপাতের কাছে যেনো অপেক্ষা করে। প্রথম জণপ্রপাত, আমাদের এক হবার জায়গা।'

'আর আমরা কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'গিরিখাদের মুখ হয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের,' বললো জেক। 'আর্মারড কারগুলোকে সাথে না রেখে আর কোনো উপায় নেই। আঁটসাঁট একা ঝাঁক বেঁধে ছুটবো আমরা। প্রার্থনা করো, ইতালিয়রা আর্টিলারি বসানোর কাজ এখনো শেষ করার সুযোগ পায়নি। লেট'স গো।'

রাস গোলামের পাঁজরে খোঁচা দিলো গ্যারেথ, 'চলো।'

'গাড়িতে ওঠো,' ভিকিকে নির্দেশ দিলো জেক। 'এঞ্জিন স্টার্ট দাও। বাকি দুটো গাড়ি নিয়ে আসছি আমরা। লাইনের মাঝখানে থাকবে তোমার রঙ্গিলা, ফুলস্পীডে ছুটবে। গিরিখাদে না পৌঁছে কোনো কারণেই থামবে না। বুঝতে পারছো কি বলছি?'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালো ভিকি।

'গুড গার্ল,' বললো জেক, ঘুরে চলেই যাচ্ছিলো, আচমকা এক হাত টেনে ধ'রে ওর শরীর ঘেষে এলো ভিকি। পায়ের পাতার উপর উঁচু হয়ে চুমো খেলো জেকের ঠোঁটে। ভেজা, নরম আর মিষ্টি ভিকির মুখের ভেতরটা।

বিড়বিড় করলো ভিকি, 'জেক, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'ওহ, ডার্লিং, কী একটা সময়ই না বেছে ছো তুমি আমার জন্যে!'

'এইমাত্র বুঝলাম যে।' নিজের বুকের সাথে মেয়েটাকে পিষে ফেলবে যেনো জেক।

মুখে কিছু কললো না, চটাস চটাস আওয়াজ তুলে ঘন ঘন হাততালি দিলো সারা।

'এখন যাও, গাড়িতে উঠো!' তাড়া লাগালো জেক।

'লাভলি! ওয়ান্ডারফুল!' চেঁচিয়ে উঠলো সারা। এখনো হাততালি দিচ্ছে সে। 'ওহ, মিস কেমবারওয়েল, আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে!'

'সারা, ডিয়ার, আর কিছু বোলো না,' ম্লান গলায় বললো ভিকি। 'কেননা, পুরো ব্যাপারটা না হয় আবার ওলট-পালট হয়ে যাবে।'

ক্লান্ত আর নিজীব হয়ে পড়েছেন রাস গোলাম, তাঁকে টেনে ঢালের ওপর তুলতে হিমশিম খেয়ে গেলো গ্যারেথ। পায়ে বেঁধে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে ভেবে তাঁর কাছ থেকে তলোয়ারটা চাইলো সে, কিন্তু বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে বিপুলবেগে মাথা ঝাঁকালেন, বোঝাতে চাইলেন নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে রাজি নন তিনি।

হঠাৎ ওদের মাথার ওপর আকাশে একটা শব্দ হলো, যেনো নরকের সমস্ত বাতাস ছুটে এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো স্বর্গটাকে। তীক্ষ্ণ শব্দটা পাশ কাটালো, ওদের সামনে আর পাশে ঢালের গায়ে বিস্ফোরিত হ'লো বারি আর অগ্নিশিখা, টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে উঠলো আর্মারড কারের পঞ্চাশ ফিট নিচে।

'কামান!' বললো গ্যারেথ। 'এবার রওনা হ'তে হয়, ওল্ড ম্যান।' বৃদ্ধের পিঠে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু তার আর দরকার হ'লো না। কামানের গোলা

বিস্ফোরিত হ'তে দেখে সাহস ও শক্তি দুটোই ফিরে পেয়েছেন তিনি, শূন্যে লাফ দিলেন একটা, গলা চিরে বেরিয়ে এলো রণহুংকার, আলখাল্লার গোপন পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন নকল দাঁতের খোঁজে।

'আরে করো কি, না!' আঁতকে উঠে দু'হাত বাড়লো গ্যারেথ, অনেক কষ্টে আবার জাপটে ধরলো বৃদ্ধকে, টেনে নিয়ে চললো গাড়ির দিকে। রাস গোলাম খেপে গেছেন, পায়ে হেঁটে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে যুদ্ধযাত্রা করতে চান। গ্যারেথ তাঁকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কি হবে, পিছন ফিরে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে বিরতিহীন রণহুংকার ছাড়ছেন তিনি।

পরবর্তী গোলাটা বিস্ফোরিতহলো চুড়ার নেক সামনে, আওয়াজ পেলেও দেখতে পেলো না ওরা।

'প্রথমটা কম দূরত্ব পেরোলো, দ্বিতীয়টা বেশি,' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, রাস গোলামকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হিমশিম খাচ্ছে সে। 'তৃতীয়টা কোথায় পড়বে?'

প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় এলো সেটা। এলো ধূসর রঙা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা পথ ধরে, নিচু মেঘের ভেলা ভেদ করে, আকাশ কাঁপিয়ে। ভেতরে ঢুকলো টারিটের পিছন দিয়ে, গাড়ির মোটা প্লেট ভেঙে। বিস্ফোরিত হ'লো ক্রাব এর ইস্পাত মেঝেতে।

কাগজে ঠোঙার মতো ফেটে গেলো গাড়িটা। সাথে আগুনের লালচে শিখা আর কমলা রঙের ধোঁয়া নিয়ে গোটা টারিট আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেলো।

হ্যাঁচকা টানে রাস গোলামকে বালির ওপর ফেলে দিলো গ্যারেথ, তাঁর পিটের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লো নিজে। ওদের চারদিকে আগুন আর ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মতো ঝরলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর আবার গ্যারেথের নিচে মোচড় খেতে শুরু করলেন রাস গোলাম। কিন্তু গ্যারেথ তাঁকে ছাড়লো না, সে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আর্মারড কারের দিকে। বিধ্বস্ত খোল থেকে বেরিয়ে এলো চোখ ধাঁধানো আলোকমালা—গ্যাসোলিন আর ভিকার্সের অ্যামুনিশন আতসবাজির মতো ছুটোছুটি শুরু করলো।

বিস্ফোরণের আওয়াজ এক সময় থামলো। সামধানে মাথা তুলে তাকালো গ্যারেথ। সেই মুহূর্তে আরেকটা অ্যামুনিশন বেল্টে আগুন ধরলো, সাদা ট্রেসার ছুটে এলো ওদের দিকে। ঝট্ করে আবার মাথা নামিয়ে নিলো গ্যারেথ।

'উঠে পড়ো, গোলাইম্মা, দোস্তো,' অবশেষে বললো গ্যারেথ। 'চলো দেখি, লিফট নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় হয় কিনা।' এই সময় সগর্জনে অপর দিকের ঢার বেয়ে চূড়ায় উঠে এলো কুৎসিত দর্শন প্রিসিলা, ওদের মাথার ওপর ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'গড!' চিৎকার করলো জেক, ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে মাথা তুললো ও। 'আমি ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে মারা গেছে হেনরিয়েটা। ভাবলাম, যাই, টুকরোগুলো পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

রাস গোলামকে তুলে' দিয়ে, নিজেও আঁচড়ে-খামছে প্রিসিলার টারিটে উঠে পড়লো গ্যারেথ। 'ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বললো সে। 'তোমাকে আমার শোধ করতে হবে দুটো ঋণ।'

'হিসাবটা পাঠিয়ে দেবো,' কথা দিলো জেক, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করলো, প্রিসিলার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেলো একটা গোলা, বিস্ফোরিত হ'লো চূড়ার এক কোণে। চোখেমুখে বালি আর ধোঁয়ার ধাক্কা খেলো ওরা।

'বেঁচে থাকার স্বার্থে আমাদের বোধহয় এখান থেকে নড়া দরকার, কি?' মৃদুকণ্ঠে বললো গ্যারেথ। 'অবশ্য তোমার যদি অন্য কোনো প্ল্যান না থাকে।'

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করলো প্রিসিলা, নিচের শক্ত মাটিতে নেমে এসে দিক বদলালো জেক, মেঘ আর বৃষ্টি ঢাকা গিরিখাদের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো।

ওদেরকে আসতে দেখলো ভিকি কেমবারওয়েল, ওদের সাথে সমান্তরাল একটা রেখায় সে-ও রওনা হলো। সমতল প্রান্তর ধ'রে পাশাপাশি ছুটলো জোড়া আর্মারড কার, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আবার সগর্জনে ধেয়ে এলো একটা গোলা, বিস্ফোরিত হ'লো ওদের পঞ্চাশ ফুট সামনে, ধূমায়িত গর্তটাকে এড়াবার জন্যে সামান্য দিক বদলাতে হ'লো ওদেরকে।

'দেখতে পাচ্ছো, ব্যাটারিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

হ্যাচের ওপর ওয়েল্ডিং করা একটা আংটা ধ'রে নিজেকে খাড়া রেখেছে গ্যারেথ, মুখে বৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, চোখ জোড়া কোঁচকালো। 'সম্ভবত গালাদের ছেড়ে যাওয়া পজিশনে রয়েছে ওরা, যত্ন করে খোঁড়া আমার ট্রেঞ্চগুলোয়।'

'সরাসরি ওদের ওপর হামলা করা সম্ভব?' পরামর্শ চাইলো জেক।

'না, ওল্ড চ্যাপ। পজিশনগুলো আমার নির্বাচিত, সাংঘাতিক নিরাপদ। সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকেই চলো—ভেতরে দ্বিতীয় পজিশনটাই আমাদের একমাত্র ভরসা, জলপ্রপাতের ধারে।' বৃদ্ধ রাস গোলাম গাড়ি থেকে অর্ধেকটা ঝুলছেন, তাঁর পেটে একটা হাঁটুগেড়ে রেখেছে গ্যারেথ। 'এই শালার বুড়ো আমাকে জ্বালাতন করে মারলো।'

পেটে হাঁটু নিয়ে ঝুলে থাকলে কি হবে, দ্রুতগতি গাড়িতে চড়ার আনন্দে দাঁতহীন মাড়ি বের করে নিঃশব্দে হাসছেন ওাস গোলাম, নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা থাকায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর। গ্যারেথের পাঁজরে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি, বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'আরো ভালো থাকতে পারলে ভালো হতো, ওল্ড বয়,' খেদ প্রকাশ করলো গ্যারেথ, পরমুহূর্তে ঝট করে মাথা নিচু করলো সে, প্রায় মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো পরবর্তী শেলটা।

'ব্যাটারা উন্নতি করছে,' ক্ষোভের সুরে বললো সে।

'প্র্যাকটিস করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছে,' পাল্টা চিৎকার করলো জেক।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।' সাথে সাথে গর্জে উঠলো মেঘ, গোটা প্রান্তর বৈদ্যুতিক সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সেই সাথে শুরু হ'লো মুষলধারে তুমুল বৃষ্টি।

'অবিশ্বাস্য, মেজর সোয়েলস্!' তাজ্জব ব্যাপার!' জেকের পাশ থেকে বললো গ্রেগোরিয়াস। 'আপনি জাদু জানেন নাকি?'

'এ কিছু না, মাই সান,' কৃতিত্বের দাবিদার হ'তে অস্বীকৃতি জানালো গ্যারেথ। 'বলতে পারো, এ স্রেফ ওপরওয়ালার সাথে সরাসরি যোগাযোগ।'

বৃষ্টি যেনো সাদা ঘন কুয়াশা, ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। আন্দাজের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে জেক, চারদিকে বিশ গজের বেশি কি আছে দেখার উপায় নেই। মুষলধারে বৃষ্টি শুরুর পর থেকে ইতালিয়রা কামান দাগছে না, টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে তারা।

খানিক পর বিস্ময় প্রকাশ করলো গ্যারেথ, 'গুড লর্ড, আর কতোক্ষণ এরকম চলবে?' ভিজে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

'চার মাস,' পাল্টা চিৎকার করলো গ্রেগোরিয়াস। 'এখন থেকে চার মাস চলবে একটানা।'

'কিংবা তুমি যতোক্ষণ না থামতে বলো,' বললো জেক, ওর ভিজে আর ক্লান্ত চেহারায় নিঃশব্দ হসি ফুটলো, চোখ গুরিয়ে তাকালো পাশের পাড়িটার দিকে।

রঙ্গিলার টারিট থেকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করলো ওকে সারা। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে, অর্ধেক শরীর হ্যাচের ভেতর। ভিজে কাপড় সেঁটে আছে বুকের সাথে, স্তন জোড়া মনে হচ্ছে উন্মুক্ত, গাড়ির ঝাঁকির সাথে সেগুলোও লাফাচ্ছে অনবরত।

হঠাৎ করে বৃষ্টিতে জাপসা সামনের প্রান্তর ছুটন্ত মূর্তিতে ভরে উঠলো। রাসটা আর হারারি গোত্রের প্রতিটি যোদ্ধা লম্বা আলখাল্লা পরে রয়েছে, হাতে অস্ত্র, হোঁচট খেতে খেতে দৌড়াচ্ছে সবাই গিরিখাদের মুখের দিকে।

টারিটে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিলো গ্রেগোরিয়াস, কথা শেষ করে জেককে বললো, 'ওদের বললাম, প্রথম জলপ্রপাতের নিচে পজিশন নেবো আমরা–খবরটা ওরা ছড়িয়ে দেবে।'

আদিবাসী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, এই সময় আঁতকে উঠলো জেক, ব্রেক করলো, লাশের একটা বিশাল স্তূপকে পাশ কাটাবার জন্যে ঘুরিয়ে নিলো প্রিসিলাকে।

'এখানেই ইতালিয়দের মেশিনগানাররা পায় ওদেরকে,'রঙ্গিলার টারিট থেকে চিৎকার করে জানালো সারা, আর ঠিক যেনো তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে ঘন বৃষ্টি ভেদ করে ভেসে এলো মেশিন গানের আওয়াজ।

লাশের স্তূপ অসংখ্য, সেগুলোকে এড়ানোর জন্যে কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকতে হ'লো জেককে, তারপর সুযোগ পেয়ে ঘাড় ফেরালো রঙ্গিলার দিকে, জানতে চায় ভিকি ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারছে কিনা।

'আরে, কি ব্যাপার!' জেক বুঝতে পেরেছে ওরা একা। 'গেল কোথায়!' প্রিসিলাকে দাঁড় করালো ও। 'এমন বেয়াদপ মেয়ে তো দেখিনি!' পিছন দিকে ছুটলো আর্মারড কার, সগর্জনে। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই দেখছে না ও।

বৃষ্টির ভেতর হঠাৎ দেখা গেলো রঙ্গিলাকে। গ্যারেথ গুঙিয়ে উঠলো, 'ও মাই গড!'

রঙ্গিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভিকি আর সারা গাড়ির নিচে। অসংখ্য লাশের ভেতর ছুটোছুটি করছে দু'জন, নিহতদের ভিড়ে যারা আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছে হামাগুড়ি দিয়ে আর্মারড কারে ঢোকে। লক্তাক্ত এক যোদ্ধাকে ধরাধরি করে তুললো ওরা, রঙ্গিলার দিকে এগোলো, আহতরা অনুসরণ করলো ওদের।

'ভিকি, চলে এসো!' হাঁক ছাড়লো জেক।

'তুমি চাও, এদের এখানে ফেলে যাই আমরা?' পাল্টা চিৎকার করলো ভিকি।

এক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না জেক, লক্ষ্য করলো গ্যারেথ ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'জলপ্রপাতের কাছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে আমাদের,' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো ও। 'আহতদের এখুনি সাথে না নিলেও চলবে, কারণ ইতালিয়রা ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের যোদ্ধারা যারা বেঁচে আছে তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমরা দ্বিতীয় পজিশনে পৌঁছতে পারি কিনা তার ওপর...,' কিন্তু বৃথাই ব্যাখ্যা করছে জেক, মেয়ে দুটো ওর দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'ভিকি!' আবার ডাকলো জেক।

'তোমরা যদি সাহায্য করো, সময় আরো কম লাগবে,' জবাব দিলো ভিকি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রিসিলার টারিট থেকে নেমে এলা জেক, গ্যারেথ আর গ্রেগোরিয়াসও তাকে অনুসরণ করলো।

আহত হারারি যোদ্ধাদের তোলা হ'লো দুটো আর্মারড কারে। গাড়ি দুটোর খোল ভরাট হবার পর সন্তুষ্ট হ'লো ভিকি।

'পনেরো মিনিট নষ্ট করলাম,' ঘড়ি দেখে বললো গ্যারেথ। 'এই দেরির কারণে আমরা মারা যেতে পারি, হারাতে পারি গিরিখাদটা।'

'ওগুলোর চেয়ে এই কাজটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলো ভিকি, আর কিছু শোনার অপেক্ষায় না থেকে স্টার্ট দিলো সে, ছেড়ে দিলো গাড়ি।

সামনে আরো আহত লোক দেখলো ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে পথের সামনে চলে এলো, হাত তুলে কাতর অনুরোধ করলো তুলে নেয়ার জন্যে। কিন্তু আর কাউকে নেয়ার জায়গা নেই। করুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কারো কিছু করার থাকলো না।

একবার বৃষ্টির বেগ কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় চারদিকে এক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হ'লো ওদের দৃষ্টিসীমা, সেই সাথে মঞ্চে ফেলা স্পটলাইটের মতো এক টুকরো রোদ আলোকিত করে তুললো ওদেরকে, চকচকে আলো নিয়ে হেসে উঠলো

ইস্পাতের খোল। সাথে সাথে ইতালিয়দের মেশিনগান গর্জে উঠলো মাত্র দুশো গজ দূর থেকে, বুলেটের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়লো দশ-বারোজন যোদ্ধা, পরমুহূর্তে ঝপ করে নেমে এলো বৃষ্টির ঘন পর্দা, আবার আড়াল হয়ে গেলো সব।

গিরিখাদের নিচে মেইন ক্যাম্পের পৌঁছলো ওরা, চারদিকে সব এলোমোলো হয়ে আছে। কামানের অসংখ্য গোলা আর মেশিনগানের হাজার হাজার গুলি বিশাল ক্যাম্পটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। ঘোড়ার লাশ আর নিহত মানুষকাদার ভেতর আংশিক ডুবে আছে, এখানে সেখানে পথ ভোলা দু'একটা কুকুর বা হারিয়ে যাওয়া এক-আধটা শিশু ছাড়া জ্যান্ত প্রাণী বলতে কোথাও কিছু নেই।

ক্যাম্পের চারদিকে পাথুরে মাটিতে ছাড়া ছাড়াভাবে এখনো যুদ্ধ চলছে, ঢালের গায়ে ইতালিয়দের ইউনিফর্ম আর মাজল-ফ্ল্যাশ দেখতে পেলো ওরা। মাঝে মধ্যেই একেকটা শেল সগর্জনে ছুটে গেলো মাথার ওপর দিয়ে, দৃষ্টিসীমার বাইরে কোথাও বিস্ফোরিত হলো।

'সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকে চলো,' টারিট থেকে বললো গ্যারেথ্ 'এখান থেমো না।'

কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে এগোলো প্রিসিলা, যে ঢালগুলোয় যুদ্ধ চলছে তার নিচেও আড়ালে রয়েছে পথটা। সারডি নদী পেরোলো ওরা, হাঁ করে থাকা গিরিখাদের বিশাল মুখের দিকে এগোলো।

'আমার লোকেরা ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে!' গর্বের সাথে চিৎকার করলো গ্রেগোরিয়াস। 'গিরিখাদ নিজেদের দখলে রেখেছে ওরা! ওদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের টিকানা প্রথম জলপ্রপাত,' জেকের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এই প্রথম গলা চড়ালো গ্যারেথ। 'ওরা লড়ছে, ভালো কথা–কিন্তু ইতালিয়দের এখানে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বিশেষ করে কামান চলে আসার পর। পথ জলপ্রপাতে জড়ো হ'তে পারলে আমাদের আশা আছে।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, কিন্তু যেখানে থাকার কথা সেখানে রঙ্গিলাকে দেখতে পেলো না। 'সর্বনাশ হয়েছে! আবার!'

'কি ব্যাপার, গ্যারেথ?' হ্যাচ থেকে মাথা তুললো জেক, উদ্বিগ্ন।

'ওরা আবার...!'

'কারা...?' জিজ্ঞেস না করলেও চলতো জেকের, কারণ ঘাড় ফেরাতেই রঙ্গিলাকে দেখতে পেলো ও, পথ ছেড়ে বাঁক নিয়েছে ভিকি, আর্মারড কার নিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে ক্যাম্পের দূর প্রান্তে।

'দরো ওটাকে!' গর্জে উঠলো গ্যারেথ। 'সামনে গিয়ে বাধা দাও।'

প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে লো জেক, আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে রঙ্গিলার পথরোধ করার জন্যে ছুটলো। গাছপালা আর বৃষ্টির ভেতর হারিয়ে গেলো রঙ্গিলা।

পাঁচ মিনিট পর আবার সেটাকে দেখা গেলো, ভাঙাচোরা তাঁবুর পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তৈজস-পত্র, কাপড়চোপড়,

খাবার দাবার। টারিটে উবু হয়ে ব'সে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় লক্ষ্য করে ভিকার্স মেশিনগান থেকে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করছে সারা, জবাবে ইতালিয়দের তরফ থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো সশব্দে লাগছে ইস্পাতের খোলে। ছুটন্ত ইতালিয় সৈনিকদের দু'একজনকে দেখতে পেলো জেক, প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রেগোরিয়াসকে সুযোগ করে দিলো গুলি করার।

কিছু বলতে হ'লো না, থেমে থেমে গুলি করলো গ্রেগোরিয়াস। ঝোপঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেলো ইতালিয়রা। হ্যাচ থেকে বেরিয়ে টারিটে দাঁড়ালো জেক, চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো নিচের দিকে।

রঙ্গিলা থেকে বেরিয়ে এসেছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুষলধারে বৃস্টি আর থকথকে কাদার ভেতর ঘুর ঘুর করছে সে, যেনো মেশিনগানের গুলি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

'ভিকি!' সংবিং ফিরে পেয়ে ডাকলো জেক।

ভিকি তাকালো না, কাদার ভেতর থেকে কী যেনো একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সে, চিৎকার করে উঠলো উল্লাসে। এতোক্ষণে ওদের দিকে ফিরলো সে, রঙ্গিলার দিকে ছুটলো, কয়েক ফুট দূর থেকে পাশ কাটালো জেককে।

'এসব কী শুরু করেছো তুমি...,' রাগের সাথে বললো জেক।

'টাইপরাইটার আর টয়লেট ব্যাগ,' ব্যাখ্যা করলো ভিকি, দুটোই সে বুকের সাথে শক্ত করে ধ'রে আছে। 'একটার ভেতর রয়েছে আমার মেক-আপ, আর দ্বিতীয়টা ছাড়া কাজ করবো কিভাবে, তুমিই বলো?' এরপর ভিজে বিড়ালের মতো হাসলো সে। 'এবার আমরা যেতে পারি।'

গিরিখাদের ভেতর ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে পথ, ঢালু পথে কাকভেজা মানুষ আর পশুর বিশৃংখল মিছিল। ভেজা পাথরে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে ঘোড়া আর গাধার। বারোটা উটের পিঠে ভিকার্স মেশিনগানগুলোকে দেখতে পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করলো জেক, কাঁধে টোকা দিয়ে আরো কয়েকটা উটের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গ্যারেথ, সেগুলো অ্যামুনিশনের বাক্স বহন করছে। তার লোকেরা যার যার দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করেছে। মেশিনগান বা অ্যামুনিশনের বাক্স হাতছাড়া করে নি।

'ওদের সাথে যাও, গ্রেগোরিয়াস,' নির্দেশ দিলো জেক। 'দেখবে ওগুলো যেনো নিরাপদে প্রথম জলপ্রপাতের নিচে পৌঁছায়।' লাফ দিয়ে প্রিসিলা থেকে নেমে গেলো গ্রেগোরিয়াস। গাড়ি দুটো মিছিলের সাথে ধীরগতিতে এগোলো।

'ওরা কি আর যুদ্ধ করতে পারবে?' সন্দেহ প্রকাশ করলো জেক, তাকিয়ে আছে বিধ্বস্ত যোদ্ধাদের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজে হি হি করে কাঁপছে সবাই।

'পারবে,' আশা প্রকাশ করলো গ্যারেথ, তাকালো গোত্রপ্রধান রাস গোলামের দিকে। 'আপনি কী বলেন?'

আলখাল্লার আস্তিন সরিয়ে বাহুর পেশি ফুলিয়ে জেককে দেখালেন রাস গোলাম।

প্রথম জলপ্রপাতের নিচে চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, সাবধানে মোড় ঘুরলো প্রিসিলা।

'এখানে থামো,' বললো গ্যারেথ, রাস গোলামকে নিয়ে নেমে গেলো সে।

দাঁড়ালো গ্যারেথ, ঘুরলো, মুখ তুলে তাকালো জেকের দিকে।

'গাড়ি নিয়ে তুমি আর ভিকি সারডি শহরে চলে যাও,' ইঙ্গিতে খোলের ভেতরটা দেখালো গ্যারেথ, 'ওদের চিকিৎসা দরকার। যেকোনো বড় একটা বাড়ি দখল করবে, হাসপাতাল বানাবে সেটাকে। কাজটা বরং ভিকির ওপর ছেড়ে দাও, ব্যস্ত থাকলে মাথায় কুবুদ্ধি চাপবে না। যদি দেখো তাতেও কাজ হচ্ছে না, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে ওকে—' হাসলো গ্যারেথ, পরমুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠলো চেহারা। 'প্রিন্স লিজ মিখায়েলর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। এখানকার পজিশন সম্পর্কে জানাবে তাকে। বলবে গালারা পালিয়েছে, চেষ্টা করে আমি বড়জোর এক হপ্তা দখলে রাখতে পারবো গিরিখাদ। বলবে, অ্যামুনিশন দরকার আমাদের–দরকার খাবার, ওষুধ, কম্বল। সাপ্লাই সহ একটা ট্রেন যদি সারডিতে পাঠাতে পারে, সবচেয়ে ভালো হয়। ট্রেন পেলে আহতদেরও আমরা পাঠাতে পারবো...।'

এক মুহূর্তে থেমে কথা গুছিয়ে নিলো গ্যারেথ। 'কাজগুলো সেরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছো তুমি। আসার সময় যতো বেশিসম্ভব খাবারদাবার নিয়ে আসবে,' ইঙ্গিতে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারে দেখালো ও। 'খালি পেটে এরা যুদ্ধ করবে কিভাবে?'

গাড়ি রিভার্স করে রাস্তায় নিয়ে এলো জেক।

'শোনো হে,' রাস গোলামের কাঁধে হাত রেখে জেকের দিকে মুখ তুললো গ্যারেথ,' 'যদি পারো কিছু চুরুট নিয়ে এসো। ধোঁয়া না গিলে প্রাণত্যাগ করতে আমার কষ্ট হবে। দেখো, বৃষ্টিতে আবার ভিজিয়ে ফেলো না যেন।'

প্রিসিলাকে পিছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হ'লো জেক, দেখলো যোদ্ধাদের বিশৃংখল ভিড়টাকে খেদিয়ে পজিশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে গ্যারেথ।

'চলো, যোদ্ধারা,' হাসিমুখে হুঙ্কার ছাড়লো সে। 'পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনবো আমরা!'

'আমবা আরাদামের সম্মুখ থেকে আফ্রিকা অভিযানের নেতা, জেনারেল বাদোগ্লিও; ডানাকিল কলামের নেতৃত্বদানকারী কাউন্ট আলদো বেলিনির প্রতি। সময় এসে গেছে। গত পাঁচদিন থেকেই মূল শত্রু বহরের উপর একটানা বোমা ফেলে যাচ্ছি আমি। আগামীকাল সকাল থেকে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো, উঁচু

এলাকা হ'তে ডেসি রোডে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো তাদের। ডেসি রোডে পজিশন নিয়ে শত্রুস্রোত সামাল দেবেন আপনি। এতে করে দুই দিক থেকেই তাদের কব্জা করতে পারবো আমরা।'

আমবা আরাদামের উপর নিজেদের তৈরি ট্রেঞ্চ নয়তো গুহায় লুকিয়ে আছে চল্লিশ হাজার যোদ্ধা। এরা হ'লো ইথিওপিয় সেনাবাহিনীর প্রাণ। তাদের নেতা, রাস মুগুলেতু, অভিজ্ঞতায় এবং সাহসের দিক থেকে পুরো দেশের সেরা সমরনায়ক। কিন্তু এমন প্রচণ্ড হামলার বিপরীতে অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করছেন তিনি। এমন কিছু প্রত্যাশা করেন নি, দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে ভ্রু, নিজের লোকেদের সঙ্গে জল-কাদায় উঁবু হয়ে শুয়ে আছেন। কোনো শত্রু যোদ্বা নেই সামনে, কার বিরুদ্ধে লড়বেন তারা? কেবল আকাশ থেকে বিস্তৃত উপত্যকায় গুলি আর বোমা বর্ষণ করছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা ক্যাপরনি বোমারু বিমানগুলো।

মাথা আর কান ঢেকে একটানা বিস্ফোরণের শব্দ শুনছে যোদ্ধারা। বাতাসে জঘন্য, পেট মুচড়ে আসা ধোঁয়া।

দিনের পর দিন বিস্ফোরণের ঝড় তাদের সঙ্গী হয়ে আছে, এই মুহূর্তে যোদ্ধারা ক্লান্ত, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ, বধির– একটানা শুধু সহ্য করেই যাচ্ছে তারা।

ষষ্ঠ দিনে বিশাল তিন এঞ্জিনের বোমারু বিমান উড়ে গেলো মাথার উপর দিয়ে। ভয়ে ভয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখলো রাস মুগুলেতুর যোদ্ধারা।

বোমার ঝাঁক নেমে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট ধ'রে চ্যাপ্টা মাথা পর্বতের উপরে শুধু উড়ছে বিমানগুলো। এরপর, নাক ঘুরে চলে গেলো বিমান বহর, ধীরে মিলিয়ে এলো ওগুলোর এঞ্জিনের শব্দ।

এর পরপরই রাতের শান্ত আকাশ থেকে পাক খেয়ে নেমে এলো নরম, ধীরগতির শিশির। আলতোভাবে নেমে এলো উপর দিকে তাকিয়ে থাকা মুখ আর খালি হাতপায়ের উপর।

খোলা ত্বক পুড়িয়ে দিলো সেই ধোঁয়াশা, মুহূর্তে ফোস্কা পড়ে গেলো চামড়ায়, মাংস পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে লাগলো। কোটরের ভেতর লাল রক্তপিণ্ডে পরিণত হ'লো চোখ, হলুদ শ্লেষ্মা ঝরছে ক্ষত থেকে। গাঢ় এসিড আর গনগনে কয়লার আগুন নিয়ে ব্যথায় অবশ করে দিতে লাগলো যোদ্ধাদের।

সকাল হ'তে দেখা গেলো, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছে রাস মুগুলেতুর হাজার হাজার বীর সেনা; তাদের নেতারা নিজেরাও অবিন্যস্ত, নাইট্রোজেন ধোঁয়ার আক্রমণে বিপর্যস্ত। ঠিক এই সময়েই পর্বতের মুখ দিয়ে উঠে এলো ইতালিও সেনাবাহিনীর প্রথম ঢেউটা। কিছু বুঝে উঠার আগেই দখল হারালো ট্রেঞ্চে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা।

সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি চমকাচ্ছে ইতালিও সৈনিকদের বেয়োনেটের পরে।

হাইল্যান্ডের ওপর ঘন কালো শেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, দুই দিন আর তিন রাত ধ'রে বিরতিহীন বৃষ্টি প্রথম দলটাকে লক্ষ্য করেছে। আম্বা আরাদামের কাছাকাছি ছিলো দ্বিতীয় দলটা, আকাশে মেঘ না থাকায় ক্যাপরোনি বম্বারগুলো নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় পায় তাদের, বোমা বর্ষণের পর যারা বেঁচেছিল তারা প্রাণ হারায় ইতালিয়দের বাহিনীর অতর্কিত হামলায়। দশ হাজার ইতালিয়কে নিয়ে ডেসি রোডের দিকে রওনা হয়েছে জেনারেল বাদোগ্লিও। পনেরো হাজার আদিবাসীকে খতম করে এখন তারা ধাওয়া করছে প্রথম দলটাকে, আম্বা আরাদাম থেকে আগেই যারা রওনা হয়ে গেছে।

হাইল্যান্ডের আকাশ মেঘে ঢাকা হলে কি হবে, প্রিন্স লিজ মিখায়েল ক্যাপরোনি বম্বারগুলোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে বিরতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্কর দিচ্ছে ওগুলো, ক্ষুধার্তের মতো খুঁজছে মেঘের গায়ে কোনো ফাঁক পাওয়া যায় কিনা। মেঘ সরে গেলে কি লোভনীয় টার্গেটই না পাবে তারা–ডেসি রোডের বারো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আদিবাসী বাহিনীর আঠারো হাজার গেরিলা। থকথকে কাদায় পথ চলা দায়, যোদ্ধারা ঠাণ্ডায় কাঁপছে, পেট খালি, মনে ভয় যেকোনো মুহূর্তে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইতালিয়দের ট্যাংক বা আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুনে বোমা।

তুমুল বৃষ্টি ইতালিয়দের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে। কাদা আর গর্তের ভেতর তাদের প্রকাণ্ড ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুরো ঘনঘন আটকা পড়ছে, শুকনো নালাগুলো ভরে উঠেছে তীব্রগতি পানিতে। ভাড়াটে ইতালিয়ান এহ্জিনিয়াদের বিশ্রাম নেই, প্রতি দু'পাঁচশো গজ পরপর একটা করে ব্রিজ তৈরি করতে হচ্ছে তাদের।

ইতালিয় জেনারেল বাদোগ্লিও একটা বিশাল বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হলেন।

আদিবাসী বাহিনীর এই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, সম্রাটদের সম্রাট হাইলে সেলাসির নির্দেশে। ডেসি রোড ধ'রে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার দল নিয়ে সারডিতে পৌঁছুনোর কথা লিজ মিখায়েলের, বাহিনীর সিংহভাগ চলে যাবে লেক টানার দিকে, যেখানে সেলাসিবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে আদিবাসীদের মূল শক্তি। আদিবাসীদের হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি বার্তা এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। বাহিনীর গতি মন্থর হলেও, প্রিন্স হিসাব করে দেখেছে, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুতে পারবে সে।

কাদায় লেপা ফোর্ড সেডান-এর ব্যাক সিটে ব'সে রয়েছে প্রিন্স, গায়ে ভিজে গ্রেটকোট, গাড়ির ভেতর বৃষ্টি না থাকলেও ঠাণ্ডায় অসার হয়ে গেছে তার হাত, শেষ করে ঘুমিয়েছে মনে করতে পারছে না।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল। পনেরো হাজার দক্ষ-অদক্ষ গেরিলা যোদ্ধা রয়েছে তার দায়িত্বে। তাদের নিয়ে সময়মতো লেক টানায় পৌঁছুতে হবে

তাকে। ছিনে ধাওয়া করে আসছে জেনারেল বাদোগ্লিও আর তার বিশাল বাহিনী। সামনে কী অবস্থা তার জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারে সে–ইতালিয়দের ডানাকিল কলাম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সারডি গিরিখাদ দখল করে নিয়েছে, কিংবা হয়তো উঠে এসেছে সারডি শহরে। সে জানে, রাস গোলামের ক্ষুদে বাহিনী সমতল প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে গিরিখাদের মুখ দখল করে রাখতে। তার ভয়, জেক আর গ্যারেথের ভঙ্গুর প্রতিরোধ তছনছ করে দিয়ে একপাল হিংস্র নেকড়ের মতো ডেসি রোডে ছুটে আসবে ইতালিয়রা, আদিবাসী বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তার আরো একটা ভয়, দলত্যাগী গালাদের নিয়ে। হারারি নেতৃত্ব তদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করেছিল। আম্বা আরদামে যেমন, তেমনি ডানাকিল মরুতেও বেঈমানী করেছে তারা। ডেসি রোডের দু'পাশে পাহাড়ী ঢাল আর গুহার আড়ালে লুকিয়ে আছে দলত্যাগী গালারা, সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের ছোটোখাটো দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চপলো প্রিন্স–সারডি গিরিখাদ বা সারডি শহরে জেক আর গ্যারেথলের বিরুদ্ধে রাস কুল্লাহ গালা কী করছে কে জানে।

সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো প্রিন্স। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক মাঝখানে দেখা গেলো রেল লাইন। সন্তুষ্টিবোধ করলো সে, ড্রাইভারের দিকে ফিরে গাড়ির স্পীড বাড়াতে বললো। যোদ্ধারে মিছিল দু'পাশে রেখে সামনে এগোলো ফোর্ড সিডান।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে পৌঁছুলো গাড়ি, রাস্তার ধারে অপেক্ষারত গেরিলা অফিসারদের পাশে থামলো ড্রাইভার। মাথার হ্যাট পরে গাড়ি থেকে নামলো প্রিন্স, সাথে সাথে তাকে ঘিরে ধরলো অফিসাররা। কার কী দরকার, নতুন দুঃসংবাদ, অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি-স্বরূপ পরিস্থিতি, সবাই একযোগে জানাতে শুরু করলো। শুনতে শুনতে মন আরো খারাপ হয়ে গেলো প্রিন্সের।

ওরা না থামা পর্যন্ত চুপ করে শুনলো প্রিন্স, তারপর বললো, 'সারডির টেলিফোন লাইন এখনো খোলা?

'গালারা এখনো ওটা কাটে নি। ওটা রেললাইন ধ'রে যায় নি, গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, সেজন্যেই বোধহয় এখনো ওদের নজরে পড়ে নি।'

'সারডি স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করো, ওখানে কারো সাথে আমার কথা বলতে হবে। গিরিখাদে কী ঘটছে জানতে হবে আমাকে।'

লেলাইনের ধারে অফিসারদের রেখে পাহাড়ের দিকে রওনা হ'লো প্রিন্স, গাড়িতে বসে সে তার বাবা, মেয়ে, ভাই আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবলো। মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে তারা, বেঈমান গালা আর অত্যাচারী ইতালিয়দের হাতে প্রাণ দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গাড়ির পাশে ছুটে এলো একজন টেকনিশিয়ান। 'কমরেড, সারডির লাইন খোলা। আপনি কথা বলবেন?'

সারডি-ডেসি টেলিফোন লাইনে একটা ফিল্ড-টেলিফোন ফিট করা হয়েছে। মাথার ওপর টেলিগ্রাফ পোল থেকে ঝুলছে তামার তার। হ্যান্ডসেট-টা ধরিয়ে দেয়া হ'লো প্রিন্সের হাতে।

সারডির রেলওয়ে চত্বরে, স্টেশন মাস্টারের অফিস কামরার পাশে, লম্বা গুদাম ঘরে ঠাঁই পেয়েছে ছয় শো আহত যোদ্ধা। টিনের ছাদ বহু জায়গায় ফুটো, বৃষ্টির পানি অনবরত ঝরছে। অল্প কিছু গমের বস্তা ছাড়া গোটা গুদাম খালিই ছিলো, আহতদের জায়গা করে দিতে অসুবিধে হয় নি। তবে বিছানা, কম্বল, কাদর ইত্যাদি কিছুই নেই, চটের খালি বস্তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

নরক কি এরচেয়ে খারাপ কিছু? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কোনো আড়াল বা সরঞ্জাম নেই, পানি নেই, নেই অ্যান্টিসেপটিক, ওষুধ, শুকনো কাপড় বা গরম খাবার। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। আহদের চিৎকারে কান পাতা দায়। দুর্গন্ধে প্রাণ বাঁচে না।

দু'দিন আগে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল। সেই থেকে সার সার পড়ে থাকা আহতদের মাঝখানে কেটে গেছে তার সময়, অতীত আর ভবিষ্যৎ ভুলে শুধু বর্তমান নিয়ে বেঁচে আছে সে, মনে রাখে নি নিজের অস্তিত্বের কথাও। গুদামের আবছা আলোয় মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, চোখের নিচে ঘন কালি জমেছে, পিঠ আর কাঁধ ব্যথায় আড়ষ্ট। ঘণ্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুটো পা ফুলে গেছে তার। তার লিনের পোশাকে রক্তের দাগ তো আছেই, দুর্গন্ধময় আরো একাধিক তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলেও দাগগুলো মুছ যায় নি। এখনো অবিরাম কাজ করে চলেছে সে, ব্যথায় টন টন করছে বুকটা; আহতদের জন্যে তেমন কিছু কিরতে পারছে না বলে।

করার মধ্যে পানির জন্যে কেউ ছটফট করলে তার মুখে মগ ধরছে ভিকি, নিজের ত্যাগ করা ময়লা থেকে অচল কাউকে সরিয়ে আনছে, কেউ মারা যাচ্ছে দেখলে তার করুণ আবেদন ভরা কালো হাত নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে লোকটার মুখ ঢেকে দিচ্ছে চটের বস্তায়, ইঙ্গিতে অতি পরিশ্রমে শ্রান্ত পুরুষ সহকারীদের ডেকে লাশ সরাবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু বলার দরকার করে না, লাশ সরিয়ে নেয়ার পর লোকগুলো বাইরে থেকে আরেকজন আহতকে নিয়ে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে এরকম আরো অনেক আহত লোক কাতরাচ্ছে, কেউ মারা গেলে তবে তাদের একজনের জায়গা হবে গুদামের ভেতর।

হারারির সহকারীদের একজন তার কাঁধে টোকা দিলো। তাকালো ভিকি, কিন্তু লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে সময় নিলো খানিক। সামলালো, একবার মনে হ'লো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর লোকটাকে অনুসরণ করে কাদা আর বৃষ্টি ভেতর দিয়ে উঠান পেরুলো, চলে এলো স্টেশন অফিসে।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো ভিকি, খসখসে গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করলো।

'মিস কেমবারওয়েল, আমি প্রিন্স লিজ মিখায়েল,' তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট, টিনের ছাদে বৃষ্টির শব্দ হ'তে থাকায় আরো আবছা শোনালো। 'আমি ডেসি ক্রসরোড থেকে বলছি।'

'ট্রেন' বললো ভিকি, গলায় জোর ফিরে আসছে। 'প্রিন্স মিখায়েল, তুমি কথা দিয়েছিলেন ট্রেন পাঠাবে, সেটা কোথায়? এই মুহূর্তে ওষুধ দরকার আমাদের– অ্যান্টিসেপটিক, অ্যাসেথেটিক– বুঝতে পারছো না? এখনে আমাদের হাতে ছয়...প্রায় সাতশো আহত লোক রয়েছে!' হঠাৎ বুঝতে পারলো উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করছে সে।

'মিস কেমবারওয়েল। ট্রেন...আমি দুঃখিত। ট্রেন আমি পাঠিয়েছিলাম। সাপ্লাই সহ। মেডিসিন। আর একজন ডাক্তার। কাল সকালে রওনা হয়েছিল ওটা, কাল সন্ধ্যায় এই ক্রসরোড পেরিয়ে গেছে...।'

'তাহলে কোথায় সেটা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো ভিকি। 'ট্রেনটা এখানে পৌঁছায় নি কেনো? তুমি বুঝতে পারছো না এখানে কী পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা....।'

'আমি দুঃখিত, মিস ভিকি। ট্রেনটা তোমাদের ওখানে পৌঁছুবে না। সারডির পনেরো মাইল দূরে লাইন থেকে ফেরে দেয়া হয়েছে সেটাকে। রাস কুল্লাহ'র লোকেরা... গালারা। লাইন তুলে ফেলেছে তারা, ট্রেনে যারা ছিলো সবাই কে মেরে ফেলেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোচগুলোয়...।'

দু'জনের মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো, যান্ত্রিক শব্দগুঞ্জন ছাড়া কেউ কিছু শুনতে পেলো না।

'মিস কেমবারওয়েল, লাইনে আছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কী বলছি বুঝতে পারছো তুমি?'

'হ্যাঁ, পারছি।'

'ওখানে কোনো ট্রেন পৌঁছুবে না।'

'না।'

'তোমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছো না, সারডি থেকে রেলওয়ে লাইন ধ'রে পালিয়ে আসার পথও তোমাদের জন্যে বন্ধ। পাহাড় আর পথের ওপর দশ হাজার লোক নিয়ে অপেক্ষা করছে রাস কুল্লাহ। রাস্তার পাশে ঢালের ওপর তার অবস্থান এতোই শক্তিশালী যে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে। আমরা চেষ্টা করবো সারডিতে পৌঁছুতে, আমাদের সাথে পনেরো হাজার যোদ্ধা রয়েছে, কিন্তু পারবো কিনা জানি না....।'

'আমরা আটকা পড়েছি,' তারপর প্রিন্স জানতে চাইলো, 'ইতালিয়রা এখন কোথায়, মিস কেমবারওয়েল?'

'গিরিখাদের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে তারা, শেষ জলপ্রপাতটা যেখানে পথের ওপর ঝুলে আছে...,' থামলো ভিকি, কান থেকে রিসিভার সরালো, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো, তারপর আবার কানে রিসিভার ঠেকিয়ে বললো, 'ইতালিয়দের মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো তুমি। এখন তারা সারাক্ষণ ফায়ার করছে। একেবারে কাছে।'

'মিস কেমবারওয়েল, তুমি একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারবে জেক আর মেজর সোয়েলসের কাছে?'

'পারবো।'

'তাদের বলো, আরো আঠারো ঘণ্টা দরকার আমার। তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত ইতালিয়দের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে ওরা কাল সন্ধ্যার আগে ক্রসরোডে পৌঁছুতে পারবে না। তাতে করে আরেকটা দিন ও আরেকটা রাত সময় পাবো আমি। বলবে, তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত ইতালিয়দের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, গোটা ইথিওপিয়া জাতি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। সে, তুমি আর মিঃ জেক–তোমাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো আমরা।'

'ঠিক আছে,' বললো ভিকি, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না।

'ওদের বলো, কাল দুপুরের মধ্যে আমার সাধ্যের মধ্যে যা কিছু সম্ভব সব আমি করবোসারডি থেকে তোমাদের উদ্ধার করার জন্যে। ওদের বলো, দুপুর পর্যন্ত যেনো ঠেকিয়ে রাখে ইতালিয়দের, তারপর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো তোমাদেরকে....।'

'বলবো।'

'আরো বলবে, কাল দুপুরে আমাদের যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে হবে তারা যেনো পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কী করতে পারলাম তা টেলিফোন করে জানাবো তোমাকে....।'

'প্রিন্স মিখায়েল, আহতদের কী হবে? যারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তে অক্ষম?'

আবার নিস্তব্ধতা; তারপর প্রিন্সের অস্পষ্ট, ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'গালাদের হাতে পড়ার চেয়ে ওদের বরং ইতালিয়দের হাতে পড়া ভালো।'

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে সায় দিলো ভিকি।

'আরেকটা কথা, মিস কেমবারওয়েল।' ইতস্তত করলো প্রিন্স, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'কোনো অবস্থাতেই ইতালিয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তুমি। এমনকি চরম কোনো পরিস্থিতিতেও নয়। তারচেয়ে...,' শব্দটার ওপর জোর দেয়ার জন্যে দু'বার উচ্চারণ করলো সে, 'তারচেয়ে অন্য যেকোনো পরিণতি তোমার জন্যে ভালো হবে।'

'কেনো?'

'আমাদের গুপ্তচরদের কাছ থেকে জেনেছি, তোমাদের তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তোমাকে বলা হয়েছে আদিবাসীদের চর, আর ওদের দু'জনকে টেরোরিস্ট।

তোমাকে তুলে দেয়া হবে রাস কুল্লাহ'র হাতে, সে-ই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তারচেয়ে যেকোনো পরিণতি তোমার জন্যে ভালো।'

'বুঝেছি,' ফিসফিস করে বললো ভিকি, রাস কুল্লাহ'র কুৎসিত চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিউরে উঠলো সে।

'শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই যদি করতে না পারি, তোমাদের জন্যে পাঠাবো আমার...,' এখানেই শেষ, হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, এমকি যান্ত্রিক শব্দ-কোলাহলও শুনতে পেলো না ভিকি। আরো এক মিনিট যোগাযোগ পাবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙলো না। ক্রেডলে রিসিভার রেখে চোখ বুঝলো সে, দেয়ালে হেলান দিলো ভারসাম্য রক্ষার জন্যে। জীবনে কখনো এতোটা নিঃসঙ্গ বোধ করে নি সে, এতাটা ক্লান্ত হয় নি কখনো, এ রকম ভয়ও কখনো পায় নি।

উঠনে নেমে মুখ তুললো ভিকি, আকাশের দিকে তাকালো। বুঝতে পারে নি সময় কিভাবে বয়ে গেছে, দিনের আলো আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। তবে মেঘের রাজ্যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে ইতস্তত করছে পাহাড়চূড়ার কাছাকাছি, গায়ে কোথাও কোথাও আলোর পোঁচ চোখে পড়লো–মেঘ ভেদ করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে রোদ।

তা যেনো না ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করলো ভিকি। এই ক'দিন একটানা বৃষ্টির মধ্যে দু'বার কিছুক্ষণের জন্যে সরে গিয়েছিলো মেঘ, প্রতিবার ইতালিয়দের বোমারুগুলো একেবারে নিয়ে দিয়ে সগর্জনে ছুটে আসে গিরিখাদের ওপর। দু'বারই ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর, ট্রেঞ্চ ছেড়ে পরবর্তী পজিশনে পিছিয়ে না এসে উপায় ছিলো না। বন্যার পানির মতো গুদামে এসে ঢুকছে আহত লোকজন।

'বৃষ্টি হোক,' প্রার্থনা করলো ভিকি। 'প্লিজ গড, লেট ইট রেইন অ্যান্ড রেইন।'

মাথা নিচু করে গুদামে পড়লো সে, নাকে প্রচণ্ড ঘুসির মতো লাগলো উৎকট দুর্গন্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীরা গোঙাচ্ছে। চারদিকে চিৎকার। ভিকি দেখলো, কাটের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এখনো ডাক্তারকে সাহায্য করছে সারা। ছেঁড়া ক্যানভাস টাঙিয়ে যৎসামান্য পাড়াল পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, টেবিলের ওপর রশির শেষ মাথায় ঝুলছে একজোড়া পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্প।

জার্মান ডাক্তার ভদ্রলোক বিধ্বস্ত একটা পা কাটছেন, হাঁটুর নিচে। যুবক হারারি যোদ্ধকে গায়ের জোরে চেপে ধ'রে রেখেছে চারজন সহকারী।

রোগীকে সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ভিকি, তারপর সারাকে ডাকলো। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো দু'জনে, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে তাজা বাতাস নিলো বুক

ভরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকলো, প্রিন্সের সাথে কী কথা হয়েছে ধীরে ধীরে ব'লে গেলো ভিকি। 'তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কোনো শব্দই আর হ'লো না।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকালো সারা। 'তার কেটে দিয়েছে। আরো আগে কেনো কাটে নি রাস কুল্লাহ, সেটাই আশ্চর্য। তারটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে তো, নাগাল পেতে সময় লেগেছে।'

'গিরিখাদে নামবে তুমি, সারা? জেক আর গ্যারেথকে খবরটা দেয়া দরকার। রঙ্গিলাকে নিয়ে আমিই যেতাম, কিন্তু ট্যাংকে ফুয়েল নেই বললেই চলে। জেককে আমি কথা দিয়েছি একটা ফোঁটাও অপব্যয় করবো না। পরে আমাদের কাজে লাগবে....।'

'ঘোড়া নিয়ে গেলে বরং তাড়াতাড়ি হবে,' ক্ষীণ হাসলো সারা। তাছাড়া, গ্রেগোরিয়াসকে কাছে পাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ি কেনো?'

'না, সময় খুব বেশি লাগবে না,' বললো ভিকি। 'ওরা তো একবারে কাছে সরে এসেছে।'

ইতালিয়দের মেশিনগানের আওয়াজ শোনার জন্যে দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। শুধু মেশিনগান নয়, একই সাথে বিস্ফোরিত হচ্ছে কামানের গোলা, ওদের পায়ের নিচে ঘনঘন কেঁপে উঠছে মাটি।

'মিস ভিকি, জেককে তুমি কোনো ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠাতে চাও না?' ধনুকের মতো পিঠ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো সারা। 'সে হয়তো তোমার আশায় খাবি খাচ্ছে। আমি কি তাকে বলবো যে, তার অভাবে তোমার শরীরের চাহিদা মিটছে না....?'

'সারা!' আঁতকে উঠলো ভিকি। 'তাকে যদি তুমি এ-ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত দাও....।'

'অশ্লীল কথাটার মানে কী, মিস ভিকি?' সাথে সাথে আগ্রহ বেড়ে গেলো সারার।

'নোংরা, অভদ্র।'

'অশ্লীল,' পুনরাবৃত্তি করলো সারা, মুখস্ত করে রাখছে। 'ভারি সুন্দর একটা শব্দ।' শব্দটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করলো সে, 'আমার শরীরের অশ্লীল চাহিদা তোমার অভাবে মিটছে না!'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো ভিকি, অকস্মাৎ হিংস্র উল্লাসধ্বনির সাথে শোনা গেলো আর্তচিৎকার, সেই সাথে উঠনটা চুটন্ত মানুষের ভিড়ে ভরে উঠলো। রেল লাইনের দু'পাশের গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো তারা, উঠানে ঢুকে সদ্য আগত আহত যোদ্ধাদের ওপর একদল নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। বারান্দার অন্ধকার কোণ থেকে ওরা দেখলো, গালারা সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এলো, পড়ে থাকা অসহায় আহতদের ওপর এলোপাতাড়ি ছোরা চালাচ্ছে।

বাধা দেয়ার জন্যে চুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন জার্মান ডাক্তার, করুণা ভিক্ষার ভক্তিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা লম্বা তলোয়ারের ধাক্কা খেলেন বুকে, ফলার ডগাটা ভোজভাজির মতো আধ হাত বেরিয়ে এলো দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে।

'ওরা গালা!' ফিসফিস করলো সারা, আতংকে পঙ্গু হয়ে গেয়ে দু'জনই। পৈশাচিক আনন্দে উলু-ধ্বনির মতো আওয়াজ করতে করতে গুদামের ভেতর ঢুকে পড়লো কয়েক শো গালা, শুরু হ'লো অবিশ্বাস্য হত্যাযজ্ঞ।

টিনের দেয়ালে অনেক ফুটো, তার একটায় চোখ রেখে একজন গালাকে দেখলো ভিকি, হাতে লোড করা রাইফেল, সার সার শুয়ে থাকা আহতদের সামনে দিয়ে হাঁটছে, গুলি করছে প্রত্যেকের মাথায় মাজল ঠেকিয়ে।

আরেকজন গালাকে দেখলো ভিকি, হাতে লম্বা ড্যাগার, আহত হারারি যোদ্ধার গলা কাটার জামেলায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে চটের বস্তা সরিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ড্যাগার গাঁথছে তলপেটের নিচে।

আহত যোদ্ধাদের আর্তনাদ আর খুনীদের উল্লাসধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। ভিকিকে টেনে সরিয়ে নিলো সারা, লাফ দিয়ে উঠনে নামলো ওরা। 'গাড়ি!' হাঁপিয়ে উঠলো ভিকি। 'ঈশ্বর, গাড়ির কাছে পৌঁছে দাও আমাদের।'

রঙ্গিলা রয়েছে স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছনে, লোকো শেডের প্রসারিত ছাদের নিচে। পাশাপাশি ছুটলো ওরা, শেডের কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরলো, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা দশ-বারোজন গালার ঠিক সামনে পড়ে গেলো।

বৃষ্টি মধ্যে কুৎসিত কালো চেহরাগুলো পলকের জন্যে দেখতে পেলো ভিকি, খোলা মুখের ভেতর নেকড়ে সুলভ দাঁত, খুনের নেশায় আধবোজা চোখ। নামে ঢুকলো উৎকট ঘামের গন্ধ।

পরমুহূর্তে মোচড়া কেলো ভিকির শরীর, বাঘের সামনে হরিণ যেমন মোচড় খেয়ে আরক দিকে বাঁক নেয়। ঘুরে পিছন ফেরার সময় পেলো সে, কিন্তু ছুটে পালানোর সুযোগ হ'লো না, একটা শক্তিশালী হাত খামচে ধরলো তার কাঁধ।

ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেলো ব্লাউজটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটলো ভিকি, কিন্তু শুনতে পেলো লোকগুলো তাকে ধাওয়া করে আসছে, রোমহর্ষক লু-লু চিৎকার পাগল করে তুললো তাকে।

তার সাথে ছুটছে সারা। স্টেশন বিল্ডিংয়ের কোণ লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা, তার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে সে। আগুনের ফুলুকি দেখা গেলো, ওদের বাঁ দিক থেকে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল, ওদের সামনে দেয়ালে লাগলো বুলেটটা। চোখের কোণ দিয়ে ভিকি আরো অনেক ছুটন্ত গালাকে দেখতে পেলো, শহরের মেইন রোড থেকে কাছে চলে আসছে, ওদের সামনের পথে বাধা দেয়ার ইচ্ছে।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সারা, প্রিসিলা হরিণীর মতো দ্রুতগতি তার পা, তার সাথে সমান তালে পা ফেতে পারছে না ভিকি। দশ কদম স্টেশনের বিল্ডিংয়ের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলো সারা।

বাঁক ঘুরেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সারা, তার সামনে রঙ্গিলাকে ঘিরে কমলা রঙের আগুন নাচানাচি করছে, হ্যাচগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ওদের আগেই আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেছে গালারা।

রঙ্গিলা জ্বলছে, পনেরো-বিশজন গালা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ধেই ধেই করে নাচছে ওটার চারধারে। ভিকার্স অ্যামুনিশন বিস্ফোরিত হ'তে শুরু করায় ছিটকে দূরে সরে গেলো তারা।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়িয়েছে সারা, তার কাছে পৌঁছুতে ওই এক সেকেন্ডই লাগলো ভিকির।

'সীডার জঙ্গল!' ফুঁপিয়ে উঠলো সারা, দিক বদলানোর সময় ভিকির বাহু খামছে ধরলো সে।

রেলাইনের ওপারে জঙ্গলটা দুশো গজ দূরে, তবে গভীর আর অন্ধকার এবড়োথেবড়ো মাটি আড়াল করে নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু হয়ে আছে। এক ছুটে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা, সাথে সাথে বিশ-বাইশজন গালা পিছু নিলো, আবার শুরু হ'লো লু-লু উলু-ধ্বনি।

গালাদের সামনে ছুটছে ভিকি, খোলা উঠানটা যেনো অন্ত বিস্তৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মাটি পিচ্ছিল, কাদার ভেতর গোড়ালি ডেবে যাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে ছুটলো সে।

দীর্ঘ পা ফেলে অনায়াসে ছুটে চলেছে সারা, এক লাফে রেললাইন পেরিয়ে গেলো সে, জঙ্গলের কিনারা আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট সামনে।

রেললাইন পেরোতে গিয়ে ভিকি অনুভব করলো তার একটা পা বেঁধে গেছে, পরমুহূর্তে কাদার ওপর আছাড় খেলো সে। উঠতে চেষ্টা করলো, খাড়া হ'লো হাঁটুর ওপর। জঙ্গলের কিনারা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সারা, ইতস্তত করলো, মসৃণ গাঢ় মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে বিশাল সাদা চোখ জোড়া।

'পালাও!' চিৎকার করলো ভিকি। 'পালাও! জেককে বলো!' অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো সারা, একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেলো ডালপালা।

রাইফেলের একটা বাঁট শরীরের পাশে আঘাত করলো ভিকিকে, পাঁজরের নিচে। ঠাণ্ডা পিচ্ছিল কাদার ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, ব্যথায় অন্ধকার দেখলো চোখে। শুধু টের পেলো অনেকগুলো নির্দয় হাত ওর পড়নের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে নিচ্ছে। চোখ খোলার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু সারা মুখে ভেজা চুল থাকায় কিছুই দেখতে পেলো না। হাত-পা ছুঁড়লো, বৃথাই, কারণ পুরুষগুলো সংখ্যায় অনেক। ওকে ধ'রে দাঁড় করালো তারা, হঠাৎ কর্তৃত্বসূচক একটা ভারি কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো শব্দ করলো। শরীর থেকে সরে গেলো হাতগুলো।

মুখ তুললো ভিকি, চামড়া ছেঁড়া কোমর আর তলপেটে ব্যথা নিয়ে কুঁজো হয়ে আছে। কাদা আর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তবু ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গালা সর্দারকে চিনতে পারলো সে। এই কুৎসিতদর্শন পশুটাই গিরিখাদে তাকে অপমান করেছিল, সেবার তার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল গ্যারেথ। এখনো লোকটা নীল আলখাল্লা পরে আছে, বৃষ্টির পানিতে ভেজা, তার বীভৎস মুখে নিঃশব্দ হাসি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ভিকির।

ট্রেঞ্চগুলোর সামনের কিনারায় বালির বস্তা আর ডালপালা ফেলে নিরাপদ আড়াল তৈরি করা হয়েছে, চৌকো অবজারভেশন ফাঁলের সামনে গিরিপথের নিচের দৃশ্য দেখতে কোনো বাধা নেই।

বালির বস্তার ওপর একটা কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিলো গ্যারেথ, ফাঁকে চোখ রেখে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতর তাকালো। ক্রল করে এগিয়ে এসে ফায়ারিং স্টেপ-এর ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো জেক, গ্যারেথের মুখভাব লক্ষ্য করছে। আভিজাত্যের গর্বে মাটিতে যার পা পড়তো না সেই গ্যারেথ সোয়েলসের সারা মুখ লাল মাটিতে লেপা, গায়ে আর কাপড়ে দুনিয়ার ময়লা লেগে আছে। চোয়াল ঢাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি বিবর্ণ রঙের পোঁচ ব'লে মনে হলো, গোঁফটা আকৃতি হারিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে। গত এক হপ্তায় গোলস করার বা কাপড় পাল্টানোর সুযোগ হয় নি। মুখে নতুন কয়েকটা রেখা আর ভাঁজ দেখতে পেলো জেক, বিশেষ করে ঠোঁটের কোণে আর চোখের চারদালে–উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ব্যথার প্রতিনিধিত্ব করছে ওগুলো। কিন্তু জেকের দিকে চোখ পড়তে নিঃশব্দ হাসলো সে, একা ভুরু খানিকটা ওপরে তুলে নাচালো, শয়তানী বুদ্ধি ঝিক ঝিক করে উঠলো চোখে।

কথা বলতে যাবে গ্যারেথ, এই সময় ওদের নিচে থেকে গিরিখাদের গভীর গাঢ় ছায়া ধ'রে ওপর দিকে ছুটে এলো একটা গোলা। দু'জনেই ওরা মাথা নিচু করলো, গোলাটা বিস্ফোরিত হ'লো কাছাকাছি, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। গত কয়েক দিনে এতো কাছাকাছি এরকম দু'তিনশো গোলা পড়েছে।

'মেঘ সরে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললো গ্যারেথ, দু'জনেই ওরা পাহাড়ের মাঝখানে সরু আকাশের দিকে তাকালো।

'হ্যাঁ,' বললো জেক। 'কিন্তু যথেষ্ট দেরি করে সরছে। আর বিশ মিনিট পর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

দেরি হয়ে গেলো বম্বারগুলোর জন্যে, কারণ মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেলেও চান্ডির এয়ারফিল্ড থেকে উড়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে পাইলটদের।

'কাল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, আবার আসবে ওগুলো।'

'কালকের কথা কাল ভাববো,' বললো জেক, কালো বম্বারগুলোর কথা মনে করতে না চাইলেও চোখের সামনে ফুটে উঠলো দৃশ্যগুলো।

যতোবার আকাশ সামান্য পরিষ্কার হয়েছে, গিরিখাদের ওপর বম্বারের আওয়াজ পেয়েছে ওরা। ইতালিয়দের আর্টিলারি স্মোক মার্কার ছুঁড়তে শুরু করে ওদের ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে। ক্যাপরোনি বম্বারগুলো একেবারে নিচে দিয়ে উড়ে আসে, গিরিখাদের দু'পাশের পাথুরে পাঁচিলে ডানাগুলো এই লাগে এই লাগে অবস্থা। এতো কাছ দিয়ে উড়ে গেলো সেগুলো, কাচ ঘেরা ককপিটে হেলমেট রা এয়ারম্যানদের পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ওরা।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বম্বারগুলো, ফিউজিলাজ থেকে খসে পড়লো কালো জিনিসগুলো। একশো কিলো বোমাগুলো সরাসরি খাড়া নেমে এলো, বিস্ফোরণের শব্দে শরীর ও মন অসাড় হয়ে গেলো ওদের। ওগুলোর তুলনায় কামানের গালাকে পটকা বলা যায়। নাইট্রোজেন মাসটারড ভরা ক্যানগুলো প্রথমে ড্রপ খেলো বার কয়েক, তারপর পাথুরে ঢালের ওপর বিস্ফোরিত হলো–হলুদ, জেলির মতো তরল পদার্থ, চারদিকে একশো ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এ নিমেষে।

প্রতিবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে একের পর এক আসতে থাকলো বম্বারগুলো, ফেরার আগে ওদের প্রতিবোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিলো যে ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনীকে ঠেকনোর কোনো উপায় থাকলো না। প্রতিবার ট্রেঞ্চ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, পিছু হটে উঠে আসতে হয়েছে পরবর্তী পজিশনে।

এটাই ওদের শেষ পজিশন, ওদের দু'মাইল পিছনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট পাথরের প্রাকৃতিক তোরণ, গিরিখাদের নামার মুখে। আরো সামনে সারডি শহর আর ডেসি রোডের দিকে খোলা পথ।

'চেষ্টা করে দেখো না একটু ঘুমোতে পারো কিনা,' বললো জেক, নিজের অজান্তেই গ্যারেথের বাম হাতের দিকে তাকালো। ছেঁড়া শার্ট দিয়ে বাঁধা গোটা হাতটাই ফুলে আছে, গলার সাথে একা স্লিঙে ঝুলছে বুকের কাছে। ব্যান্ডেজে তেমন কোনো কাজ হয় নি, রক্ত আর পুঁজ অবাধে বেরিয়ে আসছে কিনারা দিয়ে। ক্ষতটার নগ্ন চেহারা কী রকম জানে জেক, যতোবার তাকিয়েছে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ও। কাঁধ থেকে কবজি পর্যন্ত ছাল তুলে নিয়েছে নাইট্রোজেন মাসটারড, যেনো গোটা হাত ফুটন্ত পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল। ওষুধ কোথায় পাবে, গ্রিজ ঢালা হয়েছে ক্ষতের ওপর, কী উপকার হবে কে জানে।

'আগে অন্ধকার হোক,' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, ভালো হাতটা দিয়ে চোখে বাইনোক্যুলার তুললো। 'কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। নিচেটা বড় শান্ত।'

'বড় বেশি চুপ চাপ,' আবার বললো গ্যারেথ, হাঁ্যা সরাতে গিয়ে ব্যথায় উফ করে উঠলো। 'গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকার সময় নেই ওদের। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোনোর কথা।' তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললো, 'তুমি বিশ্বাস করবে, ওল্ড চ্যাপ, একটা চুরুটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে একটা টেসটিকল হারাতেও আপত্তি করবো না আমি, কি?' হাসলো সে। 'যখন সবচেয়ে বেশি দরকার...।'

হঠাৎ থেমে গেলো সে, পরমুহূর্তে দু'জনেরই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো।

'আমি যা শুনছি, তুমিও কি তাই শুনছো?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'আমারও তাই ধারণা।'

'আসার তো কথাই, হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো গ্যারেথলে। 'এতো দেরি হ'লো কেনো সেটাই আশ্চর্য। তবে আসমারা থেকে দূরত্বও তো কম নয়। চুপচাপ থাকার কারণটা তাহলে বোঝা গেলো, ওগুলো আসার অপেক্ষায় ছিলো ওরা।'

নিস্তব্ধ গিরিখাদের ভেতর নতুন শব্দটা চিনতে ভুল হবার কোনো কারণ নেই। এখনো অস্পষ্ট, তবে পাথরের ওপর ইস্পাতের ঘর্ষণ টের পেতে অসুবিধে হ'লো না। প্রতি মুহূর্তে শব্দটা বাড়ছে। এখন ওরা এঞ্জিনের মৃদু গর্জনও শুনতে পাচ্ছে।

'ট্র্যাংক,' বললো গ্যারেথ। 'ব্লাডি ট্যাংক।'

'সন্ধ্যের আগে এখানে ওরা পৌঁছুতে পারবে না,' আন্দাজ করলো জেক। 'রাতে হামলা করার ঝুঁকি নেবে বলেও মনে হয় না।'

'না,' সমর্থন করলো গ্যারেথ। 'কাল সকালে আসবে ওরা।'

'সেদ্ধ ডিম আর গরম কফির বদলে ট্যাংক আর বোমারু?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো গ্যারেথ। 'সেরকমই ভয় করছি, ওল্ড সান।'

নিজের কর্মকাণ্ডে কোনো আস্থা নেই কাউন্ট আলেদো বেলিনির। জিনোর আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো সে। চান্ডি কুয়ার নিরাপদ আশ্রয়ে যেখানে থাকার কথা তার, উচ্চ মহলের চাপে পরে শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গনে নামতে হয়েছে।

জেনারেল বাদোগ্লিওর হেডকোয়ার্টার থেকে করা রেডিও মেসেজগুলোর ভূমিকা আছে এর পছেনে, ডেসি রোড যেকোনো মূল্যে দখলে রাখতে বলা হয়েছে তাকে। প্রতিমুহূর্তে আরো কর্কশ হয়ে উঠছে জেনারেলের মেসেজের ভাষা। কাউন্টের কলামের নেতৃত্বে থাকা মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানির কাছে মুহুর্মুহু নির্দেশ ছুটে যাচ্ছে।

শেষমেষ, মেজর ক্যাস্তেলানি গিরিসংকটের মাথার দিকে উঠে যেতে সক্ষম হ'লো তার বাহিনী নিয়ে। আর একটা লড়াই ওদের সারডির দখল দেবে। রেডিও মেসেজ করে কাউন্টকে জানালো মেজর ক্যাস্তেলানি। বহুক্ষণ চিন্তার পর কাউন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সামান্য বিপদের হুমকি ধর্তব্যে না এনে এই বিজয়ের মুহূর্তে তার উচিত সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া। মেজর ক্যাস্তেলানি অবশ্য বার বার করে জানিয়েছে, শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দেয়া হয়েছে, কোনো ভয় নেই। কাজেই, সাহসের পালা হাওয়া লেগেছে কাউন্ট বেলিনির।

অবশেষে, ক্যাম্প ছেড়ে, নিজের সামরিক দর্শন জলাঞ্জলি দিয়ে সতর্কভাবে সারডি জলপ্রপাত ধ'রে উপরে উঠে এলো সে, আসমারা থেকে আসা আর্মারড কলামের মধ্যে। জংলী আদিবাসীরা যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তার ক্ষতিপূরণ করতে পাঠানো হয়েছে এগুলো। মাসাওয়া থেকে, আসমারা হয়ে ডানাকিল মরু পার হয়ে শুধুমাত্র কাউন্টের অনুরোধে এসেছে বাহনগুলো।

পৌঁছামাত্র একটা ট্যাঙ্কে নিজের নিরাপদ অবস্থান নিয়ে ফেলেছে কাউন্ট। ভারী আর্মারের ভেতরে বসার পর বেশ নিরাপদ বোধ করতে লাগলো সে।

'সারডি পথে এগোও, ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে নতুন করে লিখবো আমরা!' গর্জে উঠলো বেলিনি।

এখন, ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে, খাড়া-সাদা পাহাড়প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলো কাউন্ট।

কমান্ড ট্যাঙ্কের টারিট থেকে, বিশাল কালো চোখে, চকচকে শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাত কোমড়ের বেরেটা পিস্তলে রেখে উঁকি দিলো সে। তার পায়ের কাছে কুণ্ডুলী পাকিয়ে পরে আছে জিনো, ভয়ে পাণ্ডুর মুখ।

সেই মুহূর্তে, তাদের সামনে কোথাও গর্জে উঠলো মেশিনগান। জলপ্রপাতের খাড়া দেয়ালে লেগে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো সেই আওয়াজ।

'থামো! এই মুহূর্তে থামো!' নিজের ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো কাউন্ট আলদো বেলিনি। 'এখানে ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার বানাবো আমরা।' কাউন্টের কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকালো জিনো।

'মেজর ক্যাস্তেলানি এবং মেজর ভিটোকে ডেকে পাঠাও। এইমুহূর্তে আমার কাছে রিপোট করবে তারা।'

কাঁধে হাত আর চোখে আলোর ছোঁয়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেলো জেকের। উঠে বসার চেষ্টা করার জন্যে সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি এক করতে হলো। আধ ভেজা কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে চোখ কুঁচকে ল্যাম্পটার দিকে তাকালো ও, কিছুই দেখতে পেলো না। ঠাণ্ডায় প্রতিটি পেশি অসাড় হয়ে গেছে ওর, কপাল আর মাথা লোহার মতো ভারি। সকাল হয়ে গেছে বিশ্বাস হ'তে চাইলো না।

'কে?'

'আমি, জেক।'

এতোক্ষণে ল্যাম্পের পিছনে গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের থমথমে চেহারাটা দেখতে পেলো জেক। 'চোখ থেকে আলোটা সরাবে?' কর্কশ গলায় বললো ও।

জেকের পাশে হঠাৎ উঠে বসলো গ্যারেথ সোয়েলস্। ভিজে কাপড় পরে দু'জনেই ওরা ট্রেঞ্চের ভেতর কাদার ওপর ঘুমিয়ে ছিলো। 'কিছু ঘটেছে, কি? জড়ানো গলায় বলরো সে, ক্লান্তিতে মন্থর হয়ে গেছে সে-ও।

ল্যাম্প সরিয়ে নিলো গ্রেগোরিয়াস, তার পাশে দাঁড়ানো একহারা গড়নের সারার ওপর পড়লো আলোটা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে মেয়েটা, ব্লাউজ আর স্কার্ট দুটোই ভিজে, ঝোপের কাঁটা আর গাছের ডাল লেগে তার হাত ও পায়ের চামড়া কেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট আর ব্লাউজ।

জেকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো সে, জেক দেখলো আতংকে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে চেষ্টা করলো সারা, কিন্তু থরথর করে শুধু ঠোঁট কাঁপালো,

কোনো শব্দ বেরুলো না। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে জেকের বুকে জাঁপিয়ে পড়লো সে। 'মিস কেমবারওয়েল,' নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে এলো সারা। 'ওরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে....!'

'তোমাকে এখানে থাকতে হবে,' বললো জেক, ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, ট্রেঞ্চগুলোর কাছ থেকে আধ মাইল পিছনে রয়েছে প্রিসিলা। 'ভোরে একটা জোরালো হামলা হবে, তুমি না থাকলে ওরা ঠেকাতে পারবে না।'

'আর্মারড কারে আমিও থাকছি জেক,' শান্তভাবে বললো গ্যারেথ, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে। 'ভিকি ওদের হাতে বন্দী, আর আমি এখানে ব'সে থাকবো, এ তুমি....,' হঠাৎ থেমে ক্ষীণ হাসলো সে। 'তোমার ওপর একটা পিতৃসুলভ চোখ রাখার জন্যেও আমার উপস্থিতি দরকার, ওল্ড চ্যাপ। অন্তত এই একবার রাস গোলামকে নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে ঝুঁকি নিতে হবে।'

কথা বলতে বলতে আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেলো ওরা, গিরিখাদের মাথার নিচে এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। হাত বাড়িয়ে প্রিসিলার গা থেকে ক্যানভাস কাভারটা সরালো গ্যারেথ, গ্রেগোরিয়াসের কাঁধে একটা হাত রাখলো জেক।

'যাই ঘটুক না কেনো,' তাকে বললো ও, 'ভোরের আগেই ফিরে আসবো আমরা। যদি না ফিরি, কী করতে হবে তুমি জানো। এই ক'দিন ভলো ট্রেনিং পেয়েছো তুমি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো গ্রেগোরিয়াস।

'যতোক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখবে। তারপর পিছিয়ে গিরিখাদের মাথায় চলে এসে শেষ কর্তব্যটি সারবে। ঠিক আছে? মাত্র দুপুর পর্যন্ত, তাই না? চেষ্টা করলে ওদেরকে আমরা ওই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবো—ট্যাংক নিয়ে আসুক আর যাই নিয়ে আসুক, কী বলো?'

'হ্যাঁ, গ্যারেথ, পারবো ঠেকিয়ে রাখতে।'

'আরেকটা কথা, গ্রেগ,' বললো গ্যারেথ। 'তোমার দাদাকে আমি আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসি—কিন্তু শালার বুড়োটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখতে হবে তোমার। দরকার হলে বেঁধে রাখবে।' গ্রেগোরিয়াসের কাঁধে চাপড় মারলো সে, দখল করা ইতালিয়দের রাইফেলটা হাত বদল করলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লো প্রিসিলার টারিটে।

কোমর ধ'রে সারাকে গাড়ির মাথার তুলে দিলো জেক, প্রিসিলার সামন এসে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরালো।

প্রায় খাড়া শেষ কয়েক শো গজ ঢাল বেয়ে গিরিখাদের মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, পাশ কাটালো মশালের আলোয় মাটি কাটার কাজে ব্যস্ত রাসটা আর হারারি

লোকজনদের। গিরিখাদ ধ'রে ইতালিয়দের ট্যাংক আসছে জানার পর থেকে ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে জেক আর গ্যারেথ, কোনো বিরতি ছাড়া পালা করে মাটি কেটে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে ওরা।

ভিকিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, দু'জনেই ওরা লক্ষ্য করলো আদিবাসী কর্মীরা নিখুঁতভাবে কাজটা করছে। অ্যান্টি-ট্যাংক পাঁচিল, প্রায় সাত ফুট উঁচু করা হয়েছে, গ্রানিট পাথরের তৈরি, তার ওপর মাটি ফেলা হয়েছে—পাঁচিলের সামনে গভীর গর্ত। পাঁচিলের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে এখনো, প্রিসিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

'ওদের বলো, সারা, ফাঁকটা এবার বন্ধ করে দিক,' নির্দেশ দিলো গ্যারেথ। 'গাড়ি নিয়ে আমরা আর গিরিখাদে ফিরবো না।'

পাঁচিলটার সবচেয়ে উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন হারারি কমান্ডার, তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো সারা। জবাবে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

প্রকৃতির তৈরি গ্র্যানিট পাথরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো প্রিসিলা, ওদের সামনে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা আর সারডি। শহর জ্বলছে।

আর্মারড কার থামালো জেক, খোলের মাথায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলো ওরা লাল অগ্নিশিখার দিকে, মেঘের গায়েও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। উপত্যকার চারদিকে আকাশ-ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় পাঁচিলগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো।

'সে কি এখনো বেঁচে আছে?'ওদের সবার ভয় একযোগে বেরিয়ে এলো জেকের গলা থেকে, তবে জবাব দিলো একা শুধু সারা।

'ও ধরা পড়ার সময় রাস কুল্লাহ শহরে ছিলো কিনা জানি না, থাকলে বেঁচে নেই।'

নিস্তব্ধতার ভেতর ঠাণ্ডা বাতাস করুণ বিলাপের মতো লাগলো ওদের কানে। পুরুষ দু'জন অটল পাথরের মতো তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারে, দু'জনেই রাগ আর ভয়ের হাতে বন্দী।

'তবে রাস কুল্লাহ'র স্বভাব হ'লো পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা,' আবার বললো সারা। 'যুদ্ধ থামলে লুটপাট করার জন্যে নেমে আসে সে। সে না আসা পর্যন্ত তার লোকেরা খুন-খারাবিতে হাত দেয় না। আর ভিকির ব্যাপারটা তো আরো আলাদা–রাস কুল্লাহ ওকে কষ্ট পেয়ে মরতে দেবে, গাভীদের সাথে বসে। শুনেছি, ছোটো ছোটো ছুরি দিয়ে জ্যান্ত একজন মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারে ওরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপরও নাকি মানুষটা অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে.....।'

সংবিৎ ফিরলো গ্যারেথের ডাকে। 'আমি তৈরি, ওল্ড চ্যাপ। তোমার কী খবর?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরলো জেক। হ্যাচ গ'লে ড্রাইভারের সিটে নেমে গেলো ও।

ফ্রন্ট-লাইন ট্রেঞ্চগুলোর কাছে ফিরে এলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। গিরিখাদের মাথার ওপর সরু আকাশের ক্ষীণ আলোর আবাস দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলো সে, ঠিক

বুঝতে পারলো না ভোর হ'তে যাচ্ছে কিনা। এরইমধ্যে ট্রেঞ্চের ভেতর নড়াচড়া শুরু হয়েছে, প্যারাফিন ল্যাম্প তুলে ওর মুখে আলো ফেললো গোত্রপ্রধানের একজন দেহরক্ষী। গ্রেগোরিয়াসকে চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করলো সে। 'উনি আপনার খোঁজ করছিলেন।'

ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে লোকটার পিছু নিলো গ্রেগোরিয়াস। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হ'লো তাকে, কাদার ওপর শয়ে শয়ে আদিবাসী যোদ্ধারা শুয়ে রয়েছে।

ধূসর একটা কম্বলের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন রাস গোলাম, মেইন ট্রেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে বড় একটা গহ্বরের ভেতর ব'সে রয়েছেন তিনি। গর্তের খোলা মাথাটা তাঁবুরে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে, মাটিতে ছোটো একটা আগুন জ্বলছে, চারদিকে ধোঁয়া। দেহরক্ষী আর সর্দাররা ঘিরে রয়েছে রাস গোলামকে, শান্ত ভাবে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো গ্রেগোরিয়াস। গোত্রপ্রধান মুখ তুলে তাকালেন।

'বিদেশী বন্ধুরা কি চলে গেছে? জিজ্ঞেস করলেন রাস গোলাম, খকখক করে কাশলেন খানিক, প্রাচীন শরীরটা অসম্ভব ঝাঁকি খেলো।

'ভোরে ওঁরা ফিরে আসবেন, হামলা শুরু হবার আগেই,' জেক আর গ্যারেথের পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বললো গ্রেগোরিয়াস, তারপর ধীরে ধীরে ওদের চলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলো সে।

মাথা ঝাঁকালেন রাস গোলাম, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন আগুনের দিকে, তার চোখে লাল অগ্নিশিখা নাচতে লাগলো। গ্রেগোরিয়াস থামতেই কাঁপা কাঁপা, ঝগড়াটে গলায় কথা বললেন তিনি, 'এটা একটা সংকেত–স্রষ্টা আমাকে বলছেন, রাস, আর দেরি করো না। বিদেশী সমরনায়কের পরামর্শ অনেক শুনেছি, বহু কষ্টে বহুদিন ধ'রে বুকে চেপে রেখেছি। প্রতিশোধের গনগনে আগুন। আর নয়, গ্রেগোরিয়াস, আর নয়! আমার মা ছিলো সিংহী, বীরাঙ্গনার গর্ভে আমার জন্ম–নিজেকে আর কতো দিন দাবিয়ে রাখবো? অনেক দিন হ'লো শত্রুরা আমাকে লাথি মারছে, আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়!'

খকখক করে কাশলেন তিনি।

'অনেক দৌড়েছি আমরা, শুধু পেছন দিকে। এবার আমরা রুখে দাঁড়াবো শত্রুর বিরুদ্ধে। যাও, সবাইকে ঘুম থেকে তোলো। সবাইকে বলো, হাজার বছরের পুরনো সংকেত বাজবে–বাজবে আমার ড্রামগুলো।' কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে এক লাফে সিধে হলেন কামান লিজ। 'ড্রামের শব্দ শুনতে বলো সাইকে।' আশপাশ থেকে চাপা গর্জন শোনা গেলো, দেহরক্ষী আর সর্দারদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। 'ভোর হওয়া পর্যন্ত বাজবে আমার ড্রাম,' ব'লে চলেছেন রাস গোলাম। 'তারপর যখন ড্রাম থামবে, তখনই সময়!' কারো খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাঁর নিজরও না। 'আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি রাস গোলাম, তোমাদের সামনে থাকবো, ছুটে যাবো শত্রুর উদ্দেশ্যে, তাদের খেদিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো মরুভূমিতে, ঠেলে ফেলে দেবো সাগরে। নিজেদের যারা বীরযোদ্ধা ব'লে মনে করে, পবিত্র মাতৃভূমির ওপর যাদের

এতোটুকু মায়া আছে, যারা স্বাধীনতায় করে, অবশ্যই তারা আমাকে অনুসরণ করবে।' লু-লু উলুধ্বনিতে তাঁর বাকি কথা চাপা পড়ে গেলো, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন তিনি।

সর্দারদের একজন এক মগ তেজ ধরলো গোত্রপ্রধানের সামনে। মগের ভেতর া তাকিয়ে ঢকঢক করে তেজটুকু গলাধঃকরণ করলেন রাস গোলাম।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এলো গ্রেগোরিয়াস, বুড়ো দাদার একটা বাহু চেপে ধরলো সে। 'দাদা!'

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন রাস গোলাম, চোখে আগুন ঝরছে। 'তুমি যদি মেয়ে মানুষের মতো করো, তোমাকে আমি নাতি ব'লে স্বীকার করবো না! আমার গায়ে যখন হাত দিয়েছো, তখন আমার মতো করে চিন্তা করতে চেষ্টা করো।'

হঠাৎ দাদার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ দিবালোকের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারলো গ্রেগোরিয়াস। উপলব্ধি করলো, তার দাদা কী করতে চাইছেন। তার দাদা বুঝতে পেরেছেন, স্রষ্টা আদিবাসীদের ওপর সন্তুষ্ট নন, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, এখন যুদ্ধ করলেও হারতে হবে, না করলেও মরতে হবে। এই যখন পরিস্থিতি, একটা স্বাধীনচেতা জাতির সামনে আর কী করণীয় থাকে, আত্মত্যাগ করা ছাড়া?

নতুন আর প্রাচীনের মধ্যে নিঃশব্দে বিনিময় হ'লো উপলব্ধি আর সমঝোতার বার্তা।

রাস গোলাম বললেন, 'যদি তোমার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে থাকে, তাহলে আমার আশীর্বাদ পাবার জন্যে নত হও।'

দাদার পায়ের ওপর মাথা ঠেকালো গ্রেগোরিয়াস। তার নগ্ন ঘাড়ে গরম এক ফোঁটা পানি পড়লো। চোখে বিস্ময় নিয়ে মুখ তুললো গ্রেগোরিয়াস। বৃদ্ধ রাস গোলাম হাসছেন, কিন্তু দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে চোখের পানি।

ছোটো একটা কুঁড়েঘর, মাটির স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে পড়ে আছে ভিকি কেমবারওয়েল। সম্ভবত সারডি শহরের এই একটাই ঘরে আগুন ধরানো হয় নি। ঘরটা শহরের এক প্রান্তে, মেঝেতে কিলবিল করছে কেঁচো, নরম স্পর্শ নিয়ে মোচড় খাচ্ছে ভিকির গায়ে। ইঁদুরগুলো ছোটো, কিন্তু এরইমধ্যে শিকারের অসহায় অবস্থা টের পেয়ে গেছে ওগুলো, ক্ষুদে ধারালো দাঁত দিয়ে কাপড়ে আর চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে। কাদার মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে ভিকি।

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, এক করে বাঁধা হয়েছে গোড়ালি জোড়াও।

বাইরে থেকে ভেসে আসা আগুনের শোঁ শোঁ আওয়াজ পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছে ভিকি, মাঝে মধ্যে ছাদ ধসে পড়ার আওয়াজও চিনতে পারছে। বুঝতে পারছে, বাইরে বহু গালা ভিড় করে আছে, অনর্গল কথা বলছে তারা, হাসাহাসি করছে। বেহ খেয়ে প্রায় সবাই ওরা মাতাল হয়ে আছে। তাদের শোরগোল ছাপিয়ে মাছে মধ্যে শোনা যাচ্ছে রাসটা আর হারারি বন্দীদের আর্তচিৎকার। বন্দীদের বেশির ভাগকেই জবাই

করা হয়ে গেছে, দু'পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের টেসটিকল কাটার জন্যে–সেটা রাস কুল্লাহ'র উপস্থিতিতে ঘটবে। সবার মধ্যে একটা অপেক্ষার ভাব। দখল করা শহরে যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রাস কুল্লাহ গালা।

ঘরের ভেতর কতোক্ষণ পড়ে আছে ভিকি জানে না। তার হাত আর পায়ে কোনো সাড়া নেই, নাইলনের রশিতে শক্ত গিঁট দেয়া হয়েছে, মাংস কেটে ভেতরে ডেবে গেছে। পাঁজরের নিচে যেখানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছিল, জায়গাটা ব্যথায় টন টন করছে সারাক্ষণ। আধ খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকছে, টকটক করে কাঁপছে সে। দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। যতোবারই পাশ ফিরতে চেয়েছে ভিকি, বুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড প্রতিবার লাথি মেরেছে তার পেটে।

এক সময় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ভিকি, তবে পুরোপুরি নয়। আচ্ছন্ন একটা ভাবের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও বাইরের কোলাহল শুনতে পেলো সে, মনে হ'লো অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যে ভাসছে তার শরীর, সময় থেকে গেছে নাকি বয়ে চলেছে ধারণা নেই। মনের ভয় দূর হয়ে গেলো, শারীরিক কষ্ট অনুভব করলো না।

এই দুর্দশার মধ্যে কতোক্ষণ কেটেছে জানে না, আরেকটা লাথি খেয়ে সচেতন হ'লো ভিকি। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে। বুঝতে পারলো, বাইরে লোকসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হলো, কয়েক হাজার লোক একযোগে কী যেনো একটা দাবি জানাচ্ছে। একন লোক টেনে তুললো তাকে, এতোক্ষণে সে দেখলো গার্ডের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। তাদের দু'জন তর শরীরে হাত দিলো, বাকি একজন মেঝেতে ব'সে ছুরি দিয়ে কেটে দিলো গোড়ালির বাঁধন। সিধে হ'লো লোকটা, ভিকির হাতের বাঁধনও কেটে দিলো সে। পিঠ আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকি দু'জনের হাত গা থেকে খসাতে চেষ্টা করলো সে, পরমুহূর্তে অনুভব করলো হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়ে যাচ্ছে সে।

কিন্তু না, তাকে পড়তে দেয়া হ'লো না। তিনজন লোক নিজেদের হাতের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলো তাকে, টেনে নিয়ে চললো দরজার দিকে।

কুঁড়ে ঘরের সামনে সরু রাস্তাগুলো গালাদের ভিড়ে ঢাকা পড়ে আছে। দোরগোড়ায় ভিকিকে দেখামাত্র কুৎসিত চেহারাগুলো সামনের দিকে ঝুঁকলো ভালো করে দেখার জন্যে। চারদিকে ধোঁয়া আর অসংখ্য মশাল, গার্ডদের কর্কশ নির্দেশে ভিড় সামান্য একটা ফাঁক হলো, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে ভিকিকে টেনে নিয়ে চললো তারা। চারপাশের ভিড় থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো গালারা। চারদিক থেকে ছুটে এলো বর্বরদের লোভী হাত, হাসতে হাসতে হাতের লাঠি দিয়ে সেগুলো ঠেকালো গার্ডরা। চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না ভিকি, এখনো তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা। রেলওয়ের উঠনে ঢুকলো ভিড়টা, পাশ কাটালো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে থাকা লাশগুলোকে। এরা সবাই গুদামের ভেতর শুয়ে ছিলো, নিজের হাতে এদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে ভিকি। খুন করার পর প্রতিটি লাশের গা থেকে কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়েছে গালারা।

গোটা উঠানে কয়েক শো মশাল জ্বলছে। গুদামের বারান্দার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় মোটা গদির ওপর বসা লোকটাকে চিনতে পারলো ভিকি। সরীসৃপের মতো ঠাণ্ডা চোখ ঢুলঢুলু। গায়ের চামড়ার নিচে মাংস যেনো নরম কাদা, কখনো যেনো রোদে বেরোয় নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মতো লালচে। প্রথমবারের মতো, এবারও লোকটা যে শুধু ভিকির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘনঘন দৃষ্টি বুলালো তাই নয়, বুকের ওপর আর তলপেটের নিচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো। ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো ভিকির সারা শরীর। কিন্তু রাস কুল্লাহ কেনো ওখানে গদির ওপর ব'সে আছে বুঝতে পেরে ঘৃণা বা রাগ নয়, আতংকে কাঁপতে শুরু করলো সে। বারান্দাটা উঁচু, বন্দিনীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপযোগ করার জন্যে দু'পাশে দুই গাভীকে নিয়ে বসেছে রাস কুল্লাহ।

নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো ভিকি, ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। কিন্তু টেনে-হিঁচড়ে সামনে আনা হ'লো তাকে, তারপর তিনজন মিলে শূন্যে তুলে ফেললো।

দেড় মানুষ উঁচু অসম্ভব ভারি তিনটে গালা বল্লম মাটিতে গেঁথে একটা তেপায়া তৈরি করা হয়েছে, ইস্পাতের তৈরি ডগাগুলো এক করে বাঁধা হয়েছে দেখতে। তিনজনের সাথে পারলো না ভিকি, তার পা আর হাত টেনে ধরা হলো, আবার সে অনুভব করলো কবজি আর গোড়ালি বাঁধা হচ্ছে।

গার্ডরা কাজ সেরে পিছিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ালো ভিড়ের গায়ে, ভিকি দেখলো তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে সে, শরীরের ভারে রশি-বাঁধা কবজি হাড় ভেঙে যাবে ব'লে মনে হলো।

মুখ তুললো ভিকি। সরাসরি তার সামনে, গুদাম ঘরের বারান্দার ওপর, ব'সে রয়েছে রাস কুল্লাহ। চিৎকার করে কী যেনো বললো সে, বুঝলো না ভিকি, আতঙ্ক আর ব্যথায় বিস্ফারিত চোখে তার মোটা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শুধু। মোটা ঠোঁট ফাঁক হলো, বাইরে বেরিয়ে এলো সাপের মাথার মতো কালো জিভের ডগা, ঠোঁট চাটলো।

তারপর হঠাৎ খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলো রাস কুল্লাহ, দুই কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো দু'পাশে বসা যুবতীদের পাঁজরে।

মেয়ে দুটো উঠানে নেমে এলো, বহুরঙা সিল্ক পোশাক মশালের আলোয় ঝলমল করছে, আলোর দ্যুতি ছড়চ্ছে গা-ভর্তি গহনা।

যেন আগেই মহড়া দেয়া ছিলো, ঝুলন্ত ভিকির দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। তাদের চেহারা ভাবগম্ভীর, চোখ ঢুলুঢুলু, হাবভাবে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা, দৃষ্টিতে ফুটে আছে প্রায় পবিত্র একটা আলো।

তারা যখন হাত তুলে ওকে স্পর্শ করতে গেলো, চমকে উঠে ভিকি দেখলো তাদের হাতে ছোটো দুটো ছুরি রয়েছে। ভয়ে চিৎকার করতে চাইলো সে, কিন্তু গলা থেকে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুলো। মোচড় খেলো ভিকি, ঘাড় আর মাথা অসম্ভব বাঁকা করে ছুরির পলাটা দেখার চেষ্টা করলো।

দক্ষ হাতে, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে ভিকির গা থেকে কাপড়গুলো কেটে নামিয়ে নিলো তারা। গলার কাছে ব্লাউজের কিনারায় ছুরির ডগা ঠেকিয়ে নামিয়ে আনলো নিচের দিকে। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার ফাঁক হয়ে গেলো, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো দুধ-আলতা রঙের বুক। ঘ্যাচ করে আরেক পোঁচে স্কার্টটা কেটে ফেললো, শুকনো পাতার মতো খসে পড়লো সেটা কোমর থেকে।

হাততালি দিলো রাস কুল্লাহ। কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো গালারা। কিন্তু তারপরই আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো উঠানে। সবাই অধীর আগ্রহের সাথে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কারো চোখে পলক নেই, এমন সুন্দর আর উত্তেজনাকর দৃশ্য থেকে মুহূর্তের জন্যের কেউ বঞ্চিত হ'তে চায় না।

সামনের দিকে মাথা নোয়ালো ভিকি, চুলগুলো ঢেকে দিলো তার কান্না ভেজা মুখ।

যুবতীদের একজন সরে এলো, দাঁড়লো ভিকির সরাসরি সামনে। হাত তুললো সে। ছুরির ফলাটা ঠেকালো ঠিক গলার নিচে সাদা চামড়ায়। ওখানে একটা শিরা ফাঁদে পড়া ক্ষুদে প্রাণীর মতো লাফাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অসহ্য রকম মন্থরগতিতে, ছুরির ফলাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করলো।

ভিকির গোটা শরীর ঝাঁকি আর মোচড় খেতে লাগলো, হাত আর পা আড়ষ্ট, পিঠ এমন বাঁকা হয়ে উঠলো যে মসৃণ ফর্সা ত্বকের নিচে থেকে মাথাচাড়া দিলো প্রতিটি পেশি।

পিছন দিকে নিক্ষিপ্ত হ'লো তার মাথা, নিষ্পলক চোখ বিস্ফারিত, খোলা মখ মস্ত হাঁ হয়ে আছে, গলার ভেতর থেকে রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে এলো।

যুবতী গালার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে সে তার কাজে ব্যস্ত। ফোলা কিন্তু টানটান স্তন জোড়ার মাঝখান দিয়ে নামিয়ে আনলো সে ছুরির ফলাটা। ধারালো ডগা সাদা চামড়ায় অগভীর রেখা তৈরি করছে, উজ্জ্বল লাল একটা সরলরেখা দীর্ঘ হ'লো প্রতি মুহূর্তে।

উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা, তাদের চাপা গর্জন অনেকটা যেনো দূর থেকে ভেসে আসা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো, দ্রুত কাছে সরে আসছে। তাদের সাথে হাসছে রাস কুল্লাহ, কিন্তু তার সে হাসি কেউ শুনতে পাচ্ছে না। গদির কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। তার চোখ পাথরের মতো চকচক করছে, ফাঁক হয়ে আছে ভিজে ঠোঁট।

একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটলো। স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে রূপকথায় শোনা দৈত্যের মতো ধেয়ে এলো কুৎসিতদর্শন প্রিসিলা, এক পলকে ঢুকে পড়লো মশালের লালচে আলোর ভেতর। এক সেকেণ্ড আগেও আর্মারড কারের শব্দ শুনতে পায় নি কেউ–জনতার সম্মিলিত চিৎকারে সেটা চাপা পড়ে ছিলো।

ইস্পাতের ভারি খোল, পুরনো বেন্টলি এঞ্জিনের ঘাড়ে চেপে, ঝাঁপিয়ে পড়লো নিশ্চিদ্র ভিড়ের গায়ে। মাংস আর হাড়ের নিরেট পাঁচিলটাকে বাধা ব'লে মানলো না প্রিসিলা, ক্ষেত জুড়ে খাড়া হয়ে থাকা আখের ওপর দিয়ে যেনো ছুটলো একটা বুলডোজার। গতি এতোটুকু মন্থর না করে ভিড়ের ভেতর দিয়ে নিজের পথ করে নিলো

আর্মারড কার, নাক বরাবর সোজা এগেলো ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে বল্লমের তৈরি তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে ভিকি কেমবারওয়েল।

প্রিসিলার সাথে এই মুহূর্তে, অন্ধকার গুদামঘরের দোরগোড়া থেকে বারান্দায় পা রাখলো গ্যারেথ সোয়েলস্, রাস কুল্লাহ যেখানে ব'সে আছে ঠিক তার পিছনে।

আহত হাতের ভাঁজে দখল করা ইতালিয়দের রাইফেল, সেটার বাঁট কাঁধে না তুলেই গুলি করলো সে।

গালা যুবতীর ছুরি ধরা হাতের কনুই চুরমার করে দিলো বুলেট, শুকনো সরু ডালের মতো মট করে ভেঙে গেলো হাতটা, অনুভূতিহীন আঙুল থেকে উড়ে গেলো ছুরিটা। তার চিৎকার তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো বাজলো কানে, আছাড় খেয়ে পড়লো সে ভিকির পায়ের কাছে কাদার ওপর।

দ্বিতীয় যুবতীয় শরীরে যেনো বিদ্যুৎ খেলে গেলো। এক লাফে ভিকির সামনে চলে এলো সে, ডান হাতটা পিছিয়ে গেলো ঠিক যেনো ছোবল মারতে উদ্যত একটা কেউটের মাথার মতো, ছুরিটা সে তাক করলো ভিকির হৃৎপিণ্ডের দিকে। তার চোখ জ্বলছে, নাকের ফুটো ঘনঘন বড় হচ্ছে। ছুরি ধরা ডান হাত ছুটে গেলো, হাতল পর্যন্ত ডেবে যাবে নরম মাংসের ভেতর–রাইফেল মাজল চুল পরিমাণ ঘুরিয়ে আবার ফায়ার করলো গ্যারেথ।

ভারি বুলেট তার তামাটে কপালের ঠিক মাঝখানে ঢুকলো। সদ্য তৈরি কালো গর্তটাকে মনে হ'লো তৃতীয় একটা চোখের খালি কোটর, পিছন দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো মাথা।

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, বোল্ট টেনে আবার রাইফেল মাজল সামান্য ঘোরালো গ্যারেথ। কিন্তু রাস কুল্লাহ মোচড় খেয়ে পিছন দিকে তাকালো, গদিগুলো আঁকড়ে ধ'রে সামনে তোলার চেষ্টা করছে সে, আড়াল পেতে চায়। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে, ঘড়ঘড়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। রাইফেল মাজলটা আস্তে করে ঢুকে গেলো মুখের ভেতর। তৃতীয়বার গুলি করতেও ইতস্তত করলো না গ্যারেথ।

ঘাড়ের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেলো বুলেট, গর্তটায় মুঠো পাকানো একটা হাত অনায়াসে ঢুকে যাবে। বারান্দা থেকে উঠানে পড়ে বোবা ব্যাঙের মতো লাফাতে লাগলো রাস কুল্লাহ।

লাফ দিয়ে তাকে টপকালো গ্যারেথ, নেমে এলো উঠনের মাটিতে। মাথার ওপর তলোয়ার খাড়া করে ছুটে এলো একজন গালা। রাইফেল না তুলে আবার গুলি করলো গ্যারেথ, লাশটা টপকে স্থির হ'লো ভিকির পাশে, সেই মুহূর্তে ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো প্রিসিলা, হাচ গ'লে টারিটে উঠলো জেক, হাতে হারারি ড্যাগার নিয়ে লাফ দিলো।

ওদের মাথার ওপর, টারিটে বসে, ভিকার্স মেশিনগান ঘোরাচ্ছে সারা। একনাগাড়ে, কোনো বিরতি ছাড়াই, গুলি ছুঁড়ছে সে। আতংকে অস্থির গালারা অন্ধকারের ভেতর যে যেদিকে পারলো ছুটলো, পিছনে ফেলে গেলো অগণিত লাশ।

ভিকির হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে দিলো জেক, সামনের দিকে ঢলে জেকের বুকে পড়লো সে, দু'হাত দিয়ে তাকে ধ'রে ফেলরো জেক।

ঝুঁকলো গ্যারেথ, ভিকির ছেঁড়া কাপড়গুলো এক করে তুলে আহত বগলের নিচে রাখলো। 'এবার বোধহয় ফেরা উচিত, ওল্ড সন?' দরাজ গলায় প্রশ্ন করলো সে। 'আমার ধারণা এখানে আর কোনো মজা নেই।' দু'জন ধরাধরি করে ভিকিকে তুলে দিলো ওরা প্রিসিলার টারিটে।

কাউন্ট আলদো বেলিনির স্বপ্নিল ঘুম ভাঙলো ড্রামের শব্দে। সটান উঠে বসলো সে ট্যাংকের শক্ত মেঝেতে। চোখ বড় বড়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। পিস্তলটা পাবার জন্যে উন্মাদের মতো হাতড়াতে লাগলো অন্ধকারে।

'জিনো!' প্রায় কেঁদে ফেললো কাউন্ট, ড্রামের শব্দ তার বুকে হাতুড়ি ঠুকছে। 'জিনো!' কিন্তু সার্জেন্ট জিনোর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

দ্রিমদ্রিম শব্দটা পাগল করে তুললো তাকে। দু'হাতে কান চাপা দিলো, কিন্তু তবু শুনতে পাচ্ছে, শব্দের সাথে কাঁপছে ট্যাংকের খোল, কাঁপছে তার গোটা অস্তিত্ব। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো, জানে না কোথায় যাচ্ছে। এক সময় পিছনের হ্যাচ ঠেকলো হাতে, সেটা খুলে বাইরে মাথা বের করলো সে। 'জিনো!'

এবার সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেলো। খর্বকায় সার্জেন্ট ট্যাংকের জোড়া স্টীল ট্র্যাক-এর মাঝখানে পাথুরে মাটির ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কাউন্টের ডাক শুনে মুখ থেকে কম্বল সরালো সে, কাউন্ট শুনতে পেলো জিনোর দাঁতগুলো সচল টাইপরাইটারের মতো শব্দ করছে।

'ড্রাইভারকে পাঠিয়ে এই মুহূর্তে খবর দাও মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানিকে।'

'এই মুহূর্তে।'

কম্বল গায়ে নিয়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো জিনো, কয়েক মিনিট পর এমন হঠাৎ করে আবার উদয় হ'লো সে যে আঁতকে উঠে তার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করলো কাউন্ট।

'এক্সেলেন্সী!' করুণা ভিক্ষা করলো জিনো।

'গাধার লেজ!' খেঁকিয়ে উঠলো কাউন্ট, আতংকে খসখসে তার কণ্ঠস্বর। 'আরেকটু হলেই তো খুন হয়ে যাচ্ছিলে–জানো না, পিতার মতো ক্ষিপ্র আমি?'

'এক্সেলেন্সী, আমি কি ট্যাংকের ভেতর ঢুকতে পারি?'

অনুরোধটা এক মুহূর্ত বিবেচনা করলো কাউন্ট, তারপর ধীর ধীরে মাথা নাড়লো সে। 'আগে আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দাও।' কিন্তু কফি যখন এলো, কাউন্ট বিমর্ষ দৃষ্টিতে দেখলো ড্রামের শব্দ তার নার্ভের এমনই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে যে,

মগটা হাত দিয়ে ধ'রে রাখতে পারছে না সে, মগের কিনারা দাঁতের সাথে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে।

'ছাগলের মুত বানিয়ে এনেছো!' মারমুখো হ'লো কাউন্ট, জিনোকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়, যাতে সে দেখতে না পায় তার হাত কাঁপছে। 'এ তো বিষ! আমাকে খুন করার ফন্দি!' কফিসহ মগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিখাদের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানির বিশাল দেহ।

'যোদ্ধারা এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, মাই কর্নেল,' ভারি গলায় বললো সে। 'আর পনেরো মিনিট পর দিনের আলো ফুটলে...।'

'গুড। গুড।' তাকে থামিয়ে দিলো কাউন্ট, ড্রামের শব্দ এড়াবার বুদ্ধি বের করে ফেলেছে সে। 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবো। জেনারেল ফাদের সাথে জরুরি একটা বিষয়ে পরামর্শ...।'

'চমৎকার, মাই কর্নেল,' এবার মেজরই বাধা দিলো তাকে। 'আমার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে, শত্রুপক্ষের বিরাট একটা দল পাহাড় টপকে আমাদের পিছনে, ডানাকিল মরুভূমিতে পৌঁছেছে। আপনি গিরিখাদ থেকে বেরুবার সাথে সাথে, সম্ভাবনা আছে তাদের সামনে পড়ে যাবেন।' ইতিমধ্যে কাউন্টকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুযোগ হয়েছে মেজরের, জানে কী রোগের কী দাওয়াই। 'আপনার সাথে ছোটো একটা এসকর্ট থাকবে, কিন্তু তাতে কী, আপনি একাই তো একশো–শত্রুদের দলটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আমি সিরিয়াসলি ভাবছি,' গলায় অপ্রত্যাশিত জোর ফুটিয়ে বললো কাউন্ট, 'আমার মনটা সন্তানতুল্য সৈনিকদের মাঝখানে রয়ে যাচ্ছে কিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা সময়ও আসে যখন মাথার কথা না শুনে, শুনতে হয় হৃদয়ের কথা। এবং তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ক্যাস্তেলানি–রক্তে আমার যুদ্ধ করার নেশা জাগছে।

'শুনে ধন্য হলাম, মাই কাউন্ট।'

'আমি এই মুহূর্তে অ্যাডভান্স করবো,' ঘোষণা করলো কাউন্ট, পিছনে শত্রুপক্ষের বিরাট দল আছে শুনে সামনে পালাতে চাইছে সে। 'সাহসী যোদ্ধারা ভোর হবার অপেক্ষায় ব'সে থাকে না, বুঝলে?

প্রস্তুতি নিতে নিতে ক্ষীণ আলো ফুটলো আকাশে, আর সেই সাথে অকস্মাৎ থেমে গেলো ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। আকস্মিক নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো বাজলো কাউন্টের কানে, মুখ তুলে গিরিখাদের ওপর দিকে তাকালো সে।

ধীরে ধীরে নতুন একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়লো স্তব্ধ বাতাসে। রাতের আকাশে পাখির ডানা ঝাপটানোর মতো, অথচ সম্পূর্ণ অচেনা। তারপর আরেকটা শব্দ যোগ হলো,

ক্ষীণ কিন্তু পরিষ্কার–বহুকণ্ঠের সম্মিলিত লু-লু। যেনো কয়েক শো লোক একসাথে আওয়াজ করছে।

'মাতা মেরী, যীশু, যীশুর বাপ!' ভয়ে আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো কাউন্ট।

প্রথমে মনে হ'লো পাথরের ধস নেমে আসছে। সেই সাথে লুলু ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো পাথর, মাটি, পাহাড় প্রচীর, ট্যাংকে আর কাউন্টের গোটা শরীর। তারপর চেনা গেলো আকৃতিগুলো–পাথর নয়, মানুষের ঢল।

ক্যাস্তেলানি, তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবো!' চিৎকার করলো কাউন্ট। 'তুমি না বলেছিলে শত্রুপক্ষ হামলা করবে না?' কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেলো মেজর ক্যাস্তেলানির কর্কশ কমান্ডে। পরমুহূর্তে সামনের লাইনে থেকে গর্জে উঠলো মেশিনগানগুলো।

হারারি যোদ্ধারা ঘরভাঙা পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে গিরিখাদে। দলে দলে,শয়ে শয়ে নেমে আসছে তারা। ঢেউ খেলানো গমের ক্ষেত যেন, আলাদাভাবে কাউকে চেনার উপায় নেই। লাশের ওপর জমা হ'তে লাগলো লাশ, তবু তাদের অগ্রযাত্রায় বিরাম নেই। মুষলধারে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে, ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে জনারণ্য, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় সারি, চোখের পলকে লাশে পরিণত হচ্ছে সবাই, তাদেরকে টপকে এগিয়ে আসছে আরেক দল।

অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা আতংক ভুলিয়ে দিলো কাউন্টকে। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকলো সে। বুলেট বৃষ্টি এড়িয়ে শত্রুরা সামনে বাড়তে পারছে না, তবু দু'একজন কিভাবে যে ফাঁক-ফোকর গ'লে একেবারে সামনে চলে এলো কেউ বলতে পারবে না। মেজর ক্যাস্তেলানির নির্দেশে তৈরি কাঁটাতারের বেড়ার সামনে পৌঁছেও থামলো না তরা, ধারালো তলোয়ার দিয়ে তার কাটার চেষ্টা করলো।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে যারা পৌঁছুলো তাদের বেশিরভাগই মারা গেলো প্রথম সারির ইতালিয়দের ট্রেঞ্চের সামনে। একটা করে রাইফেল গর্জে ওঠে, একজন করে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেলো, ফাঁক গ'লে ভেতরে ঢুকছে দু'একজন হারারি–মৃত্যুকে তারা বরণ করলো বোয়োনেট বুকে নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জন হারারি, মাটির সাথে সমান হয়ে গেলো বেড়াটা, সেই সাথে মাথায় রাইফেলের বুলেট নিয়ে বেড়ার ওপরই মুখ তুবড়ে পড়লো তারা। পরমুহূর্তে তাদেরকে টপকে ছুটে এলো তিনজন।

তিনজনের নেতৃত্বে রয়েছে কংকালসদৃশ্য এক বৃদ্ধ। সাদা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। মাথায় কোনো চুল নেই, খুলিটা কামানের গোলার মতো চকচক করছে। ঘামের ভেজা মুখে সাদা ধবধবে দাঁত মুক্তোর মতো ঝলমলে। শুধু একটা তলোয়ার বহন করছেন তিনি, অস্বাভাবিক লম্বা আর চওড়া সেটা, মাথার ওপর অনায়াসে বনবন করে ঘোরাচ্ছেন, মেশিনগান আর রাইফেলের বুলেটগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পাহাড়ী ছাগলের মতো ক্ষিপ্রতার সাথে প্রতি মুহূর্তে লাফ দিয়ে জায়গা বদল করছেন।

তাঁকে অনুসরণ করছে দু'জন হারারি, তাদের হাতে মান্ধাতা আমলের রাইফেল। ছুটে আসছে তারা, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, তাদের লু-লু চিৎকার চাপা পড়ে গেলো রাস গোলামের রণহুংকার।

দলটাকে টার্গেট করে গর্জে উঠলো একটা মেশিনগান। ধরাশায়ী হ'লো সঙ্গী দু'জন, কিন্তু তালগাছের দৈর্ঘ্য নিয়ে আগের মতোই লাফাতে লাফাতে ছুটে এলেন রাস গোলাম।

হতভম্ব কাউন্ট যেনো তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার পাশ থেকে একটা মেশিনগান গর্জে উঠলো, এবার রাস গোলাম সামান্য একটু হোঁচট খেলেন। কাউন্ট দেখলো, বুলেট লেগেছে, টার্গেটের ঢোলা আলখাল্লা থেকে মিহি ধুলো উড়লো, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো খানিকটা কাপড়, সেই সাথে তাঁর বুকের কাছে ফুটলো লাল রঙ। অথচ এখনো আগের মতোই ছুটে আসছেন তিনি, এখনো তাঁর গলা থেকে রণহুংকার বেরুচ্ছে, লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলেন প্রথম সারি, নাক বরাবর সোজা এক লাইনে দাঁড়ানো ট্যাংকগুলোর দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি যেনো পরম শত্রুকাউন্ট বাহিনীকে চিনতে পেরেছেন, তাকেই বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতা হরণকারীদের অন্যতম হিসেবে। কাউন্টের মনে হলো, একা শুধু তার প্রতিই আক্রোশ নিয়ে ছুটে আসছে লোকটা। লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর, তবু বাতাসে অনবরত শিস তুলছে তলোয়ারের ফলা। হোঁচট খাচ্ছেন তিনি।

মেশিনগানের শেষদফার বুলেটগুলো আঘাত করলো তাঁকে, তাঁর হাত থেকে খসে পড়লো তলোয়ার। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেলো, মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তারপরও ক্রল করে এগোলেন, তাকিয়ে আছেন মুখ তুলে সরাসরি কাউন্টের চোখে। চিৎকার করে কী যেনো বলতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, কিন্তু আওয়াজের বদলে সাদা দাঁত ডুবে গেলো মুখভরা তাজা রক্তে। গলগল করে রক্তবমি করলেন তিনি। ক্রল করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকের সামনে পৌঁছে গেলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন কাউন্টের দিকে, কাউন্ট তার বেরটা তাক করলো রাস গোলামের মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু আঙুল অসাড় হয়ে গেছে, ট্রিগার টানতে পারলো না।

চোখ বন্ধ করলো কাউন্ট, অনেক চেষ্টা করে এক এক করে পরপর ছ'টা গুলি করলো সে। ছ'ফুট দূরে ছ'বার ঝাঁকি খেলেন রাস গোলাম।

এক মিনিট পর চোখ মেললো কাউন্ট। কৃত্রিম দাঁত মুখ থেকে খসে পড়েছে রাস গোলামের। সেদিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। তার শরীর কাঁপছে। রাস গোলাম এখনো তাকিয়ে আছেন তার দিকে, চোখের স্থির মণিতে প্রাণ নেই।

কাউন্টের পাশে এসে দাঁড়ালো মেজর ক্যাস্তেলানি। ঘোষণা করলো, 'গিরিখাদ শত্রুমুক্ত হয়েছে, সারডির পথ সম্পূর্ণ খোলা। তার নির্দেশে একযোগে বেজে উঠলো কয়েকটা বিউগল, ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলো ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনী। স্টার্ট নিলো ট্যাংকগুলো।

কমান্ড ট্যাঙ্কের পথের উপর পরে রইলো প্রাচীন হারারি যোদ্ধার লাশ, যাবার সময় মাটির সাথে পিষে দিয়ে গেলো তাকে স্টিলের চাকাগুলো। যেনো কোনো নেড়ি কুত্তার শবদেহ ওটা। সারডি গিরিখাদ ধ'রে ডেসি রোডের উদ্দেশ্যে চলেছে কর্নেল কাউন্ট আলদো বেলিনি।

গিরিখাদের ঠিক ঠোঁটের কাছে বিশাল গ্র্যানিট পাথর সাজিয়ে উঁচু পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, আর্মারড কলাম দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনী এগিয়ে এলো পাঁচিল ভাঙার কাজে। পাঁচিলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে বাসটা আর হারারি বাহিনীর কিছু যোদ্ধা, অকস্মাৎ মাথা তুলে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লো তারা।

আতংকে অস্থির হয়ে দলে দলে পিছিয়ে আসতে শুরু করলো ইতালিয়রা, বেশিরভাগ পড়ে গেলো পাঁচিলের কাছাকাছি গর্তের ভেতর, পাঁচিলের ওপর থেকে ছুটে এলো ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ট্যাংকের সামনে কয়েক শো লোক ছুটোছুটি করছে, গানাররা সাহস করে গুলি ছুঁড়তে পারলো না।

পরপর তিনবার, গোটা সকাল ধরে, পাঁচিলের কাছ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হ'লো ইতালিয়দেররা। কামানের গোলা চুঁড়েও পাঁচ ফুট চওড়া গ্র্যানিট পাথরের তৈরি পাঁচিলের তেমন কোনো ক্ষতি করা গেলো না।

অঘোষিত যুদ্ধবিরতি শুরু হবার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি ব'সে রয়েছে জেক আর গ্যারেথ, বিশাল গ্র্যানিট পাথরে হেলান দিয়ে। দু'জনেই ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেক।

'আমি নীল দেখছি।' পাহাড় চূড়ার মাথায় এখনো রয়েছে মেঘ, তবে শুকনো মরু বাতাসে ভেসে যাচ্ছে দ্রুত, মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে, ফাঁকের ভেতর নীল আকাশ, পরমুহূর্তে ফাঁকটা পূরণ করছে ঘন মেঘের ভেলা।

হঠাৎ উজ্জ্বল এক ঝলক রোদ গোটা উপত্যকা আলোকিত করে তুললো, ছায়া সরে যাওয়ায় সবুজ রঙ নিয়ে হেসে উঠলো যেনো পাহাড়গুলোর ঢাল।

'জীবন ভারি সুন্দর!' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

ঘড়ি দেখলো জেক। 'এগারোটা সাত। আর একটু পরই রেডিও মেসেজ পাঠাবে ওরা, আকাশ খালি হয়ে গেছে। পাইলটরা ককপিটে ব'সে আছে, এখানে পৌঁছুতে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে ওদের।'

সিধে হয়ে বসলো গ্যারেথ, অক্ষত হাতটা দিয়ে চুল সরালো কপাল থেকে। 'এক ভদ্রলোকের কথা জানি, ওরা যখন আসবে, তিনি তখন এখানে থাকবেন না।'

'দু'জন ধরো,' একমত হ'লো জেক।

'আমাদের কাজ শেষ, ওল্ড চ্যাপ। যতোটুকু করার করেছি আমরা। দু'চার মিনিট এদিক-ওদিক হলে চকলেট মিখায়েল খিটমিট করবে ব'লে মনে হয় না। বম্বারগুলো যখন আসবে, দুপুর হ'তে বাকি থাকবে বড় জোর ওই দু'চার মিনিটই।'

'বেচারা যোদ্ধাদের কী হবে?' পাথুরে পাঁচিলের নিচে ওদের সাথে যারা ব'সে রয়েছে তাদের দিকে হাত তুলো জেক। সংখ্যায় তারা কয়েক শো হবে, রাস গোলাম বাহিনীর অবশিষ্টাংশ।

'বম্বার আসার শব্দ পেলেই ছুটবে ওরা, অনুমতি দিয়ে রাখো।'

'ব্যাখ্যা করে বোঝাবে কে?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'যাই, সারাকে ডেকে আনি,' ক্রল করে এগোলো গ্যারেথ, পাঁচিলের গা ঘেঁষে, কারণ পাহাড়ের মাথায় ইতালিয়দের স্নাইপাররা ব'সে আছে।

পাঁচশো গজ পিছনে ভাঁজবহুল মাটির ওপর চারপাশে কর্কশ ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিসিলা, ওটাকে আড়াল করে রেখেছে কয়েকটা সীডার গাছ, রাস্তার পাশে।

একবার চোখ বুলিয়েই গ্যারেথ বুঝতে পারলো উদ্ধার করার সময় যে নড়বড়ে ভাবটা ছিলো তা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে ভিকি, তবে চেহারা এখনো ম্লান আর ক্লান্ত, পড়নের ছেঁড়া কাপড়ে শুকনো রক্ত আর মাটির দাগ। কেবিনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে দেখে মুখ তুলে তাকালো।

'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, খোলা পিছনের দরজা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো সে। দুটো বুলেট খেয়েছে গ্রেগোরিয়াস, গিরিখাদ থেকে তাকে তুলে এনেছে বিশ্বস্ত দু'জন হারারি।

'সেরে উঠবে ও, আমার ধারণা,' বললো ভিকি।

চোখ খুলে ফিসফিস করলো গ্রেগোরিয়াস।

'মেজর গ্যারেথ—হ্যাঁ, সেরে উঠবো আমি।'

'উঠতেই হবে, তা না হলে পাওনা শাস্তিটা ভোগ করবে কে? তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু হামলা করার দায়িত্ব দিই নি।'

'মেজর সোয়েলস্!' ঝট্ করে মুখ তুললো সারা, মায়ের মমতা নিয়ে গ্রেগোরিয়াসকে রক্ষা করতে চাইলো। 'বীরত্ব আর সাহসের চরম নিষ্ঠা দেখিয়েছে...।'

'ঈশ্বর! সাহসী আর সৎ মানুষদের কবল থেকে রক্ষা করো আমাকে!' হাঁপিয়ে উঠলো গ্যারেথ, 'দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলার জন্যে ওরাই দায়ী।' সারা আবার তার ওপর ঝাল ঝাড়ার সুযোগ পেলো না, ব'লে চললো গ্যারেথ, 'আমার সাথে চলো দেখি, কিছু অনুবাদ কর্ম সারতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেগোরিয়াসকে ছেড়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো সারা। বেরিয়ে এলো ভিকিও, ইস্পাতের খোলের পাশে গ্যারেথের কাছাকাছি দাঁড়ালো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ভালো তো?'

'নেভার বেটার,' ভিকিকে আশ্বস্ত করলো সে, কিন্তু ভিকি দেখলো গ্যারেথের চেহারায় অস্বাভাবিক একটা রঙ ফুটে উঠেছে, চোখে যেনো কিসের একটা নেশা নেশা ভাব।

ঝট করে হাত বাড়ালো ভিকি, গ্যারেথ বাধা দেয়ার আগেই তার আহত হাতটা ধ'রে ফেললো। বেলুনের মতো ফুলে আছে ওটা। চামড়ার রঙ হয়েছে সবুজাভ লালচে, সামনের দিকে ঝুঁকতেই পুঁজের তীব্র গন্ধ পেলো ভিকি। উদ্বেগের সাথে হাত তুলে গ্যারেথের কপাল স্পর্শ করলো সে।

'সর্বনাশ! গ্যারেথ, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!'

'প্রেম আর আবেগ, ওল্ড গার্ল। তোমার চাঁপা কলার মতো আঙুলের স্পর্শ পেয়েই...।'

'হাতটা দেখতে দাও আমাকে,' জেদ ধরলো ভিকি।

'না দেখাই ভালো।' ভিকির চোখে চোখ রেখে, ঠোঁট টিপে হাসলো গ্যারেথ। 'কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না, কি? সভ্য জগতে না ফেরা পর্যন্ত কারো কিছু করার নেই।'

'গ্যারেথ...।'

'ওখানে পৌঁছে, মাই ডিয়ার লেডি, তোমাকে বড় এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেবো আমি, তারপর খবর পাঠাবে পাদ্রিকে।'

'গ্যারেথ, সিরিয়াস হও।'

'এতো সিরিয়াস কখনো ছিলাম না।' অক্ষত হাতটার আঙুল দিয়ে ভিকির চিবুক স্পর্শ করলো গ্যারেথ। 'ওটা বিয়ের একটা প্রস্তাব ছিলো,' বললো সে। ভিকি অনুভব করলো তার আঙুলের ডগা আগুনের মতো গরম।

'গ্যারেথ! ওহ্ গ্যারেথ!'

'ধরে নিলাম তুমি বলছো–থ্যাংকস, কিন্তু না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ভিকি, কথা বলতে পারলো না।

'জেক?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, আবার মাথা ঝাঁকালো ভিকি।

'কী জানো, আরো ভালো কাউকে পেতে পারতে তুমি। যেমন, আমাকে।' তারপরই নিঃশব্দে হাসলো সে, কিন্তু তাতানো শরীর থেকে ব্যথা আর বিষাদ অদৃশ্য আঁচের মতো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। 'আবার, আরো অনেক খারাপ কেউ কপালে জুটে যেতে পারতো। যেমন, আমি।' পরমুহূর্তে ঝট করে সারার দিকে ফিরলো সে, খপ্ করে তার কানুইয়ের ওপরটা খামছে ধরলো। 'চলে এসো, মাই ডিয়ার।' হাঁটতে শুরু করে কাঁধের ওপর দিয়ে ভিকির দিকে তাকালো। 'বম্বার আসছে শুনতে পেলেই ফিরে আসবো আমরা। ছোটার জন্যে তৈরি থেকো।'

'কোথায়?'ওদের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

'এখনো জানি না।' হেসে উঠলো গ্যারেথ। 'তবে চিন্তা করো না, নিরিবিলি একটা জায়গা ঠিকই আমরা খুঁজে নেবো।'

প্রথম শুনতে পেলো জেক, এতো দূরে যে ঝিমানো দুপুরে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন ব'লে মনে হলো। প্রায় সাথে সাথে মিলিয়ে গেলো আওয়াজটা, ভেসে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো পাহাড় প্রাচীর।

'আসছে ওরা,' বিড়বিড় করলো জেক, যেনো সায় দিয়েই একটা শেল বিস্ফোরিত হ'লো পাঁচিলের অপরদিকে, গিরিখাদের এক মাইল পিছনে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ইতালিয়দের কামান। হলুদ ধোঁয়ার মোটা একটা স্তম্ভ পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে রোদ জ্বলা বাতাসে উঠে গেলো।

'মুভ!' গর্জে উঠলো গ্যারেথ, কমান্ড হুইসেলটা ঠোঁটে তুলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করলো কয়েকবার।

পাঁচিল ঘেঁষে ছুট দেয়ার আগে জেক আর গ্যারেথ নিশ্চিত হয়ে নিলো রাসটা আর হারারিরা সবাই সীডার জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। জঙ্গল আর পাঁচিলের মাঝখানে উপত্যকায় কেউ নেই। ট্রেঞ্চগুলোও খালি। এবার নিজেরাও ওরা উপত্যকায় বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে বোমারুগুলো একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছে।

একটু থেমে গ্যারেথের অক্ষত হাতটা ধরলো জেক। 'দৌড়াতে অসুবিধে হচ্ছে?'

মাথা নাড়লো গ্যারেথ, জেকের সাথে তাল মিলিয়ে আরো জোরে পা চালালো, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো একবার পিছন দিকে। দেখাদেখি জেকের।

গিরিখাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রথম বোমারু, প্রসারিত কালো ডানা দুটো গোটা আকাশটাকে যেনো ঢেকে ফেলতে চাইছে। পেট থেকে দুটো বোমা খসলো। একটা পিছনে পড়লো, কিন্তু দ্বিতীয়টা আঘাত করলো পাঁচিলে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো ওরা, কেউ যেনো শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারলো ওদেরকে।

আবার যখন মাথা তুললো জেক, দেখলো ধোঁয়া আর আগুনের মাঝখানে পাঁচিলটা ভেঙে গেছে। 'পালাই হে চলো,' গ্যারেথকে টেনে তুললো ও। 'খেল খতম হয়ে গেছে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'ওদের নিচে, কেবিন থেকে চিৎকার করে জানতে চাইলো ভিকি; ড্রাইভারের সিট থেকে জেক বা টারিট থেকে গ্যারেথ, দু'জনের কেউই জবাব দিলো না।

'গাড়ি নিয়ে আমরা যদি সোজা ডেসি রোডে উঠে যাই, অসুবিধে কী?' জানতে চাইলো সারা, সামনে পা মেলে দিয়ে কেবিনের মেঝেতে ব'সে আছে সে, কোলের ওপর গ্রেগোরিয়াসের মাথা। কাপুরুষ গালাদের সাথে না পারার কিছু নেই, ঠিকই একটা রাস্তা করে নিতে পারবো...।'

'গ্যাসের যা অবস্থা তাতে আরো পাঁচ মাইল অনায়াসে যেতে পারবো আমরা।'

'গাড়ি নিয়ে আম্বা সাকাল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়,' প্রায় গোটা দক্ষিণ আকাশ ঢেকে রেখেছে পাহাড়টা, সেদিকে একটা হাত তুলে বললো গ্যারেথ। 'ওখানে গাড়ি ফেলে হেঁটে পাহাড় টপকাতে হবে।'

হ্যাচ গ'লে টারিটে, তার পাশে উঠে এলো ভিকি, দু'জনেই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো আম্বা সাকালের দিকে।

'কিন্তু গ্রেগোরিয়াসের কী হবে? জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

'ওকে আমরা বয়ে নিয়ে যাবো।'

'পাহাড় টপকানো কোনো দিন সম্ভব নয়। চারদিকে, গালারা গিজগিজ করছে।'

'আর কোনো বিকল্প জানা আছে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, মরিয়া হয়ে নিজের চারদিকে তাকালো ভিকি।

গোটা উপত্যকায় একা শুধু প্রিসিলাই সচল বস্তু। পাহাড়ের পাথুরে ঢালগুলো ধ'রে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাসটা আর হারারিরা। প্রিসিলার পিছনে উপত্যকার ঠোঁট পেরিয়ে যেকোনো মুহূর্তে উঠে আসবে ইতালিয়দের ট্যাংক বহর।

হতাশ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুললো ভিকি, চূড়াগুলো ছুঁয়ে অল্প কিছু মেঘ এখনো ইতস্তত করছে। হঠাৎ করে তার সমস্ত মনোবল ফিরে এলো, বদলে গেলো গোটা মেজাজ। চিবুক উঁচু করলো সে, মুখে ফিরে এলো সমস্ত রঙ। দুই চূড়ার মাঝখানের ফাঁকটায় হাত তুললো সে, হাতটা কাঁপছে। 'হ্যাঁ,' উল্লাসে চিৎকার করলো ভিকি। 'বিকল্প একটা জানা আছে আমার। তাকাও! উফ, এখনো তাকাচ্ছো না!'

খাড়াভাবে নামতে শুরু করায় ছোট্ট নীল প্লেনটা রোদে ঝিক্ মিক্ করে উঠলো, দুই চূড়ার মাঝখানে পৌঁছে সিধে করলো ডানা, রঙিন প্রজাপতির মতো ঝলমল করছে গা।

'ইতালিয়দের প্লেন?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ।

'না! না!' দ্রুত মাথা নাড়লো ভিকি। 'ওটা প্রিন্স মিখায়েলের প্লেন। চিনি, আমি চিনি। প্রিন্সকে নেয়ার জন্যে আগেও একবার এখানে এসেছিল।' প্রায় উন্মাদিনীর মতোই হাসছে সে,দামী পাথরের মতো চকচক করছে চোখ। 'প্রিন্স বলেছিল, ওটা পাঠাবে সে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সময় এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছিল সে...।'

'ল্যান্ড করবে কোথায়?' জানতে চাইলো গ্যারেথ।

হ্যাচ গ'লে ড্রাইভারের পাশে নেমে গেলো ভিকি কেমবারওয়েল, পথ নির্দেশ দিয়ে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে নিয়ে চললো গাড়িটাকে। শহরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখলো ঘর-বাড়ি থেকে এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

চোখেমুখে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা সবাই, শুধু গ্রেগোরিয়াস বাদে, খোলা মাঠের কিনারায় প্রিসিলার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা, সেটার সাথে ঘুরছে ওদের মাথা।

'ব্যাটা করছেটা কী!' রাগের সাথে বললো জেক। 'ইতালিয়রা এলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে?'

'লোকটা নার্ভাস,' আন্দাজ করলো গ্যারেথ। 'এখানে কী ঘটছে জানে না। দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে—শহরটা পুড়ছে, আর ট্যাংক। ট্যাংকের সাথে বোধহয় ট্রাংগুলোও ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে গিরিখাদ থেকে।'

ওদের দিকে পিছন ফিরে আর্মারড কারের দিকে ছুটলো ভিকি, টারিটে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়ালো, ঘন ঘন হাত নাড়লো পাইলটের উদ্দেশ্যে।

পরবর্তী চক্করে আরো অনেক নিচে নামলো পুস মথ, ককপিটের পাশের জানালায় পাইলটের মুখ দেখতে পেলো ওরা, ওদের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। তারপর বিধ্বস্ত শহরের ওপর দিয়ে ছুটে এলো প্লেনটা, প্রতি মুহূর্তে নিচে নামলো, প্রিসিলার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাঝখানে ব্যবধান থাকলো মাত্র দশ গজের মতো–টারিটে দাঁড়ানো ভিকিকে ভালো করে দেখে নিলো পাইলট।

ভিকি চিনতে পারলো পাইলটকে, প্রিন্স মিখায়েলকে নিয়ে যাবার জন্যে এই লোকটাই এসেছিল। পাইলটও চিনতে পেরেছে ভিকিকে, ককপিটের ভেতর সহাস্যে হাত নাড়লো সে।

পরের বার মাঠে নেমে এলো হালকা পুস মথ। ছুটে এসে থামলো ওদের সামনে। জানালার কাঁচ সরিয়ে মাথা বের করলো পাইলট, কনজে নিতে পারি, ভারি হলে দু'জনের বেশি নয়। চারদিকে পাহাড়, ওজন বেশিহলে চূড়ায় ধাক্কা খাবো।'

নিমেষের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো জেক আর গ্যারেথ, পর মুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে কেবিনের দরজা খুলে ফেললো জেক, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো মেয়ে দুটোকে। কেবিনটা ছোট্ট দু'জন ওঠার পর আর প্রায় কোনো জায়গাই থাকলো না।

'থামো,' পাইলটের কানে বোমা ফাটালো গ্যারেথ। 'হালকা আরো একজন আছে।'

দু'জন ধরাধরি করে প্রিসিলার কেবিন থেকে বের করে আনলো গ্রেগোরিয়াসকে। এরইমধ্যে বাতাসের দিকে পিছন ফেরার জন্যে প্লেন ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে পাইলট, গ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে প্লেনের পিছু পিছু ছুটতে হ'লো ওদেরকে।

'জেক...!' রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো ভিকি, চিৎকার করতে চাইলেও তার গলা ভেঙে গেলো, চোখ উন্মাদিনীর দৃষ্টি।

'চিন্তা করো না,' পাল্টা চিৎকার করলো জেক, ওর আর গ্যারেথের হাত থেকে মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে নিলো গ্রেগোরিয়াসকে, প্লেনের সাথে সাথে এখনো ছুটছে ওরা। 'চিন্তা করো না,' আবার বললো রাসা, 'আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবো, মনে রেখো–আমি ভালোবাসি তোমাকে।'

'আমিও ভালোবাসি, তোমাকে,' কী যেনো বলতে চেয়েও পারলো না ভিকি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেও নিজেকে সামলাতে পারলো না, দু'চোখ ভাসিয়ে দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো, ঝাপসা হয়ে গেলো দৃষ্টি। 'ওহ্, জেক....!'

প্লেনের সাথে এখন শুধু একা জেক ছুটছে, লম্বা করা হাত দিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেও। টেক-অফ করার জন্যে বেড়ে গেলো প্লেনের গতি, কিন্তু গ্রেগোরিয়াসের একটা পা বেরিয়ে থাকায় দরজাটা বন্ধ করতে পারছে না জেক। পা-টা ভেতরে ঠেলে দেয়ার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকলো ও, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেলো একটা রাইফেল বুলেট। ফিউজি লাজের ক্যানভাস আবরণ ভেদ করলো সেটা।

ঝট করে মুখ তুলতেই জেক দেখলো পরবর্তী বুলেটটা ককপিটের পাশের জানালার কাঁচ ভেঙে সরাসরি পাইলটের জুলফির ভেতর ঢুকে গেলো। সাথে সাথে সিট থেকে কাত হয়ে পড়লো পাইলট, ঝুলে থাকলো শুধু শোল্ডার স্ট্র্যাপের সাথে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁকা পথ ধরলো প্লেন, জেক দেখলো পাইলটের লাশের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে থ্রটলটা বন্ধ করে দিলো ভিকি। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রিসিলার দিকে ছুটলো জেক।

ওরা ছুটছে, ওদের পায়ের কাছে ধুলো ওড়াচ্ছে রাইফেলের বুলেট।

'কোথায় ওরা?' গ্যারেথকে জিজ্ঞেস করলো জেক।

'বাঁ দিকে।'

ঘাড় ফেরাতেই দুশো গজ দূরে, মাঠের কিনারায় ঘাসের ভেতর ইতালিয়দের রাইফেলম্যানদের দেখতে পেলো জেক। ওদের পিছনে বড় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো পিছনে, আরো অনেক পিছনে দেখা গেলো ট্যাংকগুলোকে, হেলে দুলে এগিয়ে আসছে।

প্রিসিলার এঞ্জিন চালুই রয়েছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ইতালিয়দের দিকে ছুটলো জেক, টারিট থেকে ভিকার্স মেশিনগানের গুলি ছুঁড়লো গ্যারেথ। লাফিয়ে উঠলো ইতালিয়রা, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো ছুটে পালালো।

গ্যারেথ এবার গুলি করলো ট্রাক লক্ষ্য করে। ফুয়েল ট্যাংক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো, গোটা ট্যাংক ঢাকা পড়লো লাল আগুনে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রিসিলাকে প্লেনের কাছাকাছি দাঁড় করালো জেক, স্নাইপাররা গুলি করলে এখন আর্মারড কারের গায়ে লাগবে।

ইতিমধ্যে ভিকি আর সারা ধরাধরি করে পাইলটের লাশ ককপিট থেকে নামিয়ে ফেলেছে। লোকটা লম্বা-চওড়া, কাঁধ দুটো ভারি। তার দিকে পিছন ফিরে ককপিটে উঠলো ভিকি, কন্ট্রোলের পিছনে ব'সে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধালো নিজেকে।

'গড!' বললো জেক, চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠলো। 'একবার বলেছিলো বটে প্লেন চালাতে জানে।'

রাইফেলের একটা বুলেট ইস্পাতের খোলে লেগে পিছনে গেলো, ছুটে গেলো ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

পাইলটের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। 'ওর মৃত্যু ভারি তাৎপর্যপূর্ণ।'

'আর মাত্র একজনের জায়গা হবে,' ককপিট থেকে চিৎকার করলো ভিকি। 'তোমাদের দু'জনকেই তুলে নিলে, পাহাড় টপকানো সম্ভব হবে না।' দু'জনেই ওরা দেখতে পেলো, কথাগুলো বলতে গিয়ে আত্মপীড়নে জর্জড়িত হ'লো ভিকি।

প্রিসিলার খোলে আরেকটা বুলেট লাগলো।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার চিৎকার করলো ভিকি, 'আর মাত্র একজনকে নেয়া যাবে প্লেনে।'

'কে যাবে?' চোখে বিদ্রূপাত্মক, শয়তানি হাসি নিয়ে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ।

'এসো টস করি।' ভোজবাজির মতো আবার একবার তার হাতে বেরিয়ে এলো মারিয়া থেরেসা ডরার। জেকের মুখের ওপর নিঃশব্দে হাসলো সে।

'হেডস,' বললো জেক।

রোদের ভেতর ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেলো শিলিংটা, অক্ষত হাতের তালুতে সেটাকে নামতে দিলো গ্যারেথ, ঝুঁকে তাকালো। 'জানতাম কোনো এক সময় ঘটবে ব্যাপারটা–অবশেষে জিতলে তুমি।' গ্যারেথের নিঃশব্দ হাসি মুখের কোণগুলো উঁচু করে তুললো। 'ওয়েল ডান ওল্ড চ্যাপ। বিদায়।'

কিন্তু কবজিটা চেপে ধরলো জেক, শিলিংটার দিকে তাকালো ও। 'টেইলস!' ধমকে উঠলো ও। 'প্রথম থেকেই জানতাম তুমি একটা চীট, ইউ বাস্টার্ড!' ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে তাকালো ও। 'তোমাদের টেক-অফ কাভার দেবো আমি, ভিকি। প্লেন আর ইতালিয়দের মাঝখানে রাখবো প্রিসিলাকে, যতোক্ষণ পারা যায়!' বলেই পিছন ফিরলো জেক।

ওর পিছনে ঝুঁকলো গ্যারেথ, প্রায় আধ সের ওজনের একটা পাথর হাতে নিয়ে সিধে হলো। 'দুঃখিত, ওল্ড সন। লাগলে বলো, কি?' বিড়বিড় করলো সে। 'কিন্তু এরইমধ্যে তোমার কাছে দুটো ঋণ হয়ে গেছে আমার।' হাতের পাথরটা দিয়ে জেকের মাথার পিছনে সাবধানে মারলো সে, পাথরটা ফেলে দিয়ে অজ্ঞান শরীরটাকে অক্ষত হাতের ভাঁজে আটকালো।

জেকের শির দাঁড়ার নিচে একটা হাঁটু ঠেকিয়ে, হাঁটুটা উঁচু করলো গ্যারেথ, এক ধাক্কাতেই প্লেনের কেবিনে তুলে দিলো ওকে। তারপর একটা পা তুলে জেকের পাঁজরে ঠেকালো, পায়ের চাপে দরজা থেকে ভেতর দিকে ঠেলে দিলো শরীরটাকে। বন্ধ করে দিলো দরজা।

পর্দার মতো কাজ করছে প্রিসিলা, সেটার খোলে একের পর এক বুলেট লাগছে। পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগটা বের করে আনলো গ্যারেথ। পাশের জানালা দিয়ে ভিকির কোলে ফেললো সেটা। সামনে কন্ট্রোল নিয়ে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো ব'সে আছে ভিকি।

'জেককে বলো, আমি যদি আগে না পৌঁছাই, চকলেট মিখায়েলের চেকটা ক্যাশ করে তোমাকে যেনো এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেয় আমার তরফ থেকে—আর, তাতে যখন চুমুক দেবে, স্মরণ করো সত্যিই তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম।' ভিকি জবাব দেয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো সে, ছুটলো প্রিসিলার দিকে, আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়লো খোলের মাথায়, সেখান থেকে হ্যাচ গ'লে নেমে গেলো ড্রাইভারের সিটে।

পাশাপাশি, হরিহর আত্মার মতো, আর্মারড কার আর ছোট্ট নীল প্লেনটা খোলা মাঠ ধ'রে ছুটলো, ইতালিয়দের বিরতিহীন গুলি মুষলধারে বৃষ্টির মতো আঘাত করছে ইস্পাতের খোলে।

তারপর, ধীরে ধীরে, দ্রুতগতি প্রিসিলাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলো অসম্ভব ভারি পুস মথ। ইতিমধ্যে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা। মাটি ছেড়ে প্লেনের চাকা শূন্যে উঠে পড়লো, অনুভব করে ঝট করে পিছন ফিরলো ভিকি, চোখে দিশেহারা দৃষ্টি।

ড্রাইভারের হ্যচের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ, ভিকির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু বলছে সে, শব্দগুলো শুনতে না পেলেও তার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখলো ভিকি। নোংরা ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা মাথার ওপর তুললো গ্যারেথ, দু'তিন বার নেড়ে বিদায় জানালো। নিঃশব্দ হাসিটুকু এখনো লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

খোলা মাঠের কিনারায় প্রিসিলাকে দাঁড় করালো গ্যারেথ, উঠে দাঁড়ালো হ্যাচের ওপর, অক্ষত হাতটা কপালে তুলে রোদ ঠেকালো, মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো ছোট্ট নীল প্লেনটার দিকে–ভারি পাহাড়ী বাতাস কেটে অত্যন্ত ধীরগতিতে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যবর্তী ফাঁকটার দিকে উঠে যাচ্ছে, গিরিখাদ ওখান থেকে উঠে গেছে হাইল্যান্ডের দিকে।

তার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে আকাশের কোণে দোদুল্যমান নীল বিন্দুটার দিকে, কাজেই বুঝতে পারলো না তিনটে সিভি, থ্রি ট্যাংক মেইন রোড ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, চলে এসেছে পাঁচশো গজের মধ্যে।

এখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে গ্যারেথ, ট্যাংকগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। টারিট থেকে লম্বা স্প্যান্ডাউ ঘুরে গেলো ওর দিকে।

কামানের গর্জন শুনতে পায় নি গ্যারেথ, কারণ শব্দ তার কানে ঢোকার অনেক আগেই আঘাত করলো গোলাটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই শুধু অনুভব করলো সে, মনে হ'লো পৃথিবী কক্ষচ্যুত হলো, হ্যাচ থেকে পড়ে গেছে।

বিধ্বস্ত খোলের পাশে মাটিতে পড়ে থাকলো সে, অক্ষত হাতটা দিয়ে শরীরের নিচের অংশটার স্পর্শ পাবার চেষ্টা করলো, কারণ তার পেটে কী যেনো একটা ঘটে গেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে নিচে নামলো হাতটা, কিন্তু যেখানে পেট থাকার কথা সেখানে কিছুই ছুঁতে পারলো না সে। রয়েছে শুধু বিশাল একটা গর্ত, গর্তের ভেতর হাতটা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করলো, পচা কোনো ফলের শাঁসের মতো থকথকে আর নরম কী যেনো ঠেকলো আঙুলে।

হাতটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো গ্যারেথ, কিন্তু পারলো না। পেশির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিকে। মুখ খোলার চেষ্টা করলো, বুঝতে পারলো আগে থেকেই হাঁ হয়ে আছে সেটা। চোখ খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে ও বুঝলো, বিস্ফারিত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্ধকার তার মাথার ভেতর, আর হিম ঠাণ্ডা সারা শরীরে।

অন্ধকার আর হিম ঠাণ্ডার মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো গ্যারেথ, ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। 'ব্যাটা মারা গেছে!'

মৃদু বিস্ময়ের সাথে গ্যারেথ ভাবলো, 'হ্যাঁ, গেছি। এবার সত্যি গেছি।' আবার হাসার চেষ্টা কলো সে, কিন্তু তার ঠোঁট শুধু কাঁপলো। গ্যারেথের ম্লান নীল, প্রাণহীন চোখদুটো অপলকে তাকিয়ে থাকলো সুনীল আকাশ পানে।

ব্যাটা মারা গেছে, মাই কাউন্ট,' আবার বললো জিনো।

'তুমি ঠিক জানো? ট্যাংকের টারিট থেকে ধমকের সাথে জিজ্ঞেস করলো কাউন্ট।

'ঠিক জানি, মাই কাউন্ট।' গ্যারেথের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করলো জিনো। 'যার শরীর প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে সে আবার বেঁচে থাকে কী করে?' কর্কশ ঘাস আর কাদার ভেতর মোচড় খেয়ে রয়েছে গ্যারেথের ঘাড় আর মাথা।

ট্যাংক থেকে নেমে এলো কাউন্ট, টেনেটুনে ঠিকঠাক করলো ইউনিফর্মটা। সে-ও পরীক্ষা করলো গ্যারেথকে। 'তুমি ঠিকই বলেছো, জিনো। লোকটা মারাই গেছে।'

'বাঁচা গেলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো জিনো।

'জিনো।' হঠাৎ গর্জে উঠলো কাউন্ট। 'তোমার ক্যামেরা কোথায়?'

'আনছি, মাই কাউন্ট!' এক ছুটে চলে গেলো জিনো, প্রায় সাথে সাথে ফিরে এলো ক্যামেরা নিয়ে।

'ইংরেজ দস্যুর পাশে দাঁড়িয়ে গোটা কতক ছবি তোলা দরকার,' ব'লে গ্যারেথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কাউন্ট, পোজ দিলো।

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে তৈরি হ'লো জিনো। 'চিবুক আরেকটু ওপরে তুলুন, মাই কাউন্ট।'

গিরিখাদের শেষ চূড়াটা পেরিয়ে এলো ভিকি, প্লেন আর চূড়ার মাঝখানে এক সময় ব্যবধান দাঁড়ালো মাত্র পঞ্চাশ ফুট। চূড়া যদি আর খানিক উঁচু হতো, পুস মথ সরাসরি ধাক্কা খেতো সেটার সাথে, কারণ আকাশের আরো ওপরে ওঠার শক্তি ওটার নেই।

তার সামনে আইল্যান্ড বিস্তৃত হয়ে আছে দক্ষিণ দিকে সেই আদ্দিস আবাবা পর্যন্ত। তার নিচে সরু ডেসি রোড। ভিকি দেখলো, রাস্তাটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। আদিবাসী বাহিনী চলে গেছে লেক টানার দিকে, সম্রাট হাইলে সেলাসির বাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে এবারে সংঘবদ্ধ আক্রমণ শানাবে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধারা।

স্বস্তি বোধ করলেও, ব্যাপারটা তেমন আনন্দ বয়ে আনলো না। শরীর সামান্য ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালো ভিকি। দীর্ঘ সারডি গিরিপথ নিথর পড়ে আছে। দু'পাশের পাহাড় প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে নামছে বিপুল জলরাশি, তার মনে হ'লো এমনকি পাহাড়গুলোও যেনো কাঁদছে।

সিটের ওপর সিধে হয়ে বসলো ভিকি কেমবারওয়েল, মুখে হাত তুললো, দুই গাল ভিজে গেছে অনুভব করে একটুও বিস্মিত হ'লো না সে।

কাঁদছে ভিকি।

(শেষ)

প্রকাশিত হয়েছে–

রিভার গড

প্রাচীন মিশরের অনবদ্য কাহিনী

মূল: উইলবার স্মিথ
অনুবাদ: মখদুম আহমেদ

প্রাচীন মিশর। ফারাও যুগ। লোভ আর বিচ্ছিন্ন পাপাচারে টালমাটাল হয়ে গেছে সোনালি এই সাম্রাজ্য। ষড়যন্ত্র, হত্যা আর নিষ্ঠুরতা শূশে নিচ্ছে তার জীবনসূধা। দুর্বল ফারাও সম্রাট, মামোস কিছুই করতে পারছেন না। গর্বোদ্ধত সিংহপুরুষ, সেনাপতি ট্যানাসের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন দেবতারা, মিশরের দুই রাজ্য একীভূত করার যুদ্ধে সে-ই নেতৃত্ব দেবে মিশরীয় বাহিনীর। কিন্তু তার ভালোবাসা, উজির কন্যা অপরূপা লসট্রিসকে কি পাবে সে? লসট্রিস, যার সৌন্দর্যে আবিষ্ট পুরো জাতি; যাকে ভালোবাসে আর একজন অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ।

চার হাজার বছর আগের মিশরীয় ক্রীতদাস, লিপিকার টাইটা'র বর্ণনায় ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া, বিস্মৃত দিনের এক মনোজ্ঞ আলেখ্য। নাটকীয়তা, রহস্য, প্রেম এবং ক্রোধের আগুনে ঠাঁসা *রিভার গড*, হারিয়ে যাওয়া ফারাও যুগের অসাধারণ কাহিনী।

"মনোজ্ঞ এবং বর্ণনাবহুল... আবেগ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিশোধের ঠাঁস-বুনট।"
–অরল্যান্ডো সেন্টিনেল

"নিখুঁত বর্ণনাশৈলী... দারুণ উপাদেয় গল্প-বলা... এ যেনো রাজ ভোজ।"
–ডেট্রোয়েট ফ্রি প্রেস